সায়েন্স ফিকশন

আইজাক আসিমভ

ফাউণ্ডেশন

অনুবাদ । জি. এইচ. হাবীব

www.BanglaBook.org

আইজাক আসিমভ

শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান কল্প-কাহিনীকার। জাতিতে ইহুদী; জন্ম, ১৯২০ সালে, মস্কো থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি ছোট্ট শহর পেট্রোভিচ-এ। কিন্তু মাত্র তিন বছর পরই সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে কেটেছে তাঁর শৈশব। ওখানেই এক গ্রামার স্কুলে পড়াশোনায় হাতেখড়ি। স্মৃতিশক্তি ছিল খুব ভাল, তাই হাই স্কুলের গণ্ডী পেরোন ষোল বছরে পা দেবার আগেই। ১৯৩৯ এবং ১৯৪১-এ যথাক্রমে বিএসসি, এবং এমএসসি পাস করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফিলাডেলফিয়া নেভাল এয়ার এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশনে কেমিস্ট হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। ১৯৪৫, ১৯৪৬ - এই দু'বছর মার্কিন সেনা বিভাগে চাকরি করে কর্পোরাল পদে উন্নীত হওয়ার পর অবসর নেন। ১৯৪৯ সালে পিএইচডি করেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। তারপর ওখানে নিউক্লেয়িক এসিড নিয়ে কিছুদিন গবেষণা করে ঐ বছরই বায়োকেমিস্ট্রির ইন্সট্রাক্টর হিসেবে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে উন্নীত হন সহযোগী অধ্যাপক পদে।

লেখালেখির আগ্রহ কৈশোর থেকেই। আর তাই দেখে, ১৯৩৬ সালে তাঁর বাবা একটা টাইপরাইটার কিনে দেন। এই টাইপরাইটারই পরে তাঁর জীবনের প্রধান সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। দিনে গড়পড়তা বারো ঘণ্টা কাটাতেন তিনি এটার সান্নিধ্যে। প্রথম সায়েন্স ফিকশনটি লেখেন ১৯৩৮ সালে। গল্পটি নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হন *অ্যাসটাউণ্ডিং সায়েন্স ফিকশন* পত্রিকার সম্পাদক জন ডাব্লিউ ক্যাম্পবেলের কাছে। শুধু সেটিই নয়, পরপর বারোটি গল্প তিনি বাতিল করে দেন। অবশ্য গল্প লেখার ব্যাপারে তিনি অনেক প্রয়োজনীয় উপদেশও দেন। সে-বছরই *অ্যামেজিং স্টোরিজ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প 'মেরুনড় অভ ভেসটা'। প্রথম বই বেরোয় ১৯৫০-এ, *পেবল ইন দ্য স্কাই*। ১৯৫০ সালেই বেরোয় দ্বিতীয় উপন্যাস *আই, রোবট*। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৭ সালে ডিটেকটিভধর্মী দুটো সায়েন্স ফিকশন *দ্য কেভস অভ স্টিল* এবং *দ্য নেকেড সান*. উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প সংকলনও বেরোয় : *দ্য মার্সিয়ান ওয়ে* (১৯৫৫), *নাইন টুমরোজ, টেলস অভ নিউ ফিউচার* (১৯৫৯), *ট্রায়াঙ্গল* (১৯৬১), ইত্যাদি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পাঠক এবং সমালোচকদের ধারণা, 'ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি'-ই তাঁর সেরা রচনা; এই ট্রিলজির তিনটি খণ্ড হচ্ছে *ফাউণ্ডেশন* (১৯৫১), *ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার* (১৯৫২), এবং *সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন* (১৯৫৩)। ১৯৬৬ সালে ট্রিলজিটি 'দ্য ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ফিকশন কনভেনশন' থেকে 'বেস্ট অল-টাইম সায়েন্স ফিকশন সিরিজ' হিসেবে 'হুগো অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। সব মিলিয়ে তিনবার হুগো অ্যাওয়ার্ড এবং একবার নেবুলা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আসিমভ ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি রচনার প্রায় তিরিশ বছর পর সিরিজটিকে তিনি সম্প্রসারিত করেন *ফাউণ্ডেশন'স এজ* (১৯৮২) ও *ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ* (১৯৮৩) নামের দুটো উপন্যাস লিখে। এবং ১৯৮৮ সালে *প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন* নামে আরেকটি উপন্যাস লেখেন। সেটা *ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ*-এর সিকোয়েল নয়, বরং প্রথম খণ্ড অর্থাৎ *ফাউণ্ডেশন*-এর আগের কাহিনী। অবশ্য ওটা না পড়লেও *ফাউণ্ডেশন* পড়তে কোনো অসুবিধা হবে না।

রোবোটিকসের চারটি অসাধারণ সূত্রের জন্যেও আসিমভ বিখ্যাত।

বিজ্ঞানের খটোমটো বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব সহজ সাবলীল ভাষায় সাধারণ পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি সফলভাবে। এ-ধরনের কিছু নির্জলা বিজ্ঞান-নির্ভর বই হচ্ছে, *দ্য রিল্ম অভ নাম্বার্স* (১৯৫৯), *দি ইন্টেলিজেন্ট ম্যান'স গাইড টু সায়েন্স* (১৯৬০), *দ্য জেনেটিক কোড* (১৯৬৩), ইত্যাদি।

ছোটদের জন্য লাকি স্টার নামের এক নভোচরের কাহিনী লিখেছেন *লাকি স্টার অ্যাণ্ড ওশেনস অভ ভেনাস, লাকি স্টার অ্যাণ্ড দ্য বিগ সান মারকারি* এবং *লাকি স্টার অ্যাণ্ড মুনস অভ জুপিটার*– এই উপন্যাসগুলোয়।

সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা প্রায় পাঁচশ।

১৯৯২ সালের ৬ই এপ্রিল তিনি মারা যান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সূচিক্রম

প্রথম পর্ব
মনোইতিহাসবিদদের কথা # ১১

দ্বিতীয় পর্ব
বিশ্বকোষ রচয়িতাদের কথা # ৪৭

তৃতীয় পর্ব
মেয়রদের কথা # ৮৫

চতুর্থ পর্ব
বণিকদের কথা # ১৪৩

পঞ্চম পর্ব
বণিক রাজপুত্রদের কথা # ১৬৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

প্রথম পর্ব

মনোইতিহাসবিদদের কথা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

হ্যারি সেলডন–... গ্যালাকটিক এরা-র ১১,৯৮৮ তম বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, মারা যান ১২,০৬৯ সালে। তারিখ দুটো আরো সহজভাবে 'ফাউণ্ডেশন এরা' অনুযায়ী এভাবে লেখা হয় ঃ জন্ম:- ৭৯; মৃত্যু:- ১ এফ. ই.। হেলিকন-এর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্কটারাস সেক্টরে জন্ম তাঁর। (কিংবদন্তী আছে, আর্কটারাস সেক্টরে তাঁর বাবা গ্রহের হাইড্রোপনিক প্ল্যান্টে তামাক চাষ করতেন। অবশ্যি এটা কতটুকু সত্যি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।) শৈশবেই তিনি অংকশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন যার প্রচুর উদাহরণ লোকের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু সেগুলোর কিছু কিছু পরস্পর বিরোধীও বটে। বলা হয়ে থাকে, তাঁর বয়স যখন দু'বছর...

... নিঃসন্দেহে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান 'মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস' বা 'সাইকোহিস্ট্রি'র ক্ষেত্রে। সেলডন যখন বিষয়টিতে হাত দেন তখন এটা ছিল নিতান্তই কিছু অস্পষ্ট, স্বতঃসিদ্ধ ধারণার একটি সমষ্টি মাত্র। কিন্তু সাইকোহিস্ট্রিকে তিনি একটি একটি নিগূঢ়, পরিসংখ্যান-নির্ভর বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে যান।...

... গাল ডরনিকের লেখা জীবনীটিকেই এখন পর্যন্ত তাঁর জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয়। মহান এই গণিতজ্ঞের মৃত্যুর দু'বছর আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় যুবক ডরনিকের। সেই প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী...

*ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা**

নাম তার গাল ডরনিক। নেহাতই এক গাঁয়ের ছেলে বলা যেতে পারে ওকে, কারণ এর আগে ট্র্যান্টর দেখেনি সে। অর্থাৎ কিনা, চর্মচক্ষে। হাইপার-ভিডিওতে তো কতবারই *দেখেছে*। কোনো রাজকীয় অভিষেক বা কোনো গ্যালাকটিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কাভার-করা অসাধারণ ত্রিমাত্রিক খবরেও দেখেছে মাঝে মধ্যে।

যদিও ওর সারা জীবন কেটেছে সিন্যাক্স-এ, কিন্তু 'ব্লু ড্রিফট'-এর প্রান্তে একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণরত এই গ্রহটি সভ্যতার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল না মোটেই। সত্যি কথা বলতে কী, সে-সময়ে গ্যালাক্সির কোনো অংশই অবহেলিত ছিল না।

---

* এখানে ব্যবহৃত *ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা*-র সমস্ত উদ্ধৃতি প্রকাশকদের অনুমতিক্রমে ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা পাবলিশিং কোং, টার্মিনাস কর্তৃক ১০২০ এফ. ই.-তে প্রকাশিত ১১৬তম সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্যালাক্সির দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ গ্রহে তখন মানুষের বাস। এর মধ্যে একটিও গ্রহ নেই যেটি এম্পায়ার-এর প্রতি অনুগত নয়। এবং গত পঞ্চাশ বছর ধরে ট্র্যানটরই এম্পায়ার-এর রাজধানী হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

গালের জন্য এবারের এই ভ্রমণ নিঃসন্দেহে তার নবীন শিক্ষা জীবনের চূড়ান্ত পর্ব।

মহাশূন্যভ্রমণ একবারে নতুন নয় তার কাছে। সুতরাং এটাকে স্রেফ একটা আকাশযাত্রা হিসেবে তেমন কিছু মনে হচ্ছে না ওর। অবশ্যি ওর দৌড় সিন্যাক্স-এর একমাত্র উপগ্রহ পর্যন্ত। গবেষণাপত্রের জন্য উল্কা-পতনের মেকানিক্স সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়েছিল সে উপগ্রহটায়। কিন্তু তাতে কী? পাঁচ মাইলের মহাশূন্যভ্রমণও যে কথা, কয়েক আলোকবর্ষ ভ্রমণও ঐ একই কথা।

হাইপার-স্পেসের ভেতর দিয়ে 'জাম্প'-এর জন্য শরীরটা একটু শক্ত করে ফেলল সে। আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের জন্য অবশ্যি এ-ধরনের জাম্পের প্রয়োজন হয় না। অনেকদিন থেকেই চলে আসছে জাম্পের ব্যবহার। সম্ভবত অনন্তকাল ধরেই চলবে। কারণ, এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে যাবার এটাই কার্যকর পদ্ধতি। সাধারণ মহাশূন্যে চলাচলের জন্য স্রেফ আলোর গতি হলেই চলত (মানব ইতিহাসের সেই বিস্মৃত উষালগ্নের অল্প যে ক'টি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনো টিকে আছে, এটি তার অন্যতম); কিন্তু তাতেও সবচেয়ে কাছের বসতিতে পৌঁছুতে কয়েক বছর লেগে যেত। হাইপার-স্পেস মহাশূন্য নয়, সময়ও নয়; বস্তু নয়, শক্তিও নয়; কিছু নয়, আবার কিছু না-ও নয়। গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না এই হাইপার-স্পেসের ভেতর দিয়ে।

সামান্য ভীতির একটা কুণ্ডলী পাকানো অনুভূতি পেটের মধ্যে নিয়ে প্রথম জাম্প-এর জন্য অপেক্ষা করে রইল গাল। এবং সামান্য একটু ঝাঁকিতে শেষ হয়ে গেল জাম্পটা। শরীরের ভেতর ছোট্ট একটা ঝাঁকিও সে অনুভব করেছে কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হবার আগেই থেমে গেল। ব্যস, ঐ পর্যন্তই।

এরপর ওর অনুভূতি জুড়ে রইল শুধু ১২,০০০ বছরের ইম্পেরিয়াল উন্নতির নির্লিপ্ত, শীতল ফলশ্রুতি এই প্রকাণ্ড ও চকচকে মহাশূন্যযানটি আর সে নিজে, যার থলেতে রয়েছে গণিতশাস্ত্রে সদ্য অর্জিত একটা ডক্টরেট ডিগ্রী আর মহান হ্যারি সেলডনের আমন্ত্রণ– ট্র্যানটরে গিয়ে বিশাল এবং কিছুটা রহস্যময় সেলডন প্রজেক্টে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ।

জাম্প-এর ব্যাপারে হতাশ হবার পর গাল অপেক্ষা করছে ট্র্যানটর দেখার জন্য ভিউরুমে ঢুঁ মারল সে বার বার। পূর্বঘোষিত সময় অনুযায়ী স্টীলের শাটারগুলো তুলে দেয়া হয়; প্রতিবারই সময়মত গিয়ে হাজির হয় গাল। উপভোগ করে তারার চোখ ধাঁধানো দীপ্তি; চলার পথে ধরা পড়ে চিরতরে স্থির হয়ে যাওয়া জোনাকি পোকার দানবীয় ঝাঁকের মতো নক্ষত্রপুঞ্জের অবিশ্বাস্য, অস্পষ্ট সমাবেশ। একবার শিপের পাঁচ আলোকবর্ষের মধ্যে একটা গ্যাসীয় নীহারিকার ঠাণ্ডা, নীল-সাদা ধোঁয়া

www.BanglaBook.org

দেখা গেল; জানালার ওপর সে-ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল পাতলা দুধের মতো, ঘর ভরে গেল বরফ-সাদা আলোয় দু'ঘণ্টা পর চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল সেটা, আরেকটা জাম্পের পর।

প্রথম দেখায় ট্র্যানটরের সূর্যটাকে মনে হল কঠিন, সাদা একটি বিন্দুর মতো। একইরকম অগুনতি বিন্দুর মধ্যে সেটা নজরেই পড়েনি বলতে গেলে। চেনা গেল নেহাত শিপের গাইড দেখিয়ে দিল বলে। গ্যালাকটিক সেন্টারের এখানটায় তারার সংখ্যা একটু বেশি। কিন্তু প্রতিটি জাম্পের পর সূর্যটা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হল আশ-পাশের সবগুলোকে ঔজ্জ্বল্যে এবং বিশালতায় ম্লান করে দিয়ে।

একজন অফিসার এসে বললেন, 'ট্রিপের বাকি সময়টা ভিউ-রুম বন্ধ থাকবে। নামার জন্য তৈরি হোন।'

অফিসারের সাদা ইউনিফর্মের আস্তিনে এম্পায়ার-এর মহাকাশযান এবং সূর্যের নকশা আঁকা।

গাল বলল, 'আমি কি একটু থাকতে পারি না? ট্র্যানটরটা দেখতে চাই আমি।'

অফিসার মৃদু হাসলেন। গাল লজ্জা পেল একটু। আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলার কারণেই ভদ্রলোক হাসলেন বলে মনে হলো তার।

অফিসার বললেন, 'সকালের মধ্যেই ট্র্যানটরে ল্যাণ্ড করব আমরা।'

'মানে, আমি স্পেস থেকে দেখতে চাই গ্রহটাকে।'

'ওহ্ সরি, মাই বয়। এটা স্পেস-ইয়ট হলে সে-ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু সানসাইডে স্পিন করে নামছি আমরা। তুমি নিশ্চয়ই একই সঙ্গে অন্ধ, দগ্ধ আর রেডিয়েশনে ক্ষত-বিক্ষত হতে চাও না?'

অগত্যা ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল গাল।

অফিসার পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'এখান থেকে ট্র্যানটরকে কেবল ধূসর আর আবছা দেখাবে। ট্র্যানটরে নেমে স্পেস-ট্যুরে গেলেই তো পারেন। বেশ সস্তা কিন্তু।'

ফিরে তাকাল গাল। 'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ,' শুকনো গলায় বলল শুধু।

মনঃক্ষুণ্ন হওয়াটা যে ছেলেমানুষি, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ছেলেমানুষিতে তো শুধু বাচ্চাদেরই পায় না, বড়দেরও পায়। গালের গলার কাছে কী যেন দলা পাকালো। জীবনের বিশালতা নিয়ে, তার সমস্ত বিস্ময় নিয়ে, চোখের সামনে ট্র্যানটরকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে থাকতে সে কখনও দেখেনি। ভাবেনি, আরও বেশ কিছুক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

শিপটি অবতরণ করল বিচিত্র ধরনের কিছু শব্দের মধ্যে। ধাতব গা কেটে সরে যাওয়া বায়ুমণ্ডলের দূরবর্তী হিসহিস, সংঘর্ষজনিত তাপ সামাল দেয়া কণ্ডিশনারগুলোর অবিরাম গুনগুন, গতি মন্থরে ব্যস্ত এঞ্জিনগুলোর চাপা, ভারি গুম গুম। সেই সঙ্গে রয়েছে ডিবার্কেশন রুমগুলোয় জড়ো হওয়া নারী-পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠ আর শিপের লম্বা অক্ষ বরাবর ব্যাগেজ, মেইল এবং অন্যান্য মালামাল তোলায় ব্যস্ত হয়েস্টগুলোর ধুপধাপ। মালামালগুলো পরে আনলোডিং প্লাটফর্মে সরিয়ে নেয়া হবে।

হালকা একটা ঝাঁকি অনুভব করল গাল। অর্থাৎ এই মুহূর্ত থেকে শিপটির আর তার নিজস্ব, স্বাধীন গতি রইল না। কয়েক ঘণ্টা ধরেই গ্রহের অভিকর্ষ একটু একটু করে জায়গা করে নিচ্ছিল শিপের অভিকর্ষ সরিয়ে। নমনীয় ফোর্স-ফীল্ডের কারণে ডিবার্কেশন রুমগুলো দুলছে মৃদু; গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স-এর পরিবর্তনশীল ডিরেকশানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে যেন নিজেদের। হাজার হাজার যাত্রী ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল রুমগুলোয়। এবার তারা বাঁকা র‍্যাম্প ধরে বিশাল, মুখ ব্যাদান করা লকগুলোর দিকে এগোল ধীরে ধীরে।

গালের মালপত্র সামান্য। একট ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চটপট এবং দক্ষতার সঙ্গে খুলে আবার বন্ধ করে দেয়া হল সেটা। ভিসা পরীক্ষা করে সীল মেরে দেয়া হল। ও নিজে এদিকে কোনো নজরই দিল না।

এই তাহলে ট্র্যানটর! ওর বাড়ি যেখানে, সেই সিন্যাক্স গ্রহের চেয়ে বাতাসটা একটু ভারি, অভিকর্ষও সামান্য বেশি। অবশ্যি অভ্যস্ত হয়ে যেতে তেমন সময় লাগবে না। তবে এই বিশালত্বের সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কিনা সেটাই চিন্তার বিষয়।

ডিবার্কেশন রুমটা তো রীতিমতো অসাধারণ। ছাদটা প্রায় হারিয়েই গেছে উঁচুতে। কল্পনার চোখে গাল প্রায় দিব্যি দেখতে পেল, সেই বিশালতার নিচে মেঘ জমেছে। মুখোমুখি কোনো দেয়াল দেখতে পেল না সে। শুধু মানুষ আর ডেস্ক, আর এক সময় দূরে ঝাপসা হয়ে হারিয়ে যাওয়া একবিন্দুমুখী মেঝে।

ডেস্কের লোকটা কথা বলে উঠেছে ফের। তার গলায় ঈষৎ বিরক্তি। লোকটা বলল, 'এগিয়ে যান, ডরনিক।' ওর নামটা ভুলে যাওয়ায় ভিসা খুলে দেখে নিতে হয়েছে তাকে।

www.BanglaBook.org

গাল জিগ্যেস করল, 'কো-কোনদিকে–'

কিন্তু ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে, বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে লোকটা বলল, 'ডাইনে অথবা বাঁয়ে তিন নম্বর বাঁকে ট্যাক্সি পাবেন।'

গাল এগোয়; দেখে ওপরে শূন্যে, জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'ট্যাক্সি। যে-কোনো দিকের জন্য।'

গাল সরে যেতেই কে-জানে-কোত্থেকে একজন এগিয়ে এল, তারপর ডেস্কটার সামনে এসে দাঁড়াল। ডেস্কের লোকটা মুখ তুলে তাকাল। মাথা ঝাঁকাল মৃদু। উত্তরে আগন্তুকও মাথা ঝাঁকাল, তারপর অনুসরণ করল প্রবাসী যুবকটিকে।

নিজেকে একটা রেলিং-এর সামনে আবিষ্কার করল গাল। ছোট্ট এক সাইনে লেখা, 'সুপারভাইজার।' কিন্তু সাইন নির্দেশিত সুপারভাইজার লোকটা মুখ তোলে না। শুধু জিগ্যেস করে, 'কোথায় যাবেন?'

গাল ইতস্তত করতে থাকে। ও নিজেই ঠিক নিশ্চিত নয় এ-ব্যাপারে। কিন্তু জবাব দিতে এমনকি কয়েক সেকেণ্ড দেরি করার অর্থ ওর পেছনে লোকের লাইন পড়ে যাওয়া।

মুখ তুলে তাকাল সুপারভাইজার, 'কোথায় যাবেন?'

গালের হাতে টাকা-কড়ি বিশেষ কিছু নেই। তবে মাত্র এক রাতের ব্যাপার, তারপরই সে কাজ পেয়ে যাচ্ছে। সে হালকা চালে বলে, 'যে-কোনো একটা ভালো হোটেল।'

সুপারভাইজার লোকটা ভাবলেশহীনের মতো বলে, 'সবগুলোই ভালো, নাম বলুন।'

গাল মরিয়া হলে বলে উঠল, 'সবচেয়ে যেটা কাছে।'

একটা বোতাম স্পর্শ করল সুপারভাইজার। আলোর একটা সরু রেখা তৈরি হল মেঝে বরাবর। বিভিন্ন রঙে আর শেডে কখনো উজ্জ্বল, কখনো নিভু নিভু হয়ে আসা অন্য অনেক রেখার মধ্যে মোচড় খেতে লাগল সেটা। একট টিকেট ধরিয়ে দেয়া হল গালের হাতে। হালকা দীপ্তি ছড়াচ্ছে সেটা।

সুপারভাইবার বলে, 'ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু।'

খুচরো পয়সার জন্য পকেট হাতড়ায় গাল। জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমি?'

'আলোটা ফলো করুন। যতোক্ষণ ঠিক পথে থাকবেন টিকেটটা জ্বলতে থাকবে।'

মুখ তুলে হাঁটতে শুরু করল গাল। বিশাল মেঝে বরাবর নিজের নিজের ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। ইন্টারসেকশন পয়েন্টগুলোতে গুঁতোগুঁতি করতে করতে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে যার যার গন্তব্যে।

গালের ট্রেইল ফুরোল। চকচকে নতুন, দাগশূন্য প্লাস্টো-টেক্সটাইলে তৈরি, উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো নীল-হলুদ ইউনিফর্ম পরা এক লোক ওর ব্যাগ দুটোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'লাক্সর-এর ডিরেক্ট লাইন,' লোকটা বলল।

www.BanglaBook.org

যে লোকটা গালকে অনুসরণ করছিল, সে শুনতে পেল কথাগুলো। উত্তরে গালের বলা 'চমৎকার' শব্দটাও কানে গেল তার। সে দেখল, নাক ভোঁতা একটা বাহনে চেপে বসল যুবকটি।

সোজা ওপরের দিকে উঠে গেল ট্যাক্সি। বাঁকা, স্বচ্ছ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গাল। বন্ধ একটা জায়গায় এই আকাশভ্রমণে বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করছে সে। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ড্রাইভারের সীটের পেছনের অংশটা আঁকড়ে ধরল সে। সঙ্কুচিত হয়ে এল বিশালতা। লোকগুলো সব পিঁপড়ের আকার ধারণ করল। গোটা দৃশ্যটা ছোট হয়ে এলো আরো। তারপর পিছিয়ে যেতে থাকল।

সামনে একটা দেয়াল দেখা দিল। অনেক উঁচুতে, শূন্যেই শুরু হয়েছে সেটা, তারপর ওপরে উঠে হারিয়ে গেছে চোখের আড়ালে। শত শত গর্ত দেয়ালটার গায়ে। আসলে টানেলের মুখ ওগুলো। গালের ট্যাক্সি সেই অগুনতি মুখের একটা লক্ষ্য করে এগোয়। তারপর একসময় ঢুকে যায় সুড়ুৎ করে। মুহূর্তের জন্য গাল অবাক হয়ে ভাবে, এত মুখের মধ্যে ড্রাইভার লোকটা ঠিক মুখটা চিনল কী করে?

নিকষকালো অন্ধকার ছেঁকে ধরেছে ট্যাক্সিটাকে। মাঝে মাঝে শুধু রঙিন সিগন্যাল লাইটের আলো দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছে। সাঁ সাঁ একটা শব্দ হচ্ছে বাতাসে।

ট্যাক্সির গতি কমে আসতে সামনে ঝুঁকে পড়ল গাল। টানেল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। তারপর আবার নেমে এল গ্রাউণ্ড লেভেলে।

'লাক্সর হোটেল,' ঘোষণা করল ড্রাইভার, যদিও তার কোনো দরকার ছিল না। ব্যাগ দুটোসহ গালকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল সে। ব্যবসায়িক ভঙ্গিতে পকেটে ঢোকাল টেন্থক্রেডিট বকশিশ। তারপর একজন অপেক্ষমান যাত্রীকে তুলে নিয়ে উড়াল দিল ফের।

শিপ থেকে নামার পর এপর্যন্ত আকাশের চিহ্নটুকু চোখে পড়েনি গালের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

ট্র্যানটর–... ত্রয়োদশ সহস্রাব্দের গোড়াতেই চরমে পৌঁছায় এই প্রবণতাটি। গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং শিল্পোন্নত বিশ্বগুলোর মধ্যে অবস্থিত হওয়াতে আর নিরবচ্ছিন্ন কয়েকশো প্রজন্ম ধরে 'ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট'-এর মধ্যমণি হয়ে থাকার ফলে, ট্র্যানটর গ্রহটি অবধারিতভাবে সর্বকালের সবচেয়ে জনবহুল এবং সমৃদ্ধশালী মানবগোষ্ঠীর বাসস্থান হয়ে ওঠে।

গ্রহটির ক্রমবর্ধমান নগরায়ন শেষ পর্যন্ত উপনীত হয় চূড়ান্ত অবস্থায়. সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী ট্র্যানটরের সমস্ত ভূ-ভাগই পরিণত হয় একটি শহরে। জনসংখ্যা পৌঁছায় চার হাজার কোটিরও ওপর। বিশাল এই জনগোষ্ঠী প্রায় পুরোপুরিভাবেই আত্মনিয়োগ করে 'এম্পায়ার'-এর প্রশাসনিক কাজে। সেই সঙ্গে তারা এটাও উপলব্ধি করে যে কাজটির জটিলতার তুলনায় তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য (এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পরবর্তী সম্রাটদের নির্জীব নেতৃত্বে গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর সুষ্ঠু পরিচালনা হয়ে পড়ে অসম্ভব এবং 'এম্পায়ার'-এর পতনের এটি একটি মূল কারণ)। প্রতিদিন কয়েক লাখ শিপের বহর বিশটি কৃষিভিত্তিক বিশ্বের উৎপন্ন দ্রব্য ট্র্যানটরবাসীদের খাবার টেবিলে পৌঁছে দিত।...

খাদ্যের জন্য, এবং প্রকৃতপক্ষে, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর ব্যাপারে ট্র্যানটরের এই পরনির্ভরতার কারণেই গ্রহটি ক্রমেই নিজেকে এমন এক শিকারে পরিণত করে যাকে অবরোধের মাধ্যমে খুব সহজেই গ্রাস করা সম্ভব। 'এম্পায়ার'-এর শেষ সহস্রাব্দে একঘেয়ে অসংখ্য বিদ্রোহ একের পর এক বিভিন্ন সম্রাটকে এ-ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। ফলে, যে কোনো মূল্যে ট্র্যানটরের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই হয়ে পড়ে ইম্পেরিয়াল পলিসির একমাত্র উদ্দেশ্য।

এনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

সূর্য আলো দিচ্ছে কি না বুঝতে পারছে না গাল। সেজন্যই এখন দিন না রাত ঠাহর করতে পারছে না সে। কাউকে জিগ্যেস করতে লজ্জা লাগছে তার। মনে হল গোটা গ্রহটাই ধাতু দিয়ে ঢাকা। একটু আগে ও যে-খাবার খেল, সেটাকে বলা হয়েছিল লাঞ্চ। তবে অনেক গ্রহ আছে যেখানে জীবনযাত্রা চলে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম-স্কেল অনুযায়ী এবং সেখানে দিনরাতের সম্ভাব্য অসুবিধাজনক পরিবর্তনের দিকে ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। সব গ্রহের আবর্তনের সময় এক নয় এবং ট্র্যানটরের কত সেটা জানে না গাল।

www.BanglaBook.org

'সান রুম' সাইন দেখে খুব উৎসাহ নিয়ে ছুটে গেল সে : কিন্তু গিয়ে দেখল, ওটা স্রেফ কৃত্রিম বিকিরণে রোদ পোহনর জায়গা। একটু ইতস্তত করে লাক্সর-এর মেইন লবিতে চলে এল সে। রুম ক্লার্ককে জিগ্যেস করল, 'প্ল্যানেটরি ট্যুরের টিকিট কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে?'

'এখানেই।'

'শুরু হবে কখন?'

'একটুর জন্য মিস করলেন। পরেরটা আগামীকাল। এখন টিকিট কিনে রাখলে আমরা আপনার জন্য জায়গা করে রাখব।'

'ইশ্‌!' কাল বড্ড দেরি হয়ে যাবে। ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে ওকে আগামীকাল। ও আবার শুধাল, 'আচ্ছা, এখানে "অবজারর্ভেশান টাওয়ার" বা ঐ জাতীয় কিছু নেই? মানে বলতে চাইছি খোলা জায়গায়?'

'অবশ্যই আছে! যদি চান সে-জন্যেও টিকিট কিনতে পারেন। দাঁড়ান, আগে চেক করে দেখি বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা।' কনুইয়ের কাছে একটা কনট্যাক্ট ক্লোজ করল লোকটা। অস্বচ্ছ একটা স্ক্রীনে ফুটে ওঠা লেখাগুলো পড়ল। গালও পড়ে ফেলল তার সঙ্গে।

রুম ক্লার্ক বলল, 'চমৎকার আবহাওয়া। বোঝা যাচ্ছে, শুকনো মৌসুম এখন।' আলাপ জমাবার সুরে যোগ করল, 'আমি নিজে অবশ্য বাইরের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না। শেষ খোলা আকাশের নিচে গেছি তা প্রায় তিন বছর হতে চলল। একবার দেখলেই, বুঝলেন, দেখার কিছু আর থাকে না তেমন। এই নিন আপনার টিকেট। স্পেশাল এলিভেটরটা একদম শেষের দিকে। "টু দ্য টাওয়ার" লেখা আছে দেখবেন। ওটাতে চড়লেই চলবে।'

এলিভেটরটা নতুন ধরনের। গ্র্যাভিটিক রিপালশানের সাহায্যে চলে। ঢুকে পড়ল গাল। ওর পেছনে স্রোতের মত অন্যরাও ঢুকে গেল। একটা কনট্যাক্ট ক্লোজ করল অপারেটর। মুহূর্তের জন্য গালের কাছে মনে হল, অভিকর্ষ পুরোপুরি লোপ পেয়েছে এবং মহাশূন্যে ভাসছে সে। তারপরই এলিভেটরটা ওপরে উঠতে শুরু করায় ধীরে ধীরে ওজন ফিরে পেল সে। এরপর শুরু হল মন্দন আর সঙ্গে সঙ্গে ওর পা জোড়া মেঝে ছেড়ে উঠে গেল ওপরে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চেঁচিয়ে উঠল সে।

তীক্ষ্ণ গলায় অপারেটর বলে উঠল, 'রেলিং-এর নিচে পা ঢুকিয়ে দিন। সাইনটা পড়তে পারেন না?'

অন্যরা আগেই সেরেছে কাজটা। ওকে পাগলের মত দেয়াল আঁকড়ে নিচে নামার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে হাসছে সবাই। তাদের জুতো মেঝে বরাবর দু' ফুট দূরে দূরে সমান্তরালভাবে বসানো ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেয়া রেলিং-এর ওপরের দিকে সেঁটে আছে। ঢোকার সময়ই গাল লক্ষ্য করেছিল রেলিংগুলো; কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি।

হঠাৎ একটা হাত এগিয়ে এসে টেনে নামিয়ে নিল ওকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে ধন্যবাদ জানাল গাল ত্রাণকর্তাকে। ততোক্ষণে থেমে গেছে এলিভেটর।

www.BanglaBook.org

খোলা একটা চাতালে পা রাখতেই রোদ্রের তীব্রতায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল গালের। যে-লোকটা একটু আগে ওকে সাহায্য করেছিল সে ওর ঠিক পেছনেই রয়েছে।

লোকটা নরম গলায় বলল, 'অনেক সীট আছে।'

গাল মুখ বন্ধ করল, হাঁফাচ্ছে সে তখনো। বলল, 'তাইতো দেখছি,' তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগিয়ে গেল সেদিকে। দু' পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটু রেলিং-এর কাছে দিয়ে দাঁড়াব কিছুক্ষণের জন্যে। আ-আমি একটু ভাল করে দেখতে চাই।'

স্মিত হেসে হাত নেড়ে ওকে এগিয়ে যেতে বলল লোকটা। কাঁধ-সমান উঁচু রেলিং-এর সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল গাল। সামনের বিশাল দৃশ্যপটে ডুবিয়ে দিল নিজেকে।

মাটি পর্যন্ত চোখ পৌছল না ওর। মানুষের তৈরি বিভিন্ন ক্রমবর্ধমান কাঠামোর জটিলতায় হারিয়ে গেছে ভূ-পৃষ্ঠ। এমনকি দিগন্তও দেখতে পেল না গাল। বরং সেখানে আকাশের গায়ে সবখানে প্রায় একই রকম ধূসরতা নিয়ে বিস্তৃত হয়ে আছে ধাতব দিগন্ত। ও জানে, গ্রহটির সমস্ত ল্যাণ্ড-সারফেস জুড়েই এই অবস্থা। কোথাও তেমন কোনো নড়াচড়া নজরে পড়ল না ওর। আকাশের গায়ে কয়েকটা প্রমোদতরী ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু। কিন্তু গাল জানে, কোটি কোটি লোকের ব্যস্ত চলাচল রয়েছে গ্রহটির ধাতব চামড়ার নিচে।

সবুজের কোনো চিহ্ন নেই; সবুজ নেই, মাটি নেই, মানুষ ছাড়া কোনো প্রাণী নেই। অথচ, ও অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করল, এই গ্রহেরই কোথাও একশো বর্গমাইল জায়গা জুড়ে সম্রাটের যে প্রাসাদ রয়েছে সেখানে সবই আছে– মাটি, সবুজ গাছপালা, নানান ফুলের রঙধনু– সব। ইস্পাতের সমুদ্রের মধ্যে ওটা একটা ছোট্ট দ্বীপ। কিন্তু ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না জায়গাটা। হয়ত সেটা দশ হাজার মাইল দূরে কোথাও। জানে না গাল।

খুব তাড়াতাড়ি ট্যুরে যেতে হবে ওকে!

শব্দ করে শ্বাস ফেলল গাল। ভাবল, অবশেষে সত্যি তাহলে ট্র্যানটরে এসেছে সে; গোটা গ্যালাক্সির কেন্দ্র আর মানব জাতির মর্মস্থলে সত্যি তাহলে পৌছুছে সে। গ্রহটার কোনো দুর্বলতা ধরা পড়ল না ওর চোখে। খাদ্য নিয়ে কোনো শিপকে ল্যাণ্ড করতে দেখেনি সে। ট্র্যানটরের চল্লিশ বিলিয়ন লোককে গ্যালাক্সির বাকি অংশের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে যুক্ত করছে যে প্রাণ-প্রবাহ, সে সম্পর্কেও সচেতন নয় গাল। ওর চোখে শুধু ধরা পড়ছে মানুষের প্রবলতম কীর্তি: একটি গ্রহের সম্পূর্ণ এবং প্রায় উদ্ধত রকমের চূড়ান্ত বিজয়।

কেমন একটা ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে ফিরে এল সে। ওর এলিভেটরের বন্ধু তার পাশের সীটটা দেখিয়ে দিল। গাল বসে পড়ল সেখানে। হাসল লোকটা। 'আমার নাম জেরিল। ট্র্যানটরে এ-ই প্রথম?'

'হ্যাঁ, মি. জেরিল।'

www.BanglaBook.org

'অনুমান করেছিলাম। জেরিল আমার ফার্স্ট নেইম। মনটা কবিসুলভ হলে ট্র্যানটর ভালো লাগবে না কারো। অবশ্য ট্র্যানটরবাসীরাও কখনো আসে না এখানে। পছন্দ করে না ওরা জায়গাটা। বিরক্তি বোধ করে।'

'বিরক্তি বোধ করে! –ভাল কথা, আমার নাম গাল। বিরক্তি বোধ করে কেন? গ্রহটা তো অসাধারণ।'

'যদি আপনি জন্ম নেন একটা ছোট্ট ঘরে, বেড়ে ওঠেন করিডরে, কাজ করেন একটা সেলে আর ছুটি কাটান লোক বোঝাই কোনো সান রুমে, সেক্ষেত্রে মাথার ওপর খোলা আকাশ ছাড়া কিছু নেই এমন জায়গায় এলে নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যেতে পারে আপনার। সন্তানের বয়েস পাঁচ বছর হলে বছরে একবার করে তাদের এখানে নিয়ে আসে ট্র্যানটরবাসীরা। জানি না এতে কোনো উপকার হয় কিনা বাচ্চাগুলোর। প্রথম দিকে তো হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচাতে থাকে। মায়ের দুধ ছেড়ে দেবার পর থেকেই ওদের এখানে আনা শুরু করা উচিত, আর সেটা সপ্তাহে একবার করে।'

বলেই চলে সে, 'অবশ্যি এতে কিছু আসে যায় না। ওরা যদি আদৌ বাইরে না বেরোয় তাহলেই বা ক্ষতিটা কী? নিচেই ওরা সুখী। আর সাম্রাজ্য চালায় তো ওরাই। আমরা কত উঁচুতে আছি বলে মনে হয় আপনার?'

গাল উত্তর দিল, 'আধ মাইল?' বলেই ভাবল কথাটা বোকার মতো শোনাল কিনা।

তাই শোনাল হয়ত, কেননা জেরিল মুখ টিপে, শব্দ করে হাসল। বলল, 'না, মাত্র পাঁচশো ফুট।'

'কী! কিন্তু এলিভেটর তো প্রায়– ?'

'জানি। কিন্তু ঐ সময়ের বেশির ভাগই ব্যয় হয়েছে গ্রাউণ্ড লেভেল পর্যন্ত উঠতে। মাটির নিচে এক মাইলেরও বেশি গভীর টানেল খোঁড়া রয়েছে ট্র্যানটরে। গ্রহটা আইসবার্গের মতো অনেকটা। দশ ভাগের নয় ভাগই চোখের আড়ালে। উপকূল অঞ্চলে তো সাব-ওশান সয়েলের কয়েক মাইল নিচেও টানেল আছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা এতই নিচে বাস করি যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তির জন্য গ্রাউণ্ড লেভেল আর তার মাইল দুয়েক নিচের মধ্যেকার তাপমাত্রার পার্থক্যটাকে কাজে লাগাতে পারি। আপনি জানতেন কথাটা?'

'না, আমি ভেবেছিলাম আপনারা অ্যাটমিক জেনারেটর ব্যবহার করেন।'

'একসময় করতাম। কিন্তু এটা বেশি সস্তা।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'তা, সব মিলিয়ে কী মনে হচ্ছে?' মুহূর্তের জন্য সদাশয় ভাবটা উবে গিয়ে ধুরন্ধর একটা ভাব ফুটে উঠল লোকটার চেহারায়। অনেকটা ধূর্তের মতো দেখাচ্ছে তাকে এখন।

একটু অসহায় বোধ করল গাল। তারপর আবার আগের বিশেষণটা ব্যবহার করল সে, 'অসাধারণ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখানে কি ছুটিতে এসেছেন? বেড়াবেন? দর্শনীয় জায়গা দেখবেন?'

'ঠিক তা নয়। সত্যি বলতে, ট্র্যানটরে বেড়াতে আসার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। কিন্তু এসেছি আসলে একটা কাজের জন্য।'

'ও!'

আরেকটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করল গাল। 'ট্র্যানটর ইউনিভার্সিটিতে ড. সেলডনের একটা প্রজেক্টে।'

'অপয়া সেলডন?'

'না। আমি হ্যারি সেলডনের কথা বলছি। সাইকোহিস্টোরিয়ান সেলডন। অপয়া সেলডন বলে কাউকে চিনি না।'

'আমিও হ্যারির কথাই বলছি। লোকে ওকে অপয়া বলে ডাকে। গালি, বুঝতেই পারছেন। কেবলই ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করে লোকটা।'

'তাই নাকি?' গাল সত্যিই অবাক হল।

'সত্যিই তাই, আপনার জানা উচিত।' এখন আর হাসছে না লোকটা। 'আপনি তাহলে তার প্রজেক্টে কাজ করতে এসেছেন?'

'ইয়ে- মানে, হ্যাঁ। আমি যাকে বলে, গণিতবিদ। তা, উনি ধ্বংসের কথা বলেন কেন? কী ধরনের ধ্বংস?'

'কী ধরনের বলে মনে হয় আপনার?'

'দেখুন, এ-সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি শুধু ড. সেলডন আর তাঁর দল যে সব গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন সেগুলো পড়েছি। ওগুলো সব গাণিতিক তত্ত্ব নিয়ে লেখা।'

'আচ্ছা।'

গাল বিব্রত বোধ করল। 'এবার আমি আমার ঘরে যাই। খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।'

গা-ছাড়াভাবে হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল জেরিল।

গাল ঘরে ঢুকে দেখে একজন লোক বসে আছে। ও এতোই অবাক হল যে, এ-পরিস্থিতিতে অবধারিতভাবে ঠোঁটের ডগায় চলে আসা 'আপনি এখানে কী করছেন?' প্রশ্নটাও করতে পারল না।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল লোকটি। এগিয়ে এল। লোকটি বৃদ্ধ। প্রায় সমস্ত মাথা জোড়া টাক। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে। তবে তার চোখ জোড়া উজ্জ্বল আর নীল।

গালের হতবুদ্ধি মস্তিস্ক বহুবার ছবিতে দেখা একটি মুখের স্মৃতির পাশাপাশি এই মুখটিকে স্থাপন করার ঠিক আগের মুহূর্তে বৃদ্ধ লোকটি বলে উঠল, 'আমি হ্যারি সেলডন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

সাইকোহিস্ট্রি–...অগাণিতিক ধারণার সাহায্যে গাল ডরনিক সাইকোহিস্ট্রির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে যে, এটি গণিতের সেই বিশেষ শাখা যা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে মানবগোষ্ঠীসমূহের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করে।...

...উল্লিখিত সব কটি সংজ্ঞার মধ্যেই একটি ধারণা অন্তর্নিহিত রয়েছে যে, অভ্রান্ত বা কার্যকর পরিসংখ্যানগত প্রয়োগের জন্যে বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে হতে হবে যথেষ্ট বড়। এ-ধরনের গোষ্ঠীর আকার কত বড় হবে তা সেলডনের প্রথম সূত্র থেকে বের করা যায়। এ সূত্র অনুযায়ী...।

...আরেকটি প্রয়োজনীয় ধারণা এই যে, প্রতিক্রিয়াগুলো যাতে সত্যিই অ-পূর্বনির্ধারিত হয় সেজন্য মানবগোষ্ঠীকে মনো-ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বা 'সাইকোহিস্টোরিক অ্যানালাইসিস' সম্পর্কে অনবহিত থাকতে হবে...।

'সেলডন ফাংশন'-এর উন্নতির ওপরই নির্ভর করছে সমস্ত কার্যকর সাইকোহিস্ট্রির ভিত্তি। এই সেলডন ফাংশনগুলোর বৈশিষ্ট্য কিছু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির অনুরূপ। আর সেই শক্তিগুলো হচ্ছে...

ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

'গুড আফটারনুন, স্যার,' বলে উঠল গাল। 'আ-আমি–'

'ভাবোনি যে আগামীকালের আগেই দেখা হয়ে যাবে আমাদের, এই তো? স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়ত হতো না। কিন্তু এ-মুহূর্তে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, তোমাকে আমাদের সহকর্মী হিসেবে পেতে হলে দ্রুত কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। নতুন লোক পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না, স্যার।'

'অবজার্ভেশান টাওয়ারে তুমি একজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ। লোকটার ফার্স্ট নেইম জেরিল। এর বেশি কিছু জানি না তার সম্পর্কে।'

'লোকটার নামে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হচ্ছে, লোকটা "কমিশন অব পাবলিক সেইফটি"-র একজন এজেন্ট। স্পেস-পোর্ট থেকেই তোমাকে ফলো করছিল সে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু কেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'লোকটা আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি?'

একটু ইতস্তত করে গাল জবাব দিল, 'সে আপনাকে অপয়া সেলডন বলছিল।'

'কারণটা বলেনি?'

'বলল, আপনি নাকি সব সময় ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।'

'করি। তা ট্র্যানটর কীরকম মনে হচ্ছে তোমার কাছে?'

সবাই দেখছি ট্র্যানটর সম্পর্কে তার মত জানতে চাইছে, ভাবল গাল। 'অসাধারণ', স্রেফ এই শব্দটা ছাড়া বলার আর কিছু পেল না সে।

'চিন্তা না করেই বললে কথাটা। সাইকোহিস্ট্রির কী হল?'

'এক্ষেত্রে ওটা প্রয়োগ করার কথা ভাবিনি আমি।'

'এখন থেকে সব সমস্যায় সাইকোহিস্ট্রি প্রয়োগ করা শিখতে হবে তোমাকে; স্বাভাবিক নিয়মেই। খেয়াল কর–' বলেই বেল্টের পাউচ থেকে তাঁর ক্যালকুলেটর প্যাডটা বের করলেন ড. হ্যারি সেলডন। লোকে বলে, তাঁর বালিশের নিচেও নাকি সবসময় একটা ক্যালকুলেটর থাকে, ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য। এটার পালিশ অতি ব্যবহারে নষ্ট হয়ে গেছে খানিকটা। বয়সের কারণে দাগ-পড়া সেলডনের আঙুলগুলো প্যাড ঘিরে থাকা শক্ত প্লাস্টিকের ওপর দ্রুত খেলে বেড়াল কিছুক্ষণ। ছাই রঙ ভেদ করে লাল কিছু প্রতীক ফুটে উঠল।

সেলডন বলে উঠলেন, 'এটা এম্পায়ার-এর বর্তমান অবস্থা রিপ্রেজেন্ট করছে।'

অপেক্ষা করছেন তিনি।

শেষে গাল বলল, 'নিশ্চয়ই এটা কমপ্লিট রিপ্রেজেন্টেশান নয়?'

'না, সম্পূর্ণ নয়,' একমত প্রকাশ করলেন সেলডন। 'আমার কথা অন্ধের মতো মেনে নিচ্ছ না দেখে খুশি হলাম। এটা একটা আসন্ন মান যা প্রপোজিশান বা প্রতিজ্ঞাটিকে ডেমনস্ট্রেট করবে। কি, এটা তো মানো?'

'মানি, তবে ফাংশন অভ ডেরিভেশান সম্পর্কে আমার পরবর্তী ভেরিফিকেশান সাপেক্ষে।' সাবধানে, সম্ভাব্য একটা ফাঁদ এড়িয়ে গেল গাল।

'গুড, তাহলে এর সঙ্গে এই জিনিসগুলোর নোন প্রোবাবিলিটি যোগ দাও– ইম্পেরিয়াল অ্যাসাসিনেশান, রাজপ্রতিনিধিদের বিদ্রোহ, অর্থনৈতিক মন্দাকালীন অবস্থার সমসাময়িক পুনরাবৃত্তি, প্ল্যানেটারি এক্সপ্লোরেশানের ক্রমহ্রাসমান হার, ...'

গড় গড় করে বলে চললেন তিনি। একেকটা আইটেম উচ্চারণ করছেন, সেই সঙ্গে নতুন নতুন প্রতীক প্রাণ পাচ্ছে তাঁর হাতের স্পর্শে, মিশে যাচ্ছে বেসিক ফাংশনের সঙ্গে; ফলে ক্রমাগত বাড়ছে এবং পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা।

মাত্র একবার তাঁকে বাধা দিল গাল। 'আমি ওই সেট-ট্রান্সফর্মেশনের কোনো কার্যকারিতা দেখতে পাচ্ছি না।'

আরো ধীরে ধীরে পুরোটা পুনরাবৃত্তি করলেন সেলডন।

গাল বলল, 'কিন্তু এটা তো করা হল একটা নিষিদ্ধ সোশিও অপারেশান-এর সাহায্যে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গুড। তোমার মাথা দ্রুত কাজ করে; কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত বলা যায় না একে। যাই হোক, এক্ষেত্রে এটা নিষিদ্ধ নয়। এবার এক্সপ্যানশন-এর সাহায্যে করছি, লক্ষ কর।'

এ-পদ্ধতিটা সময় নিল আরো বেশি। এবং শেষে গাল বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছি।'

অবশেষে থামলেন সেলডন। বললেন, 'এটা হচ্ছে আজ থেকে পাঁচশো বছর পরের ট্র্যানটর। কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি এটাকে, হ্যাঁ?' মাথাটা একপাশে কাত করে গালের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন তিনি।

অবিশ্বাসের সুরে গাল বলে উঠল, 'টোটাল ডেস্ট্রাকশন! কিন্তু-কিন্তু এটা তো অসম্ভব। ট্র্যানটর কখোনোই–'

ছেলেমানুষের মত ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন সেলডন। 'আহ্‌হা, তুমি তো দেখলেই কী করে এই রেজাল্টটা পেলাম। ভাষায় রূপ দাও একে। সিম্বলিজমের কথা ভুলে যাও কিছুক্ষণের জন্য।'

গাল একটা ঢোক গিলে বলল, 'ট্র্যানটর যতই স্পেশ্যালইজড্ হচ্ছে ততই এটা দুর্বল হয়ে পড়ছে, ততই নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়ে পড়ছে। তাছাড়া গ্রহটা যত বেশি এম্পায়ার-এর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে, ততই আরো বড় টোপে পরিণত হচ্ছে। ইম্পেরিয়াল সাক্‌সেশান যতই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে এবং সেই সঙ্গে বড় বড় পরিবারগুলোর ভেতর দ্বন্দ্ব যতই বাড়ছে, সামাজিক দায়িত্ববোধ ততই শূন্যের কোঠায় নেমে যাচ্ছে।'

'যথেষ্ট হয়েছে। এবার বল, পাঁচশো বছরের মধ্যে ট্র্যানটরের পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার সংখ্যাগত সম্ভাবনা, মানে নিউমেরিকাল প্রোবাবিলিটি কত?'

'বলতে পারব না।'

'তুমি নিশ্চয়ই "ফীল্ড-ডিফারেন্টেশান" করতে পার?'

চাপের মুখে পড়ল গাল। ক্যালকুলেটর প্যাডটা দেয়া হয়নি তাকে। ওর চোখ থেকে মাত্র এক ফুট দূরে রয়েছে যন্ত্রটা। গভীর মনোযোগ দিয়ে হিসাব করতে শুরু করল সে। খানিক পরই অনুভব করল কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে ওর।

শেষে ও বলল, 'অ্যাবাউট এইটি ফাইভ পারসেন্ট?'

'মন্দ না,' নিচের ঠোঁটটা বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন ড. সেলডন, 'তবে ভালো-ও না। আসল ফিগার হচ্ছে নাইনটি টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট।'

গাল বলল, 'এ-জন্যেই তাহলে আপনাকে অপয়া সেলডন বলা হয়? জার্নালগুলোয় তো এসব কিছুই নজরে পড়েনি আমার।'

'না পড়ারই তো কথা। দিস ইজ আনপ্রিন্টেবল। তুমি কি মনে কর এসব ছেপে ইম্পেরিয়াম তার দুর্বলতা ফাঁস করে দেবে? এটা তো সাইকোহিস্ট্রির খুব সামান্য একটা ডেমনস্ট্রেশান। তবে আমাদের কিছু কিছু রেজাল্ট অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই নাকি? তাহলে তো মুশকিল!'

'অতো ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সব দিকেই নজর দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু এর জন্যই কি আমাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। আমার প্রজেক্টের সমস্ত কিছুই চোখে চোখে রাখা হচ্ছে।'

'আপনি কি বিপদের মধ্যে আছেন, স্যার?'

'তা তো বটেই। আমাকে মেরে ফেলার এক দশমিক সাত ভাগ সম্ভাবনা আছে। তাতে অবশ্যি প্রজেক্টটা বন্ধ হবে না। এ-কথাটাও ভেবে রেখেছি আমরা। যাকগে, এ নিয়ে ভেবো না। আগামীকাল ইউনিভার্সিটিতে আসছ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিল গাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

কমিশন অভ পাবলিক সেইফটি–...এনটান বংশের শেষ সম্রাট প্রথম ক্লিয়ন আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর ক্ষমতায় আসে অভিজাত শ্রেণী। ইম্পেরিয়ামের কয়েক শতাব্দীব্যাপী অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা নিয়ম-শৃঙ্খলার মোটামুটি একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। তবে মুখ্যত দুই প্রধান পরিবার 'শেন' এবং 'ডিভার্ট'-এর নিয়ন্ত্রণাধীন এই শ্রেণীটি অবশেষে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি রক্ষণাবেক্ষণের আজ্ঞাবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়। ...রাজ্যের একটি শক্তি হিসেবে তারা সুসম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় শেষ প্রতাপশালী সম্রাট দ্বিতীয় ক্লিয়ন ক্ষমতা গ্রহণের পর। প্রথম চীফ কমিশনার...

... এক হিসেবে কমিশনের পতন সূচিত হয় 'ফাউণ্ডেশন এরা' শুরু হবার দু'বছর আগে, হ্যারি সেলডনের বিচারের মধ্য দিয়ে। গাল ডরনিকের লেখা হ্যারি সেলডনের জীবনীতে বিচারটির বর্ণনা আছে।...

ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি গাল।

একটি বাজার ওর ঘুম ভাঙায় পরদিন সকালে। গাল সাড়া দিতেই খুব শান্ত, ভদ্র এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে ডেস্ক-ক্লার্ক জানায়, কমিশন অভ পাবলিক সেইফটি-র নির্দেশক্রমে ডিটেনশনের আওতায় রয়েছে সে।

তড়াক করে বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে গেল ও, না, খোলা গেল না দরজাটা। এখন কাপড়-চোপড় পরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তার।

ওরা এসে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল গালকে। তবে তাতে ওর অবস্থার হেরফের হল না কোনো; কারণ, ডিটেনশনেই রইল সে ওখানেও। যারপরনাই ভদ্রতার সঙ্গে ওকে জেরা করা হল। পুরো ব্যাপারটাই ছিল খুব মার্জিত। গাল ওদের জানাল, সে সিন্যাক্স প্রদেশবাসী, এই এই স্কুলে বিদ্যা অর্জন করেছে, অমুক তারিখে ডক্টর অভ ম্যাথেমেটিক্স ডিগ্রী অর্জন করেছে, ড. সেলডনের স্টাফের পদের জন্যে আবেদন করেছে এবং সে-আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। বার বার ওকে এই কথাগুলো বলতে হল এবং বার বার ওরা সেলডন প্রজেক্টে ওর যোগ দেয়ার প্রসঙ্গে ফিরে এল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কীভাবে প্রজেক্টটার কথা শুনল সে? তার কাজ কী হবে সেখানে? কী কী গোপন ইনস্ট্রাকশন পেয়েছে? প্রজেক্টটা কী সম্পর্কিত?

গাল সাফ জবাব দিল, সে জানে না। কোনো গোপন ইনস্ট্রাকশন সে পায়নি, সে একজন স্কলার এবং গণিতবিদ। রাজনীতির ব্যাপারে তার কোনো উৎসাহ নেই।

অবশেষে অমায়িক প্রশ্নকর্তা জিগ্যেস করল, 'ট্র্যানটর কবে নাগাদ ধ্বংস হচ্ছে?'

থতমত খেয়ে গেল গাল। 'আমার নিজস্ব ধারণা থেকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।'

'অন্য কারো ধারণা থেকে পারবেন?'

'অন্যেরটা কী করে বলব?' উত্তেজিত বোধ করল গাল ভীষণ। প্রশ্নকর্তা জিগ্যেস করল, 'কেউ কি আপনাকে এ-ধরনের কোনো ধ্বংসের কথা বলেছে? বা কোনো তারিখ দিয়েছে?'

গাল ইতস্তত করছে দেখে লোকটা যোগ করল 'ডক্টর, আপনাকে কিন্তু আগাগোড়া চোখে চোখে রাখা হয়েছে। আপনি যখন পৌছান আমরা তখন এয়ারপোর্টে ছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন যখন, তখন অবজার্ভেশান টাওয়ারে ছিলাম। আর আড়িপেতে ড. সেলডনের সঙ্গে আপনার কথাবার্তাও শুনে ফেলেছি আমরা।'

গাল একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'তাহলে তো তিনি এ-ব্যাপারে কী ভাবছেন সেটা আপনারা জানেন-ই।'

'হয়ত জানি। তবে সেগুলো আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।'

'তিনি বলছেন পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে ট্র্যানটর।'

'তিনি কি এটা– মানে, গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছেন?'

'হ্যাঁ,' অসহিষ্ণু সুরে বলল গাল।

'আপনি নিশ্চয়ই বিশেষ এই গণিতবিদ্যাকে কার্যকর বলে মনে করছেন?'

'ড. যদি বলে থাকেন তাহলে সেটা অবশ্যই কার্যকর।'

'সেক্ষেত্রে আমরা এখন ফিরব।'

'দাঁড়ান। একজন লইয়ার পাওয়ার অধিকার আছে আমার। একজন ইম্পেরিয়াল সিটিজেন হিসেবে আমি আমার অধিকার দাবি করছি।'

'পাবেন।'

এবং সত্যিই পেল সে।

দীর্ঘদেহী এক লোক ঘরে ঢুকল একসময়। তার মুখটা যেন কতকগুলো উল্লম্ব রেখা দিয়ে তৈরি। তাছাড়া মুখটা এতই সরু যে, ওখানে একটা হাসির জায়গা হয় কিনা সন্দেহ জাগে।

গাল মুখ তুলে তাকাল। বিধ্বস্ত আর বিপর্যস্ত বোধ করছে সে। ট্র্যানটরে পা দিয়েছে তিরিশ ঘণ্টাও হয়নি, অথচ এর মধ্যে কতকিছু ঘটে গেল!

লোকটি বলল, 'আমি লর্স অ্যাভাকিম, আপনার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে ড. সেলডন পাঠিয়েছেন আমাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই? তাহলে শুনুন, এক্ষুনি আমি সম্রাটের কাছে আপীল করতে চাই। কোনো কারণ ছাড়াই এখানে ধরে রাখা হয়েছে আমাকে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ; *সম্পূর্ণ*। সজোরে বাঁ হাতের চেটোয় মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতের একটা ঘুষি বসাল গাল। 'এই মুহূর্তে সম্রাটের সামনে একটা শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।'

মন দিয়ে একটা চ্যাপ্টা ফোল্ডারের ভেতর থেকে জিনিসপত্র বের করে মেঝেতে রাখছিলেন অ্যাভাকিম। উত্তেজিত বলে খেয়াল করল না গাল, নইলে সে ধাতব চিকন, টেপ মতন দেখতে সেলোমেট লিগ্যাল ফর্মগুলো চিনতে পারতো– একটা পার্সোনাল ক্যাপসুলের মতো ছোট জিনিসেও পুরে রাখার উপযোগী সেসব। এমনকি চিনতে পারতো পকেট রেকর্ডারটাও।

ফেটে পড়া গালের দিকে নজর না দিয়ে নিজের কাজ সারলেন অ্যাভাকিম। শেষে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'আমি নিশ্চিত, আমাদের কথাবার্তা শোনার জন্য স্পাই-বীম ধরে আছে কমিশন। কাজটা আইনবহির্ভূত ঠিকই, কিন্তু ওরা করবেই।'

দাঁতে দাঁত ঘষল গাল।

'সে যাই হোক,' ধীরেসুস্থে একটা চেয়ারে বসে অ্যাভাকিম বললেন, 'টেবিলের ওপর যে রেকর্ডারটা রেখেছি, দেখতে সেটা একেবারে সাধারণ মনে হলেও কাজ ভালই করে। আর সেই সঙ্গে স্পাই-বীমও অকেজো করে দেয় একেবারে। হঠাৎ করে জিনিসটা খুঁজে পাবে না ওরা।'

'তাহলে তো আমি কথা বলতে পারি।'

'অবশ্যই।'

'দেন আই ওয়ান্ট আ হিয়ারিং উইদ দি এম্পেরর।'

বরফশীতল একটা হাসি দেখা দিল অ্যাভাকিমের ঠোঁটে। কোনোমতে একটা হাসি যে চিকন মুখটাতে এঁটে যায়, সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল এতক্ষণে। হাসির জায়গা করে দিতে গাল দুটো কুঁচকে গেল তাঁর।

বললেন, 'আপনি প্রদেশ থেকে এসেছেন।'

'তাতে কী? আপনার মতো, কিংবা এই কমিশন অভ পাবলিক সেইফটি-র যে-কারো মতো আমিও একজন ইম্পেরিয়াল সিটিজেন।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমি শুধু বলতে চাইছি একজন প্রাদেশিক বাসিন্দা হিসেবে আপনি ট্র্যানটরের জীবন-ব্যবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। সম্রাটের সামনে এখানে কোনো শুনানি হয় না।'

'তাহলে এই কমিশনের বিরুদ্ধে লোকে কার কাছে আপীল করবে? অন্য কোনো নিয়ম-কানুন নেই?'

'না। সত্যিকার অর্থে, সাহায্যের কোনো পথ নেই। সম্রাটের কাছে আপনি আপীল করতে পারেন; কিন্তু কোনো হিয়ারিং পাবেন না। এখনকার সম্রাট এনটান রাজবংশের কোনো সম্রাট নন, জানেনই তো। ট্র্যানটর এখন অভিজাত পরিবারগুলোর হাতের মুঠোয়, আর কমিশন অভ পাবলিক সেইফটি এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিবারগুলোর সদস্যদের নিয়েই তৈরি। এ-রকম যে হবে এটাও সাইকোহিস্ট্রিতে খুব ভালভাবেই বলা আছে।'

'বটে! সেক্ষেত্রে, ড. সেলডন যদি ট্র্যানটরের আগামী পাঁচশো বছরের ইতিহাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন–'

'তিনি আগামী পনেরোশো বছরের ইতিহাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।'

'পনেরো হাজার হোক গে। কিন্তু মাত্র গতকাল কেন তিনি আজ সকালের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে আমাকে সতর্ক করে দিতে পারলেন না? নো, আই অ্যাম সরি। বেশ বুঝতে পারছি সাইকোহিস্ট্রি স্রেফ একটা স্ট্যাটিসটিক্যাল সায়েন্স: মাত্র একজন লোক সম্পর্কে এটা নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। বুঝতেই পারছেন, ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছি আমি।'

'কিন্তু আপনি ভুল করছেন। ড. সেলডন কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন, আজ সকালে আপনি গ্রেফতার হবেন।'

'কী!'

'ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু সত্যি। কমিশন তাঁর কার্যকলাপের ব্যাপারে দিন দিন ভীষণ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। নতুন যারা দলে যোগ দিচ্ছে, তাদের হয়রানির ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। গ্রাফগুলো দেখিয়েছে, ব্যাপারটা এ-মুহূর্তে চূড়ান্ত পৌঁছুনো দরকার। কমিশনের লোকেরা সম্প্রতি একটু ঢিল দিয়েছিল এ-ব্যাপারে। তাই ওরা যাতে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেজন্য গতকাল ড. সেলডন নিজেই দেখা করেছিলেন আপনার সঙ্গে। অন্য কোনো কারণ ছিল না।'

দম বন্ধ হয়ে এল গালের। 'আমি অপমানিত বোধ করছি–'

'প্লীজ,' মাঝ পথে গালকে থামিয়ে দিলেন অ্যাভকিম। 'এর দরকার ছিল না। আপনাকে কোনো ব্যক্তিগত কারণে ধরে আনা হয়নি। আপনাকে বুঝতে হবে যে, আঠারো বছরেরও বেশি সময়ের ডেভলপড় ম্যাথমেটিক্স-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা ড. সেলডনের প্ল্যান সব ধরনের পরিণতির কথাই গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করে। এটা তারই একটা। আমি এখানে আর কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি, এসেছি শুধু আপনাকে এ-ব্যাপারে নিশ্চিত করতে যে, ভয়ের কোনো কারণ নেই আপনার। কথায় বলে, শেষ ভাল যার সব ভালো তার। এটার শেষটাও ভালভাবেই হবে; প্রজেক্টের ক্ষেত্রে তো সেকথা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, আপনার বেলাতেও সে-সম্ভাবনা অনেকখানি।'

'ফিগার দুটো কত?'

'প্রজেক্টের বেলায়, ওভার নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট।'

'আর আমার বেলায়?'

'আমাকে বলা হয়েছে, আপনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাটা সেভেনটি সেভেন পয়েন্ট টু পারসেন্ট।'

'তাহলে তো দেখছি পাঁচ ভাগের মধ্যে এক ভাগ সম্ভাবনা আছে আমার জেল বা মৃত্যুদণ্ড হবার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শেষেরটার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগ।'

'বটে। একজনকে নিয়ে হিসেবের কোনো অর্থ নেই। আপনি ড. সেলডনকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।'

'দুর্ভাগ্যবশত তা করতে পারছি না। ড. সেলডন নিজেই গ্রেফতার হয়েছেন।'

গাল বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠার আগেই দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা।

ভেতরে ঢুকল একজন গার্ড। সোজা চলে এল টেবিলটার কাছে। ছোঁ মেরে তুলে নিল রেকর্ডারটা। দেখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর চালান করে দিল পকেটে।

শান্তভাবে অ্যাভকিম শুধু বললেন, 'যন্ত্রটা আমার দরকার।'

'আমরা আপনাকে এমন একটা দেব যেটা স্ট্যাটিক ফীল্ড ছড়ায় না, কাউন্সেলর।'

'সেক্ষেত্রে আমার ইন্টারভিউ এখানেই শেষ।'

গাল দেখল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওকে একা রেখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছয়

বিচারটি শেষ হতে সময় তেমন লাগল না (গালের পড়া বিচারের যাবতীয় খুঁটিনাটি প্রণালীর সঙ্গে আইনগতভাবে তেমন কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও সে এটাকে একটা বিচার হিসেবেই ধরে নিল)। আজ তৃতীয় দিন, অথচ পেছনে ফিরে প্রথম দিনের কথাও ভালো করে মনে করতে পারল না গাল।

ওকে তেমন বিরক্ত করা হয়নি। ভারি অস্ত্রগুলো সব ড. সেলডনের দিকেই তাক করা ছিল। হ্যারি সেলডন অবশ্যি নির্লিপ্তভাবে বসেছিলেন। গালের কাছে মনে হল, সারা বিশ্বে তিনিই একমাত্র স্থিরতার প্রতীক। দর্শকের সংখ্যা অল্প। বেছে বেছে কেবল এম্পায়ার-এর ব্যারনদেরই ঢুকতে দেয়া হয়েছে। ড. সেলডনের বিচার হচ্ছে এ-খবরটা বাইরের তেমন কেউ জানে কিনা সন্দেহ। বিচারের রকম-সকমে বিবাদিপক্ষের প্রতি একটা বৈরীতার গোড়া থেকেই বেশ নগ্নভাবে ফুটে রয়েছে।

উঁচু একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছেন কমিশন অভ পাবলিক সেইফটির পাঁচ সদস্য। পরনে লাল এবং সোনালি রঙের ইউনিফর্ম; মাথায় আঁটোসাঁটো, চকচকে, প্লাস্টিকের টুপি– তাদের বিচার সংক্রান্ত দায়িত্বের প্রতীক। মাঝখানে বসে আছেন চীফ কমিশনার লিঞ্জ শেন। এত বড় একজন লর্ড আগে কখনো সামনা-সামনি দেখেনি গাল। চোখে একটা মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল সে। বিচার চলাকালীন দু'চারটের বেশি শব্দ উচ্চারণ করেননি শেন। বেশি কথা বলাটাকে যে তিনি অসম্মানজনক বলে মনে করেন, সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক।

কমিশনের অ্যাডভোকেট তাঁর কাগজপত্র দেখে নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেলডনকে জেরা করতে শুরু করলেন ঃ

প্রঃ আচ্ছা ড. সেলডন, আপনি যে-প্রজেক্টের প্রধান তাতে কতজন লোক নিয়োজিত আছে?

উঃ পঞ্চাশ জন গণিতবিদ।

প্রঃ ড, গাল ডরনিককে ধরে?

উঃ গাল ডরনিক একান্নতম।

প্রঃ ও আচ্ছা, তাহলে একান্নজনকে পাচ্ছি আমরা। স্মৃতি ঘেঁটে দেখুন, ড. সেলডন, বায়ান্ন বা তিপ্পান্ন জনও থাকতে পারে। কিংবা তার চেয়ে বেশি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উঃ ড. ডরনিক এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আমার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেননি। দিলে সদস্য সংখ্যা একান্নতে দাঁড়াবে। এখন সেটা আগে যা বলেছি তাই। অর্থাৎ পঞ্চাশ।

প্রঃ এক লাখ সম্ভবত হবে না, তাই না?

উঃ কী, গণিতবিদ? না।

প্রঃ আমি গণিতবিদ বলিনি। সব মিলিয়ে এক লাখ হবে?

উঃ সব মিলিয়ে আপনার সংখ্যাটি ঠিক হতে পারে।

প্রঃ হতে পারে? কিন্তু আমি বলছি তাই। আমি বলছি আপনার প্রজেক্টে লোক সংখ্যা আটানব্বই হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন।

উঃ আমার ধারণা, আপনি মহিলা এবং বাচ্চাদেরও ধরছেন হিসেবের মধ্যে।

প্রঃ (উচ্চ কণ্ঠে) আমি বোঝাতে চেয়েছি আটানব্বই হাজার পাঁচশো বাহাত্তর জন ব্যক্তি। কথা ঘোরাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

উঃ আমি সংখ্যাটা মেনে নিচ্ছি।

প্রঃ (নোট দেখে) এ-ব্যাপারটা আপাতত মূলতবি থাক। এবার বরং অন্য একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করা যাক। অবশ্যি এ নিয়ে আগে খানিকটা আলাপ করেছি। আপনি কি ট্র্যানটরের ভবিষ্যতের ব্যাপারে আপনার ধারণাটা আবার বলবেন একটু?

উঃ আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আগামী পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে ট্র্যানটর।

প্রঃ আপনার কি মনে হচ্ছে না আপনি রাজদ্রোহীর মতো কথা বলছেন?

উঃ মোটেই না। বিজ্ঞানলব্ধ সত্য এসবের উর্ধ্বে।

প্রঃ আপনি কি নিশ্চিত আপনার বক্তব্যটি একটি বিজ্ঞানসম্মত সত্য?

উঃ আমি নিশ্চিত।

প্রঃ কীসের ভিত্তিতে?

উঃ ম্যাথমেটিক্স অভ সাইকোহিস্ট্রির ভিত্তিতে।

প্রঃ আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে এই ম্যাথমেটিক্স সিদ্ধ?

উঃ কেবল আরেকজন ম্যাথমেটিশিয়ানের কাছে।

প্রঃ (হেসে) অর্থাৎ আপনি দাবি করছেন আপনার সত্যটি এতোই উচ্চমার্গীয় যে, সেটি সাধারণ লোক বুঝতে পারবে না। আমার তো মনে হয়, সত্য হওয়া উচিত আরো পরিষ্কার, আরো কম রহস্যপূর্ণ এবং মানুষের আরো কাছাকাছি।

উঃ কারো কাছেই এটি দুর্বোধ্য নয়। আমরা যাকে থার্মোডাইনামিক্স বলি, সেই শক্তি রূপান্তরের পদার্থবিদ্যা পৌরাণিক যুগ থেকেই সবার কাছে পরিষ্কার এবং সত্য। কিন্তু তারপরেও অনেক অনেক লোকই হয়ত রয়েছে যারা একটা পাওয়ার এঞ্জিনের ডিজাইন তৈরি করতে পারবে না। এমনকি উচ্চমেধাসম্পন্ন লোকও নয়। আমার সন্দেহ, বিদগ্ধ কমিশনারগণ–

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই সময় একজন কমিশনার অ্যাডভোকেটের দিকে ঝুঁকে কী যেন বললেন, বোঝা গেল না। তবে তাঁর কণ্ঠের হিসহিস শব্দে একটা কর্কশ ভাব ছিল। অ্যাডভোকেট লাল হয়ে উঠলেন একটু। সেলডনকে থামিয়ে দিলেন তিনি মাঝ পথে।

প্রঃ আমরা এখানে বক্তৃতা শুনতে আসিনি ড. সেলডন। আমরা ধরে নিচ্ছি, আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলছি, আপনার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবত একান্তই আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট সম্পর্কে জনগণের নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উঃ না, তা নয়।

প্রঃ আমি বলছি, আপনি দাবি করছেন যে ট্র্যানটর-এর তথাকথিত ধ্বংসের পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সময় বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতায় পরিপূর্ণ থাকবে।

উঃ হ্যাঁ, তা ঠিক।

প্রঃ এবং স্রেফ ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমেই আপনি ঐ অস্থিরতা ডেকে আনতে চান এবং তখন এক লাখ লোকের একটা সামরিক বাহিনী নামাতে চান।

উঃ প্রথম কথা হচ্ছে, এটা সত্যি নয়। আর সত্যি যদি হয়ও, তদন্ত করলে দেখা যাবে, সাকুল্যে দশ হাজার লোকও মিলিটারি এইজ-এর নয়। এবং এদের কারোরই অস্ত্র সম্পর্কে কোনো প্রশিক্ষণ নেই।

প্রঃ আপনি কি কারও এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন?

উঃ মি. অ্যাডভোকেট, কেউ এ-কাজে নিযুক্ত করেনি আমাকে।

প্রঃ আপনি কি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্যভাবে কাজ করছেন? আপনি কি বিজ্ঞানের সেবা করছেন?

উঃ করছি।

প্রঃ তাহলে দেখা যাক, কীভাবে। ড. সেলডন, ভবিষ্যৎ কি পরিবর্তন করা যায়?

উঃ অবশ্যই। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই আদালত কক্ষ বিস্ফোরিত হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। যদি হয় তাহলে ভবিষ্যৎ কিছু ছোট ছোট ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিবর্তিত হবে।

প্রঃ আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন, ড. সেলডন। মানব জাতির সামগ্রিক ইতিহাস কি পরিবর্তন করা যায়?

উঃ যায়।

প্রঃ সহজেই?

উঃ না, অনেক সমস্যা মোকাবিলা করে তবেই।

প্রঃ কেন?

উঃ একটি গ্রহের জনগণের সাইকোহিস্টোরিক ট্রেণ্ডের মধ্যে এক বিরাট জড়তা আছে। পরিবর্তিত হওয়ার জন্য এই ট্রেণ্ডকে অবশ্যই সমজড়তাসম্পন্ন কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। হয় সমানসংখ্যক জড়তা দরকার হবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর নয়ত, যদি জনগণের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হয়, বেশ দীর্ঘ একটি সময়ের প্রয়োজন হবে। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?

প্রঃ মনে হচ্ছে পারছি। যদি একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ধ্বংসের বিপক্ষে কাজ করে তবে ট্র্যানটর ধ্বংস হবে না।

উঃ ঠিক।

প্রঃ এক লাখের মতো লোক?

উঃ নো, স্যার। এক লাখ খুবই কম।

প্রঃ আপনি নিশ্চিত?

উঃ ভেবে দেখুন, ট্র্যানটরের জনসংখ্যা চার হাজার কোটিরও ওপরে। আরো ভেবে দেখুন, এই ধ্বংসের প্রবণতাটা কেবল এই ট্র্যানটরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা গোটা এম্পায়ার জুড়েই বিরাজ করছে। এবং এই এম্পায়ার-এর জনসংখ্যা প্রায় এক কুইন্টিলিয়ন।

প্রঃ ও, আচ্ছা। এক লাখ লোক এবং তাদের বংশধরেরা যদি পাঁচশো বছর পরিশ্রম করে তাহলে সম্ভবত তারা এই প্রবণতাটির পরিবর্তন ঘটাতে পারবে, কি বলেন?

উঃ আমার মনে হয় না। পাঁচশো বছর খুবই কম সময়।

প্রঃ আচ্ছা। সেক্ষেত্রে, ড. সেলডন, আপনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পাচ্ছি যে, আপনার প্রজেক্টের আওতায় আপনি এক লাখ লোক সংগ্রহ করেছেন। পাঁচশো বছরের মধ্যে ট্র্যানটরের ইতিহাস পরিবর্তন করার জন্যে সংখ্যাটা অপ্রতুল। অন্য কথায় বলতে গেলে, তারা যত যা-ই করুক না কেন, ট্র্যানটরের ধ্বংস রোধ করতে পারবে না।

উঃ দুর্ভাগ্যবশত, আপনি ঠিকই বলেছেন।

প্রঃ এবং অন্যদিকে, আপনার এই এক লাখ লোকের কোনো বেআইনী উদ্দেশ্য নেই।

উঃ ঠিক বলেছেন।

প্রঃ (ধীরে ধীরে এবং স্বস্তির সঙ্গে) সেক্ষেত্রে, ড. সেলডন— খুব মন দিয়ে শুনুন, কারণ আমরা একটি সুচিন্তিত জবাব চাইছি— আপনার এই এক লাখ লোকের উদ্দেশ্য কী?

শেষের দিকে অ্যাডভোকেটের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ হয়ে উঠল। ফাঁদে ফেলে সেলডনকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন তিনি। কৌশলে তিনি তাকে এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে গেছেন যে ড. সেলডনের মুখ থেকে কোনো উত্তর বের হবার সম্ভাবনা নেই। মৃদু গুঞ্জন উঠল সারা আদালত কক্ষে। দর্শকদের সারি থেকে সেটা এমনকি কমিশনারদের সারিতেও ছড়াল। লাল-সোনালি পোশাক পরিহিত কমিশনাররা একজন আরেকজনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। শুধু চীফ কমিশনারের মুখে কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল না। স্থির হয়ে বসে আছেন তিনি একদম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিচলিত হননি আরেকজন। তিনি হ্যারি সেলডন। গুঞ্জনটা মিলিয়ে যাবার অপেক্ষা করছেন তিনি।

উঃ সেই ধ্বংসের এফেক্টগুলো কমিয়ে আনা।

প্রঃ ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন?

উঃ ব্যাখ্যাটা খুব সরল। ট্র্যানটরের আসন্ন ধ্বংসটা কিন্তু নিজে কোনো ঘটনা নয়, মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মাত্র। একে আপনি বহু শতাব্দী আগে শুরু হওয়া একটা জটিল নাটকের ক্লাইম্যাক্স বলতে পারেন। আর নাটকটা অনবরত খুব দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। জেন্টেলমেন, আমি আসলে গ্যালাকটিক এম্পায়ারের ক্রমবর্ধমান ক্ষয় এবং পতনের কথা বলতে চাইছি।

গুঞ্জনটা এবার ভোঁতা গর্জনে পরিণত হলো। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাডভোকেট, 'আপনি খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করছেন যে–'। তারপরই থেমে গেলেন। কারণ তখনই দর্শকদের সম্মিলিত 'রাজদ্রোহ' শব্দটা বুঝিয়ে দিল যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন হয়নি, তারা সবাই ড. সেলডনের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

চীফ কমিশনার তাঁর হাতুড়িটা আস্তে করে উঠিয়ে ছেড়ে দিলেন। মিষ্টি, নরম ঘণ্টধ্বনির মতো শব্দ উঠল। সেটার প্রতিধ্বনি থিতিয়ে আসতে দর্শকদের কথাও থেমে গেল। লম্বা করে একটা শ্বাস নিলেন অ্যাডভোকেট।

প্রঃ (নাটাকীয় সুরে) ড. সেলডন, আপনি কি উপলব্ধি করতে পারছেন যে আপনি এমন একটি এম্পায়ার সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যা বিভিন্ন প্রজন্মের নানান উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে বারো হাজার বছর ধরে টিকে আছে এবং যার পেছনে রয়েছে এক কোয়াড্রিলিয়ন লোকের ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা?

উঃ এম্পায়ার-এর বর্তমান অবস্থা এবং অতীত ইতিহাস– দুটো সম্পর্কেই আমি সচেতন। কোনোরকম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেই বলছি, এ ঘরে উপস্থিত যে-কারোর চেয়ে ভাল ধারণা রয়েছে আমার এই এম্পায়ার সম্পর্কে।

প্রঃ এবং তারপরেও আপনি এর ধ্বংসের কথা বলছেন?

উঃ কথাটা বলা হয়েছে ম্যাথমেটিক্সের সাহায্যে। আমি কোনো নৈতিক বিচারের দিকে যাচ্ছি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই পরিণতির জন্যে দুঃখবোধ করি। যদি ধরেও নিই যে এম্পায়ার একটা খারাপ জিনিস (আমি অবশ্য তা বলছি না) তাহলেও, এর পতনের পর যে নৈরাজ্য দেখা দেবে সেটা হবে আরো খারাপ। আর এই অরাজক পরিস্থিতি মোকাবিলা করারই অঙ্গীকার করছে আমার প্রজেক্ট। এম্পায়ারের পতন একটি বিশাল ব্যাপার। এবং সেটাকে আর যাই হোক সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। উঠতি আমলাতন্ত্র,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পশ্চাৎগামী উদ্যোগ, ঔৎসুক্যের অবদমন– এরকম একশোটা ফ্যাক্টর আছে এর পেছনে। পতনের প্রক্রিয়াটা চলছে, আমি আগেই বলেছি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এবং এটা এতই বিশাল আর রাজকীয় একটি গতি যে, একে থামান সম্ভব নয়।

প্রঃ এম্পায়ার যে আগের মতোই শক্তিশালী রয়েছে এখনো কি সেটা সবার কাছে স্পষ্ট নয়?

উঃ শক্তির একটা বাহ্যিক রূপ আপনার চারপাশে বিরাজ করছে। মনে হচ্ছে যেন চিরকালই এই অবস্থা বজায় থাকবে। কিন্তু মি. অ্যাডভোকেট, ঝড়ে দু' টুকরো হওয়ার আগের মুহূর্তেও কিন্তু পচা একটা গাছের গুঁড়িকে বরাবরের মতো শক্তিশালী এবং অক্ষতই দেখায়। ঠিক এই মুহূর্তেও এম্পায়ার-এর ডালপালার ভেতর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে। সাইকোহিস্ট্রির কান দিয়ে শুনুন, আপনিও ভাঙনের শব্দ শুনতে পাবেন।

প্রঃ (দ্বিধাগ্রস্তভাবে) ড. সেলডন, আমরা এখানে বক্–

উঃ (দৃঢ়তার সঙ্গে) এম্পায়ার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবে এর যত ভাল জিনিস। এর পুঞ্জীভূত জ্ঞান ধ্বংস হয়ে যাবে। যে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও নষ্ট হয়ে যাবে। আন্তঃনাক্ষত্রিক যুদ্ধ চলবে অনন্তকাল ধরে। ধসে পড়বে আন্তঃনাক্ষত্রিক বাণিজ্য। জনসংখ্যা কমে যাবে। গ্যালাক্সির মূল অংশের সঙ্গে গ্রহগুলোর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে– সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা দাঁড়াবে ঠিক এ-রকম।

প্রঃ (অখণ্ড নীরবতার মধ্যে একটা মৃদু কণ্ঠ) চিরকালের জন্য?

উঃ সাইকোহিস্ট্রি শুধু এই পতন সম্পর্কেই নয়, পতন পরবর্তী অন্ধকার যুগ সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম। জেন্টেলমেন, কিছুক্ষণ আগেই বলা হয়েছে এই এম্পায়ার বারো হাজার বছর ধরে টিকে আছে। আসন্ন অন্ধকার যুগটি বারো নয়, ত্রিশ হাজার বছর স্থায়ী হবে। একটি 'সেকেণ্ড এম্পায়ার'-এর উত্থান হবে ঠিকই, কিন্তু সেই দ্বিতীয় সাম্রাজ্য এবং আমাদের সভ্যতার মাঝখানে থাকবে এক হাজার প্রজন্মের দুঃখগ্রস্ত মানবগোষ্ঠী। একে রুখতেই হবে আমাদের।

প্রঃ (কিছুটা ধাতস্থ হয়ে) আপনি স্ববিরোধী কথা বলছেন। খানিক আগেই আপনি বলেছেন যে, ট্র্যানটর-এর ধ্বংস আপনি রুখতে পারবেন না; অতএব, সম্ভবত এম্পায়ার-এর *তথাকথিত* পতনটাও ঠেকাতে পারবেন না।

উঃ পতনটা আমরা ঠেকাতে পারব সেকথা আমি এখনো বলছি না। কিন্তু পতনের পর থেকে 'সেকেণ্ড এম্পায়ার' গজিয়ে ওঠার মাঝখানে যে অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার মেয়াদটা কমিয়ে আনার সময় এখনো পেরিয়ে যায়নি, জেন্টেলমেন, অরাজক পরিস্থিতির মেয়াদ ত্রিশ হাজার বছর থেকে কমিয়ে এক হাজার বছরে নিয়ে আসা সম্ভব, যদি আমার দলটিকে কাজ

www.BanglaBook.org

করতে দেয়া হয়। আমরা ইতিহাসের একটি ক্রান্তিলগ্নে বাস করছি। ছুটন্ত বিশাল ঘটনাপুঞ্জকে সামান্য একটু সরিয়ে দিতে হবে এর পথ থেকে– সামান্য একটু। এই সরাটা বেশি হবার উপায় নেই, তবে মানব ইতিহাস থেকে উনত্রিশ হাজার বছরের যন্ত্রণা উপশমের জন্য এটাই হয়ত যথেষ্ট।

প্রঃ কাজটা আপনি কীভাবে করতে চান?

উঃ জাতির জ্ঞানকে বাঁচিয়ে রেখে। মানবজ্ঞানের সমষ্টি একজন লোকের নাগালের বাইরে; এক হাজার লোকের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের সমাজ কাঠামো ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ভেঙে লক্ষ লক্ষ টুকরো হয়ে যাবে। যা জানা দরকার তার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিকগুলোর অনেকটাই জানবে একজন লোক। অসহায় এবং অকেজো হয়ে পড়বে তারা নিজেদের দ্বারাই। অর্থহীন হয়ে পড়া খণ্ড খণ্ড জ্ঞান অগ্রসর হতে পারবে না। প্রজন্মের মধ্যেই হারিয়ে যাবে প্রজন্মের জ্ঞান। *কিন্তু* এই মুহূর্তে আমরা যদি *সব* জ্ঞানের এক বিরাট সারাংশ তৈরি রাখি, তা কখনোই হারাবে না। আগামী প্রজন্ম গড়ে উঠবে এর ওপর ভিত্তি করেই এবং নতুন করে এসব জ্ঞান তাদের আবার আবিষ্কার করতে হবে না। এক সহস্রাব্দ ত্রিশ সহস্রাব্দের কাজ করবে।

প্রঃ এসব–

উঃ এই হচ্ছে আমার প্রজেক্ট। তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে আমার ত্রিশ হাজার লোক একটা *ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা* তৈরির কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দেবে। কাজটা তারা তাদের জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারবে না। এমনকি আমিও কাজটা ভাল করে শুরু হল কিনা তা দেখে যেতে পারব না। কিন্তু ট্র্যানটর ধ্বংস হতে হতে কাজটা শেষ হয়ে যাবে। এবং বিশ্বকোষটার কপি গ্যালাক্সির প্রধান সব ক'টা লাইব্রেরীতে থাকবে।

চীফ কমিশনারের হাতুড়িটা উঠল এবং পড়ল। হ্যারি সেলডন কাঠগড়া ত্যাগ করে শান্তভাবে গালের পাশে এসে বসলেন। মৃদু হেসে জিগ্যেস করলেন, 'নাটকটা কেমন লাগল?'

গাল জবাব দিল, 'আপনি বাজিমাৎ করে দিয়েছেন, কিন্তু এখন কী হবে?'

'বিচার মুলতবি ঘোষণা করবে ওরা। তারপর আমার সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত আপোষরফায় আসা যায় কিনা সেই চেষ্টা করবে।'

'কী করে বুঝলেন?'

সেলডন বললেন, 'আই উইল বি অনেস্ট। আমি জানি না। ব্যাপারটা নির্ভর করছে চীফ কমিশনারের ওপর। বেশ কয়েক বছর ধরে স্টাডি করেছি আমি লোকটাকে। বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি তার কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি। কিন্তু সাইকোহিস্টোরিক ইকুয়েশনে মাত্র একজন লোকের প্রবণতা বা খেয়াল ঢোকানোটা যে কত ঝুঁকিপূর্ণ, তা তো তুমি জানোই। তবুও আমি আশাবাদী।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

অ্যাভাকিম এগিয়ে এসে গাল-এর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে সেলডনের কানের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বিচার মুলতবির ঘোষণা শোনা গেল।

পরদিনের শুনানিটা হলো একেবারে ভিন্ন ধরনের। কমিশনের পাঁচ সদস্যের সঙ্গে হ্যারি সেলডন আর গাল ছাড়া কেউ নেই। পাঁচ বিচারক আর দুই অভিযুক্ত এই টেবিলে বসা। তাঁদের মধ্যে দূরত্ব সামান্যই। এমনকি সিগারও অফার করা হলো ওঁদের। রঙধনুর মতো সাতরঙা প্লাস্টিকের তৈরি সিগারের বাক্সটা দেখলে মনে হয় সেটার ওপর দিয়ে কুলকুল করে পানি বয়ে যাচ্ছে। অবশ্যি হাত দিলে শুকনো, শক্ত প্লাস্টিকের স্পর্শে ভুল ভাঙে।

সেলডন একটা নিলেন, গাল ফিরিয়ে দিল।

সেলডন বললেন, 'আমার লইয়ার উপস্থিত নেই।'

একজন কমিশনার বললেন, 'এখানে বিচার হচ্ছে না ড. সেলডন। আমরা এখানে এসেছি রাজ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে।'

লিঞ্জ শেন বলে উঠলেন, '*আমি* বলব।'

অন্যান্য কমিশনার যাঁর যাঁর চেয়ারে স্থির হয়ে বসলেন তাঁর কথা শোনার জন্যে। মুহূর্তের মধ্যে পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরটায়।

গাল রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে। হালকা-পাতলা, তবে শক্ত চেহারার লোক শেন। অবশ্যি বয়সের চেয়ে বুড়ো দেখায় তাকে। সত্যি বলতে, গোটা গ্যালাক্সির আসল সম্রাট তিনিই। বর্তমানে যে শিশুটি এই উপাধি ধারণ করছে, সে শেন-এর তৈরি একটি প্রতীক ছাড়া কিছু নয়, এবং এ ধরনের প্রতীক এটাই প্রথম নয়।

শেন বললেন, 'ড. সেলডন, আপনি সম্রাটের সাম্রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করছেন। গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলোয় এ-মুহূর্তে যে কোয়াড্রিলিয়ন লোক বাস করছে, এক শতাব্দী পর তারা কেউই বেঁচে থাকবে না। তাহলে আগামী পাঁচশো বছর পরের ঘটনা নিয়ে আমরা কেন মাথা ঘামাতে যাব?'

'আমি নিজে আর পাঁচ বছরও বাঁচব না,' সেলডন নির্লিপ্ত মুখে বললেন। কিন্তু তারপরেও আমি প্রচণ্ড মাথা ঘামাচ্ছি এ-নিয়ে। আদর্শবাদ বলতে পারেন একে। 'মানুষ" শব্দটি দিয়ে আমরা যে রহস্যময় সরলীকরণ বুঝিয়ে থাকি, তার সঙ্গে আমার অভিন্নতাও বলতে পারেন একে।'

www.BanglaBook.org

'মিস্টিসিজম নিয়ে মাথা ঘামানোর কষ্ট স্বীকার করতে রাজি নই আমি। তার চেয়ে আজ রাতে আপনাকে মেরে ফেললেই তো আমার সমস্যা মিটে যায়। আপনার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশো বছরের এমন এক ভবিষ্যতের ঝামেলা থেকেও রেহাই পাওয়া যায় যা অস্বস্তিকর, অপ্রয়োজনীয় এবং আমি দেখতে পাব না। আপনি আমাকে বলুন, আমি এই সহজ পথটা কেন বেছে নেব না?'

'এক হপ্তা আগে,' হালকা সুরে সেলডন বললেন, 'আপনি কাজটা করতে পারতেন এবং তাতে করে এ-বছরের শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার দশ ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনা বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু আজ সেই এক দশমাংশ সম্ভাবনাটা কমে দশ হাজার ভাগের এক ভাগও আছে কিনা সন্দেহ।'

ঘরের ভেতর বেশ কিছু সশব্দ নিঃশ্বাস পড়ল, অস্বস্তিকর কিছু নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। গালের মনে হল, ওর ঘাড়ের কাছে ছোট ছোট চুলগুলো সব এক নিমেষে খাড়া হয়ে গেছে। এমনকি স্বয়ং শেন-এর চোখের ওপরের পাপড়ি দুটো বুজে এল খানিকটা।

'কী করে?'

ট্র্যানটরের পতন রোধ করে এমন কোনো শক্তি নেই। অবশ্যি পতনের গতিটা ত্বরান্বিত করা সম্ভব খুব সহজেই। আমার অর্ধ-সমাপ্ত বিচারের কাহিনী গ্যালাক্সি জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। ধ্বংসের প্রচণ্ডতা কমাবার উদ্দেশে তৈরি করা আমার পরিকল্পনার অপমৃত্যু লোকের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করবে যে, তাদের আর ভবিষ্যৎ নেই। এখনই তারা তাদের বাপ-দাদার জীবনকে ঈর্ষার চোখে দেখে। তারা উপলব্ধি করবে, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান আর ব্যবসা-বাণিজ্যের অচলাবস্থা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। সারা গ্যালাক্সি জুড়ে এই ধারণাটা ছড়িয়ে পড়বে যে, একজন মানুষ যতটুকু আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে, শুধু সেটুকুর-ই যা হোক কিছু একটা মূল্য থাকবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ আর অপেক্ষা করবে না, বিবেকহীন লোকগুলোও বসে থাকবে না। তাদের প্রতিটি কাজের মাধ্যমে তারা বিশ্বের ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে। মেরে ফেলুন আমাকে, পাঁচ শতাব্দী নয়, মাত্র পঞ্চাশ বছরে ধ্বংস হয়ে যাবে ট্র্যানটর। আর আপনি মাত্র এক বছরের মধ্যে।'

শেন বললেন, 'বাচ্চারাই শুধু এসব জুজুবুড়ির কথা শুনলে ভয় পায়। আর তাছাড়া, কেবল আপনি মরলেই তো পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছি না আমরা।' যে কাগজগুলোর ওপর তাঁর চিকন হাতটা পড়ে ছিল সেটা ওঠালেন তিনি। শুধু দুটো আঙুল ওপরের কাগজটা স্পর্শ করে রইল। বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো, আপনার কাজ কি আপনি যে ইনসাইক্লোপীডিয়ার কথা বলছেন সেটার প্রস্তুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।'

'থাকবে।'

'এবং সেটা কি এই ট্র্যানটরে বসেই করতে হবে?'

'মাই লর্ড, ট্র্যানটরে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী রয়েছে; তাছাড়া এখানে ট্র্যানটর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারলি রিসোর্সগুলোও আছে।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু তারপরেও যদি আপনাকে অন্য কোথাও পাঠানো হয়– যেমন ধরুন, এমন এক গ্রহে, যেখানে শহরের নানান কোলাহল জ্ঞানের চর্চা ব্যাহত করবে না, যেখানে আপনার লোকজন পুরোপুরি এবং একাগ্রতার সঙ্গে কেবল তাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে– আপনার সুবিধে হবে না?'

'খুব কম, সম্ভবত।'

'এরকম একটা গ্রহ খুঁজে বের করা হয়েছে,' আগের কথার খেই ধরে বলে চললেন শেন। 'আপনি আপনার এক লাখ লোক নিয়ে সেখানে আপনার ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারবেন। সারা গ্যালাক্সির লোক জানবে আপনি পতনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন, যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তাদেরকে এ কথাও বলা হবে যে, আপনি পতন বা ধ্বংসটা রোধ করতে পারবেন।' মুচকি হাসলেন তিনি। 'আমি যেহেতু অনেক কিছুই বিশ্বাস করি না, তাই এই পতনটার কথাও অবিশ্বাস করতে বাধবে না আমার, কাজেই আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে সত্যি কথাটাই বলবো আমি জনগণকে। আর এদিকে ট্র্যানটরও নিরুপদ্রব থাকবে, সম্রাটের শান্তিভঙ্গেরও কোনো কারণ হবেন না আপনি।

'বিকল্প হিসেবে রয়েছে আপনার এবং আপনার অনুসারীদের মধ্যে যত জনের দরকার মনে হবে তত জনের মৃত্যু। আপনার ঐ হুমকিগুলো পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছি আমি। মৃত্যু আর নির্বাসনের মধ্যে যে-কোনো একটা বেছে নেয়ার জন্য আপনাকে এই মুহূর্ত থেকে ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেয়া গেল।'

'কোন গ্রহটা ঠিক করা হয়েছে, মাই লর্ড', সেলডন নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন।

'ওটার নাম সম্ভবত টার্মিনাস,' শেন জবাব দিলেন। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা কাগজগুলো আঙুলের ডগা দিয়ে তুলে এমনভাবে ধরলেন যাতে সেগুলো সেলডনের দিকে ফিরে থাকে। 'গ্রহটা জনমানবশূন্য, তবে পুরোপুরি বাসযোগ্য। স্কলারদের প্রয়োজনমত গড়ে তোলারও উপযুক্ত একদম। তবে কিছুটা বিচ্ছিন্ন।'

সেলডন বাধা দিলেন, 'গ্রহটা গ্যালাক্সির একেবারে প্রান্তসীমায়, স্যার।'

'বললাম তো, খানিকটা বিচ্ছিন্ন। আপনার অখণ্ড মনোযোগের জন্যে সুবিধে হবে। জলদি, মাত্র দু'মিনিট সময় আছে আপনার হাতে।'

সেলডন সে-কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, 'এ-ধরনের ট্রিপের জন্যে তৈরি হতে বেশ সময় লাগবে আমাদের। প্রকল্পটার সঙ্গে বিশ হাজার পরিবার জড়িত।'

'সময় দেয়া হবে আপনাকে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন সেলডন। শেষ মিনিটটিও ফুরিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলে উঠলেন, 'আমি নির্বাসনই গ্রহণ করলাম।'

গালের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল সেলডনের কথা শুনে। প্রচণ্ড একটা সুখের অনুভূতি ওর মনের সমস্ত অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। মৃত্যুর হাত থেকে পার পেয়ে কার-ই বা তা না হবে! তবুও, এই প্রবল স্বস্তির মধ্যেও, সে এই কথাটা ভেবে দুঃখ পেল যে, সেলডন হেরে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

কয়েকশো মাইল লম্বা, আঁকাবাঁকা টানেলগুলো ধরে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ থাকার পর গাল নড়েচড়ে উঠল।

বলল, 'কমিশনারকে আপনি যা বললেন তা কি সত্যি? আপনাকে মেরে ফেললে পতনটা কি সত্যিই ত্বরান্বিত হবে?'

সেলডন জবাব দিলেন, 'সাইকোহিস্টোরিক ফাইণ্ডিংস সম্পর্কে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি না। তাতে অন্তত এই ব্যাপারে কোনো উপকারও হতো না। শেন নিউ আই স্পোক দ্য ট্রুথ। লোকটা খুব ঝানু পলিটিশিয়ান। আর পলিটিশিয়ানদের, তাদের কাজের প্রকৃতি অনুসারেই, সাইকোহিস্টোরিক ট্রুথ সম্পর্কে সহজাত অনুভূতি থাকতে হয়।'

'তাহলে কি আপনার নির্বাসন মেনে নেবার দরকার ছিল?'

গালের এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না সেলডন।

অবশেষে ওরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি ফুঁড়ে বেরুল, গালের শরীরের সমস্ত পেশী যেন অসাড় হয়ে এল। ট্যাক্সি থেকে তাকে একরকম ধরেই নামাতে হল। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। সূর্য বলে কিছু যে থাকতে পারে, গাল প্রায় ভুলতেই বসেছিল। অবশ্যি বিশ্ববিদ্যালয়টা উন্মুক্ত নয়। দালানগুলো দানবীয় আকারের গম্বুজে ঢাকা। গম্বুজগুলো কাঁচ আবার ঠিক-কাঁচ-নয় এমন কিছু দিয়ে তৈরি। এবং পোলারাইজড। ফলে, জ্বলন্ত নক্ষত্রটির দিকে সরাসরি তাকাতে কোনো অসুবিধে হলো না গালের। তাই বলে আলোটা কিন্তু নিষ্প্রভ নয়। যতদূর দৃষ্টি যায়, ধাতব দালানগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছে সেই আলো।

ট্র্যানটর-এর বাকি অংশের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাকচারগুলো কঠিন ইস্পাত-ধূসর নয়। বরং বেশ খানিকটা রুপোলি। ধাতব দীপ্তিটা অনেকটা হাতির দাঁতের মতো সাদা।

সেলডন বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে সৈন্য।'

'কী?' নীরস মাটিতে চোখ নামিয়ে আনতেই গাল দেখতে পেল একটু দূরে একজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে।

দু'জনে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কাছের একটা প্রবেশ পথ থেকে উদয় হল এক মৃদু-কণ্ঠ ক্যাপ্টেন।

জিগ্যেস করল, 'ড. সেলডন?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এখন থেকে আপনি এবং আপনার লোকজন মার্শাল ল-র আওতাভুক্ত থাকবেন। আপনাকে জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে আমাকে যে, টার্মিনাস-এর উদ্দেশে রওনা হবার প্রস্তুতির জন্যে ছ'মাস সময় পাবেন আপনি।'

'ছ'মাস!' চেঁচিয়ে উঠল গাল। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে; কিন্তু সেলডনের আঙুলের হালকা চাপ অনুভব করল সে তার কনুই-এর ওপর।

চলে গেল লোকটা। গাল সেলডনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ছ'মাসের মধ্যে কী করে সম্ভব? কী করা যাবে এই অল্প সময়ের মধ্যে? এটা খুন ছাড়া আর কিছু নয়, তবে একটু ধীরে ধীরে এই যা তফাৎ।'

'ধীরে, ধীরে। আগে অফিসে চল।'

অফিসটা তেমন বড় নয়। তবে সম্পূর্ণ স্পাই প্রুফ। তার চেয়ে বড় কথা, ঘরটা যে স্পাই প্রুফ সেটা ধরারও কোনো উপায় নেই। ঘরটির ওপর ছোঁড়া স্পাই বিম সন্দেহজনক কোনো নীরবতা অথবা আরো বেশি সন্দেহজনক কোনো স্ট্যাটিক ফীল্ড পায় না এখানে। তার বদলে সেটা বিভিন্ন কণ্ঠে এবং সুরে, বিশাল এক নির্দোষ শব্দভাণ্ডার থেকে তৈরি করা উদ্দেশ্যবিহীন কিছু কথাবার্তা রিসিভ করে।

'এবার শোন,' বেশ আয়েশ করে চেয়ারে বসে সেলডন বললেন, 'ছ'মাসই যথেষ্ট।'

'বুঝতে পারছি না, কীভাবে।'

'তার কারণ, মাই বয়, আমাদের এই ধরনের কোনো পরিকল্পনায় বিপক্ষের অ্যাকশন আমাদেরই চাহিদার ওপর নির্ভরশীল। তোমাকে তো আগেই বলেছি, শেন-এর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের ওপর যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তা ইতিহাসে অন্য কোনো মানুষের ওপর করা হয়নি। আমাদের নিজেদের পছন্দমাফিক সময় এবং পরিস্থিতি তৈরি হবার আগ পর্যন্ত কিন্তু বিচারটা শুরু হতে দেয়া হয়নি।'

'কিন্তু আপনি কি ঠিক করতে পারতেন—'

'টার্মিনাসেই নির্বাসনে যাব কিনা? কেন নয়?' তিনি তাঁর ডেস্কের একটা বিশেষ স্থান আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতেই তাঁর পাশে দেয়ালের সামান্য অংশ সরে গেল। ব্যাপারটা শুধু তাঁর আঙুলের সাহায্যেই সম্ভব, শুধু তাঁর আঙুলের বিশেষ প্রিন্ট-প্যাটার্নই নিচের স্ক্যানারটা সক্রিয় করে তোলে।

'ভেতরে বেশ কিছু মাইক্রোফিল্ম আছে,' সেলডন বললেন। 'টি লেখা ফিল্মটা বের কর।' নির্দেশ পালন করল গাল।

সেলডন ফিল্মটাকে প্রজেক্টরে ঢুকিয়ে গালের হাতে একজোড়া আই-পীস ধরিয়ে দিলেন। চোখে পরে নিল গাল। দেখল, ওর চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে মাইক্রোফিল্মটা।

বলে উঠল সে খানিক পরে, 'কিন্তু তাহলে—'

বাগড়া দিলেন সেলডন মাঝপথে, জিগ্যেস করলেন, 'কোন জিনিসটা অবাক করছে তোমাকে?'

www.BanglaBook.org

'আপনি কি দু'বছর ধরে ট্র্যানটর ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন?' অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে গাল পাল্টা প্রশ্ন করল।

'আড়াই বছরে ধরে। অবশ্যি শেন যে টার্মিনাসই পছন্দ করবে সে-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে ভেবেছিলাম, হলেও হতে পারে, সেই ধারা অনুযায়ীই কাজ–'

'কিন্তু কেন ড. সেলডন? নির্বাসনে যাবার প্রস্তুতি নিলেন কেন আপনি? ট্র্যানটরে থেকেই কি সবকিছু আরো ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেত না?'

'কেন, তার কিছু কারণ আছে। ইম্পেরিয়াল সাপোর্ট পাবো আমরা টার্মিনাসে কাজ করলে। কারণ, তাতে করে কখনোই এ-সন্দেহের উদ্রেক হবে না যে, আমরা কোনোভাবে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করব।'

'কিন্তু আপনি সেই সন্দেহেরই উদ্রেক করেছেন স্রেফ নির্বাসনটা আদায় করতে গিয়ে। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কিছু।' উষ্মা ঝরে পড়ল গালের কণ্ঠ থেকে।

'বিশ হাজার পরিবার সম্ভবত স্বেচ্ছায় ট্র্যানটর ছেড়ে গ্যালাক্সির শেষ মাথায় যেতে চাইত না।'

'কিন্তু তাদের যেতে বাধ্য করা হবে কেন?' থামল একটু গাল। তারপর আবার প্রশ্ন করল, 'আমি কি জানতে পারি না?'

'নট ইয়েট,' সেলডন জবাব দিলেন। 'আপাতত শুধু এটুকু শুনেই সন্তুষ্ট থাক যে, টার্মিনাসে একটা সায়েন্টিফিক রিফিউজ বা বৈজ্ঞানিক আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হবে। এবং আরেকটা স্থাপন করা হবে গ্যালাক্সির অন্য প্রান্তে; বলতে পার,' মৃদু হাসলেন তিনি, 'স্টার'স এণ্ড-এ। আর বাদবাকি ব্যাপারগুলোর মধ্যে শুধু এটুকু বলি, শিগগিরই মারা যাচ্ছি আমি। আর আমি যা যা দেখে গেলাম, তুমি তারচেয়ে অনেক বেশি দেখে যাবে– না, না, আঁতকে ওঠার কারণ নেই, আমার জন্যে মঙ্গল কামনা করারও দরকার নেই। ডাক্তার বলে দিয়েছে আমাকে, বড় জোর আর এক কি দু'বছর টিকব আমি। কিন্তু তাতে আফসোস নেই, যা করার ইচ্ছে ছিল তা শেষ করতে পেরেছি আমি জীবনে। এর চেয়ে ভাল আর কোন অবস্থায় একটা লোক মৃত্যুবরণ করতে পারে, বলো?'

'আর আপনি মারা যাওয়ার পর কী হবে, স্যার?'

'কেন, উত্তরাধিকারীরা থেকে যাবে– হয়ত তুমি হবে তাদেরই একজন। এরাই প্রজেক্টের ফাইনাল টাচ দেবে। সেই সঙ্গে "অ্যানাক্রিয়ন"-এ সময়মত, সঠিকমতো বিদ্রোহের সূচনা করবে। তারপর ঘটনা আপনা আপনিই গড়াতে থাকবে।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝবে। প্রায় সবাই টার্মিনাসে চলে যাবে। কেউ কেউ অবিশ্য থেকে যাবে, তবে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হবে না। আর আমার কথা যদি বল,' গলাটা তাঁর একেবারে খাদে নেমে গেল এখানে এসে, গাল কোনোরকমে শুনতে পেল, 'আই অ্যাম ফিনিশড্।'

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

বিশ্বকোষ রচয়িতাদের কথা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

টার্মিনাস–... গ্যালাকটিক ইতিহাসে যে ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে গ্রহটিকে বেছে নেয়া হয়েছিল, সে লক্ষ্য পূরণের পক্ষে গ্রহটির অবস্থান (ম্যাপ দেখুন) অদ্ভুত হলেও ছিল অনিবার্য। অবশ্যি অনেক লেখকই এই দ্বিতীয় ব্যাপারটির দিকে কখনো অঙ্গুলি নির্দেশ করার চেষ্টা করেননি। বিচ্ছিন্ন একটি সূর্যের একমাত্র গ্রহ টার্মিনাস গ্যালাকটিক কুণ্ডলির একেবারে প্রান্তে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক মূল্যের দিক থেকে নগণ্য এই গ্রহটিতে, এটি আবিষ্কারের পাঁচ শতাব্দী পরেও, বসতি স্থাপন করা হয়নি। বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ-ই প্রথম আবাস গড়ে তোলেন এখানে।...

একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে ওঠার পর টার্মিনাস অবধারিতভাবেই ট্র্যানটর থেকে আসা মনোইতিহাসবিদদের দেহাংশ হয়ে রইল না আর। হয়ে উঠল তার অতিরিক্ত একটা কিছু। অ্যানাক্রিয়নীয় বিদ্রোহ এবং স্যালভর হার্ডিনের ক্ষমতা গ্রহণের পর...

ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ঘরটির এক কোনায় তাঁর ডেস্কে বসে ব্যস্তভাবে কাজ করছেন লুইস পিরেন। কাজের সমন্বয় করতে হয়েছে। প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করতে হয়েছে। সুতোগুলো বুনতে হয়েছে এক বিশেষ প্যাটার্নে।

পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে; পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে নিজেদের স্থিতু করতে আর প্রথম ইনসাইক্লোপীডিয়া ফাউণ্ডেশনকে একটা সুষম ওয়ার্কিং ইউনিটে পরিণত করতে। কাঁচামাল যোগাড় করতে আর প্রস্তুতি নিতে বেরিয়ে গেছে পঞ্চাশটি বছর।

কাজটা করা গেছে। আর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে গ্যালাক্সির সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রয়াসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে। তারপর প্রতি দশ বছর অন্তর নিয়মিত একটার পর একটা খণ্ড বের হতে থাকবে। সেই সঙ্গে চলতি ঘটনার ওপর বিশেষ আর্টিকল নিয়ে অতিরিক্ত খণ্ডও বেরোবে, যতদিন পর্যন্ত না—

ডেস্কের নীরব বাজারটা জ্যান্ত হয়ে উঠতে অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে উঠলেন পিরেন। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন অ্যাপয়েন্টমেন্টটার কথা। ডোর রিলিজটা ঠেলে দিলেন তিনি, চোখের এক নির্লিপ্ত কোনা দিয়ে দেখতে পেলেন খুলে গেল দরজা, আর ভেতরে ঢুকল স্যালভর হার্ডিনের দশাসই দেহটা। মুখ তুলে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না পিরেন।

www.BanglaBook.org

আপন মনে হাসলেন হার্ডিন। ব্যস্ত তিনি নিজেও। কিন্তু তাই বলে কাজের মধ্যে বাধা পেলে বা কেউ বিরক্ত করলে পিরেনের মতো এরকম রামগরুড়ের ছানা হয়ে যান না। ডেস্কের এপাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন তিনি। অপেক্ষা করতে থাকলেন।

কাগজের ওপর মৃদু খস খস শব্দ তুলে ছুটে চলেছে পিরেনের স্টাইলাসটা। ব্যস, আর সব শুনশান। গেঞ্জির পকেট থেকে একটা টু-ক্রেডিট কয়েন বের করলেন হার্ডিন। ছুঁড়ে দিলেন ওপরের দিকে। ডিগবাজি খেতে খেতে নামার সময় পয়সাটার মরিচাবিহীন ইস্পাত-শরীরের ওপর আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠল। ধরে ফেলে আবার ওপরের দিকে পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে অলস চোখে আলোর প্রতিফলন দেখতে থাকলেন হার্ডিন। যে-গ্রহের প্রয়োজনীয় সব ধাতু আমদানি করতে হয়, সে-গ্রহের বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মরিচাবিহীন ইস্পাতই ভাল।

মুখ তুলে চোখ পিটপিট করে তাকালেন পিরেন। 'স্টপ দ্যাট!' ঝামটে উঠলেন তিনি।

'কী?'

'ওই ঘোড়ার ডিমের পয়সা ছোঁড়াছুঁড়ি। বন্ধ কর।'

'ও আচ্ছা।' ধাতব চাকতিটা পকেটে চালান করে দিলেন হার্ডিন। 'তোমার কাজ শেষ হলে জানিও, কেমন? কৃত্রিম জলপ্রণালীর প্রজেক্টটা ভোটে তোলার আগে সিটি কাউন্সিল মিটিং-এ ফিরে যাব বলে কথা দিয়ে এসেছি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাজে ক্ষান্ত দিলেন পিরেন। 'আমি তৈরি। কিন্তু আশা করব, তুমি আমাকে শহর-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে জ্বালাবে না। কথাটা খেয়াল রেখ, প্লীজ। আমার সমস্ত সময় ঐ ইনসাইক্লোপীডিয়ার জন্যে বরাদ্দ।'

'খবরটা শুনেছ?' নির্লিপ্ত স্বরে হার্ডিন শুধোলেন।

'কোন খবর?'

'যে-খবর টার্মিনাস সিটি আলট্রাওয়েভ সেট দু'ঘণ্টা আগে রিসিভ করেছে। প্রিফেক্ট অভ অ্যানাক্রিয়ন-এর রয়্যাল গভর্নর "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেছেন।'

'বেশ তো, তাতে কী হয়েছে?'

'এম্পায়ার-এর কেন্দ্র থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি,' হার্ডিন জবাব দিলেন। 'আমরা অবশ্যি এরকম কিছু হবে বলে আশঙ্কা করেছিলাম; কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। স্যানটানি, ট্র্যানটর আর খোদ ভেগা পর্যন্ত আমাদের অবশিষ্ট ট্রেড রুটের একেবারে মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানাক্রিয়ন। এখন আমাদের মেটাল আসবে কোত্থেকে? গত ছ' মাসের মধ্যে আমরা স্টীল কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের কোনো শিপমেন্ট যোগাড় করতে পারিনি, আর এবার থেকে অ্যানাক্রিয়নের রাজার অনুগ্রহ ছাড়া আদৌ যোগাড় করতে পারব না।'

পিরেন অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'তাহলে তার সাহায্যেই যোগাড় করার ব্যবস্থা কর।'

www.BanglaBook.org

'বাট ক্যান উই? শোনো, পিরেন, যে সনদ অনুযায়ী এই ফাউণ্ডেশন স্থাপিত হয়েছে, সে-সনদ ইনসাইক্লোপীডিয়া কমিটির বোর্ড অভ ট্রাস্টিজকে পূর্ণ প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়েছে টার্মিনাস শহরের মেয়র হিসেবে আমার ক্ষমতা স্রেফ এটুকুই যে, তুমি কাউন্টারসাইন করে অনুমতি দিলে তবেই আমি আমার নিজের নাকটা উড়িয়ে দিতে পারি, বা একটা হাঁচি দিতে পারি। সুতরাং, ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার বোর্ড আর তোমার ওপর। শহরটার উন্নতি নির্ভর করছে গ্যালাক্সির অবাধ বাণিজ্যের ওপর। আর এই শহরের দোহাই দিয়ে বলছি, একটা ইমার্জেন্সি মিটিং ডাকো—'

'থামো! ভোট কুড়ানো বক্তৃতায় কাজ হবে না। দেখ, হার্ডিন, টার্মিনাসে মিউনিসিপ্যল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বোর্ড অভ ট্রাস্টিজের তরফ থেকে কোনো বাধা নেই। যেহেতু ফাউণ্ডেশন স্থাপিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, আর যেহেতু লোকজন ক্রমবর্ধমান হারে ইনসাইক্লোপীডিয়া-সংক্রান্ত-নয় এমন কাজে জড়িয়ে পড়ছে, সেহেতু এ-ধরনের একটা গভর্নমেন্টের প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি। *কিন্তু* তার মানে এই নয় যে, সমস্ত মানবজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমা নির্দেশক একটা ইনসাইক্লোপীডিয়া প্রকাশ করা এখন আর ফাউণ্ডেশনের প্রথম এবং *একমাত্র* উদ্দেশ্য নেই। হার্ডিন, আমরা একটা স্টেট-সোপার্টেড বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। লোকাল পলিটিক্সে আমরা নাক গলাতে পারি না, *গলাবও* না।'

'লোকাল পলিটিক্স! পিরেন, দিস ইজ আ ম্যাটার অভ লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ। নিজ শক্তিতে একটা যান্ত্রিক সভ্যতা চালাবার ক্ষমতা টার্মিনাস গ্রহের নেই। তার কারণ, মেটাল নেই এ-গ্রহের। তুমি নিজেও সেটা ভাল করে জান। গ্রহটার পাথুরে জমিতে লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম বা তেমন দামি কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। অ্যানাক্রিয়নের রাজা যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে ইনসাইক্লোপীডিয়ার কী হবে বলতে পার?'

'*আমাদের* ওপর? তুমি কি ভুলে গেছ যে আমরা খোদ সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আছি? প্রিফেক্ট অভ অ্যানাক্রিয়ন বা অন্য কোনো প্রিফেক্টের অধীন নই আমরা। কথাটা মাথায় গেঁথে নাও। আমরা সম্রাটের ব্যক্তিগত এলাকার অংশ। কেউ আমাদের গায়ে টোকা মারতে পারবে না। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা এম্পায়ারের আছে'

'সেক্ষেত্রে এম্পায়ার অ্যানাক্রিয়নের রয়্যাল গভর্নরের এই বেয়াড়াপনা ঠেকাতে পারল না কেন? আর শুধু কি অ্যানাক্রিয়ন? গ্যালাক্সির সবচেয়ে দূরবর্তী প্রিফেক্টগুলোর মধ্যে কমপক্ষে বিশটা, সত্যি বলতে গোটা পেরিফেরিই নিজেদের খেয়াল খুশিমত কাজ করে যাচ্ছে। এম্পায়ারের ওপর, এবং আমাদের রক্ষা করার ব্যাপারে এম্পায়ারের সামর্থ্যের ওপর আমার বিন্দুমাত্র ভরসা নেই, কথাটা জানিয়ে রাখছি তোমাকে।'

'যত্তসব! রয়্যাল গভর্নর আর রাজা— এ-দুটোর মধ্যে তফাতটা কোথায়? এম্পায়ারের ভেতর একটু আধটু পলিটিক্স বরাবরই ছিল, এখনো আছে: উল্টো-সিধে

www.BanglaBook.org

কাজ কেউ না কেউ সব সময়ই করছে। গভর্নররা বিদ্রোহ করেছে আর সে কারণে কোনো কোনো সম্রাটের পতন হয়েছে, কেউ কেউ খুন হয়েছে। কিন্তু তাতে খোদ এম্পায়ারের কী হয়েছে? ফরগেট ইট, হার্ডিন। এটা আমাদের মাথাব্যথা নয়। আমরা বৈজ্ঞানিক, এটাই আসল কথা। আমাদের একমাত্র মাথাব্যথা হচ্ছে ইনসাইক্লোপীডিয়া। ও, ভাল কথা, হার্ডিন, আমি তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম!'

'কী ব্যাপার?'

'তোমার ঐ পত্রিকাটার ব্যাপারে একটা কিছু কর তো!' পিরেনের গলায় রাগ।

'টার্মিনাস *সিটি জার্নাল*-এর কথা বলছ? ওখানে আমার হাত নেই। ওটা ব্যক্তিমালিকানাধীন। তা, কী করেছে পত্রিকাটা?'

'কয়েক হপ্তা ধরেই সুপারিশ করছে যেন ফাউণ্ডেশনের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনটা সরকারি ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয় এবং বেশ জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়।'

'কেন নয়? তিন মাসের মধ্যে "ফার্স্ট ভল্ট"টা খুলবে রেডিয়াম ক্লক। এটাকে আমি একটা বড় ঘটনাই বব। তুমি বলবে না?'

'না। তার কারণ, এটা কোনো অর্থহীন প্রদর্শনীর উপলক্ষ নয়। ফার্স্ট ভল্ট আর সেটার খোলার বিষয়টা শুধু বোর্ড অভ ট্রাস্টিজের ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটলে জনসাধারণকে জানানো হবে। এটাই শেষ কথা। দয়া করে এটা *জার্নালকে* জানিয়ে দিয়ো।'

'আমি দুঃখিত পিরেন; তুমি নিশ্চয়ই জান, সিটি চার্টার ছোট্ট একটা ব্যাপারে সবরকম নিশ্চয়তা দেয়, আর সেটা হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।'

'সিটি চার্টার দিতে পারে, কিন্তু বোর্ড অভ ট্রাস্টিজ দেয় না। হার্ডিন, টার্মিনাসে সম্রাটের প্রতিনিধি আমি, আর এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আমাকে।'

হার্ডিনের চেহারা দেখে মনে হল, তিনি মনে মনে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনছেন। মুখ কালো করে তিনি বললেন, 'একটা খবর আছে আমার কাছে। তুমি যেহেতু সম্রাটের প্রতিনিধি, তাই লেটেস্ট খবরটা তোমাকেই দিতে চাই।'

'অ্যানাক্রিয়ন সম্পর্কে?' পিরেনের ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসল একটা আরেকটার ওপর। বিরক্তি বোধ করছেন তিনি।

'হ্যাঁ। অ্যানাক্রিয়ন থেকে একজন বিশেষ দূত পাঠানো হচ্ছে আমাদের এখানে। দু'হপ্তার মধ্যে।'

'দূত? এখানে? অ্যানাক্রিয়ন থেকে? কিসের জন্যে?'

উঠে দাঁড়ালেন হার্ডিন। চেয়ারটা ডেস্ক ঘেঁষে ঠেলে রাখলেন আবার। 'সেটা ভেবে বের করার একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে।'

আর কিছু না বলে, কোনো বিদায় সম্ভাষণের তোয়াক্কা না করে, বেরিয়ে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

ভদ্রলোকের নাম অ্যানসেল্ম হট রডরিক (মাঝের শব্দটা আভিজাত্যের প্রতীক)। প্লুমার সাব-প্রিফেক্ট; অ্যানাক্রিয়নের রাজার বিশেষ দূত। আরো আধ ডজন উপাধি আছে তাঁর। রাষ্ট্রীয় উপলক্ষের যাবতীয় জাঁকাল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে স্পেস পোর্টে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল স্যালভর হার্ডিনের।

মুখে আড়ষ্ট হাসি নিয়ে মৃদু বাউ করে হোলস্টার থেকে তার ব্লাস্টারটা বের করলেন সাব-প্রিফেক্ট। বাঁটের দিকটা বাড়িয়ে দিলেন হার্ডিনের দিকে। উপহার গ্রহণ করলেন হার্ডিন। তারপর বিশেষভাবে আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে ধার করে আনা আরেকটা ব্লাস্টার দিয়ে তিনি শুভেচ্ছা জানালেন অতিথিকে। স্থাপিত হল বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য। হট রডরিকের কাঁধের অতি সামান্য স্ফীত যদিও লক্ষ্য করেও থাকেন হার্ডিন বিচক্ষণের মতো চুপ করে রইলেন তিনি।

পর্যাপ্ত সংখ্যক পদস্থ কর্মকর্তার অভ্যর্থনা গ্রহণ শেষে একটা গ্রাউণ্ড কারে চড়ে বসলেন দু'জন। ধীর গতিতে, রাজকীয় ভঙ্গিমায়, সাইক্লোপীডিয়া স্কোয়ারের উদ্দেশে এগিয়ে চলল সেটা। পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে অত্যুৎসাহী জনতা সোল্লাসে হাত নেড়ে তাদের শুভেচ্ছা জানাল। জনতার সেই হর্ষধ্বনি অতিথি যেরকম সৌজন্যপূর্ণ নির্লিপ্ততার সঙ্গে গ্রহণ করলেন তা তার মতো একজন সৈনিক ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিকেই মানায়।

হার্ডিনের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'এই শহর নিয়েই বুঝি আপনাদের গোটা বিশ্ব?'

কোলাহলের ওপর গলা চড়িয়ে হার্ডিন জবাব দিলেন, 'আমাদের রাজ্যটা খুবই ছোট, ইওর এমিনেন্স। আমাদের এই দরিদ্র গ্রহের মাত্র কয়েক বছরের ইতিহাসে অল্প কয়েক জন সম্ভ্রান্ত অতিথি এসেছেন। সেজন্যই এতো উৎসাহ-উদ্দীপনা।'

নিশ্চিত করেই বলা যায়, 'সম্ভ্রান্ত' শব্দটার ভেতরের প্রচ্ছন্ন শ্লেষটা সম্মানিত অতিথি ধরতে পারেননি।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'পঞ্চাশ বছর ধরে আছেন আপনারা এখানে। হুম্-ম্-ম্! তাহলে তো প্রচুর জমি আছে আপনাদের, মেয়র। এগুলো এস্টেটে ভাগ করে দেবার কথা ভাবেননি আপনারা?'

'এখনো তার প্রয়োজন পড়েনি। আমরা পুরোপুরি সেন্ট্রালাইজড্। ইনসাইক্লোপীডিয়ার জন্যেই সেন্ট্রালাইজড্ হতে হয়েছে আমাদের। যখন জনসংখ্যা বাড়বে তখন হয়ত–'

www.BanglaBook.org

'অদ্ভুত এক জায়গা তো! ইউ হ্যাভ নো পেজনট্রি? চাষাবাদ করে না এখানে কেউ?'

হিজ এমিনেন্স যে কথা বের করার চেষ্টা করছেন সেটা বোঝার জন্য খুব একটা বুদ্ধির দরকার হয় না, ভাবলেন হার্ডিন। গাছাড়াভাবে তিনি উত্তর দিলেন, 'না,– সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকও নেই কোনো।'

হট রডরিকের ভুরু ধনুক হয়ে গেল। 'কেন– আপনাদের নেতা– যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি?'

'ড. পিরেনের কথা বলছেন? হ্যাঁ, তিনিই বোর্ড অভ ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান। সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিও বটে।'

'*ডক্টর?* অন্য কোনো উপাধি নই তাঁর? স্রেফ একজন *স্কলার?* তিনিই জনসাধারণের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরান?'

'অবশ্যই,' অমায়িকভাবে জবাব দিলেন হার্ডিন। 'স্কলার আমরা কম-বেশি সবাই। আফটার অল, আমরা তো একটা সায়েন্টিফিক ফাউণ্ডেশনের মতো কোনো বিশ্ব নই, বরং সম্রাটের একেবারে প্রত্যক্ষ শাসনের আওতার ভেতরই আছি।'

মেয়র তাঁর বাক্যের শেষাংশে হালকা একটু জোর দেয়ায় সামান্য অপ্রতিভ বোধ করলেন সাব-প্রিফেক্ট। সাইক্লোপীডিয়া স্কোয়ার পর্যন্ত ধীর গতির বাকি যাত্রাটুকুতে আর কোনো কথা না বলে গম্ভীর মুখ কী যেন ভাবতে লাগলেন।

বিকেল এবং সন্ধ্যা একঘেয়েমিতে কাটলেও হার্ডিন অন্তত এটা দেখে স্বস্তি পাচ্ছিলেন যে পিরেন এবং হট রডরিক একে অপরের সংসর্গ অপছন্দ করছেন আরো বেশি; যদিও প্রথম সাক্ষাতের সময় তারা বেশ সরবেই পারস্পরিক সৌজন্য এবং সৌহার্দ্য বিনিময় করেছেন।

ইনসাইক্লোপীডিয়া বিল্ডিং-এ 'ইন্সপেকশন ট্যুরের' সময় জ্বলজ্বলে চোখে পিরেনের লেকচার শুনলেন হট রডরিক। রেফারেন্স ফিল্ম-এর বিশাল বিশাল সব স্টোর হাউস আর অগুনতি প্রজেকশন রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মুখে একটা মার্জিত, অর্থহীন হাসির মুখোশ এঁটে শুনে গেলেন তিনি পিরেনের বকবকানি।

লেভেলের পর লেভেল নেমে কম্পোজিং ডিপার্টমেন্ট, এডিটিং ডিপার্টমেন্ট, পাবলিশিং ডিপার্টমেন্ট এবং ফিল্মিং ডিপার্টমেন্ট– সব দেখার পরই কেবল প্রথম একটা অর্থপূর্ণ মন্তব্য করলেন তিনি। 'পুরো ব্যাপারটাই খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক লোকদের কাজ হিসেবে বেশ অদ্ভুত। কী লাভ এতে?'

হার্ডিন লক্ষ্য করলেন, হট রডরিকের এই মন্তব্যের জবাবে পিরেন কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। যদিও তাঁর চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যে ইচ্ছে করলেই তিনি জুতসই একটা কিছু শুনিয়ে দিতে পারেন।

রাতে, ডিনারের সময়, বিকেলের ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটল। কথকের ভূমিকাটা এবার একচেটিয়াভাবে নিলেন হট রডরিক। অ্যানাক্রিয়ন এবং সদ্য রাজ্য বলে ঘোষিত প্রতিবেশী স্মিরনোর মধ্যেকার সাম্প্রতিক যুদ্ধে ব্যাটালিয়ান প্রধান হিসেবে

www.BanglaBook.org

তাঁর নিজের ভুমিকার কথা অপরিমিত এবং অবিশ্বাস্য উৎসাহের সঙ্গে, প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ বলে গেলেন তিনি।

ডিনার শেষ হয়ে গেল, খুদে অফিসাররা একে একে কেটে পড়লেন, তার পরেও তাঁর গল্প ফুরল না; পিরেন এবং হার্ডিনকে নিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। গ্রীষ্মসন্ধ্যার উষ্ণ হাওয়া উপভোগ করতে করতে খণ্ড-বিখণ্ড স্পেস শিপের উল্লসিত বর্ণনা দিয়ে তবেই তিনি তাঁর বিজয়-গাথার সমাপ্তি টানলেন।

আমুদে গলায় তারপর বললেন, 'এবার তাহলে একটু সিরিয়াস ব্যাপারে যাওয়া যাক।'

'বাঁচি তাহলে,' বিড়বিড় করে হার্ডিন বললেন। ভেগা-র তামাক দিয়ে তৈরি একটা লম্বা সিগার ধরালেন তিনি। আর অল্প কয়েকটা আছে, ভাবলেন মনে মনে। পেছনের দু'পায়ের ওপর দাঁড় করালেন চেয়ারটাকে।

আকাশে, অনেক উঁচুতে অস্পষ্ট একটা লেন্সের আকার নিয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে গ্যালারি। মহাবিশ্বের এই প্রান্তসীমায় অল্প যে-কটা তারা মিটিমিটি করছে, অন্য অংশের তুলনায় সেগুলো নেহাতই নগণ্য।

সাব-প্রিফেক্ট বললেন, 'অবশ্যি কাগজ-পত্তর সই থেকে শুরু করে এ-ধরনের যাবতীয় একঘেয়ে, আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো আপনাদের কাউন্সিলের সামনেই সারব। ভাল কথা, কী যেন নাম আপনাদের কাউন্সিলের?'

'বোর্ড অভ ট্রাস্টিজ,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন পিরেন।

'অদ্ভুত নাম তো! সে যাই হোক, ওসব আগামীকালের জন্যই রইল। এখন বরং কিছু ছোটখাটো বিষয়ে আলাপ সেরে আগাছা পরিষ্কার করে রাখি খানিকটা। কি বলেন?'

'অর্থাৎ–' হার্ডিন একটা খোঁচা দিতে চাইলেন।

'স্রেফ এই যে, পেরিফেরির পরিস্থিতিতে সামান্য একটু পরিবর্তন ঘটেছে আর তার ফলে আপনাদের গ্রহের সামাজিক মর্যাদা খানিকটা অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গেছে। খুব ভাল হতো, যদি গোটা অবস্থাটা সম্পর্কে আমরা একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এ পৌঁছুতে পারতাম। ভাল কথা, মেয়র, আপনার ঐ সিগার আর আছে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা বের করে দিলেন হার্ডিন।

অ্যানসেল্ম হট রডরিক সিগারটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকলেন একবার। চাপা একটা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। 'ভেগান টোবাকো! পেয়েছেন কোত্থেকে?'

'লাস্ট শিপমেন্টে কিছু এসেছিল। আর নেই বললেই চলে। স্পেস জানে, আবার কবে পাবো, বা আদৌ পাবো কিনা।'

পিরেন ভ্রূকুটি করলেন। ধূমপান করেন না তিনি– গন্ধটাও সহ্য করতে পারেন না একেবারে। 'একটা ব্যাপার বুঝতে দিন আমাকে, ইওর এনিমেন্স। আপনার মিশনের উদ্দেশ্য তো শুধু ঘুরেফিরে দেখা?'

এরি মধ্যে সিগারে জম্পেস কয়েকটা টান দিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে, নিজেকে ঢেকে ফেলেছেন হট রডরিক। সেই ধোঁয়ার আড়াল থেকে মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সেক্ষেত্রে সেটা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এক নম্বর ইনসাইক্লোপীডিয়া ফাউণ্ডেশন বরাবর একই রকম আছে।'

'আচ্ছা। তা, এটা কী অবস্থায় আছে?'

'একটা স্টেট-সাপোর্টেড বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের এবং মহামান্য সম্রাটের ব্যক্তিগত এলাকার একটা অংশ হিসেবে।'

সাব-প্রিফেক্ট প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হল না। ধোঁয়ার বলয় ছাড়লেন তিনি আরেকটা।

'এটা একটা চমৎকার থিয়োরি, ড. পিরেন। ধরে নিতে পারি, "ইম্পেরিয়াল সীল"-এর ছাপ মারা সনদও আছে আপনাদের কাছে; কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কী? স্মিরনোর বিপরীতে আপনাদের অবস্থান কোথায়? স্মিরনোর রাজধানী থেকে আপনাদের দূরত্ব পঞ্চাশ পার্সেক-ও নয়, আপনি জানেন। কোনোম আর ড্যারিবো থেকে?'

পিরেন উত্তর দিলেন, 'কোনো প্রিফেক্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। সম্রাটের ব্যক্তিগত এলাকার অংশ হিসেবে–'

'গোল্লায় যাক আপনার বিজ্ঞান।' ঝামটে উঠলেন রডরিক। 'স্মিরনো যেখানে যে কোনো সময় টার্মিনাস দখল করে নিতে পারে, সেখানে বিজ্ঞান কী করবে?'

'আর সম্রাট? তিনি চেয়ে চেয়ে দেখে যাবেন শুধু?'

শান্ত হয়ে এলেন হট রডরিক। বললেন, 'ঠিক আছে, ড. পিরেন, বুঝলাম আপনি সম্রাটের সম্পত্তির ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল, অ্যানাক্রিয়নও তাই; কিন্তু স্মিরনো তা না-ও হতে পারে। মনে রাখবেন, মাত্র কিছুদিন আগে সম্রাটের সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি আমরা– আগামীকাল আপনাদের বোর্ড অভ ট্রাস্টিজকে তার একটা কপি দেখাব– আর সেই চুক্তিতে প্রিফেক্ট অভ অ্যানাক্রিয়নের সীমান্তের ভেতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমাদের ওপর। অবশ্যই সেটা সম্রাটের পক্ষ থেকে। আমাদের কর্তব্যটা কী, সেটা পরিষ্কার হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'অবশ্যই। কিন্তু টার্মিনাস তো প্রিফেক্ট অভ অ্যানাক্রিয়নের অংশ নয়।'

'আর স্মিরনো–'

'প্রিফেক্ট অভ স্মিরনোর অংশ-ও নয় এটা। কোনো প্রিফেক্টেরই অংশ নয় টার্মিনাস।'

'স্মিরনো কী সেটা জানে?'

'স্মিরনো কী জানে আর না জানে, আমি তার পরোয়া করি না।'

'*আমরা* করি। এই কিছুদিন আগে একটা যুদ্ধ শেষ করলাম আমরা ওদের সঙ্গে। স্মিরনো এখনো আমাদের দুটো "স্টেলার সিস্টেম" দখল করে আছে। এই দুই জাতির মাঝখানে একটা অত্যন্ত স্ট্র্যাটেজিক স্পটে রয়েছে টার্মিনাস।'

ক্লান্ত বোধ করলেন হার্ডিন এতো কথার ফুলঝুরি দেখে। নাক গলালেন তিনি। 'আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হল, আর কথা না ঘুরিয়ে সরাসরি মূল প্রসঙ্গে যাবার জন্যে তৈরি-ই ছিলেন সাব-প্রিফেক্ট। তিনি চটপট উত্তর দিলেন, 'একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার। টার্মিনাস যেহেতু নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না, তাই অ্যানাক্রিয়নকে তার নিজের স্বার্থেই গ্রহটাকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আপনাদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যাপারে নাক গলাবার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই–'

'হুঁহ্-হু,' একটু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন হার্ডিন।

'–কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সবচেয়ে ভাল হবে যদি এ-গ্রহে অ্যানাক্রিয়নের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।'

'আর আপনারা কি শুধু এটাই চান– মালিকানাবিহীন একটা বিশাল এলাকা জুড়ে একটা সামরিক ঘাঁটি– আর কিছু নয়?'

'দেখুন, প্রোটেক্টিং ফোর্সের ভরণপোষণের ব্যাপারটা তো থাকবেই।'

হার্ডিনের চেয়ারটার বাকি দুটো পায়া সশব্দে নেমে এল মেঝেতে। হাঁটুর ওপর দুই কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন হার্ডিন। 'এতক্ষণে আসল কথায় এসেছি আমরা। আরো খোলালা করা যাক ব্যাপারটা। টার্মিনাসকে একটা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হতে হচ্ছে এবং নজরানা দিতে হচ্ছে।'

'নজরানা নয়, কর। আমরা আপনাদের রক্ষা করছি, আর সেজন্য আপনারা আমাদের দাম দিচ্ছেন।'

প্রচণ্ড শব্দে চেয়ারের হাতলে একটা চাপড় বসালেন পিরেন। 'আমাকে কথা বলতে দাও, হার্ডিন। ইওর এমিনিন্স, অ্যানাক্রিয়ন, স্মিরনো বা আপনার ঐ লোকাল পলিটিক্স আর ফালতু যুদ্ধের কানাকড়িও মূল্য নেই আমার কাছে। আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এটা একটা স্টেট-সাপোর্টেড ট্যাক্স-ফ্রি ইন্সটিটিউশন।'

'স্টেট-সাপোর্টেড? কিন্তু স্টেট তো *আমরাই*, ড. পিরেন। অ্যাণ্ড উই আর নট সাপোর্টিং।'

রাগে তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন পিরেন। 'ইওর এমিনেন্স, আমি মহামান্য সম্রাটের–'

'প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি,' তিক্ত কণ্ঠে পাদপূরণ করলেন অ্যানসেল্‌ম হট রডরিক। 'আর আমি অ্যানাক্রিয়নের রাজার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। অ্যানাক্রিয়ন কিন্তু আরো অনেক কাছে ড. পিরেন।'

'কাজের কথায় ফেরা যাক,' তাড়া দিলেন হার্ডিন। 'তথাকথিত এই কর আপনারা কীভাবে নেবেন, ইওর এমিনেন্স? মানে বলতে চাইছ, কী নেবেন– গম, আলু, শাক-সব্জি, নাকি গবাদি পশু?'

মুহূর্তে চোখ দুটো বড় হয়ে গেল সাব-প্রিফেক্টের। 'কী যা-তা বলছেন! ওসব দিয়ে কী করব আমরা? অঢেল আছে আমাদের ওগুলো। অবশ্যই সোনা নেব। আর যদি আপনাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রোমিয়াম বা ভ্যানাডিয়াম থাকে তাহলে তো কথাই নেই।'

www.BanglaBook.org

হো হো করে হেসে উঠলেন হার্ডিন। 'লোহা-ই পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই আমাদের, তো সোনা আর ক্রোমিয়াম! আমাদের মুদ্রার চেহারাটা একটু দেখুন তো।' দূতের দিকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

হট রডরিক সেটা লুফে নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন। 'কী এটা? স্টীল?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'টার্মিনাস গ্রহে কোনো ধাতু নেই। সব ধাতু আমরা আমদানি করি। দাম দেবার মতো কিছু নেই আমাদের– না সোনা, না অন্য কিছু। অবশ্যি যদি কয়েক হাজার বুশেল আলু চান তো দিতে পারি।'

'তাহলে– ম্যানুফ্যাকচার্ড গুডস্ দিলেই চলবে।'

'ধাতু ছাড়া ম্যানুফ্যাকচার্ড গুডস্! আমাদের মেশিন তৈরি করছি কী দিয়ে আমরা?'

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। অতঃপর পিরেন নীরবতা ভঙ্গ করলেন। 'গোটা আলোচনাটাই অপ্রাসঙ্গিক. টার্মিনাস কোনো গ্রহই নয়। একটা সায়েন্টিফিক ফাউণ্ডেশন, যা বিশাল এক ইনসাইক্লোপীডিয়া তৈরি করছে। স্পেসের দোহাই, বিজ্ঞানের প্রতি কি আপনাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই?'

'ইনসাইক্লোপীডিয়া দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না।' হট রডরিকের ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে। 'পুরোপুরি অনুৎপাদনশীল গ্রহ একটা– একরকম বন্ধ্যাই বলা যায়। তা, বেশ তো, জমি দিতে পারেন আপনারা।'

'কী বলতে চাইছেন?' জিগ্যেস করলেন পিরেন সচকিত হয়ে।

'গ্রহটা প্রায় পুরোই খালি। আর মালিকানাবিহীন জমিগুলো সম্ভবত উর্বরও। অ্যানাক্রিয়নে অভিজাত শ্রেণীর অনেকেই আছেন যাঁরা তাঁদের এস্টেটের পরিমাণ বাড়াতে ইচ্ছুক।'

'আপনি এধরনের প্রস্তাব করতে পারেন না–'

'এত ভয় পাবার কিছু নেই, ড. পিরেন। আপনাদের যত খালি জমি আছে তাতে আমাদের সবার হয়েও বেশি হয়ে যাবে। পরিস্থিতি যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌছায় আর আপনার সাহায্য করেন, তাহলে আপনাদের যাতে লোকসান না হয় সে ব্যবস্থা আমরা করতে পারব। হয়ত উপাধি পেয়ে গেলেন গোটাকতেক, সেই সঙ্গে এস্টেটও বরাদ্দ করা হল আপনাদের দু'জনের নামে। আমার কথা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?'

ব্যাঙ্গাত্মক একটা হাসি হেসে পিরেন শুধু বললেন, 'ধন্যবাদ!'

ঠিক সেই মুহূর্তে ভালমানুষের মত মুখ করে একটা প্রশ্ন করে বসলেন হার্ডিন, 'আচ্ছা, আমাদের অ্যাটমিক-পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্লুটোনিয়াম সাপ্লাই দিতে পারবে অ্যানাক্রিয়ন? আমাদের যা আছে তা দিয়ে আর মাত্র কয়েক বছর চলবে।'

মুহূর্তের জন্যে হাঁ হয়ে গেলেন পিরেন, বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললেন না। শেষ পর্যন্ত হট রডরিক যখন মুখ খুললেন তাঁর গলা একেবারে অন্যরকম শোনাল।

'আপনাদের অ্যাটমিক পাওয়ার আছে?'

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই! এতে অবাক হবার কী হল? অ্যাটমিক পাওয়ার তো আমার জানা মতে পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো জিনিস। আমাদের থাকবে না কেন? প্লুটোনিয়াম পাওয়াটাই একটু সমস্যা, এই যা।'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ,' থেমে গেলেন দূত ভদ্রলোক। তারপর কোনো রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন,' ঠিক আছে– কাল এ-ব্যাপারে আলাপ করা যাবে। যদি কিছু মনে না করেন আমি তবে–'

হট রডরিকের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পিরেন। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন, 'মাথামোটা, জঘন্য গাধা একটা! একটা–'

হার্ডিন মাঝপথে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মোটেই তা নয়। লোকটা কেবল তার পরিপার্শ্বের একটা প্রোডাক্ট মাত্র। "আমার কাছে একটা বন্দুক আছে, তোমার কাছে নেই" এই ব্যাপারটার বাইরে আর তেমন কিছু বোঝে না সে।'

রেগে হার্ডিনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন পিরেন। 'ঐ সামরিক ঘাঁটি আর নজরানা নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলে কী করতে তুমি? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি তোমার?'

'না। আমি স্রেফ লোকটাকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিয়েছি। খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, অ্যানাক্রিয়নের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ টার্মিনাসের ভূ-সম্পত্তি গ্রাস করার ব্যাপারটা প্রথমে বলতে চায়নি লোকটা। তবে অবশ্যই আমি সেটা হতে দিচ্ছি না।'

'*তুমি* হতে দিচ্ছ না! কিন্তু তুমি কে হে বাপু? আর বলো তো দেখি, কোন আক্কেলে তুমি আমাদের অ্যাটমিক-পাওয়ার প্ল্যান্টের কথা ফাঁস করে দিলে? কাজটা করে তুমি আমাদের একটা মিলিটারি টার্গেটে পরিণত করলে।'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ,' দাঁত বের করে হাসলেন হার্ডিন। 'এমন এক মিলিটারি টার্গেট যার কাছ থেকে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেন কথাটা তুলেছিলাম সেটা কি পানির মতো পরিষ্কার নয়? আমার একটা ঘোরতর সন্দেহের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমি প্রসঙ্গটা তুলে।'

'তা সেই সন্দেহটা কী?'

'সেটা হচ্ছে, এখন আর অ্যাটমিক-পাওয়ার অর্থনীতি নেই অ্যানাক্রিয়নের। যদি থাকতো, তাহলে আমাদের বন্ধুবরের এটা জানা থাকত যে, পাওয়ার প্ল্যান্টে এখন আর প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয় না; প্রাচীনকালে হতো অবশ্য। সুতরাং এতে করে বোঝা যাচ্ছে, পেরিফেরির বাকি অংশে অ্যাটমিক-পাওয়ার নেই। স্মিরনোর যে নেই তা তো সহজেই বোঝা যায়, কারণ সেক্ষেত্রে অ্যানাক্রিয়নের পক্ষে ওদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠা সম্ভব হতো না। ইন্টারেস্টিং, কি বলো?'

ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করে পিরেন চলে গেলেন।

মুচকি হাসলেন হার্ডিন।

ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি হাতের সিগারটা। ওপরের সুবিস্তৃত গ্যালাক্সির দিকে মুখ তুলে তাকালেন। 'তেল আর কয়লার যুগে ফিরে গেল নাকি ওরা?' বিড় বিড় করে আপন মনে প্রশ্ন করলেন তিনি। ভাবনার বাকি অংশটা আর বের না করে চেপে রাখলেন ভেতরেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

জার্নাল-এর মালিকানার কথাটা অস্বীকার করে হার্ডিন সত্যি কথাই বলেছেন। তবে সেটা শুধু কথার মারপ্যাঁচ, তার বেশি কিছু নয়। গোটা টার্মিনাসকে একটা স্বায়ত্তশাসিত পৌরনগরে পরিণত করার যে চেষ্টা চলছে, হার্ডিন তার প্রাণপুরুষ। টার্মিনাসের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তিনিই। কাজেই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, যদিও *জার্নাল* স্টকের একটা শেয়ারও তাঁর নামে নেই, একটু ঘুরপথে এসব শেয়ারের ষাট শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি।

করার উপায়ও আছে।

আর সেজন্যেই, এটা মোটেই কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, হার্ডিন যখন বোর্ড অভ ট্রাস্টিজ-এর মিটিং-এ তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেয়ার ব্যাপারে পিরেনকে পীড়াপীড়ি করতে লাগনে, ঠিক সেই সময়েই *জার্নাল* ঐ একই বিষয়ের পক্ষে লেখালেখি শুরু করল। শুধু তাই নয়, 'ন্যাশনাল' গভর্নমেন্ট-এ 'শহর'-এর প্রতিনিধিত্বের দাবিতে ফাউণ্ডেশনের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটা জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত মুখ ভার করে হলেও রাজি হতে হলো পিরেনকে।

টেবিলের এক মাথায় বসে হার্ডিন ভাবছিলেন, ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্টরা প্রশাসনিক কাজে কেন এত খারাপ হন। তার একটা কারণ হয়ত এই যে, অনমনীয় অপরিবর্তনীয় তথ্য নিয়ে কাজ করতেই অতি মাত্রায় অভ্যস্ত তারা এবং নমনীয়, জনসাধারণ সম্পর্কে ঠিক ততটাই অনভ্যস্ত।

হার্ডিনের বাঁয়ে বসেছেন টোমাজ সাট এবং জর্ড ফারা; লানডিন ক্রাস্ট আর ইয়েট ফুলহ্যাম ডাইনে। পিরেনও ডাইনে, সভাপতির আসনে। সবার সঙ্গেই পরিচয় আছে হার্ডিনের, তবে এই বিশেষ সভা উপলক্ষে গাম্ভীর্যের একটা বাড়তি মুখোশ পরে আছেন সবাই।

প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতার সময়টুকু ঝিমিয়ে পার করে দিলেন হার্ডিন। পিরেন তাঁর সামনে রাখা পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে কথা শুরু করতে নড়েচড়ে বসলেন তিনি।

'বোর্ডকে একটা কথা জানাতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। আমাদের শেষ মিটিং-এর পর এম্পায়ার-এর চ্যান্সেলর লর্ড ডরউইন আমাকে কথা দিয়েছেন, দু'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সপ্তাহের মধ্যেই টার্মিনাসে আসছেন তিনি। এটা একরকম ধরেই নেয়া যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হলে অ্যানাক্রনিয়নের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুরোপুরি সহজ হয়ে যাবে।'

মৃদু হেসে টেবিলের শেষ মাথায় বসে থাকা হার্ডিনের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'এ-ব্যাপারে *জার্নাল*-কে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।'

হার্ডিন চাপা হাসি হাসলেন একটু। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তাঁকে এই সুরক্ষিত দুর্গে পিরেন যেসব কারণে ঢুকতে দিয়েছেন তার একটা হচ্ছে তাঁকে এই তথ্যটা দেয়া।

শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'লর্ড ডরউইন *ঠিক* কী করবেন বলে আশা কর তুমি, পরিষ্কার করে বলবে?'

উত্তরটা এল টোমাজ সাটের কাছ থেকে। যখন বেশ একটা রাজকীয় মেজাজে থাকেন, লোকজনকে তখন তৃতীয় পুরুষে সম্বোধন করার একটা বদ-অভ্যাস আছে তাঁর।

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মেয়র হার্ডিন ন্যাকামোতে ওস্তাদ। ভদ্রলোকের এটা না বোঝার কথা নয় যে, তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ন হোক এটা সম্রাট কোনোক্রমেই চাইবেন না।'

'কেন? ওরা তা করতে চাইলে তিনি কী করবেন?'

বিরক্তিতে নড়েচড়ে উঠলেন পিরেন। বললেন, 'তুমি একেবারেই অকেজো হয়ে গেছ। একটু থেমে যোগ করলেন, 'আর তুমি যেসব মন্তব্য করছ তা প্রায় রাজদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে।'

'আমি কি ধরে নেব আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, তোমার যদি আর কিছু বলবার না থাকে–'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, অতো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে চলে যেও না। একটা প্রশ্ন আছে আমার। অ্যানাক্রিয়নের হুমকি রোধ করতে বাস্তবসম্মত কিছু কি করা হয়েছে, এই কূটনৈতিক চালটুকু ছাড়া? কথাটা এজন্য জিগ্যেস করছি যে, চালটাতে কাজের কাজ তেমন কিছু না-ও হতে পারে।'

ইয়েট ফুলহ্যাম তাঁর ভয়ঙ্করদর্শন গোঁফ জোড়ায় তা দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তাহলে এসবের মধ্যে হুমকি দেখতে পাচ্ছেন?'

'আপনি পাচ্ছেন না?'

'এক বিন্দুও না,' রীতিমত অবজ্ঞার সুরে জবাব এল। 'সম্রাট–'

'গ্রেট স্পেস! প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করলেন হার্ডিন। 'এটা কী! সবাই দেখছি কথায় কথায় হয় সম্রাট; নয় এম্পায়ার-এর নাম নিচ্ছে: ভাবখানা, শব্দ দুটো একেবারে জাদুমন্তর। এখান থেকে ঝাড়া পঞ্চাশ হাজার পার্সেক দূরে রয়েছেন আপনাদের সম্রাট; আর তিনি আমাদের কথা আদৌ চিন্তা করেন কি না সে নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে আমার. আর যদি করেনও তিনি কি কিছু করতে পারবেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইম্পেরিয়াল নেভির যা কিছু এই এলাকায় ছিল তা এখন চার রাজ্যের দখলে। আর তাতে অ্যানাক্রিয়নেরও ভাগ আছে। একটা কথা শুনে রাখুন, যুদ্ধ আমাদের করতে হবে অস্ত্র দিয়ে, কথা দিয়ে নয়।

'এবার আরেকটা কথা মাথায় গেঁথে নিন। এ-পর্যন্ত আমরা দু'মাসের মতো সময় পেয়েছি। তার প্রধান কারণ, অ্যানাক্রিয়নকে আমরা এই ধারণা দিয়েছি যে, আমাদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। এটা যে একটা নির্জলা মিথ্যে কথা সেকথা সবাই জানি। অ্যাটমিক পাওয়ার আমাদের আছে ঠিকই; কিন্তু সেটা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য, আর তাতে কিছুই এসে যায় না। এ-ব্যাপারে ওরা শিগগিরই জেনে যাবে আর তখন ওদের খুশিটা শুধু নাচানাচিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে একথা ভাবলে মস্ত বড় ভুল করবেন।'

'জনাব—'

'থামুন! কথা শেষ করিনি এখনও,' উত্তেজিত হয়ে উঠছেন হার্ডিন। 'এই ঝামেলা মেটাতে চ্যান্সেলরকে ডেকে আনছেন ভাল কথা। কিন্তু আরো ভাল হবে যদি সেই সঙ্গে পারমাণবিক বোমা ঠাসা বড় বড় কয়েকটা 'সীজ গান'-ও আনার ব্যবস্থা করা যায়। দুটো মাস নষ্ট করেছি আমরা, নষ্ট করার মতো আরো দু' মাস সময় আমার না-ও পেতে পারি। তা, এখন কী করবেন বলে ভাবছেন?'

লানডিন ক্রাস্ট-ই কথা বললেন প্রথম। লম্বা নাকটা তার ফুলে ফুলে উঠছে রাগে। 'আপনি যদি ফাউণ্ডেশন-এর মিলিটারাইজেশনের কথা বলতে চান, সেক্ষেত্রে আর একটা কথাও শুনতে চাই না আমি। তার কারণ, এতে করে রাজনীতির ব্যাপারে নাক গলানো হবে। মি. মেয়র, আমরা একটা সায়েন্টফিক ফাউণ্ডেশন ছাড়া আর কিছু নই।'

সাট যোগ করলেন, 'উনি এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না সামরিক শক্তি তৈরির অর্থই হচ্ছে ইনসাইক্লোপীডিয়া থেকে লোকজন— দরকারি লোকজন— সরিয়ে নেয়া। অথচ পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, এ-কাজটি কিছুতেই করা যাবে না।'

'একদম খাঁটি কথা,' পিরেন সায় দিলেন। 'ইনসাইক্লোপীডিয়া আগে, সব সময়।'

সশব্দে একটা শ্বাস ছাড়লেন হার্ডিন। বোর্ডের মাথায় দেখছি ইনসাইক্লোপীডিয়ার পোকা ছাড়া আর কিছু নেই, ভাবলেন তিনি।

বরফ-শীতল কণ্ঠে তিনি বললেন, 'বোর্ড-এর কি কখনো ভুলেও মনে হয়েছে যে, ইনসাইক্লোপীডিয়া ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে টার্মিনাসের সামান্যতম মাথাব্যথা থাকলেও থাকতে পারে?'

উত্তর এল পিরেন-এর তরফ থেকে। 'হার্ডিন, আমার মনে হয়, ইনসাইক্লোপীডিয়া ছাড়া আর *কোনো* মাথাব্যথা ফাউণ্ডেশনের নেই।'

'আমি কিন্তু ফাউণ্ডেশন বলিনি, বলেছি *টার্মিনাস*। আমার ধারণা, তুমি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছ না। টার্মিনাসে আমরা লাখ দশেক লোক আছি আর এদের

www.BanglaBook.org

মধ্যে সরাসরি ইনসাইক্লোপীডিয়ার সঙ্গে জড়িত লোকের সংখ্যা দেড় লাখের বেশি হবে না। বাকি সবার কাছে এটা-ই *বাড়ি*। এখানেই জন্মেছি আমরা। এখানেই বাস করছি। আমাদের ফার্ম, বাড়ি-ঘর আর কল-কারখানার তুলনায় ফাউণ্ডেশনের গুরুত্ব খুবই কম আমাদের কাছে। আমরা এগুলোকে সুরক্ষিত–'

'ইনসাইক্লোপীডিয়া আগে। ক্রাস্টের গর্জনে হার্ডিনের গলা চাপা পড়ে গেল 'আমাদেরকে একটা মিশন শেষ করতে হবে।'

'মিশন না ছাই,' চেঁচিয়ে উঠলেন হার্ডিন। 'পঞ্চাশ বছর আগে হয়ত ছিল। কিন্তু এটা একটা নতুন জেনারেশন।'

'তাতে কী হয়েছে?' পিরেন বলে উঠলেন। 'উই আর সায়েন্টিস্টস্।'

যেন শিকার বাগে পেয়েছেন, এই ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হার্ডিন। 'তাই নাকি? অলীক কল্পনা হিসেবে কিন্তু ব্যাপারটা খুব চমৎকার, কি বলো? হাজার হাজার বছর ধরে গ্যালাক্সিতে গলদটা কোথায় হচ্ছে তা তোমাদের দেখলেই বোঝা যায়। বসে বসে শুধু গত সহস্রাব্দের বিজ্ঞানীদের কাজগুলো শ্রেণীবিভাগ করাটা কোন ধরনের বিজ্ঞান শুনি? তোমরা কি কখনো তাদের জ্ঞান আর বিদ্যার উন্নতি ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছ? করোনি। একটা জায়গায় আটকে থেকেই সন্তুষ্ট তোমরা। সন্তুষ্ট গোটা গ্যালাক্সি-ই। স্পেস জানে, কদ্দিন থেকে চলছে এই অবস্থা। তবে এ-জন্যেই পেরিফেরিতে বিদ্রোহ ঘটছে, এ-জন্যেই যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ-জন্যেই ছোটখাটো যুদ্ধ চলছে অনন্তকাল ধরে, এ-জন্যই গোটা সিস্টেমটা অ্যাটমিক পাওয়ার হারাচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে রাসায়নিক শক্তির বর্বর যুগে।

'আমাকে যদি মন্তব্য করতে বলো,' গলা চড়িয়ে দিলেন হার্ডিন, তাহলে বলব, *গ্যালাক্সিটা গোল্লায় যাচ্ছে!*'

থামলেন মেয়র। শ্বাস নেবার জন্যে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন। দু' তিন জন এক সঙ্গে ওঁর কথার উত্তর দেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন। তাদের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি। ফ্লোর পেলেন ক্রাস্ট। 'জনাব মেয়র, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আপনার এই পাগলের প্রলাপ দিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন? তবে আলোচনায় আপনি যে গঠনমূলক কিছুই যোগ করছেন না, সেটা পরিষ্কার। মি. চেয়ারম্যান, আমি দাবি জানাচ্ছি, মেয়র হার্ডিনের মন্তব্যগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা করে আলোচনা যেখানে ব্যাহত হয়েছিল, সেখান থেকে শুরু করা হোক।'

এই প্রথমবারের মতো নড়েচড়ে উঠলেন লর্ড ফারা। এতক্ষণ চরম উত্তপ্ত অবস্থাতেও কোনোরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন তিনি। কিন্তু এবার তাঁর গলা গম গম করে উঠল: 'আমরা কি একটা কথা ভুলে যাচ্ছি না?'

'কী কথা?' পিরেন বিরক্তিভরা গলায় শুধোলেন।

'এক মাসের মধ্যে আমরা আমাদের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছি।' মামুলি কথা খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলার একটা অভ্যাস আছে ফারার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাতে কী?'

'সেই বার্ষিকীতে,' নিরুত্তাপ কণ্ঠ ফারার, 'হ্যারি সেলডন-এর ভল্ট খুলবে। কেউ কি ভেবেছেন, ভল্টে কী থাকতে পারে?'

'জানি না। রুটিন ম্যাটার্স। গৎবাঁধা কিছু শুভেচ্ছাবাণী থাকবে খুব সম্ভব। আমার মনে হয়, ভল্টটাকে অতো গুরুত্ব না দিলেও চলবে– যদিও *জার্নাল*–' হার্ডিনের দিকে তাকালেন পিরেন, দেঁতো এক হাসি উপহার দিলেন তাঁকে মেয়র– 'এটাকে একটা ইস্যু বানাবার চেষ্টা করেছিল। আমিই তাতে বাদ সাধি।'

'কিন্তু আপনি সম্ভবত ভুল করছেন,' ফারা বললেন। 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে–' থেমে ছোট্ট গোল নাকটা এক আঙুলে চুলকে নিলেন তিনি– 'ভল্টটা একটা খুব সুবিধাজনক সময়ে খুলছে?'

'অর্থাৎ আপনি বোঝাতে চাইছেন যে খুব অসুবিধাজনক সময়ে খুলছে,' বিড়বিড়িয়ে বললেন ফুলহ্যাম। 'মাথা ঘামানোর অন্য বিষয় আছে আমাদের হাতে।'

'হ্যারি সেলডনের মেসেজের চেয়েও জরুরি? আমার মনে হয় না।' ক্রমেই আরো পণ্ডিতসুলভ হয়ে উঠছে ফারার আচরণ। গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন হার্ডিন। কী বোঝাতে চাইছে লোকটা?

'আসলে আপনারা বোধহয় ভুলেই গেছেন যে,' সন্তুষ্টিমাখা গলায় ফারা বললেন, 'সেলডন ছিলেন আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সাইকোলজিস্ট এবং ফাউণ্ডেশনের জনক. এটা ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত যে, নিকট ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবার জন্য তিনি তাঁর সায়েন্স ব্যবহার করেছেন। আর তা যদি তিনি করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি আবারো বলছি, তিনি অবশ্যই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করারও ব্যবস্থা রেখেছেন। এমনকি হয়ত একটা সমাধানও করে রেখেছেন। ইনসাইক্লোপীডিয়ার ওপর তাঁর অসীম দরদ ছিল, সেকথা তো আপনারা ভাল করেই জানেন।'

কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল সবাইকে। কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল কামরায়। পিরেনই প্রথম কথা বললেন। 'দেখুন, সাইকোলজি বিজ্ঞানের এক বিশাল শাখা ঠিকই, কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের মধ্যে কোনো সাইকোলজিস্ট নেই। আমার মনে হচ্ছে আমরা একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আছি।'

হার্ডিনের দিকে তাকিয়ে ফারা বললেন, 'আপনি না অ্যালুরিনের কাছে সাইকোলজি পড়েছেন?'

অনেকটা স্মৃতিচারণের সুরে হার্ডিন জবাব দিলেন, 'তা পড়েছিলাম, তবে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিলাম। থিওরি পড়তে পড়তে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। আমি আসলে হতে চেয়েছিলাম সাইকোলজিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল না আমাদের। কাজেই আমি বেছে নিলাম এরপর সবচেয়ে ভাল যে-বিষয় আছে সেটা, পলিটিক্স। প্র্যাকটিক্যালি, দুটো একই জিনিস।'

'তা, ভল্ট সম্পর্কে কী ভাবছেন আপনি?'

www.BanglaBook.org

'আমি জানি না,' সাবধানে উত্তর দিলেন হার্ডিন। মিটিং-এর বাকি সময়টা একেবারে চুপ করে রইলেন তিনি। এমনকি আলোচনাটা সম্রাটের চ্যান্সেলরের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার পরও মুখ খুললেন না তিনি।

সত্যি বলতে, এ-সময়টায় কারো কথাই কানে যায়নি তাঁর। নতুন একটা পথে চালিত করা হয়েছে তাঁকে। ছোট কয়েকটি জিনিস খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। দু' তিনটে প্রান্ত একে অপরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

এবং মূল সূত্রটা যে সাইকোলজি সে-ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। একসময় শেখা একটা সাইকোলজিক্যাল থিওরি মনে করার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন তিনি– এবং সেটাই তাকে পথ দেখিয়ে দিল।

সন্দেহ নেই, সেলডনের মতো বড় মাপের একজন সাইকোলজিস্ট মানবিক অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়াগুলোর জটিল রহস্য উদঘাটন করে ভবিষ্যতের গতি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন।

আর তার অর্থ হচ্ছে– হুম্-ম্-ম্!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

লর্ড ডরউইন নস্যি নেন। মাথায় তাঁর ভীষণ কোঁকড়া লম্বা চুল। দিব্যি বোঝা যায় কৃত্রিমভাবে কোঁকড়া করা। ঠোঁটের ডগায় তুলোর ফেঁসোর মতো লালচে এক জোড়া মিনি সাইজের গোঁফ। পরম যত্নে সেই গোঁফে অনবরত তা দিয়ে চলেন তিনি। কথা বলেন যার-পর-নাই মেপে আর সব 'র' বাদ দিয়ে।

মহান চ্যান্সেলর আর কোন কোন কারণে প্রথম দর্শনেই তাঁর চরম বিরক্তির কারণ হয়েছেন এখন আর তা ভাববার অবকাশ নেই হার্ডিনের। ও, হ্যাঁ, তাঁর প্রত্যেকটা মন্তব্যের সঙ্গেই রাজকীয় ভঙ্গীতে একটা হাত নাড়েন তিনি, আর এমনকি একটা মামুলি সম্মতিসূচক কথাতেও ভান করেন বিনয়ে গলে যাওয়ার।

কিন্তু সে যাই হোক, এ-মুহূর্তে তাঁকে খুঁজে পাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধ ঘণ্টা আগে পিরেনের সঙ্গে উধাও হয়ে গেছেন তিনি– যাকে বলে একেবারে বেমালুম গায়েব।

হার্ডিন ঠিক জানেন, চ্যান্সেলরের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের সময় তাঁর এই অনুপস্থিতিতে পিরেন স্বস্তি বোধ করবেন।

কিন্তু পিরেনকে এই উইং-এ দেখা গেছে, এবং এই ফ্লোরেই। প্রত্যেকটা রুমে গিয়ে ঢুঁ মারো এখন। নামতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই তো!' তারপর ঢুকে পড়লেন আঁধার-করে-রাখা কামরাটায়। আলোকিত স্ক্রীনের বিপরীতে লর্ড ডরউইনের বিচিত্র কেশবিন্যাস দেখে নির্ভুলভাবে চেনা গেল তাঁকে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। 'এই যে হাইডিন, নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজছিলে?' নস্যির কৌটোটা এগিয়ে দিলেন তিনি মেয়রের দিকে। হার্ডিন লক্ষ্য করলেন, বাক্সে যে কারুকাজ করা হয়েছে, সেটা বেশ জটিল এবং নিম্নমানের। বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। ডরউইন অতএব নিজেই এক চিমটি তুলে নাকে পুরলেন। হাসলেন অমায়িক হাসি।

ভ্রূকুটি করলেন পিরেন। হার্ডিন নির্লিপ্ত।

সংক্ষিপ্ত নীরবতা ভঙ্গ হলো লর্ড ডরউইনের নস্যির কৌটো বন্ধ করার শব্দে। সেটা সরিয়ে রেখে চ্যান্সেলর বলে উঠলেন, 'সত্যি, তোমাদেহ এই ইনসাইক্লোপীডিয়া একটা সাফল্য, হাইডিন। সব্বকালেহ সবচেয়ে বহ কীহতিগুলোহ সঙ্গে এক কাতাহে বসাহ যোগ্য।'

www.BanglaBook.org

'আমরা প্রায় সবাই তাই মনে করি মিলর্ড। তবে কাজটা এখনো শেষ হয়নি পুরোপুরি।'

'কিন্তু তোমাদেহ ফাউণ্ডেশনেহ সামান্য যেটুকু নৈপুণ্য আমি দেখেছি তাতে এটাহ সাফল্য সম্পহকে আমাহ সব সন্দেহ দূহ হয়ে গেছে।' পিরেনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন চ্যান্সেলর কথা শেষ করে। খুশিতে একটা বাউ করে ফেললেন ভদ্রলোক ডরউইনকে।

বাহ্ চমৎকার! ভাবলেন হার্ডিন। 'আমি কিন্তু নৈপুণ্যের অভাবের কথা বলিনি, মিলর্ড, বলছিলাম অ্যানাক্রিয়নিয়ানদের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের কথা– যদিও সেটা আরেকটা ব্যাপারে এবং বেশ ধ্বংসাত্মক দিকেই।'

'ও, হ্যাঁ, অ্যানাহকিয়ন,' বলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়লেন চ্যান্সেলর। 'আমি ওখান থেকেই এলাম। চহম বহবহ গহ একটা। পেহিফেহিতে যে লোক বাস কহতে পাহে তা ভাবাই যায় না। কাহও কোনো হুচিহ বালাই নেই, আহাম-আয়েশেহ ন্যূনতম বন্দোবস্ত নেই, নেই কোনো–'

মাঝপথে বাগড়া দিলেন হার্ডিন। 'তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, যুদ্ধবিগ্রহ আর ধ্বংসযজ্ঞের জন্য মূলত যা যা দরকার তার সবকিছুই আছে ওদের।'

'তা ঠিক, তা ঠিক,' বিরক্ত দেখাল লর্ড ডরউইনকে, সম্ভবত হার্ডিন কথার মধ্যে বাধা দেয়ার কারণে। 'তবে কিনা এমুহূর্তে আমহা ঠিক কাজেহ আলাপ কহতে আসিনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একেবাহে অন্য কথা ভাবছি এ মুহূর্তে। ড. পিহেন, সেকেণ্ড ভলিউমটা দেখান না, প্লীজ!'

ক্লিক শব্দে আলো নিভে গেল। পরবর্তী আধ ঘণ্টা ডরউইন এবং পিরেন ফিরেও তাকালেন না হার্ডিনের দিকে। এই আধ ঘণ্টা অ্যানাক্রিয়নে কাটিয়ে এলেও ক্ষতি হত না কোনো, ভাবলেন হার্ডিন। স্ক্রীনে যে বইটা ফুটে উঠছে তার খুব সামান্যই মাথায় যাচ্ছে হার্ডিনের, বোঝার যে খুব একটা চেষ্টা করছিলেন তিনি তা-ও নয়, তবে একটু পর পরই ভয়ানক রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন লর্ড ডরউইন। হার্ডিন খেয়াল করলেন, উত্তেজনার সেই মুহূর্তগুলোয় চ্যান্সেলর 'র' গুলো উচ্চারণ করছেন।

আলো জ্বলে উঠল আবার। চ্যান্সেলর বলে উঠলেন, 'অসাধাহণ! সত্যিই অসাধাহণ! আহকিওলজিহ ব্যাপাহে বোধহয় তোমাহ কোনো উৎসাহ নেই, তাই না, হাহডিন?'

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল মেয়রের। 'না, মিলর্ড। নেই। হতে চেয়েছিলাম সাইকোলজিস্ট, হয়েছি রাজনীতিবিদ।'

'অথচ জান, ভীষণ ইন্টাহেস্টিং সাবজেক্ট এই আহকিওলজি। আমি নিজেও, জান'– এক চিমটি নস্যি নাকে চালান করবার জন্যে থামতে হলো ভদ্রলোককে–'শখ কহে মাঝে মধ্যেই আহকিওলজি নিয়ে ঘাটাঘাটি কহি।'

'তাই?'

'হিজ লর্ডশিপ-এর খুব ভাল দখল আছে বিষয়টার ওপর,' পিরেন জানালেন মাঝখান থেকে।

www.BanglaBook.org

'তা বলতে পাহ, তা বলতে পাহ,' আত্মপ্রসাদের সুর হিজ লর্ডশিপের গলায়। 'মেলা কাজ *কহেছি* আমি বিষয়টাহ ওপহ। সত্যি বলতে কী, পচুহ পহাশোনা কহেছি। জডান, ওবিজাসি, কোমিল– সবাহ লেখা পহা আমাহ।'

'ওদের নাম শুনেছি ঠিকই, কিন্তু কারো লেখাই পড়িনি কখনো,' হার্ডিন অকপটে জানালেন।

'সময় পেলে পহে নিও, হে। কাজে আসবে অনেক। টাহমিনাসে আসা আমাহ সাহথক হয়েছে ল্যামেথ– এহ এই কপিটা দেখতে পেয়ে। ভাল কথা, ড. পিহেন, যাবাহ আগে আমাকে এক কপি টান্সডেভলপ কহে দেবেন বলেছিলেন, ভোলেননি নিশ্চয়ই?'

'সানন্দে করে দেব।'

'ল্যামেথ, বুঝেছ,' ছাত্র পড়াবার সুরে বলে চললেন লর্ড ডরউইন, ' "অহিজিন কোশ্চেন"-এহ ব্যাপাহে আমাহ ধাহণাহ সম্পূণ্য নতুন আহ ইন্টাহেস্টিং এক মাত্রা যোগ কহেছেন।'

'কী কোশ্চেন?' হার্ডিন ভুরু কুঁচকে শুধোলেন।

'অহিজিন কোশ্চেন। মানব জাতিহ উৎসস্থল সংকান্ত ব্যাপাহ, বুঝলে। এটা নিশ্চয়ই জানো যে, ধাহণা কহা হয়, অহিজিন্যালি মানব জাতি একটা মাত্র প্ল্যানেটাহি সিস্টেমে আবদ্ধ ছিল?'

'হ্যাঁ, তা জানি।'

'অবশ্যি ঠিক কোন সিস্টেমে সেটা কেউ বলতে পাহে না। অতীতেহ কুহেলিকায় তা হাহিয়ে গেছে। একেক জন একেক কথা বলেন। কেউ বলেন সাইহিয়াস, আবাহ কাহও মতে আলফা সেনটাউহি। সোল আহ সিক্সটি ওয়ান সিঙ্গি-হ কথাও বলে কেউ কেউ। সবগুলোই কিন্তু সাইহিয়াস সেক্টহে।'

'তা, ল্যামেথ কী বলেন এ ব্যাপারে?'

'উনি কিন্তু একেবাহে ভিন্ন কথা বলেন। উনি দেখাতে চেয়েছেন যে, আকটাহিয়ান সিস্টেম-এর তিতীয় গহেহ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ সাক্ষ্য দেয়, ভমনেহ সূচনা হবাহ অনেক আগে থেকেই সেখানে মানুষ বাস কহত।'

'তার মানে মানব জাতির জন্ম ঐ গ্রহে?'

'সম্ভবত। ভাল কহে পহে পমাণ-টমান বেহ কহে, তবেই বলতে পাহব নিশ্চিত কহে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন হার্ডিন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'ল্যামেথ কবে লিখেছিল বইটা?'

'তা পায় আটশো বছহ আগে। অবশ্যি তাহও আগে লেখা গ্লেন-এহ বইপত্তহেহ ওপহ ভিত্তি কহেই তিনি বইটা লিখেছেন মূলত।'

'তাহলে আর তার ওপর ভরসা করছেন কেন? সোজা আর্কটারাসে গিয়ে ধ্বংসাবশেষগুলো নিজে দেখে এলেই তো পারেন।'

www.BanglaBook.org

ভুরু ধনুক হয়ে গেল লড ডরউইনের। কৌটো খুলে দ্রুত এক চিমটি নস্যি নিলেন তিনি। 'কেন? তা কহতে যাব কেন?'

'কেন আবার? একেবারে নতুন টাটকা তথ্য পাবার জন্যে!'

'কিন্তু তাহ দহকাহটা কোথায়? এটা তো সিদ্ধান্ত অজ্জনেহ হীতিমত একটা আজব, ঘোহানো, আহ বিহক্তিজনক পদ্ধতি বলে মনে হচ্ছে আমাহ কাছে। তুমি দেখ, আমাহ কাছে পাচীন সব পণ্ডিত মানুষদেহ বইপত্তহ আছে-সবাই সেই আমলেহ বাঘা বাঘা আহকিওলজিস্ট। তাদেহ সবাহ লেখা পহে আমি একটাহ সঙ্গে আহেকটা তুলনা কহি– মতবিভেদগুলোহ মধ্যে একটা ভাহসাম্য আনি– পহস্পহবিহোধী মন্তব্যগুলো বিশ্লেষণ কহি– সম্ভাব্য সঠিক তথ্যটি বেছে নিই এবং তাহপহ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। এটাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সায়েন্টিফিক মেথড। অন্তত আমাহ দৃষ্টিতে। পাচীন যুগেহ বিজ্ঞানীহা যেখানে *আমহা* যতটা ভালভাবে কহতে পাহব বলে আশা কহি, তাহচেয়ে অনেক সুন্দহভাবে এ কাজ সেহে গেছেন, সেখানে তোমাহ ঐ আকটাহাস বা ধহো ঐ সোলে গিয়ে খামোকা ঘুহে বেহানো কতোটা মূহখতা ভেবে দেখেছ!'

বিনীত কণ্ঠে হার্ডিন বিড় বিড় করে বললেন, 'তা অবশ্যি ঠিক।'

এর নাম নাকি সায়েন্টিফিক মেথড; যত্তসব! গ্যালাক্সি যে গোল্লায় যাবে তাতে আর আকাশ থেকে পড়ার কী আছে?

'চলুন, মিলর্ড,' পিরেন বলে উঠলেন। 'ফেরা যাক।'

'হ্যাঁ, তাই ভাল।'

সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হার্ডিন আচমকা বলে উঠলেন, 'মিলড, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

অমায়িক এক হাসি উপহার দিলেন হার্ডিনকে লর্ড ডরউইন। দরাজ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললেন, 'অবশ্যই। তোমাদেহ কাজে আসতে পাহলেই তো আমাহ আনন্দ। আমাহ ক্ষুদ্দ জ্ঞান-ভাণ্ডাহ থেকে যদি কোনোভাবে তোমাহ সামান্য উপকাহও কহতে পাহি–'

'মিলর্ড, প্রশ্নটা ঠিক আর্কিওলজি সংক্রান্ত নয়।'

'নয়?'

'না। ব্যাপারটা হচ্ছে, গত বছর আমরা গামা অ্যান্ড্রোমিডা প্ল্যানেট ফাইভ-এ একটা পাওয়ার-প্ল্যান্ট বিস্ফোরণের খবর শুনেছিলাম। কিন্তু বিস্ফোরণ যে হয়েছে, স্রেফ ঐ পর্যন্তই; আর কোনো কিছু জানতে পারিনি এ-ব্যাপারে। ঠিক কী ঘটেছিল যদি বলতেন।'

বিরক্তিতে মুখ বেঁকে গেল পিরেনের। 'একেবারে অপ্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপারে প্রশ্ন করে খামোকাই তুমি হিজ লর্ডশিপকে বিরক্ত করছ।'

'মোটেই না, ড. পিহেন,' চ্যান্সেলর মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলেন। 'কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। তবে কথা হচ্ছে, ঘটনাটা সম্পর্কে তেমন কিছুই বলাহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই। পাওয়াহ প্ল্যান্টে সত্যিই একটা বিস্ফোহণ ঘটেছিল। মম্মান্তিক এক দুঘ্ঘটনা ছিল সেটা। আমাহ ধাহণা, কয়েক মিলয়ন লোক মাহা গিয়েছিল ওই ঘটনায়। তাছাহা, গহটিহ অন্তত অদ্ধেক একেবাহে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই সহকাহ অ্যাটমিক-পাওয়াহেহ যথেচ্ছ ব্যবহাহ সম্পক্কে কহাকহি আহোপেহ কথা খুব গুহুত্বেহ সঙ্গে ভেবে দেখছেন। ব্যাপাহটা গোপনীয়, বুঝতেই পাহছ।'

পারছি,' হার্ডিন জবাব দিলেন। 'কিন্তু গণ্ডগোলটা ঠিক কী হয়েছিল?'

লর্ড ডরউইন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'কে জানে! বছহ কয়েক আগে একবাহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্ল্যান্টটা। অনেকেই মনে কহেছেন, হিপ্লেসমেন্ট আহ মেহামতেহ কাজে ভয়ঙ্কহ হকমেহ কোনো দোষ ছিল। আমাদেহ পাওয়াহ সিস্টেম সম্পক্কে ভাল জ্ঞান আছে এ-হকম লোকজন পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে উঠেছে ইদানীং।' কথা শেষ করে অতি ক্ষুদ্র এক চিমটি নস্যি নিলেন তিনি।

'আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন,' হার্ডিন বললেন, 'পেরিফেরির স্বাধীন রাজ্যগুলো একসঙ্গে অ্যাটমিক পাওয়ার খুইয়ে বসেছে?'

'তাই নাকি? অবাক হচ্ছি না তেমন। বব্বহ যত গহ সব। ভাল কথা, স্বাধীন বলো না ওগুলোকে। গহগুলো স্বাধীন নয়, তুমি জান। ওদেহ সঙ্গে আমহা যে চুক্তি কহেছি সেটাই তাহ পমাণ। ওহা এম্পায়াহকে সাব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন বলে স্বীকাহ কহে। কহতেই হত ওদেহ। নইলে আমহা ওদেহ সঙ্গে চুক্তি কহতাম না।'

'তা হতে পারে। তবে ওদের কিন্তু যথেষ্ট ফ্রিডম অভ অ্যাকশন রয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে কহি। যথেষ্ট ফিডম অভ অ্যাকশন ওদেহ আছে। কিন্তু তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। নিজেহ হিসোস-এহ ওপহ ঝাঁপিয়ে পহা পেহিফিহি নিয়ে এম্পায়াহ ওদেহ চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমাদেহ কাছে গহগুলোহ তেমন কোনো মূল্য নেই, বুঝলে। *হীতিমত* বব্বহ গহসব। সভ্য বলা যায় না ওদেহ।'

'অতীতে কিন্তু সভ্য ছিল গ্রহগুলো। দূরবর্তী গ্রহগুলোর মধ্যে অ্যানাক্রিয়ন ছিল সবচেয়ে ধনী গ্রহের একটা। খোদ ভেগার সঙ্গে পাল্লা দিত।'

'আহ্ হা, হাহডিন, সেটা তো কয়েকশো বছহ আগেহ কথা। তাহ ওপহ নিভ্যহ কহে সিদ্ধান্ত নিতে পাহ না তুমি। আমহা আগে যে অবস্থায় ছিলাম এখন আহ সে অবস্থায় নেই, তুমি ভাল কহেই জান। ভীষণ নাছোড়বান্দা লোক হে তুমি, হাহডিন। কিন্তু আগেই বলে দিয়েছি, আজ আমি কোনো কাজেহ কথা বলব না। ড. পিহেন আমাকে আগেই সাবধান কহে দিয়েছেন তোমাহ সম্পক্কে। তুমি যে আমাকে জ্বালাবে সে কথা তিনি আগেই বলে দিয়েছিলেন। তবে আমি হলাম, যাকে বলে, বুহো বক। এত সহজে আমাকে বিহক্ত কহতে পাহবে না তুমি। কাল এসব নিয়ে আলাপ হবে, কেমন?'

www.BanglaBook.org

পাঁচ

এই দ্বিতীয়বারে মতো বোর্ড মিটিং-এ যোগ দিলেন হার্ডিন। অবশ্যি বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে লর্ড ডরউইনের খোশালাপুটা ধরলে আলাদা কথা। কাজ শেষ করে হপ্তাখানেক আগেই চলে গেছেন ভদ্রলোক।

হার্ডিন নিশ্চিত, দু'তিনটা, অন্ততপক্ষে একটা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে এর মধ্যে এবং তাঁকে সেগুলোয় আমন্ত্রণ জানান হয়নি। তিনি আরো জানেন, চরমপত্রটা না পেলে এই মিটিং-এর কথাও জানান হতো না তাঁকে।

চরমপত্রই বলা চলে ওটাকে। তেমন মন দিয়ে না পড়লে অবশ্যি ভিসিগ্রাফ করা ডকুমেন্টটাকে সেরকম কিছু মনে হবে না। বরং, দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়কারী একটা নির্দোষ চিঠিই মনে হবে সেটাকে।

নিঃশব্দে চিঠিটা নাড়াচাড়া করছেন হার্ডিন। অ্যানাক্রিয়নের প্রবল প্রতাপশালী রাজা চিঠির শুরুতে বন্ধু এবং ভাই বলে সম্বোধন করেছেন প্রথম ইনসাইক্লোপীডিয়া ফাউণ্ডেশনের বোর্ড অভ ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান ড. লুইস পিরেনকে। তারপর বর্ষিত হয়েছে একরাশ অলঙ্কারবহুল শুভেচ্ছা। শেষ হয়েছে আরো দরাজভাবে এবং জটিল সিম্বলিজমের একটা প্রকাণ্ড, বহুবর্ণ সীল-এর সাহায্যে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও ওটা যে একটা চরমপত্র, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

হার্ডিন বলে উঠলেন, 'শেষ পর্যন্ত তাহলে দেখা গেল, সময় আমরা তেমন বেশি পেলাম না- মাত্র তিন মাস। কিন্তু এই স্বল্প সময়টুকুও একদমই কাজে লাগাইনি আমরা। হেলাফেলা করে নষ্ট করেছি। আর এবার এই চরমপত্রটা আমাদের জন্যে এক সপ্তাহ সময় বরাদ্দ করেছে। কী করবো আমরা এখন?'

পিরেনের কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। 'পরিত্রাণের একটা উপায় না থেকেই পারে না। সম্রাট আর গোটা এম্পায়ার-এর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে লর্ড ডরউইন আমাদের আশ্বস্ত করে যাবার পরেও ওরা পরিস্থিতিকে এভাবে চরম অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে, ভাবাই যায় না।'

হার্ডিন আরো আগ্রহ নিয়ে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা! তুমি তাহলে অ্যানাক্রিয়নের রাজাকে সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানিয়েছ।'

'জানিয়েছি- ভোটাভুটির জন্য প্রস্তাবটা বোর্ডের সামনে হাজির করে সবার সম্মতি পেয়ে তবেই জানিয়েছি।'

www.BanglaBook.org

'তা, ভোটটা কখন হলো?'

মর্যাদাবোধে ঘা লাগল পিরেনের। 'আমার ধারণা, আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই, মেয়র হার্ডিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। উত্তরটা আমার না জানলেও চলবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে লর্ড ডরউইনের মূল্যবান ভূমিকাটুকুর কথা কূটনৈতিকভাবে জানিয়েছে বলেই,' –এখানে এসে ঠোঁটের কোনা দিয়ে তিক্ত হাসি হাসলেন হার্ডিন,– 'সৌহার্দ্যপূর্ণ এই ছোট্ট চিরকুটটি উড়ে এসেছে বলে আমার ধারণা। নইলে ওরা হয়ত আরো দেরি করত। অবশ্যি এ-ব্যাপারে বোর্ডের যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখছি তাতে বাড়তি ঐ সময়টুকু টার্মিনাসের কোনো উপকারে আসত বলে আমার মনে হয় না।'

ইয়েট ফুলহ্যাম কিঞ্চিত ব্যঙ্গভাবে শুধোলেন, 'তা আপনার এই চমৎকার সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছুলেন কী করে, মাননীয় মেয়র?'

'খুব সহজে; বহু উপেক্ষিত সেই বস্তু– "কমন সেন্স" ব্যবহার করে। দেখুন, "সিম্বলিক লজিক" বলে মানবজ্ঞানের একটি শাখা আছে। যে-সমস্ত মরা ডালপালা মানুষের ভাষাকে নোংরা আর দুর্বোধ্য করে তোলে, সে-সমস্ত ডালপালা ছেঁটে ফেলা যায় এই সিম্বলিক লজিকের সাহায্যে।'

'তাতে কী হলো?' শুধোলেন ফুলহ্যাম।

'এই বিশেষ লজিকটি আমি এই ডকুমেন্টটার ওপর প্রয়োগ করেছিলাম। আমার নিজের জন্যে অবশ্যি প্রয়োগ করার দরকার ছিল না, তার কারণ, ওতে কী আছে আমি জানতাম। তবে আমি মনে করি, পাঁচ জন ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্ট-এর কাছে কথার চেয়ে সিম্বলের সাহায্যেই চিঠিটা ব্যাখ্যা করা সহজ হবে আমার পক্ষে।'

বাহুর নিচে থেকে কয়েকটা কাগজ সরিয়ে সবার সামনে মেলে ধরলেন হার্ডিন। 'ভাল কথা, কাজটা আমি নিজে করিনি। দেখতেই পাচ্ছেন, ডিভিশন অভ্ লজিক-এর মুলার হলকের সাইন রয়েছে অ্যানালাইসিসটার নিচে।'

কাগজটা আরো ভাল করে দেখার জন্যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন পিরেন।

হার্ডিন বলে চলেছেন, 'অ্যানাক্রিয়ন থেকে আসা মেসেজটা তেমন জটিল ছিল না। তার কারণ, যাঁরা ওটা লিখেছেন, তাঁরা কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী। কোনোরকম ভণিতা না করে সরাসরি কাজের কথায় চলে এসেছেন তাঁরা। আর সেটারই প্রতীকী চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। অনুবাদ করলে এর মানেটা যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, "আমরা যা চাই এক সপ্তাহের মধ্যে তা দিচ্ছ তোমরা। নইলে আঙুল বাঁকা করে আমরা সেটা আদায় করে নেব।"'

বোর্ডের পাঁচ সদস্য হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সিম্বলগুলোর ওপর। নিঃশব্দে কেটে গেল খানিকটা সময়। অবশেষে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন পিরেন। খুক খুক করে কাশলেন একটু, অস্বস্তিসূচক কাশি।

হার্ডিন বললেন, 'পরিত্রাণের পথ নেই। নাকি আছে ড. পিরেন?'

'মনে তো হচ্ছে না।'

www.BanglaBook.org

'বেশ,' কাগজগুলো যথাস্থানে রেখে দিলেন হার্ডিন। 'এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এম্পায়ার আর অ্যানাক্রিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি কপি। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, গত সপ্তাহে যিনি এখানে ছিলেন, সেই লর্ড ডরউইনই সম্রাটের হয়ে স্বাক্ষর করেছেন চুক্তিটায়। চুক্তির কপির সঙ্গে একটা সিম্বলিক অ্যানালাইসিসও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।'

চুক্তিপত্রটার জন্য খরচ হয়েছে ফাইন প্রিন্টের পাঁচ পৃষ্ঠা আর অ্যানালাইসিসটার জন্যে দরকার হয়েছে মাত্র আধা পৃষ্ঠা।

'দেখতেই পাচ্ছেন, অর্থহীন বলে চুক্তিপত্রের প্রায় নব্বই শতাংশই বাদ পড়ে গেছে অ্যানালাইসিস থেকে। বাকি অংশটুকু খুব চমৎকার করে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

'এম্পায়ার-এর প্রতি অ্যানাক্রিয়নের নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা: *শূন্য*!

'অ্যানাক্রিয়নের ওপর এম্পায়ার-এর কর্তৃত্ব: *শূন্য* !

আবারো উদ্বিগ্ন মুখে যৌক্তিক বিশ্লেষণটা খুঁটিয়ে দেখলেন বোর্ডের পাঁচ সদস্য। মাঝে মাঝে তা মিলিয়ে নিলেন চুক্তিপত্রের সঙ্গে। কাজটা শেষ হতে পিরেন কেমন এক দিশেহারা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমার কথাই তো সত্যি বলে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে তুমি স্বীকার করছ, চুক্তিপত্রটা আর কিছুই না– স্রেফ অ্যানাক্রিয়নের পূর্ণ স্বাধীনতার একটি ঘোষণাপত্র, আর এব্যাপারে এম্পায়ারের একটা অনুমোদনপত্রও বটে?'

'তাই তো দেখছি।'

'আর তোমার কি মনে হয়, অ্যানাক্রিয়ন এটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না? তুমি কি ভাব যে, এম্পায়ার-এর তরফ থেকে কোনোরকম ভীতি প্রদর্শনকে ওরা যাতে স্বাভাবিকভাবেই অপমানজনক মনে করে প্রতিবাদ করার শক্তি অর্জন করতে পারে সেজন্য এই স্বাধীন অবস্থাটা আরো জোরদার করার ব্যাপারে ওরা উৎসুক নয়? বিশেষ করে যখন এটা খুবই পরিষ্কার যে, এম্পায়ার এ-ধরনের কোনো হুমকি কার্যকর করতে অক্ষম; অক্ষমই যদি না হবে তাহলে কি আর স্বাধীনতা দেয়?'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে,' বাধা দিলেন সাট, 'মেয়র হার্ডিন, এম্পায়ার-এর সমর্থনের ব্যাপারে লর্ড ডরউইনের নিশ্চয়তাটা কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? শুনে তো মনে হল–' শ্রাগ করলেন তিনি। 'শুনে তো বেশ সন্তোষজনকই মনে হলো তাঁর কথাবার্তা।'

চেয়ারের পিঠে পিঠ ঠেস দিয়ে হার্ডিন জবাব দিলেন, 'সেটাই তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার। স্বীকার করছি, প্রথম দেখায় হিজ লর্ডশিপকে একটা গো-গর্দভ বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু পরে দেখলাম, লোকটা ঝানু কূটনীতিক আর মহা ধুরন্ধর। তার সব স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে রেখেছি আমি।'

বোমা ফাটলো যেন ঘরের মধ্যে। আতঙ্কে হাঁ হয়ে গেল পিরেনের মুখটা।

'আহা, তাতে এমন কী হলো?' হার্ডিন বললেন। 'বুঝতে পারছি, এতে আতিথেয়তার রীতি-নীতি চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, আর তথাকথিত একজন ভদ্রলোক কখনোই এ-ধরনের কাজ করবে না। হিজ লর্ডশিপ ব্যাপারটা টের পেলে তার পরিণতি খারাপ হতে পারতো, সেকথাও স্বীকার করছি। কিন্তু মোদ্দাকথা হচ্ছে,

www.BanglaBook.org

তিনি টের পাননি, আর আমার কাছে রেকর্ড রয়ে গেছে। রেকর্ডটা কপি করিয়ে হলকের কাছে আমি পাঠিয়েও দিয়েছিলাম বিশ্লেষণের জন্য।'

লানডিন ক্রাস্ট জিগ্যেস করলেন, 'তা সেই অ্যানালাইসিসটা কোথায়?'

'দ্যাট ইজ দি ইন্টারেস্টিং থিং। তিনটের মধ্যে ঐ অ্যানালাইসিসটা ছিল সবচেয়ে জটিল। দু'দিন টানা কাজ করার পর হলক যখন ডরউইনের বিবৃতির ভেতর থেকে অর্থহীন বক্তব্য, বকবকানি আর অকেজো শর্তগুলো– এককথায়, ছেঁদো কথাগুলো বাদ দিতে সমর্থ হলো, সে অবাক হয়ে দেখল, বিশ্লেষণ করার মতো আর কিছুই বাকি নেই তার হাতে। সবই বাদ পড়ে গেছে।

'পাঁচদিনের ঐ আলাপ আলোচনায় লর্ড ডরউইন *কাজের কথা বলেননি একটাও*। আর ছেঁদো কথাগুলো এমনই কায়দা করে বলেছিলেন যে, কেউ তা ধরতে পারেনি। তো, *এই হচ্ছে* আপনাদের নমস্য এম্পায়ার-এর দেয়া নিশ্চয়তা।'

হার্ডিন তাঁর শেষ কথাগুলো বলার পর ঘরের বাকি সবার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হলো, ঠিক ঐ একই প্রতিক্রিয়া হতো টেবিলের ওপর তিনি শুধু একটা তাজা দুর্গন্ধ বোমা আস্তে করে রেখে দিলে। ক্লান্তিকর ধৈর্য নিয়ে প্রতিক্রিয়াটা মিইয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি।

'সুতরাং,' উপসংহার টানলেন তিনি, 'অ্যানাক্রিয়ন আপনাদের গায়ে টোকা দিলে এম্পায়ার তার প্রতিশোধ নেবে– এই মর্মে হুমকি দেবার ফলে আপনারা এমন এক রাজাকে চটিয়ে দিলেন, যিনি ভেতরের খবর জানেন। খুবই সঙ্গত কারণে তাঁর অহমে ঘা লেগেছে এবং তিনি ত্বরিত অ্যাকশন নিতে মাঠে নেমে পড়েছেন। চরমপত্রটা তারই ফলশ্রুতি। আর সে কারণেই আমি প্রথমেই ঐ কথাটা বলেছিলাম– এক সপ্তাহ সময় আছে আমাদের হাতে; আমরা কী করবো এখন?'

'দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে,' সার্ট বললেন, 'অ্যানাক্রিয়নকে টার্মিনাসে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দেয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।'

'এ-ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত,' হার্ডিন বললেন। 'কিন্তু কথা হচ্ছে প্রথম সুযোগেই ওদেরকে লাথি মেরে তাড়ানোর ব্যাপারে কী করতে যাচ্ছি আমরা?'

ইয়েট ফুলহ্যামের গোঁফজোড়া বেঁকে গেল। 'মনে হচ্ছে, আপনি ওদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, 'ভায়োলেন্স ইজ দ্য লাস্ট রিফিউজ অভ দি ইনকম্পিটেন্ট। সহিংসতা অক্ষমের শেষ অবলম্বন। কিন্তু তাই বলে অবশ্যই আমি ওদেরকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিতে চাই না, বা সর্বশক্তি দিয়ে অতিথি সেবায় লেগে পড়তে চাই না।'

'কিন্তু তারপরেও আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' ফুল্যহ্যাম বললেন। 'যে-দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ব্যাপারটাকে দেখছেন সেটা বিপজ্জনক। আরো বিপজ্জনক এই কারণে যে, আমরা কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, জনসাধারণের একটা বেশ বড়সড় অংশ আপনাদের এধরনের কিছু পরামর্শে সাড়া দিয়েছে। এই সঙ্গে আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই, মেয়র হার্ডিন। আপনার সাম্প্রতিক কার্যকলাপের বিষয় বোর্ড কিন্তু মোটেই অজ্ঞ নয়।'

www.BanglaBook.org

বিরতি দিলেন ফুলহ্যাম। মাথা নেড়ে সবাই একমত প্রকাশ করলেন তার সঙ্গে। হার্ডিন শ্রাগ করলেন।

ফের শুরু করলেন ফুলহ্যাম, 'লোকজনকে আপনি সহিংস কাজে খেপিয়ে তুললে সেটা একটা ব্যাপক ধরনের আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই হবে না, আর আমরা সেটা হতে দিতে পারি না। আমাদের কূটনীতির মূলনীতি একটাই, আর তা হচ্ছে ইনসাইক্লোপীডিয়া। কোনো কিছু করার বা না করার ব্যাপারে আমরা যে সিদ্ধান্তই নেই না কেন, সেটা নেবো ইনসাইক্লোপীডিয়াকে নিরাপদ রাখার জন্য।'

'তাহলে,' হার্ডিনের গলায় হালকা ব্যঙ্গের প্রলেপ, 'আপনারা আমাদের কিছুই না করার ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন?'

তিক্ত কণ্ঠে পিরেন বললেন, 'তুমি নিজেই তো দেখিয়ে দিলে যে, এম্পায়ার আমাদের সাহায্য করতে পারছে না; যদিও, কেন, কীভাবে তা সম্ভব, সেকথা আমার মাথায় আসছে না। যদি আপোস করার প্রয়োজন হয়–'

প্রাণপণে দৌড়েও এক কদমও এগোচ্ছেন না– এরকম একটা দুঃস্বপ্নময় অনুভূতি হলো হার্ডিনের। 'দেয়ার ইজ নো কম্প্রোমাইজ! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে সামরিক ঘাঁটির এই ফালতু ব্যাপারটা আসলে একটা অতি নিম্ন শ্রেণীর ছেঁদো প্যাঁচাল ছাড়া আর কিছুই নয়? হট রডরিক তো আমাদের জানিয়েই দিয়েছে, অ্যানাক্রিয়ন আসলে কী চায়। চায়, আমাদের রাজ্যটা বেমালুম গিলে নিতে, আর ওদের সামন্তপ্রথা আর কৃষক-অভিজাততন্ত্রের অর্থনীতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে। অ্যাটমিক পাওয়ার সম্পর্কে আমরা যে ধাপ্পা দিয়েছি, তার আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটার কারণে ওরা হয়ত একটু ধীরে এগোবে। তবে এগোবে যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

কথা শেষ করে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জর্ড ফারা ছাড়া বাকি সবাই তাঁর সঙ্গে উঠে পড়লেন।

জর্ড ফারা বললেন, 'প্লীজ বসুন আপনারা। এতো রাগার কোনো কারণ নেই, মেয়র হার্ডিন। আমাদের মধ্যে কেউ-ই বিশ্বাসঘাতকতা করছে না।'

'এ-ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত করতে হবে আপনাকে।'

শান্তভাবে হাসলেন ফারা। 'আপনি জানেন এটা আপনার মনের কথা নয়। আমাকে বলতে দিন।'

ফারার ধূর্ত চোখ জোড়া আধখোলা; চিবুকে চিক চিক করছে ঘাম। 'আমার মনে হয় কথাটা গোপন করে কোনো লাভ নেই– বোর্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, অ্যানাক্রিয়ন সমস্যার সঠিক সমাধান রয়েছে ভল্টের মধ্যে এবং আজ থেকে মাত্র ছ'দিন পরই খুলছে সেটা।'

'এ-ব্যাপারে তাহলে আপনাদের অবদান এটুকুই?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ প্রাচীন আমলের নাটকে কোনো কোনো নাট্যকার তাদের নাটকের শেষে চরিত্র আর প্লটের জটিল সমস্যা মেটাবার জন্যে যেভাবে যন্ত্রের সাহায্যে মঞ্চের ওপর একজন দেবতাকে হাজির করতেন, ঠিক সেভাবে ভল্ট নামক যন্ত্র থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজন দেবতা বেরিয়ে এসে সমাধান বাতলে না দেয়া পর্যন্ত আমরা সবাই অটল বিশ্বাসে চুপচাপ, শান্তভাবে বসে থাকব। ঠিক কি না?'

'আপনার কথার ঐ আবেগঘন অংশটুকু বাদ দিলে ব্যাপারটা তাই-ই দাঁড়ায়।'

'নির্জলা পলায়নপর মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই না এটা। সত্যিই, ড. ফারা, এ-রকম মূর্খতা না দেখালে কি আর প্রতিভাবান বলে লোকে! সাধারণ একজন লোকের পক্ষে কিন্তু এ-কাজ অসম্ভব ছিল।'

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন ফারা। 'এপিগ্রাম, আই মীন, শ্লেষাত্মক বাক্য ব্যবহারে আপনার জুড়ি মেলা ভার। এক্ষেত্রে আপনার রুচির প্রশংসা করতে হয়। তবে হার্ডিন, স্থান নির্বাচনে ভুল করেছেন আপনি। ভাল কথা, হপ্তা তিনেক আগে ভল্ট সম্পর্কে আমি যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলাম, সেগুলো নিশ্চয়ই খেয়াল আছে আপনার?'

'হ্যাঁ আছে। অস্বীকার করবো না, শুধুমাত্র ডিডাক্টিভ লজিক-এর দিক থেকে সেগুলো আর যাই হোক কোনো স্টুপিড আইডিয়া ছিল না। আপনি বলেছিলেন– ভুল হলে থামিয়ে দেবেন– তাবৎ গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে হ্যারি সেলডনই হলেন সবচেয়ে বড় মনস্তত্ত্ববিদ। সুতরাং আমরা বর্তমানে যে অস্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছি সেটা তিনি অনেক আগেই ঠিক ঠিক দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেহেতু তিনি আমাদেরকে মুক্তির উপায় বাতলানোর একটা উপকরণ হিসেবে ভল্ট স্থাপিত করে গেছেন।'

'আমার কথার মূল ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন আপনি।'

'শুনে কি অবাক হবেন যে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি?'

'খুব তৃপ্তি অনুভব করছি। তা চিন্তা করে কী বের করলেন?'

'বের করলাম যে, শুধু নিখুঁত ডিডাকশনে কাজ হয় না। সেই সঙ্গে পুরনো সেই কমন সেন্সের জল ছিটানোরও দরকার হয় খানিকটা।'

'যেমন?'

'যেমন, অ্যানাক্রিয়ন সম্পর্কিত এই জটিলতা যদি সেলডন আগেভাবেই দেখে থাকবেন তাহলে তিনি কেন আমাদেরকে গ্যালাকটিক সেন্টার-এর নিকটবর্তী কোনো গ্রহে রাখার ব্যবস্থা করলেন না? এটা সবাই জানে যে, টার্মিনাসে ফাউন্ডেশন স্থাপন করার ব্যাপারে ট্র্যানটরের কমিশনারদের তিনি প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু কেন তিনি তা করবেন? যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়া, গ্যালাক্সি থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতা, প্রতিবেশীদের হুমকি, আর টার্মিনাসে ধাতুর অভাবজনিত করণে আমাদের অসহায়ত্ব– এতো কিছু তিনি যদি আগে থেকেই দেখতে পেয়ে থাকেন তাহলে কেন তিনি এখানে পাঠালেন আমাদেরকে? অথবা তিনি যদি এসব আগেই দেখে থাকবেন তাহলে প্রথমে বসতি স্থাপনকারীদেরকে তিনি গোড়াতেই সতর্ক করে দিলেন না কেন, যাতে তারা এই বিপদগুলো মোকাবেলা করার জন্যে আগে থেকেই তৈরি হতে পারে?

'আরো একটা কথা ভুলে যাবেন না। তিনি *তখন* **সমস্যাগুলো দেখে থাকলেও** থাকতে পারেন। কিন্তু *এ-মুহূর্তে* আমরাও সেগুলো পরিষ্কার **দেখতে পাচ্ছি**। যতো

www.BanglaBook.org

যাই হোক, সেলডন জাদুকর ছিলেন না। একটা সংকট এড়ানোর এমন কোনো কূটবুদ্ধি নেই যা তিনি দেখতে পান, অথচ আমরা পাই না।'

'কিন্তু হার্ডিন,' ফারা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন, 'আমরা কিন্তু সত্যিই দেখতে পাচ্ছি না।'

'কারণ আপনারা *চেষ্টা করেননি*, একবারের জন্যও চেষ্টা করেননি। প্রথমে তো আপনারা স্বীকারই করতে চাইলেন না যে ভয়ংকর কোনো বিপদ আদৌ আছে। এরপর আপনারা সম্রাটের ওপর পুরোপুরি একটা অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করে বসে রইলেন। এখন সেটা সম্রাটের ওপর থেকে সরিয়ে হ্যারি সেলডনের কাঁধের ওপর বসিয়েছেন। আগাগোড়াই আপনারা হয় কর্তৃপক্ষ, নয় অতীতের ওপর ভরসা করে ছিলেন; কখনোই নিজেদের ওপর নয়।'

উত্তেজনায় হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল তার। 'এটা একটা অসুস্থ মানসিকতা– একটা কণ্ডিশনাল রিফ্লেক্স। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচারণের প্রশ্ন এলেই আপনাদের মানসিক স্বাধীনতাকে ভুল পথে চালিত করে এই রিফ্লেক্স।

'সম্রাট যে আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান– এ-ব্যাপারটা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন আপনারা, মেনে নিয়েছেন যে, হ্যারি সেলডন অনেক বেশি জ্ঞানী। কিন্তু এটা যে ভুল তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না?'

যে-কারণেই হোক, কেউ এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না।

হার্ডিন বলে চললেন, 'শুধু আপনাদের নয়, গোটা গ্যালাক্সিরই এই দশা। সায়েন্টিফিক রিসার্চ বলতে লর্ড ডরউইন কী বোঝেন সেটা পিরেন শুনেছেন। লর্ড ডরউইন মনে করেন ভালো একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ হওয়ার উপায় হচ্ছে, এ-বিষয়ের ওপর লেখা সমস্ত বইপত্তর পড়ে ফেলা– যে বইগুলো লিখেছেন কয়েকশো বছর আগে মারা গেছেন এমন সব লেখক। উনি ভাবেন, স্রেফ পরস্পরবিরোধী মতামতগুলো যাচাই করেই প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব। আর পিরেন চুপচাপ শুনে গেছেন কথাগুলো, কোনো প্রতিবাদ করেননি। আপনাদের কি মনে হয় না একাজটা ঠিক নয়?'

আবার তার কণ্ঠে প্রায় আর্তি ঝরে পড়লো। এবারো সবাই নিরুত্তর রইলেন।

কিন্তু হার্ডিন বলে চললেন, 'আপনাদের এবং টার্মিনাসের অর্ধেক লোকের এই একই দুর্দশা। ইনসাইক্লোপীডিয়াকে সর্বেসর্বা ধরে নিয়ে আমরা সব ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছি। এখনো আমরা মনে করছি অতীতের সব ডাটার শ্রেণীবিভাজন করার মধ্যেই বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ নিহিত। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ, স্বীকার করছি। কিন্তু তারপর কি আর কিছুই করার নেই? পিছিয়ে যাচ্ছি আর ভুলে যাচ্ছি আমরা, বুঝতে পারছেন না কেউ? এই পেরিফেরিতে সবাই অ্যাটমিক-পাওয়ার খুইয়ে বসেছে। গামা অ্যান্ড্রোমিডায় ত্রুটিপূর্ণ মেরামতির জন্য একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট উড়ে গেছে। সম্রাটের চ্যান্সেলর আক্ষেপ করছেন এই বলে যে, অ্যাটমিক টেকনিশিয়ানের সংখ্যা নেহাতই অপ্রতুল। কোথায় নতুন নতুন লোককে ট্রেনিং দেবেন তা না, উল্টো তাঁরা অ্যাটমিক-পাওয়ারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করছেন!'

www.BanglaBook.org

তৃতীয়বারের মতো অনুনয় ঝরে পড়লো তাঁর কণ্ঠ থেকে, 'আপনারা কি এসব বুঝতে পারছেন না? সারা গ্যালাক্সি জুড়ে এই দশা! এটা একধরনের অতীতপূজা। এটা একটা অধঃপতন– একটা *বদ্ধাত্মা!*'

এক এক করে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন তিনি। সবাই স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে।

ফারা-ই প্রথম ঘোর কাটিয়ে উঠলেন। 'দেখুন, রহস্যময় দর্শন কোনো কাজে আসবে না আমাদের। লেট আস বি কংক্রিট। আপনি কি অস্বীকার করবেন, সাধারণ কিছু সাইকোলজিক্যাল টেকনিকের সাহায্যে হ্যারি সেলডন খুব সহজেই ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক প্রবণতা বের করতে পারতেন?'

'না, অবশ্যই অস্বীকার করি না,' চেঁচিয়ে উঠলেন হার্ডিন। 'কিন্তু তাই বলে সমাধানের আশায় আমরা তাঁর ওপর ভরসা করে বসে থাকতে পারি না। বড়জোর তিনি সমস্যাটা দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সমাধান? সেটা আমদেরই বের করতে হবে। আমাদের হয়ে এ-কাজটি তিনি করে দিতে পারেন না।'

ফুলহ্যাম হঠাৎ বলে উঠলেন, ''সমস্যাটা দেখিয়ে দিতে পারেন' বলতে কী বোঝাতে চান আপনি? আমাদের সমস্যা কী আমরা তা *জানি*।'

বিদ্যুদ্বেগে তাঁর দিকে ফিরলেন হার্ডিন। 'আপনার ধারণা আপনি জানেন! আপনি মনে করেন, হ্যারি সেডন শুধু অ্যানাক্রিয়ন নিয়েই চিন্তিত। আমি ভিন্নমত পোষণ করি। আমি আপনাদের বলছি, আসলে যে কী ঘটতে চলেছে, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আপনাদের কারো।'

'তোমার আছে?' প্রায় দাঁত মুখ খিচিয়ে প্রশ্ন করলেন পিরেন।

'আই থিংক সো!' ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে এক ধাক্কায় পেছনে সরিয়ে দিলেন হার্ডিন চেয়ারটাকে। চোখের দৃষ্টি তাঁর আশ্চর্য রকমের তীক্ষ্ণ এবং স্থির। 'অন্তত এই একটা ব্যাপার নিশ্চিত করে বলা যায় যে, গোটা পরিস্থিতিটার মধ্যে রহস্যময় একটা ব্যাপার লুকিয়ে আছে! এমন একটা কিছু যা আমরা এতাক্ষণ যেসব বিষয় নিয়ে কথা বললাম, তার চেয়ে বড়। নিজেকে শুধু এই প্রশ্নটা জিগ্যেস করুন, ফাউণ্ডেশনের একেবারে প্রথমদিককার লোকজনের মধ্যে বোর আলুরিন ছাড়া আর একজনও প্রথম শ্রেণীর সাইকোলজিস্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কেন? আর তিনিও তাঁর ছাত্রদের প্রাথমিক বিষয়গুলো ছাড়া বাড়তি কোনো কিছু শেখানো থেকে সাবধানে বিরত রেখেছেন নিজেকে।'

খানিক নীরবতা। তারপর ফারা জিগ্যেস করলেন, 'ঠিক আছে, কেন?'

'সম্ভবত এই কারণে যে, একজন সাইকোলজিস্ট হয়ত এই রহস্যটা বের করে ফেলতে পারতেন আর সেটা হ্যারি সেলডনের উদ্দেশ্য সফল হবার আগেই। আমরা যে এই হোঁচট খেয়ে মরছি, অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি, কুহেলিকা ঢাকা সত্যের ঈষৎ বিচ্ছুরণ ছাড়া বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না– এটাই চেয়েছিলেন হ্যারি সেলডন।'

কর্কশ শব্দে হেসে উঠলেন হার্ডিন। 'গুড ডে, জেন্টেলমেন!'

দৃপ্ত পায়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি কামরা থেকে।

www.BanglaBook.org

ছয়

চুরুটের গোড়াটা দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছেন মেয়র হার্ডিন। নিভে গেছে ওটা। কিন্তু সেটা খেয়াল করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। গত রাতে ঘুমোননি তিনি। ভাল করেই জানেন, আজ রাতেও ঘুমোতে পারবেন না। তাঁর চোখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

'মনে হয় হবে,' ইয়োহান লী নিজের চিবুকে হাত দিলেন। 'কেমন মনে হচ্ছে?'

'খুব একটা খারাপ না। বুঝতেই পারছো, খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সারতে হবে কাজটা। তার মানে, কোনোরকম ইতস্তত করা চলবে না। পরিস্থিতি বুঝে ওঠার কোনো সুযোগই দেয়া যাবে না ওদেরকে। আমরা যখন হুকুম দেয়ার মতো অবস্থায় চলে যাবো, তখন এমনভাবে হুকুম দিতে হবে যেন জন্মগতভাবেই এ-অধিকার পেয়েছি আমরা। আর তখন ওরাও অভ্যস্তভাবেই হুকুম তামিল করবে। এটাই হচ্ছে ক্যু-র আসল কথা।'

'বোর্ড যতি তারপরও না মচকায়-'

'বোর্ড? হিসেবের বাইরে রাখো ওদের। আগামীকালের পর থেকে টার্মিনাসের কোনো ব্যাপারেই কানাকড়ি গুরুত্ব থাকবে না ওদের।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন লী। 'এত সময় পেয়েও ওরা আমাদের থামানোর চেষ্টা করেনি দেখে অবাক হয়ে গেছি আমি। আর তোমার কথা অনুযায়ী, ওরা তো একেবারে অন্ধকারের মধ্যেও ছিল না।'

'ফারা ব্যাপারটা টের পেতে গিয়েও পায়নি। মাঝে মাঝে আমাকে বেশ নার্ভাস করে দেয় লোকটা। আর পিরেন তো আমাকে সন্দেহ করে আসছে আমি নির্বাচিত হবার পর থেকেই। কিন্তু কী ঘটতে চলেছে সেটা বুঝে ওঠার ক্ষমতা ছিল না ওদের কারোরই। ওদেরকে বরাবর এমনভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে যাতে ওরা ব্যক্তি স্বাধীনতার চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে নতজানু হয়ে থাকাকেই শ্রেয় মনে করে। অথরিটেরিয়ান ট্রেনিং যাকে বলে। ওদের বদ্ধমূল ধারণা, সম্রাট সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী- স্রেফ তিনি সম্রাট শুধু এই কারণেই। ওরা আরো মনে করে, বোর্ড অভ ট্রাস্টিজ- স্রেফ ওটা সম্রাটের পক্ষে কর্মরত বোর্ড অভ ট্রাস্টিজ বলেই- কখনো এমন অবস্থানে নেমে যেতে পারে না যেখানে থেকে সেটা সবার ওপর আর কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে না। বিদ্রোহের যে কোনোরকম সম্ভাবনা আছে এটা উপলব্ধি করার ওদের এই অক্ষমতাই আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়।'

www.BanglaBook.org

চেয়ার ছেড়ে উঠে ওয়াটার কুলারটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'যতক্ষণ ওরা ঐ ইনসাইক্লোপীডিয়া নিয়ে আছে, ততক্ষণ ওরা মন্দ না, বুঝেছ, লী। আর আমাদের কাজ হবে, ভবিষ্যতেও ওরা যাতে ঐ জিনিসটা নিয়েই থাকে সেটা দেখা। টার্মিনাস শাসন করার ব্যাপারে নেহাতই অযোগ্য ওরা। এখন যাও, কাজ শুরু করে দাও। আমি একটু একা থাকতে চাই।'

ডেস্কের এক কোনায় বসে পড়লেন তিনি। চেয়ে রইলেন কাপভর্তি পানির দিকে।

যতটা ভান করছেন আসলেই যদি ততটা আত্মবিশ্বাসী হতেন তিনি! অ্যানাক্রিয়ানবাসীরা দু'দিনের মধ্যেই ল্যাণ্ড করবে। অথচ হ্যারি সেলডনের উদ্দেশ্যে যে কী, সে-ব্যাপারে কিছু অনুমান আর আবছা ধারণা ছাড়া কী-ইবা আছে তাঁর যার ওপর ভরসা করে সামনে এগোনো যায়? তিনি নিজে এমনকি একজন সত্যিকারের সাইকোলজিস্টও নন। স্রেফ সামান্য ট্রেনিং পাওয়া এক হাতুড়ে তিনি, অথচ চাইছেন সর্বকালের সর্বসেরা মনীষীকে টেক্কা দিতে!

ফারার কথাই যদি ঠিক হয়, যদি এমন হয় যে শুধু অ্যানাক্রিয়নের সমস্যাটাই হ্যারি সেলডন আগে থেকে আন্দাজ করতে পেরেছেন, যদি সত্যি সত্যিই শুধু ইনসাইক্লোপীডিয়া সংরক্ষণ করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আর এই *ক্যু*-র অর্থ কী?

শ্রাগ করলেন হার্ডিন। কাপের পানিটুকু এক নিঃশ্বাসে চালান করে দিলেন পেটে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

ছ'টার অনেক বেশি চেয়ার রাখা হয়েছে ভল্টে। যেন ছ'জনের চেয়ে বেশি লোক আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। গম্ভীরভাবে ব্যাপারটা লক্ষ করলেন হার্ডিন। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এলেন। পাঁচজনের কাছ থেকে যতটা দূরে সম্ভব, এক কোনায় গিয়ে বসে পড়লেন।

বোর্ডের সদস্যরা এতো কিছু খেয়াল করেছেন বলে মনে হলো না। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছেন তাঁরা। আস্তে আস্তে এক সময় সেটা বন্ধ হয়ে গেল। ছ'জনের মধ্যে একমাত্র জর্ড ফারাকেই বেশ শান্ত দেখাচ্ছে। একটা ঘড়ি বের করে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন তিনি সেটার দিকে।

হার্ডিন তাঁর নিজের ঘড়ি দেখলেন। তারপর কামরার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে থাকা একদম ফাঁকা গ্লাস কিউবিকলটার দিকে তাকালেন। এটাই ঘরটার একমাত্র অস্বভাবিক জিনিস, কারণ, এ-ছাড়া আর কোনো কিছু দেখে বুঝবার উপায় নেই যে কোথাও রেডিয়ামের একটা ফুটকি ক্ষয়ে ক্ষয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তটির দিকে যখন একটা টাম্বলার পড়বে, একটা সংযোগ স্থাপিত হবে, আর–

হঠাৎ নিভু নিভু হয়ে এলো ঘরের আলো!

পুরোপুরি নিভে গেল না। শুধু হঠাৎ হলুদ রঙ ধারণ করে এত কমে এল যে হার্ডিন সচকিত হয়ে উঠলেন। চমকে সিলিং-এর আলোর দিকে তাকালেন তিনি। চোখ নামাতেই দেখতে পেলেন গ্লাস কিউবিকলটা আর ফাঁকা নেই।

একজন লোককে দেখা যাচ্ছে সেখানে– হুইল চেয়ারে বসা এক লোক!

মিনিট খানেক কোনো কথা বলল না লোকটা। তবে কোলের উপর রাখা খোলা বইটা বন্ধ করে অলসভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল, তারপর নিঃশব্দে একটা হাসি উপহার দিল। সারা মুখটা জীবন্ত হয়ে উঠল তার।

কোমল এবং বার্ধক্যপীড়িত কণ্ঠে লোকটি বলে উঠল, 'আমি হ্যারি সেলডন।'

ভদ্রতাবশত উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন হার্ডিন আরেকটু হলে। থেমে গেলেন।

খোশালাপের সুরে হ্যারি সেলডন বলে চললেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমি এই চেয়ারেই বন্দি। উঠে দাঁড়িয়ে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতে পারছিনা বলে দুঃখিত। আমার সময়ের হিসেব অনুযায়ী কয়েক মাস আগে আপনাদের পিতামহ-পিতামহীরা টার্মিনাসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই মারাত্মকভাবে প্যারালইসিসে আক্রান্ত হয়েছি আমি। আপনারা জানেন, আমি আপনাদের দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাচ্ছি না। ফলে, আমি আপনাদের ঠিকমত শুভেচ্ছাও জানাতে পারছি না। আমি এমনকি এটাও জানি না আপনারা ক'জন এখানে বসে আছেন। সুতরাং গোটা ব্যাপারটা অনানুষ্ঠানিকভাবেই চলুক। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে প্লীজ বসুন। কেউ ধূমপান করতে চাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই।' মৃদু হাসলেন তিনি। 'কেনই বা আপত্তি করবো? আমি তো সত্যি সত্যি এখানে নেই।'

প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিগারের জন্যে পকেটে হাত চলে গেল হার্ডিনের। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টালেন।

হ্যারি সেলডন সরিয়ে রাখলেন বইটা– যেন রেখে দিলেন পাশের ডেস্কে– বই থেকে আঙুল সরে যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

তিনি বললেন, ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছরপূর্তি হলো আজ। তারা কী উদ্দেশ্যে কাজ করছেন, সে-ব্যাপারে ফাউণ্ডেশনের সদস্যরা এই পঞ্চাশ বছর যাবৎ একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। তাদের এই অজ্ঞ থাকাটা দরকার ছিল। এখন সে দরকার ফুরিয়েছে।

'শুরুতে বলে রাখছি, "ইনসাইক্লোপীডিয়া ফাউণ্ডেশন" একটা ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। প্রথম থেকেই একটা ধাপ্পা ছিল এটা!'

হার্ডিনের পেছনে কিছু বিস্মিত চাপা কণ্ঠ শোনা গেল। কিন্তু তিনি ঘাড় ফেরালেন না।

আর হ্যারি সেলডনের তো কোনোরকম বিরক্তি বোধ করার প্রশ্নই আসে না। তিনি নির্বিকারভাবে বলে চলেছেন, 'ধাপ্পা এই অর্থে যে, ইনসাইক্লোপীডিয়ার একটা খণ্ডও প্রকাশিত হলো কি না হলো তা নিয়ে আমার কোনো সহকর্মীর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তবে ইনসাইক্লোপীডিয়ার সাহায্যে যে কাজগুলো করতে চেয়েছিলাম, সেগুলো সফল হয়েছে– সম্রাটের কাছ থেকে একটা রাজকীয় সনদ লাভ করা গেছে, আমাদের পরিকল্পনার জন্যে প্রয়োজনীয় লাখখানেক লোককে আকৃষ্ট করতে পেরেছি আর এই ইনসাইক্লোপীডিয়ার সাহায্যে তাদের এমন একটা মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যস্ত রাখা গেছে যে, এখন আর তাদের কারো পক্ষেই পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কোনোমতে। আর, এর মধ্যে ঘটনা তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে গিয়ে একটা বিশেষ আকার নিয়েছে।

'যে-পঞ্চাশ বছর ধরে আপনারা এই মিথ্যে প্রকল্পের জন্যে কাজ করে গেছেন– "মিথ্যে" শব্দটার বদলে মিষ্টি কোনো শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই– সেই সময়ের মধ্যে আপনাদের পিছু হঠার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর আমাদের যে মূল পরিকল্পনা ছিল বা এখনো আছে, আরো গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রকল্পের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই আপনাদের হাতে।

'তো, সেই লক্ষ্যে আপনাদের বিশেষ এক গ্রহে, বিশেষ এক সময়ে রেখে আর পঞ্চাশ বছর ধরে পরিচালিত করে এমন এক অবস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে যে, এখন থেকে ফ্রীডম অভ অ্যাকশন বা কাজের স্বাধীনতা বলে কিছু রইল না আপনাদের।

www.BanglaBook.org

এখন থেকে সামনের বছরগুলোতে আপনারা যে পথে চলবেন সেটা হবে অবশ্যম্ভাবী: অর্থাৎ কিনা, শুধু ঐ পথেই চলতে হবে আপনাদের। ধারাবাহিক সংকটগুলোরই প্রথমটি আপনাদের সামনে। এবারের মতো প্রতিবারই আপনাদের ফ্রীডম অভ অ্যাকশন এমনভাবে সংকুচিত হয়ে আসবে যে, আপনারা একটি এবং একমাত্র পথটির দিকে তাড়িত হবেন।

'সেই বিশেষ পথটি আমাদের সাইকোলজি হিসেব করে বের করে রেখেছে এবং রেখেছে বিশেষ একটি কারণে।

'যদিও অল্প সংখ্যক লোকই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কিন্তু এ-কথা সত্য যে, গত কয়েক শতাব্দী ধরে গ্যালাকটিক সভ্যতা একটি বদ্ধ দশার মধ্যে পড়ে আছে আর ক্রমেই এর অবনতি ঘটছে। কিন্তু এখন পেরিফেরি শেষ পর্যন্ত ভেঙে যাচ্ছে আর তার ফলে এম্পায়ার-এর রাজনৈতিক সংহতি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের ধারেকাছের কোনো একটা সময় বরাবর আগামী দিনের ঐতিহাসিকরা একটা আবছা রেখা টেনে বলবেন: "এখান থেকে শুরু হয়েছে গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর পতন।"

'ঠিকই বলবেন তাঁরা, যদিও পতন-পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কেউ সেই পতনকে পতন বলে চিনতে পারবে কিনা, সেন্দহ।

'আর পতনের পরেই শুরু হবে এক অনিবার্য বর্বর যুগ। আমাদের সাইকোহিস্ট্রি বলছে, সাধারণ পরিস্থিতিতে এই বর্বর যুগ তিরিশ হাজার বছর স্থায়ী হবে। পতনটাকে রোধ করতে পারবো না আমরা, করতে চাই-ও না। কারণ এম্পায়ার-সংস্কৃতির যে প্রাণ-প্রাচুর্য আর উৎকর্ষ একসময় ছিল, এখন আর তা নেই। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী সেই বর্বর যুগের মেয়াদ কমিয়ে আমরা এক হাজার বছরে নিয়ে আসতে পারি।

'পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ফাউণ্ডেশন সম্পর্কিত সত্যি কথাটি আমরা আপনাদের জানাতে পারিনি, সে-রকম, এই বর্বর যুগের মেয়াদ সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিষয়ও এ-মুহূর্তে জানাতে পারছি না। এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনারা জেনে গেলে পরিকল্পনাটা হয়ত ভেস্তে যাবে। ইনসাইক্লোপীডিয়া সংক্রান্ত প্রতারণার ব্যাপার আগেভাগে জেনে ফেললেও গোটা ব্যাপারটা কেচে যেতে পারতো, তার কারণ, অবহিত থাকার কারণে আপনাদের ফ্রীডম অভ অ্যাকশন বেড়ে যেত আর তাতে করে ব্যবহৃত অ্যাডিশনাল ভ্যারিয়েবল-এর সংখ্যা এতো বেড়ে যেত যে তা আমাদের সাইকোলজির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত।

'কিন্তু আপনারা অবহিত হতে পারবেন না, তার কারণ টার্মিনাসে কোনো সাইকোলজিস্ট নেই। অ্যালুরিন ছাড়া কেউ ছিলেনও না কখনো– আর তিনি ছিলেন আমাদেরই লোক।

'তবে আপনাদের আমি এটুকু বলতে পারি, টার্মিনাসে এবং গ্যালাক্সির অপর প্রান্তে টার্মিনাসের সহযোগী ফাউণ্ডেশনই হচ্ছে নবজাগরণের বীজ এবং সেকেণ্ড গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর দুই ভাবী প্রতিষ্ঠাতা। আর এই বর্তমান সংকটটিকে দিয়েই টার্মিনাসের যাত্রা শুরু হলো সেই চরম পরিণতির দিকে। ...

www.BanglaBook.org

'এবারের সংকটটা অবশ্য নেহাতই সহজ সরল। সামনে যেসব আছে সেগুলোর চেয়ে অনেক সাদামাঠা। সংক্ষেপে বলতে গেলে সমস্যাটা এই: আপনারা এমন একটা গ্রহে বাস করছেন যে-গ্রহটা হঠাৎ করে এখন-পর্যন্ত-সভ্য গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিবেশীরা হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনাদের জন্যে। বিজ্ঞানীদের নিয়ে তৈরি এমন একটি ছোট বিশ্বের বাসিন্দা আপনারা যে-বিশ্বের চারদিকে বিশাল আর ক্রমবর্ধমান বর্বতার রাজত্ব। আপনারা অ্যাটমিক পাওয়ার-সম্পন্ন একটি দ্বীপ, কিন্তু দ্বীপটি এমন এক সাগরে অবস্থিত, যে-সাগরে আদ্দিকালের এনার্জিই বেড়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। কিন্তু তারপরেও ধাতব সম্পদের অভাবে আপনারা নিতান্তই অসহায়।

'সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কঠিন এক প্রয়োজনের মুখোমুখি আপনারা এখন। বাধ্য হয়ে পড়েছেন আপনারা অ্যাকশন নিতে। সে অ্যাকশনের প্রকৃতি– অর্থাৎ আপনাদের সংকটের সমাধান– নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।'

খোলা জায়গায় চলে এল হ্যারি সেলডনের মূর্তিটা। বইটা আবার দেখা গেল তাঁর হাতে। সেটা খুলে তিনি বললেন, 'তবে আপনাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাস যে সর্পিল পথই নিক না কেন উত্তরপুরুষদের সবসময় আপনারা এধারণাই দিয়ে যাবেন যে, পথটা পূর্ব নির্ধারিত এবং এপথের শেষে অপেক্ষা করছে এক নতুন ও বৃহত্তর এম্পায়ার!'

তাঁর চোখ বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ হতেই শূন্যে মিলিয়ে গেলেন তিনি। ঘরের বাতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার।

হার্ডিন মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলেন, করুণ দৃষ্টি মেলে, কাঁপা কাঁপা ঠোঁট নিয়ে, তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন পিরেন।

দৃঢ় তবে নীরস কণ্ঠে বলে উঠলেন চেয়ারম্যান, 'তোমার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। তুমি যদি আজ রাত ছ'টায় আমাদের সঙ্গে দেখা কর তাহলে ভাল হয়। পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করার ব্যাপারে বোর্ড তোমার সঙ্গে আলাপ করতে পারে তাহলে।'

একে একে সবাই হার্ডিনের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেলেন। সবার সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে আপন মনে হাসলেন তিনি। শত হলেও, নিজেদের ভুল স্বীকার করার মতো সৎ-সাহস সম্পন্ন বিজ্ঞানী এঁরা সবাই। তবে তারা তাঁদের নিজেদের ব্যাপারে বড্ড দেরি করে ফেলেছেন।

নিজের ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। এতক্ষণে সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে লী-র লোকজন। বোর্ডের হাতে আর হুকুম দেবার ক্ষমতা নেই।

অ্যানাক্রিয়নবাসীরা তাদের প্রথম স্পেস-শিপ টার্মিনাসের মাটিতে নামাচ্ছে আগামীকাল। তাতে কোনো অসুবিধা নেই, ছ'মাস মাত্র, তারপর *ওরাও* হুকুম করবে না আর।

আসলে ঠিকই বলেছেন হ্যারি সেলডন; ঠিকই অনুমান করেছিলেন স্যালভর হার্ডিন অ্যানসেল্ম হট রডরিক অ্যানাক্রিয়নের পারমাণবিক শক্তিহীনতার কথা ফাঁস করে দেবার পর থেকে– এই সংকটের সমাধান অতি সরল।

জলবৎ তরলং!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

মেয়রদের কথা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

চার রাজ্য– ফাউণ্ডেশন যুগের গোড়ার দিকে প্রথম এম্পায়ার থেকে বেরিয়ে এসে অ্যানাক্রিয়ন প্রদেশের চারটি অংশ স্বাধীন এবং ক্ষণস্থায়ী রাজ্য গড়ে তোলে। এদেরকেই চার রাজ্য নামে অভিহিত করা হয়। চার রাজ্যের মধ্যে অ্যানাক্রিয়নই ছিল সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী। অ্যানাক্রিয়নের এলাকা বিস্তৃত ছিল...

...স্যালভর হার্ডিনের প্রশাসনিক আমলে রাজ্য চারটির ওপর যে এক অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থা অস্থায়ীভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়, নিঃসন্দেহে সেটাই চার রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার।...

ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

প্রতিনিধিদল!

হার্ডিন আগেই বুঝতে পারছিলেন, ওরা আসছে, আর সে-জন্যই বিরক্তিকর ঠেকছে তাঁর কাছে ব্যাপারটা।

ইয়োহান লী পরামর্শ দিলেন চরমপন্থা গ্রহণের। 'সময় নষ্ট করার কোনো কারণ দেখি না আমি, হার্ডিন। সামনের ইলেকশান পর্যন্ত ওরা কিছু করতে পারছে না– লিগ্যালি অন্তত– তার মানে, বছরখানে সময় হাতে পাচ্ছি আমরা। সেক্ষেত্রে, ঝেড়ে ফেলছ না কেন ওদের?'

ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলেন হার্ডিন। 'তুমি আর কিছু শিখলে না, লী। চল্লিশ বছর ধরে চিনি তোমাকে, এখন পর্যন্ত পিঠে ছুরি মারার চমৎকার কৌশলটা শিখতে পারলে না তুমি।'

'এভাবে যুদ্ধ করা আমার নীতি নয়,' বিরস বদনে বললেন লী।

'হ্যাঁ, জানি। সম্ভবত সেজন্যই একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি।' থেমে একটা সিগার বের করলেন তিনি পকেট থেকে। 'পেছন দিকে হাঁটতে অভ্যস্ত ইনসাইক্লোপীডিস্টদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটবার পর অনেক দূর চলে এসেছি আমরা, লী। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বয়স বাষট্টি হয়ে গেছে। কখনও কি ভেবে দেখেছ, কত দ্রুত কেটে গেল সেই তিরিশটা বছর?'

শব্দ করে নাক দিয়ে খানিক বাতাস নির্গত করলেন লী। 'আমার কিন্তু নিজেকে ততটা বুড়ো মনে হয় না। অথচ ছেষট্টিতে পড়েছি আমি।'

www.BanglaBook.org

'তোমার মতো প্রাণশক্তি আমার নেই।' অলস ভঙ্গিতে সিগারটা টানছেন হার্ডিন। ভেগার সেই হালকা তামাকের জন্য যৌবনে যে আকুতি ছিল, সেটা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর। সে-সময়ে টার্মিনাস গ্রহের সঙ্গে গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর প্রতিটি অঞ্চলের লেনদেন ছিল। সব সুদিন যেখানে চলে যায় সেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে ঐ সময়টা। বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে গ্যালাকটিক এম্পায়ারও। হার্ডিন মনে করার চেষ্টা করলেন, এখন নতুন সম্রাট কে হয়েছেন– আদৌ কোনো সম্রাট আছেন কিনা তা-ই বা কে জানে! কোনো এম্পায়ার-ই কি আছে? কী ভীষণ ব্যাপার! গ্যালাক্সির এই প্রান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর তিরিশ বছর ধরে টার্মিনাস কেবল পার্শ্ববর্তী চার রাজ্য আর নিজেকে নিয়েই আছে।

কীভাবেই না পতন হলো পরাক্রান্ত শক্তিটার! *রাজ্য*! আগে ছিল প্রিফেক্ট, সব একই প্রদেশের অংশ। প্রদেশ ছিল সেক্টরের অংশ, সেক্টর কোয়াড্র্যান্টের এবং কোয়াড্র্যান্ট সুবিস্তৃত গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর। অথচ এখন, এম্পায়ার গ্যালাক্সির প্রান্তবর্তী অংশগুলোর ওপর তার কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে, এবং ছোট ছোট গ্রহের এই খণ্ড খণ্ড দলগুলো হয়ে বসেছে এক একটা রাজ্য। অথচ এদের সম্বল বলতে ঐ যাত্রাদলের রাজা-রানী, অমাত্যবর্গ, নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধ, আর করুণভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া জীবন।

পতন হচ্ছে একটা সভ্যতার। পারমাণবিক শক্তি বিলুপ্ত। বিজ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে পৌরাণিক ধূসরতায়– এমনি সময় ফাউণ্ডেশন ঢুকল মঞ্চে। হ্যারি সেলডনের ফাউণ্ডেশন।

জানালার কাছ থেকে লী-র কণ্ঠ ভেসে আসতে হার্ডিনের স্মৃতি রোমন্থনে বাধা পড়ল। 'পুরনো মডেলের গ্রাউণ্ড কারে চেপে চলে এসেছে কুকুর ছানাগুলো!' অনিশ্চিতভাবে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি হার্ডিনের দিকে।

হার্ডিন হেসে উঠে ফিরে আসতে বললেন তাঁকে হাত নেড়ে। 'আমি বলে রেখেছি, ওদের এখানেই নিয়ে আসা হবে।'

'এখানে? কী জন্য? তুমি ওদের খুব বেশি সম্মান দেখাচ্ছ!'

'লাল ফিতের কড়াকড়ি মেনে চলার বয়স আর এখন নেই আমার। তাছাড়া ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে ডীল করার সময় তোষামোদটা বেশ কাজে দেয়। বিশেষ করে তখন, যখন এ জন্যে কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে না।' চোখ টিপলেন তিনি। 'বোসো, লী। আমাকে তুমি শুধু তোমার নৈতিক সমর্থনটা দিয়ে যাও। ঐ ছোকরা সেরম্যাকের ব্যাপারে জিনিসটা দরকার হবে আমার।'

'সেরম্যাক লোকটা কিন্তু বিপজ্জনক,' গম্ভীর মুখে বললেন লী। 'লোক আছে ওর পেছনে। সুতরাং আণ্ডারএস্টিমেট কোরো না ওকে।'

'কাউকে কখনো আণ্ডারএস্টিমেট করেছি আমি এ পর্যন্ত?'

'ঠিক আছে, তাহলে ওকে গ্রেফতার কর। কোনো না কোনো অভিযোগ খাড়া করে ফেলতে পারবে তুমি পরে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হার্ডিন এই শেষ উপদেশটা উপেক্ষা করলেন। 'ওরা এসে পড়েছে, লী।' সিগন্যালে সাড়া দিয়ে ডেস্কের নিচের পেডালে চাপ দিলেন হার্ডিন। এক পাশে সরে গেল দরজাটা।

প্রতিনিধিদলের চারজন সার বেঁধে ঢুকল। হার্ডিন হাত নেড়ে তাঁর ডেস্কের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে রাখা আর্মচেয়ারে বসার ইঙ্গিত করলেন তাদেরকে। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল তারা। বসল চেয়ারে। মেয়রকে প্রথমে কথা বলার সুযোগ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শান্তভাবে।

অদ্ভুতরকমের কারুকাজ করা সিগার বক্সের ঢাকনা খুললেন হার্ডিন। জর্ড ফারা একসময় ব্যবহার করতেন বাক্সটা। অনেক আগে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া ইনসাইক্লোপীডিস্টদের যুগের সেই বোর্ড অভ ট্রাস্টিজের সদস্য জর্ড ফারা। বাক্সটা স্যানটানির তৈরি খাঁটি এম্পায়ার আমলের জিনিস। যদিও ওটায় এখন যে সিগারগুলো রয়েছে, সেগুলো টার্মিনাসেই তৈরি। গম্ভীর মুখে একে একে চারজন চারটি সিগার নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করল।

ডান দিক থেকে দু' নম্বর চেয়ারে বসেছে সেফ সেরম্যাক। এই তরুণ দলের তরুণতম সদস্য সে। নিখুঁতভাবে ছাঁটা খাড়া খাড়া হলদে গোঁফ আর ধূসর গভীর চোখ তাকে অন্য সবার চেয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বাকি তিনজনকে তো হার্ডিন একবার দেখেই বাতিল করে দিলেন। নেহাতই সাদামাঠা এবং অনাকর্ষণীয় তাদের চেহারা ও হাবভাব। সেরম্যাকের ওপরই মনোনিবেশ করলেন তিনি। সিটি কাউন্সিলে তাঁর প্রথম টার্মেই বেশ কয়েকবার গোলমাল পাকিয়ে শান্ত পরিস্থিতি উল্টে-পাল্টে একেবারে অশান্ত করে দিয়েছে সেরম্যাক। তাকে লক্ষ্য করে হার্ডিন বলে উঠলেন, 'গত মাসে সেই অসাধারণ বক্তৃতার পর থেকে আমি বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ছিলাম, কাউন্সিলম্যান। বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র নীতির ওপর আপনার আক্রমণটা জুতসই ছিল খুব।'

চোখ জোড়া জ্বলে উঠল সেরম্যাকের। 'আপনার আগ্রহ আমাকে সম্মানিত করেছে। আক্রমণটা হয়ত জুতসই ছিল, হয়ত বা ছিল না, তবে ন্যায়সঙ্গত যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'খুব সম্ভব! অবশ্য আপনার মতামত আপনার নিজের। কিন্তু তারপরেও বলব, আপনি বয়সে তরুণ।'

কাঠ-শুকনো গলায় সেরম্যাক জবাব দিল, 'জীবনের একটা বিশেষ সময়ে প্রত্যেককেই এই দোষে দোষী হতে হয়। আপনি যখন শহরের মেয়র নিযুক্ত হন তখন আপনার বয়স আমার বয়সের চেয়ে দু'বছর কম ছিল।'

মনে মনে হাসলেন হার্ডিন। বাচ্চা ছেলেটা খুবই ঠাণ্ডা মাথার খদ্দের। বললেন, 'আমি ধরে নিচ্ছি কাউন্সিল চেম্বারে যে পররাষ্ট্রনীতি আপনাকে বিরক্ত করে তুলেছিল সেই ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই এসেছেন আপনি। আপনি কি আপনার তিন সহকর্মীর পক্ষ থেকে কথা বলছেন, না আপনাদের সবার কথাই শুনতে হবে আমাকে আলাদা আলাদা ভাবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার তরুণের মধ্যে ত্বরিত দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল একবার। আলতো করে চোখের পাতাগুলো নামল-উঠল।

গম্ভীর চালে সেরম্যাক বলল, 'আমি টার্মিনাসের জনগণের হয়ে কথা বলছি– একটি রাবার স্ট্যাম্প বডিকে যারা কাউন্সিল নামে ডাকে এবং সেখানে সত্যিকার অর্থে যাদের কোনো প্রতিনিধি নেই সেই জনগণের হয়ে কথা বলছি আমি।'

'বটে। যা বলার আছে বলে যান।'

'মি. মেয়র, আমরা অসন্তুষ্ট–'

' "আমরা" বলতে আপনি নিশ্চয়ই "জনগণ"-কে বোঝাচ্ছেন, তাই না?'

একটা ফাঁদের আভাস পেয়ে দৃষ্টি বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠল সেরম্যাকের। বরফশীতল কণ্ঠে সে বলল, 'আমার বিশ্বাস, আমার দৃষ্টিভঙ্গি টার্মিনাসের অধিকাংশ ভোটারের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। এবার চলবে আপনার?'

'এ-কথার পর আর প্রমাণ দরকার হয় না। সে যাই হোক, বলে যান। আপনারা অসন্তুষ্ট।'

'হ্যাঁ, যে-নীতি গত তিরিশ বছর ধরে টার্মিনাসকে বাইরের অবধারিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রমেই অসহায় আর নির্জীব করে তুলেছে সেই নীতির ব্যাপারে আমরা অসন্তুষ্ট।'

'আচ্ছা। আর তাই–? বলে যান, বলে যান।'

'আর তাই আমরা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে যাচ্ছি। এমন একটি দল যা টার্মিনাসের আশু চাহিদাগুলোর পক্ষে কথা বলবে, ভবিষ্যৎ এম্পায়ার-এর রহস্যময় "সুস্পষ্ট পরিণতির" পক্ষে নয়। আমরা আপনাকে আর আপনার থুতু-চাটা, ঘোঁট পাকানো মোসাহেবদেরকে সিটি হল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছি– আর সেটা খুব শিগগিরই।'

'যদি না? এসব ক্ষেত্রে সব সময়ই একটা "যদি না" থাকে, আপনি জানেন নিশ্চয়ই?'

'যদি না আপনি এই মুহূর্তে পদত্যাগ করেন, শুধু এটুকুই। আমি আপনাকে আপনার নীতি পরিবর্তন করতে বলছি না– অতোখানি বিশ্বাস আপনাকে করি না আমি। আপনার প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নেই। স্রেফ পদত্যাগ ছাড়া আর কিছু গ্রহণীয় নয় আমাদের কাছে।'

'বটে!' আড়াআড়িভাবে পা রেখে চেয়ারটাকে পেছন দিকে ঠেলে দু'পায়ের ওপর দাঁড় করালেন হার্ডিন। 'এটাই তাহলে আপনাদের চরমপত্র। আমাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। তবে কথা হচ্ছে, আমি এটাকে অগ্রাহ্যই করছি।'

'ভাববেন না এটা একটা ওয়ার্নিং, মি. মেয়র। এটা একটা ঘোষণা– কিছু নীতি আর সেগুলো কাজে পরিণত করার একটা ঘোষণা। আসলে নতুন দল ইতিমধ্যে গঠন করা হয়ে গেছে। আর দলটি আগামীকাল থেকে তার অফিশিয়াল কাজকর্ম শুরু করবে। আপোষের কোনো অবকাশ নেই। ইচ্ছেও নেই। আর খোলাখুলিই বলছি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শহরের প্রতি আপনার অবদানের কারণেই আপনাকে মুক্তির একটা সহজ পথ বাতলে দিলাম আমরা। আমি জানতাম, আপনি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। তবে পদত্যাগটা যে জরুরি, সেটা আরো জোরালো আর একেবারে অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেবে সামনের নির্বাচন।'

উঠে দাঁড়াল সেরম্যাক। তারপর বাকি তিনজনকে উঠে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করল।

হার্ডিন হাত তুলে বলে উঠলেন, 'থামুন! বসুন!'

একটু তৎপর ভঙ্গিতেই ফের বসে পড়ল সেরম্যাক। মনে মনে হাসলেন হার্ডিন। একটা প্রস্তাবের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি– একটা প্রস্তাব।

জিগ্যেস করলেন, 'আপনি চান আমাদের পররাষ্ট্রনীতি বদলানো হোক। কিন্তু ঠিক কোন ব্যাপারে? কীভাবে? আপনি কি চান, আমরা চার রাজ্যকে এই মুহূর্তে আক্রমণ করি, চারটিকে একই সঙ্গে?'

'সে-ধরনের কোনো পরামর্শ আমি দিচ্ছি না, মি. মেয়র। আমাদের প্রস্তাবটা সরল। সব ধরনের তোষামোদ অবিলম্বে বন্ধ হোক। আপনার প্রশাসনিক আমলের গোটা সময় জুড়ে আপনি রাজ্যগুলোকে সায়েন্টিফিক এইড দেবার একটা নীতি মেনে চলেছেন। আপনি ওদের পারমাণবিক শক্তি যোগান দিয়েছেন। ওদের টেরিটোরিতে পাওয়ার প্ল্যান্ট পুনঃনির্মাণে সাহায্য করেছেন। আপনি মেডিক্যাল ক্লিনিক, রাসায়নিক গবেষণাগার আর কল-কারখানা স্থাপন করেছেন রাজ্যগুলোয়।'

'তো? আপনার আপত্তিটা কোথায়?'

'কাজটা আপনি করেছেন যাতে ওরা আমাদের আক্রমণ না করে সেজন্য। ঘুষ হিসেবে এসব ব্যবহার করে আপনি এই বিরাট ব্ল্যাকমেইল খেলায় একটা বোকার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে টার্মিনাসকে শুষে ছোবড়া করে দেবার সুযোগ দিয়েছেন। ফলে আমরা এখন এসব অসভ্য বর্বরদের করুণার পাত্র হয়ে পড়েছি।'

'কীভাবে?'

'আপনি ওদের ক্ষমতা দিয়েছেন, অস্ত্র দিয়েছেন, নেভির শিপগুলো মেরামত করে দিয়েছেন। ফলে, তিন দশক আগে ওদের যে-শক্তি ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধরে এখন ওরা। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে ওদের দাবি। এক সময় ওদের নতুন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ওরা ওদের সব দাবি একসঙ্গে আদায় করে নেবে টার্মিনাসে আক্রমণ চালিয়ে। ব্ল্যাকমেইল নামক খেলাটি সচরাচর এভাবেই শেষ হয় না কি?'

'তা, আপনি কীভাবে এ প্রতিকার করতে বলেন?'

'অবিলম্বে ঘুষ দেয়া বন্ধ করুন। চেষ্টা করুন খোদ টার্মিনাসকে শক্তিশালী করার। অ্যাণ্ড অ্যাটাক ফার্স্ট!'

সেরম্যাকের গোঁফজোড়ার দিকে বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন হার্ডিন। আত্মবিশ্বাসে ছোকরা টইটম্বুর; তা না হলে এত কথা বলত না। কোনো সন্দেহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই, ওর কথাগুলো জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশেরই কথা, একটা বিরাট অংশের।

হার্ডিনের কণ্ঠে সামান্য বিরক্তির আভাস পাওয়া গেল, 'আপনি কি আপনার কথা শেষ করেছেন?'

'আপাতত।'

'বেশ। তা, আমার পেছনের দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখা লেখাটা কি আপনার নজরে পড়েছে? কী লেখা আছে পড়ুন দয়া করে।'

সেরম্যাকের ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল। 'লেখা তো রয়েছে, "সহিংসতা অক্ষমের শেষ অবলম্বন।" এটা বুড়োদের নীতি, মি. মেয়র।'

'নীতিটা কিন্তু আমি প্রয়োগ করেছিলাম তরুণ বয়সেই, মি. কাউন্সিলম্যান- এবং সাফল্যের সঙ্গে। আপনারা সবে জন্মেছেন তখন। অবশ্যি স্কুলে হয়ত কিছু পড়ে থাকবেন এ-ব্যাপারে।'

চোখ জোড়া ছোট করে সেরম্যাকের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর নিয়ন্ত্রিত সুরে বলে চললেন, 'হ্যারি সেলডন যখন এখানে ফাউণ্ডেশন স্থাপন করেন, তিনি বলেছিলেন, এটার উদ্দেশ্য বিশাল এক ইনসাইক্লোপীডিয়া তৈরি করা। পঞ্চাশটা বছর সেই আলেয়ার পেছনে ঘুরে মরেছি আমরা। তারপর টের পেয়েছি তাঁর আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। পুরনো এম্পায়ার-এর কেন্দ্রীয় অংশের সঙ্গে যখন যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেল, দেখলাম, মাত্র একটা শহরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি আমরা সব বৈজ্ঞানিক, যাদের কোনো কল-কারখানা নেই; অথচ চারপাশে নতুন গজিয়ে ওঠা শত্রুভাবাপন্ন চরম বর্বর রাজ্য ঘিরে আছে। বর্বরতার সাগরে আমরা পরিণত হলাম অ্যাটমিক-পাওয়ার সম্পন্ন একটা ছোট্ট দ্বীপে, শিকার হিসেবে যা খুবই মূল্যবান।

'এখনকার মতো তখনো চার রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল অ্যানাক্রিয়ন। তো, তারা সত্যি সত্যিই একটা ঘাঁটি স্থাপন করে বসল টার্মিনাসে। তখন শহরের শাসনকর্তারা অর্থাৎ ইনসাইক্লোপীডিস্টরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করলেন এটা আসলে গোটা গ্রহটাকে গ্রাস করে নেবার প্রাথমিক পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তো, এই ছিল পরিস্থিতি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি... মানে... প্রকৃত শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলাম। আপনি হলে এসময়ে কী করতেন?'

শ্রাগ করলেন সেরম্যাক। 'এটা তো একটা অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন হয়ে গেল। অবশ্যি *আপনি যা* করেছিলেন, তা আমার জানা আছে।'

'তারপরও আবার বলছি আমি। সম্ভবত আপনি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না। সে মুহূর্তে আসলে সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে একটা যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবার প্রলোভন ছিল প্রচণ্ড। ওটাই ছিল সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সহজ পথ। আর তাতে আত্মগরিমাও তুষ্ট হতো খুব। কিন্তু একই সঙ্গে চরম নির্বুদ্ধিতারও পরিচয় দেয়া হতো। *আপনি* হলে তা-ই করতেন। আক্রমণ করে বসতেন আগেভাগে। কিন্তু তার

www.BanglaBook.org

বদলে আমি কী করলাম? বাকি তিনটা রাজ্য সফর করলাম এক এক করে। প্রতিটি রাজ্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম যে, অ্যাটমিক পাওয়ারের গোপন রহস্য অ্যানাক্রিয়নের হাতে পড়তে দিলে সেটা হবে নিজের হাতে নিজের গলা কাটার শামিল। বললাম, তাদের উচিত সবচেয়ে সহজ উপায় অবলম্বন করা। ব্যস, ওই পর্যন্তই। অ্যানাক্রিয়নিয়ান ফোর্স টার্মিনাসে ল্যাণ্ড করার এক মাসের মধ্যে তিন প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা যৌথ চরমপত্র পেল অ্যানাক্রিয়ন। সাতদিন পর একজন অ্যানাক্রিয়নবাসীকেও আর দেখা গেল না টার্মিনাসে।

'তো, এখন বলুন, ভায়োলেন্সের কোনো দরকার ছিল?'

সেরম্যাক চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ তার সিগারের শেষাংষের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভস্মীকরণ যন্ত্রের সংকীর্ণ ঢালু পথটার ভেতর।

'দুটো পরিস্থিতির মধ্যে আমি তো কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না,' বলল সে অবশেষে। 'ছুরির কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই একজন ডায়াবেটিক রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসবে ইনসুলিন, কিন্তু অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্যে অপারেশন দরকার। আপনি এটা এড়াতে পারবেন না। অন্যান্য পথ ব্যর্থ হওয়ার পর আপনার পরামর্শমতো ঐ শেষ পথ অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় কী? আমরা যে এ-পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছি সে তো আপনারই দোষে।'

'আমার দোষে? ও হ্যাঁ, আবার সেই আমার তোষামোদ-নীতি। মনে হচ্ছে ঐ পরিস্থিতির একেবারে প্রাথমিক দাবিগুলো কী ছিল সেটাই ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি আপনি এখনো। অ্যানাক্রিয়নের লোকজন চলে যেতেই কিন্তু আমাদের সমস্যা শেষ হয়ে গেল না। উল্টো, শুরু হলো মাত্র। চার রাজ্যের সঙ্গে শত্রুতা আমাদের আরো বেড়ে গেল। তার কারণ, অ্যাটমিক পাওয়ার চাইছিল প্রত্যেকেই। আর প্রত্যেকেই বাকি তিন রাজ্যের ভয়ে আমাদের গলা কাটা থেকে বিরত রইল। ধারাল একটা তলোয়ারের ঠিক ডগার ওপর যেন বসে আছি আমরা, যে কোনো দিকে একটু ঝুঁকলেই অবস্থা সঙ্গীন– যেমন ধরুন, একটা রাজ্য বাকি তিনটির চেয়ে খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়ল অথবা দুটো রাজ্য একটা কোয়ালিশন গঠন করে ফেলল– বুঝতে পারছেন তো?'

'বিলক্ষণ। সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার একটা মোক্ষম সময় ছিল সেটা।'

'ঠিক তার উল্টো। সর্বাত্মক শক্তিতে যুদ্ধ ঠেকানোর প্রস্তুতি নেবার সময় ছিল সেটা। এক রাজ্যকে আরেকটার পিছে লাগিয়ে দিলাম আমি। পালাক্রমে প্রত্যেকের দিকেই আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলাম। পালাক্রমে প্রত্যেককেই সাহায্য করলাম বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিক্ষা, সায়েন্টিফিক মেডিসিন, ইত্যাদি দিয়ে। সামরিক অভিযানের লক্ষ্যস্থল নয়, টার্মিনাসকে স্রেফ একটা সমৃদ্ধশালী বিশ্ব হিসেবে বেশি মূল্যবান করে তুললাম ওদের চোখে। তিরিশ বছর ধরে কাজ দিয়েছে এই কৌশল।'

'কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি বাধ্য হয়েছেন এসব সায়েন্টিফিক গিফটের চারপাশে একটা হাস্যকর ধর্মীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। সায়েন্টিফিক এসব গিফট দিয়ে আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আধা-ধর্মীয়, আধা-অর্থহীন একটা ব্যাপার গড়ে তুলেছেন। একটা যাজকতন্ত্র তৈরি করেছেন আপনি। সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের জটিলতা।'

ভুরু কুঁচকে গেল হার্ডিনের। 'তাতে কী হয়েছে? এর সঙ্গে আমাদের বিতর্কের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক কোথায় আমি তো বুঝতে পারছি না। কাজটি আমি ওভাবে শুরু করেছিলাম তার কারণ বর্বররা আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে মনে করেছিল মোহিনী এক জাদুবিদ্যা, আর সেভাবেই ব্যাপারটা ওদের গ্রহণ করানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। যাজকতন্ত্র আপনা আপনিই গড়ে উঠল। আর আমরা যদি কোনোরকম সাহায্য করে থাকি তো সেটা এই পর্যন্তই যে, আমরা তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি করিনি। এটা একটা মামুলি ব্যাপার।'

'কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর দায়িত্ব আছে তো এই প্রিস্টরাই। এবং সেটা কোনো মামুলি ব্যাপার *নয়*।

'ঠিক। তবে ওদের ট্রেনিং দিয়েছি *আমরাই*। আর এসব যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ওদের জ্ঞান কেবলমাত্র অভিজ্ঞতানির্ভর, আই মিন ইমপেরিক্যাল। তাছাড়া ওদের চারপাশে ঐ হাস্যকর ধর্মীয় ব্যবস্থার ওপরও অগাধ বিশ্বাস রয়েছে ওদের।'

'কিন্তু ধরুন, কেউ যদি ঐ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে, আর শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞানের ঊর্ধ্বে ওঠার মতো প্রতিভাসম্পন্ন হয়, সেক্ষেত্রে তাকে আসল টেকনিকগুলো শেখা থেকে আর সেগুলো সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করে দেয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখবে কে? রাজ্যগুলোর কাছে আমাদের আর কী মূল্য থাকবে?'

'সে সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ, সেরম্যাক। আপনি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখছেন না। চার রাজ্যের গ্রহগুলো থেকে সেরা লোকজনকে এই ফাউণ্ডেশনে পাঠানো হয়–যাজকতন্ত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় তাদের। এদের মধ্যে আবার যারা সেরা বলে বিবেচিত হয়, তারা থেকে যায় রিসার্চ স্টুডেন্ট হিসেবে। আপনি যদি ভেবে থাকেন, এরা অ্যাটমিক পাওয়ার, ইলেকট্রনিক্স আর হাইপারওয়ার্প-এর রহস্য ভেদ করে ফেলবে, তাহলে বলতেই হয় বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনার ধারণা খুবই হাস্যকর ও রোমান্টিক। তার কারণ, সত্যিকার অর্থে, বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানই নেই এদের, তার ওপর, প্রিস্টদের বিকৃত ভুল-ভালে ভরা শিক্ষায় শিক্ষিত এরা। অথচ অ্যাটমিক পাওয়ার ইত্যাদির রহস্য ভেদ করতে হলে উর্বর মস্তিষ্ক আর দীর্ঘদিনের ট্রেনিং দরকার।'

হার্ডিনের বক্তৃতার এক পর্যায়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ইয়োহন লী। হার্ডিনের কথা শেষ হতে ফিরে এলেন তিনি। কাছে যেয়ে কানে কানে কী যেন বললেন। উত্তরে হার্ডিনও কিছু বললেন। সীসার তৈরি একটা সিলিণ্ডার হার্ডিনের হাতে তুলে দিলেন লী। তারপর চার প্রতিনিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চেয়ারে বসে পড়লেন নিজের।

কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর হার্ডিন হঠাৎ জোরে একটা মোচড় দিয়ে খুলে ফেললেন সিলিণ্ডারটা। সাঁৎ করে একটা ভাঁজ করা কাগজ বেরিয়ে পড়ল সেটার

www.BanglaBook.org

ভেতর থেকে। সেরম্যাক ছাড়া বাকি তিনজন একটা ত্বরিত দৃষ্টি হানলেন সেটার দিকে।

হার্ডিন বলে উঠলেন, 'সংক্ষেপে, সরকার যা বলতে চায় তা হচ্ছে, সরকার জানে, সে কী করছে।' কথা শেষ করে পড়তে শুরু করলেন তিনি। একগাদা জটিল আর অর্থহীন কোডে ভরা কাগজটা। এক কোনায় পেন্সিলে লেখা তিনটি শব্দে মূল মেসেজটা লেখা। এক নজর সেটা দেখেই ভস্মীকরণ যন্ত্রের শ্যাফটের ভেতর গাছাড়াভাবে কাগজটা ঢুকিয়ে দিলেন তিনি।

'আমাদের সাক্ষাৎকারপর্ব এখানেই শেষ হচ্ছে,' বললেন তিনি। 'আপানাদের সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়েছি আমি। এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ।' দায়সারাভাবে সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন হার্ডিন। সার বেঁধে বেরিয়ে গেল প্রতিনিধি চারজন। হার্ডিন সাধারণত কম হাসেন, কিন্তু সেরম্যাক এবং তার তিন নীরব সঙ্গী বেরিয়ে খানিকদূর যাবার পরই তিনি মুখ টিপে একটা চাপা হাসি হাসলেন।

'ধাপ্পাবাজির যুদ্ধটা কেমন লাগল, লী?'

অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করলেন লী। '*লোকটা* ধাপ্পা দিচ্ছে বলে কিন্তু মনে হয়নি আমার। ওর সঙ্গে নরম ব্যবহার কর, দেখবে সামনের নির্বাচনে জিতে গেছে সে তার কথামত।'

'হতেই পারে, তা হতেই পারে– যদি না তার আগেই কিছু ঘটে যায়।'

'এবার যেন ওরা উল্টো-পাল্টা কিছু ঘটাতে না পারে সেদিকে নজর রেখ, হার্ডিন। আমি তোমাকে বলে রাখছি, এই সেরম্যাকের একটা বিরাট জনসমর্থন রয়েছে। যদি সে সামনের নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাহলে? শক্তিপ্রয়োগ সম্পর্কে তোমার ঐ স্লোগান সত্ত্বেও কিছু তুমি আর আমি একবার শক্তি প্রয়োগ করেই কার্যোদ্ধার করেছিলাম।'

একটা ভুরু ওপরে উঠে গেল হার্ডিনের: 'আজ তুমি বড্ড হতাশাবাদী হয়ে পড়েছ, লী। আবার তার উল্টোটাও বটে, নইলে শক্তি প্রয়োগের কথা বলতে না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের সেই ছোট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে কোনো রক্তপাত হয়নি, কোনো প্রাণহানি ঘটেনি, ওটা ছিল সঠিক সময়ে নেয়া একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ: আর সেটা সম্পন্ন হয়েছে নির্বিঘ্নে, বিনা প্রয়াসে: তবে বেশ পরিশ্রমের ফলে। অবশ্যি সেরম্যাক পুরোপুরি উল্টো ধরনের মানুষ। তুমি আর আমি, বুঝেছ, লী, ইনসাইক্লোপীডিস্ট নই। *আমাদের* একটা প্রস্তুতি আছে। ছোকরাদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা কর। কিন্তু দেখ, ওরা যেন কিছু টের না পায়।'

যেন বেশ মজা পেয়েছেন, এমনভাবে হেসে উঠলেন লী। 'তোমার অর্ডার পাবার অপেক্ষায় বসে আছি বলে মনে করেছ? সেরম্যাক আর তার সঙ্গী-সাথীদের চোখে চোখে রাখা হচ্ছে তা প্রায় এক মাস হতে চলল।'

একটা চাপা হাসি হাসলেন মেয়র। 'তাই! তাহলে তো সব ঠিকই আছে। ভাল কথা,' গলা একটু খাদে নামালেন তিনি, 'অ্যামব্যাসাডার ভেরিসফ টার্মিনাসে ফিরে আসছেন। আশা করছি সাময়িকভাবে।'

www.BanglaBook.org

খানিক নীরবতা। তারপর লী বললেন, 'মেসেজে তাই লেখা ছিল? এর মধ্যে সবকিছু ভেঙে পড়ছে নাকি?'

'জানি না। ভেরিসফ কী বলে সেটা শোনার আগ পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। ভেঙে পড়তেই পারে। তবে তা হতে হবে ইলেকশনের আগে। কিন্তু তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'কারণ, আমি জানি না কী ঘটতে যাচ্ছে, বা পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে। তুমি খুব চাপা স্বভাবের লোক, হার্ডিন। কী করছ, না-করছ, তা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'ব্রুটাস, তুমিও!' বিড়বিড় করে বললেন হার্ডিন। তারপর গলায় জোর এনে বললেন, 'এর মানে কি এই যে তুমিও সেরম্যাকের দলে যোগ দিচ্ছ?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে উঠলেন লী। 'ঠিক আছে। তুমিই জিতলে। তা, লাঞ্চটা সারা যায় না এখন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তি করায় হার্ডিন সিদ্ধহস্ত। এ ধরনের বহু উক্তিই হার্ডিনের নামে চালু আছে, যদিও সেগুলোর একটা বিরাট অংশই তাঁর কিনা সে-নিয়ে প্রবল সংশয় আছে। তারপরেও বলা হয়ে থাকে, একবার নাকি তিনি বলেছিলেন:

'খোলামেলা হওয়ার কিছু সুবিধা আছে, বিশেষ করে, লুকোছাপার ব্যাপারে যদি কারো খ্যাতি থেকে থাকে।'

একাধিকবার সে-উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ হয়েছে পলি ভেরিসফের। তার কারণ, বর্তমানে তিনি অ্যানক্রিয়নে তাঁর দ্বৈত পদমর্যাদার চতুর্দশ বছর অতিবাহিত করছেন– এমনই এক দ্বৈত পদমর্যাদা যার ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়ে তাঁর প্রায়ই অপ্রসন্নচিত্তে মনে পড়ে উত্তপ্ত ধাতব মেঝের ওপর খালি পায়ে নাচার কথা।

অ্যানাক্রিয়নের জনগণের কাছে তিনি হাই প্রিস্ট, ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি– যে ফাউণ্ডেশন 'বর্বর' জনসাধারণের কাছে এক চূড়ান্ত রহস্য, যে ফাউণ্ডেশন হার্ডিন আর তাঁদের তৈরি করা ধর্মের বাস্তব ভিত্তিভূমি। এই পদমর্যার কারণে বেশ শ্রদ্ধা-ভক্তি পান তিনি মানুষের। কিন্তু বড্ড ক্লান্তিকর লাগে তাঁর কাছে এই শ্রদ্ধা। তার কারণ, যে আচার-ব্যবস্থার তিনি কেন্দ্রস্থল সেটাকেই তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। একেবারে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন।

কিন্তু অ্যানাক্রিয়নের রাজার কাছে তিনি সাধারণ একজন রাষ্ট্রদূত মাত্র। তবে এমন এক শক্তির দূত তিনি, যে-শক্তি একই সঙ্গে ভীতিকর এবং লোভনীয়। আগের বৃদ্ধ রাজা এবং বর্তমানে সিংহাসনে আসীন তার তরুণ পৌত্র– দু'জনের কাছেই।

মোটের ওপর তাঁর পেশা খুব একটা সুবিধের নয়। তিন বছর পর এলেন তিনি ফাউণ্ডেশনে। একটা বিরক্তিকর ঘটনা আসতে বাধ্য করেছে তাকে। কিন্তু তার পরেও অনেকটা ছুটি কাটানোর মেজাজ নিয়েই এসেছেন তিনি এখানে।

আর কাকপক্ষীকেও জানাতে না দিয়ে আসাটা যেহেতু এবারই প্রথম নয় তাঁর জন্যে আর তাই আবার আগের কৌশলটাই ব্যবহার করলেন তিনি।

পাদ্রির পোশাক ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরে নিলেন। ছুটির একটা আমেজ সেই পোশাকেই ফুটে উঠল। তারপর ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশে চড়ে বসলেন একটা প্যাসেঞ্জার লাইনারে। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায়। টার্মিনাসে নেমে স্পেস-পোর্টের ভিড়

www.BanglaBook.org

ঠেলে বাইরে এসে একটা পাবলিক ভিসিফোনে যোগাযোগ করলেন সিটি হলের সঙ্গে।

বললেন, 'আমার নাম জ্যান স্মাইট। আজ বিকেলে মেয়রের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

অপর প্রান্তের নিষ্প্রাণ গলার মহিলা দ্বিতীয় একটি সংযোগ স্থাপন করে কিছু কথা বিনিময় করল। তারপর শুকনো, যান্ত্রিক কণ্ঠে ভেরিসফকে জানাল, 'মেয়র হার্ডিন আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, স্যার, তারপরই নেই হয়ে গেল স্ক্রীন থেকে।

অ্যানাক্রিয়নের রাষ্ট্রদূত টার্মিনাস সিটি *জার্নালের* সর্বশেষ সংস্করণের একটা কপি কিনলেন। সিটি হল পার্কের দিকে এগুলেন ধীর পায়ে। প্রথম যে খালি বেঞ্চটা সামনে পড়ল সেটাতেই বসে পড়লেন। তারপর সময় কাটানোর জন্যে একে একে সম্পাদকীয়, খেলার পাতা আর কমিক শিটটা শেষ করলেন। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে কাগজটা বগলদাবা করে ঢুকে পড়লেন সিটি হলে। সোজা চলে এলেন হার্ডিনের রুমে।

পরিচয় লুকোবার কোনো চেষ্টা করেননি বলেই এত কিছুর পরেও কেউ-ই চিনতে পারল না তাঁকে।

হার্ডিন মুখ তুলে তাকালেন। আকর্ণ বিস্তৃত এক হাসি উপহার দিলেন হাই প্রিস্টকে। 'নাও, সিগার খাও। ভ্রমণটা কেমন হলো?'

ভেরিসফ এগিয়ে এসে নিজেই একটা সিগার তুলে নিলেন। 'ইন্টারেস্টিং। আমার পাশের কেবিনেই এক পাদ্রি উঠেছিল। ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য রেডিও অ্যাকটিভ সিনথেসিস তৈরির ব্যাপারে একটা স্পেশাল কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে টার্মিনাসে আসার জন্যে–'

'লোকটা নিশ্চয়ই ঠিক "রেডিও অ্যাকটিভ সিনথেসিস" কথাটা ব্যবহার করেনি?'

'অবশ্যই *না*। তার কাছে জিনিসটা হোলি ফুড– পবিত্র পথ্য।'

হাসলেন মেয়র। 'বলে যাও।'

'ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে এক আলাপ ফেঁদে আমাকে তো সে একরকম মুগ্ধই করে ফেলল। খুব এক চোট চেষ্টা চালাল নোংরা ইহজাগতিক চিন্তা ভাবনা থেকে আমাকে মুক্ত করে আনতে।'

'অথচ নিজের দেশের হাই প্রীস্টকে ঘুণাক্ষরেও চিনতে পারল না?'

'আমার ঐ গাঢ় লাল আলখাল্লা ছাড়া? তাছাড়া লোকটা স্মিরনিয়ার বাসিন্দা। যাই হোক, অভিজ্ঞতাটা বেশ মজার। রিলিজিয়ন অভ সায়েন্স-এর এই গেড়ে বসার ব্যাপারটা কিন্তু লক্ষ্য করার *বিষয়*, হার্ডিন। ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি– স্রেফ খেয়ালের বশেই অবশ্য। কোথাও ছাপাবার ইচ্ছে নেই। তো, সমস্যাটিকে আমি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছি। দেখিয়েছি যে গ্যালাক্সির প্রান্তসীমায় যখন প্রাচীন সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরল, তখন কিন্তু বিজ্ঞান খোদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিজ্ঞান হিসেবে আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোতে তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। আবার গ্রহণযোগ্য হতে হলে একে এক নতুন রূপে হাজির হতে হতো– আর এই যাজকতন্ত্র ঠিক সেই কাজটিই করছে, অর্থাৎ বিজ্ঞানকে মানুষের সামনে একটা নতুন রূপে হাজির করছে। সিম্বলিক লজিক ব্যবহার করলেই খুব চমৎকারভাবে বেরিয়ে আসে ব্যাপারটা।'

'ইন্টারেস্টিং!' মেয়র তাঁর হাত দুটো ঘাড়ের পিছে রাখলেন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'অ্যানাক্রিয়নের পরিস্থিতি কেমন?'

ভুরু জোড়া ধনুক করে মুখ থেকে সিগারটা বের করলেন ভেরিসফ। বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। বললেন, 'তা, পরিস্থিতি বেশ খারাপ।'

'নইলে কি আর তুমি আসতে এখানে?'

'তা ঠিক। তো, পরিস্থিতিটা এ রকম– অ্যানাক্রিয়নের সব কলকাঠি নাড়াচ্ছেন প্রিন্স রিজেন্ট (রাজপুত্রের প্রতিনিধিত্বকারী শাসক– অনুবাদক) উইনিস। রাজা লিপল্ডের চাচা।'

'সে কথা আমি জানি। কিন্তু লিপল্ড তো সামনের বছরই সাবালক হচ্ছে, তাই না? আগামী ফেব্রুয়ারিতেই বোধহয় ষোলতে পড়ছে সে।'

'হ্যাঁ।' বিরতি, তারপর বিরক্তিভরা কণ্ঠ, '*যদি* বেঁচে থাকে তদ্দিন পর্যন্ত। লিপল্ডের বাবার মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। শিকারের সময় একটা সুচ-বুলেট এসে বেঁধে তাঁর বুকে। বলা হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট।'

'হুম্! টার্মিনাস থেকে ওদের যখন আমরা লাথি মেরে তাড়াই তখন অ্যানাক্রিয়নে একবার দেখেছিলাম বোধহয় উইনিসকে। তুমি তখনো হাই প্রীস্ট হওনি। যদ্দুর মনে পড়ে, লোকটা কালো, চুলও কালো, ডান চোখটা একটা ট্যারা, নাকটা বড়শির মতো হাস্যকর রকমের বাঁকা। বয়সে তরুণ ছিল তখন।'

'একই লোক। বড়শির মতো নাক আর ট্যারা চোখ এখনো আছে। চুলগুলো শুধু পেকে গেছে। পানি ঘোলা করছে সে-ই। ভাগ্য বলতে হবে, পুরো গ্রহে তার মতো নির্বোধ আর একটাও নেই: ধূর্ত একটা শয়তান বলে ভাবে নিজেকে; তাতে ওর নির্বুদ্ধিতাই প্রকট হয়ে ওঠে আরো।'

'সেটাই স্বাভাবিক।'

'ডিম ভাঙতে অ্যাটমিক ব্লাস্টার ব্যবহার করার পক্ষপাতী লোকটা। দু'বছর আগে বুড়ো রাজা মারা যাওয়ার ঠিক পরপরই মন্দিরের সম্পত্তির ওপর ট্যাক্স বসাতে চেয়েছিল সে। মনে পড়ে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন হার্ডিন। মৃদু হাসলেন তারপর। 'পাদ্রিরা তাতে মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল।'

'লুক্রেজা থেকে শোনা গিয়েছিল সেই চেঁচামেচি। এর পর থেকে সে যাজকতন্ত্রের সঙ্গে বেশ বুঝে সমঝে চলে বটে, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে পরিস্থিতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোলা করার ব্যাপারটা ঠিকই বজায় রেখে চলেছে। একদিক দিয়ে এটা আমাদের জন্যে দুঃখজনক; লোকটার আত্মবিশ্বাস সীমাহীন।'

'তুমি যাকে সীমাহীন আত্মবিশ্বাস বলছ সেটা সম্ভবত অতি খেসারত দেয়া হীনমন্যতা। রাজ পরিবারের ছোট ছেলেরা ওরকমই হয়।'

'কিন্তু দুটোর ফল তো সেই একই। ফাউণ্ডেশন আক্রমণ করার উদগ্র বাসনায় ওর মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। ব্যাপারটা গোপন করার খুব একটা চেষ্টাও সে করে না। আর অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আক্রমণ করার মতো অবস্থাও তার আছে। বুড়ো রাজা একটা অসাধারণ নেভি গড়ে দিয়ে গিয়েছিল। আর উইনিসও গত দু'বছর নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকেনি। আসলে মন্দিরের সম্পত্তির ওপর সে ট্যাক্স বসাতে চেয়েছিল তার অস্ত্র-ভাণ্ডারটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্যই। ওখানে কামড় বসাতে না পেরে সে ইনকাম ট্যাক্স দ্বিগুণ করে দেয়।'

'তাতে কোনো অসন্তোষ দেখা দেয়নি?'

'তেমন গুরুতর কিছু নয়। কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য থাকার ওপর জোর দিয়ে রাজ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে ধর্মীয় উপদেশ দেয়া হয়েছিল।'

'ঠিক আছে, পটভূমিটা জানা গেল। এখন বলো কী ঘটেছে?'

'দু'হপ্তা আগে অ্যানাক্রিয়নের এক মার্চেন্ট শিপ ওল্ড ইম্পেরিয়াল নেভির একটা পরিত্যক্ত ব্যাটল ক্রুজার-এর মুখোমুখি হয়। ক্রুজারটা নিঃসন্দেহে অন্তত তিন শতাব্দী ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মহাশূন্যে।'

আগ্রহে হার্ডিনের চোখের তারা জ্বলে উঠল। উঠে বসলেন তিনি। 'হ্যাঁ, শুনেছি আমি ওটার কথা। বোর্ড অভ নেভিগেশন আমার কাছে একটা আবেদন পাঠিয়েছিল, যাতে আমি শিপটা নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখি। বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে ওটা, যদ্দুর বুঝতে পারছি।'

শুকনো গলায় ভেরিসিফ বললেন, 'খুবই ভাল অবস্থায়। আপনি তাকে শিপটা ফাউণ্ডেশনের হাতে তুলে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শুনে গত হপ্তায় উইনিস তো চটে লাল।'

'এখনো কোনো জবাব দেয়নি সে।'

'দেবেও না– বন্দুক দিয়ে যদি দেয়; অন্তত ও তাই দিতে চায়। আমি যেদিন অ্যানাক্রিয়ন ছেড়ে আসি সেদিন সে আমার কাছে এসে অনুরোধ করল যাতে ফাউণ্ডেশন ব্যাটল ক্রুজারটিকে যুদ্ধের উপযোগী করে অ্যানাক্রিয়ন নেভির কাছে হস্তান্তর করে। লোকটা কী ধুরন্ধর দেখুন, বলে কিনা, গত হপ্তায় আপনার পাঠানো খবরটা নাকি আর কিছুই না, ফাউণ্ডেশনের অ্যানাক্রিয়ন আক্রমণের একটা পাঁয়তারা মাত্র। সে বলল, ব্যাটল ক্রুজার মেরামত করে দিতে অস্বীকার করলে নাকি তার সন্দেহটাই বদ্ধমূল হবে। সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিল ইঙ্গিতে যে, সেক্ষেত্রে অ্যানাক্রিয়নের আত্মরক্ষার ব্যাপারটা তাকে বাধ্য হয়েই দেখতে হবে। কথার কী ছিরি! বাধ্য হয়ে দেখতে হবে! তো, এজন্যই আমাকে দেখছেন এখানে।'

www.BanglaBook.org

মৃদু হাসলেন হার্ডিন।

ভেরিসফও হাসলেন। বললেন, 'আপনি প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেবেন সেটাই আশা করছে সে। তাহলে মোক্ষম একটা অজুহাত পেয়ে যাবে অবিলম্বে আক্রমণ করার।'

'সে আমি বুঝতে পারছি, ভেরিসফ। যাই হোক, মাস ছয়েকের মতো সময় আছে আমাদের হাতে। এর মধ্যে শিপটা মেরামত করে আমার শুভেচ্ছাসহ উপহার দিয়ে এসো ভদ্রলোককে। আমাদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ ওটার নতুন নাম দিও "দ্য উইনিস"।'

আবারো হেসে উঠলেন তিনি।

প্রত্যুত্তরে ভেরিসফের মুখেও হালকা হাসি ছড়াল। 'আশা করছি আপনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই পদক্ষেপটা নিচ্ছেন, হার্ডিন– কিন্তু আমি চিন্তিত বোধ করছি।'

'কোন ব্যাপারে?'

'এটা একটা পুরনো আমলের *শিপ*। এটার কিউবিক ক্যাপাসিটি গোটা অ্যানাক্রিয়ন নেভির অর্ধেক। গোটা একটা গ্রহ উড়িয়ে দেয়ার মতো অ্যাটমিক ব্লাস্ট আছে শিপটার। তাছাড়াও আছে এমন একটা শীল্ড, যেটা কোনো রকম রেডিয়েশন না ছড়িয়েই কিউ-বীম হজম করে ফেলতে পারে। এত ভাল একটা জিনিস কি হার্ডিন–'

'দেখ ভেরিসফ, তুমি আমি দু'জনেই জানি, তার হাতে এখন যে পরিমাণ অস্ত্র আছে তা দিয়ে অনায়াসে টার্মিনাসকে পরাজিত করতে পারে সে। আর ব্যাটল ক্রুজারটা মেরামত করে আমাদের কাজে লাগাবার অনেক আগেই সে এ কাজ করার শক্তি রাখে। সুতরাং শিপটা যদি আমরা তাকে দিয়ে ফেলি তাহলে এমন কী আর উনিশ-বিশ হবে? তুমি ভাল করেই জান, ব্যাপারটা শেষতক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে না।'

'হয়ত। কিন্তু হার্ডিন–'

'থেমে গেলে কেন? বলে ফেল–'

'দেখুন, এটা আমার প্রদেশ নয়, তা-ও বলছি। এই কাগজটা পড়ছিলাম।'

জার্নালটা ডেস্কের উপর বিছিয়ে প্রথম পাতার প্রতি মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'এই খবরটার মানে কী?'

হার্ডিন অলস চোখে একবার তাকালেন সেদিকে। 'একদল কাউন্সিল সদস্য নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করছে।'

অস্থির দেখাল ভেরিসফকে। 'আমি জানি, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। কিন্তু এরা তো দেখছি আপনার গায়ে হাত দিতেই বাকি রেখেছে শুধু। কতটা শক্তিশালী এরা?'

'ভীষণ শক্তিশালী। সামনের নির্বাচনের পর ওরা-ই সম্ভবত কাউন্সিল চালাবে।'

'তার আগে নয় তো?' মেয়রের দিকে তির্যক দৃষ্টি হানলেন ভেরিসফ। 'নির্বাচন ছাড়াও নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবার কায়দা আছে।'

'তুমি কি আমাকে উইনিস মনে করছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না। কিন্তু শিপটা মেরামত করতে মাস খানেক লেগে যাবে। আর তারপরই যে আক্রমণ হবে সেটা নিশ্চিত। আমরা বশ্যতা স্বীকার করলে সেটা ভয়ানক দুর্বলতার পরিচায়ক হবে। তাছাড়া ইম্পেরিয়াল ক্রুজারটা হাতছাড়া হলে উইনিস-এর নেভির শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। আমি একজন হাই প্রীস্ট– এটা যেমন সত্যি, ও যে হামলা করবে সেটাও তেমনি সত্যি। কেন ঝুঁকি নিচ্ছেন শুধু শুধু? দুটো কাজের একটা করুন– হয় নির্বাচনী প্রচারণার পরিকল্পনাটা কাউন্সিলের কাছে খোলাসা করে দিন, আর নয়তো অ্যানাক্রিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন।'

ভুরু কোঁচকালেন হার্ডিন। 'অ্যানক্রিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? সংকট দেখা দেবার আগেই? এই কাজটা আমি একদমই করতে পারব না। হ্যারি সেলডন আর তাঁর প্ল্যানের একটা ব্যাপার আছে, তুমি তো জানই।'

একটু ইতস্তত করে ভেরিসফ বিড়বিড় করে বললেন, 'আপনি তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিত, একটা প্ল্যান সত্যিই আছে?'

'সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই বললেই চলে,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন হার্ডিন। 'ভল্টটা খোলার সময় আমি সেখানে ছিলাম আর সেলডনের রেকর্ড করা বক্তব্যে পষ্ট করে বলা ছিল সেকথা।'

'আমি সেকথা বলিনি হার্ডিন। আমি ঠিক এই কথাটা বুঝতে পারছি না, এক হাজার বছরের পরের ইতিহাস কী আগে থেকে নির্ণয় করা সম্ভব? হতে পারে সেলডন ওভারএস্টিমেট করেছিলেন নিজেকে।' হার্ডিনের ব্যাঙ্গাত্মক হাসি দেখে খানিকটা মিইয়ে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, 'অবশ্যি আমি সাইকোলজিস্ট নই।'

'ঠিক তাই। আমরা কেউই নই। তবে যৌবনে কিছু প্রাথমিক ট্রেনিং নিয়েছিলাম– তার থেকে আমি কোনো ফায়দা নিতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু সাইকোলজির দৌড় কদ্দূর তা জানার জন্য যথেষ্ট ছিল ট্রেনিংটা। যা করতে পেরেছেন বলে সেলডন দাবি করেছেন, তা যে তিনি সত্যিই করেছেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটা সায়েন্টিফিক রিফিউজ বা বৈজ্ঞানিক আশ্রয় শিবির হিসেবে, যে আশ্রয় শিবিরের সাহায্যে মুমূর্ষু এম্পায়ারের বিজ্ঞান আর সংস্কৃতিকে সদ্য শুরু হওয়া বর্বরতার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত একটা দ্বিতীয় এম্পায়ারের ভেতর দিয়ে আবার প্রজ্বলিত করা হবে।''

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ভেরিসফ। 'সবাই জানে ঘটনাগুলো এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই *ঘটার কথা*। কিন্তু ঝুঁকি নেয়াটা কি পোষাবে আমাদের? শূন্যগর্ভ একটা ভবিষ্যতের জন্যে বর্তমানকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেব আমরা?'

'অবশ্যই দেব। তার কারণ, ভবিষ্যৎটা শূন্যগর্ভ নয় মোটেই। সেলডন এটা শুধু হিসেব করেই রেখে যাননি, একটা চিত্রও এঁকে দিয়ে গেছেন। আমাদের ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রতিটি সংকটের চেহারা-চরিত্র নির্ণয় করা হয়েছে। এসব সংকটের

www.BanglaBook.org

প্রত্যেকটি ঠিক তার পূর্ববর্তী সংকটের সাফল্যজনক সমাধানের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এটা সবে দ্বিতীয় সংকট– স্পেস জানে, সামান্য বিচ্যুতিও শেষ পর্যন্ত না জানি কী ফল বয়ে আনে।'

'এ হিসেব-নিকেশ নেহাতই অর্থহীন।'

'*না!* টাইম-ভল্টে সেদিন হ্যারি সেলডন নিজে বলেছেন, প্রতিটি সংকটের সময় আমাদের ফ্রীডম অভ অ্যাকশন সংকুচিত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে চলে আসবে যে, তখন মাত্র একটা পথে এগোনো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।'

'আমাদেরকে স্ট্রেইট অ্যাণ্ড ন্যারো– সরল ও সংকীর্ণ পথে চালিত করার জন্য?'

'হ্যাঁ, যাতে আমরা পথ হারিয়ে না ফেলি। আবার উল্টোভাবে একথাও ঠিক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত *একাধিক* পথে এগোনো সম্ভব হচ্ছে, ধরে নিতে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সংকট নেই বা আসেনি। ঘটনাপ্রবাহকে *অবশ্যই* নিজের মতো করে এগিয়ে যেতে দিতে হবে আমাদের। আর স্পেসের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি ঠিক তাই করতে যাচ্ছি।'

ভেরিসফ চুপ করে রইলেন। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছেন তিনি। মাত্র একবছর আগে সমস্যাটি নিয়ে হার্ডিন প্রথম আলাপ করেছিলেন তার সঙ্গে– সত্যিকারের এই সমস্যাটা নিয়ে। কী করে অ্যানাক্রিয়নের আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি মোকাবিলা করা যায়। করেছিলেন তার কারণ ভেরিসফ আপত্তি তুলেছিলেন ভবিষ্যতে আর কোনো তোষামোদ করার ব্যাপারে।

হার্ডিন যেন ভেরিসফের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই বললেন, 'তোমাকে এ ব্যাপারে কিছু না বলাই উচিত ছিল আমার।'

'কেন মনে হল কথাটা আপনার?' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভেরিসফ।

'কারণ, সামনে কী রয়েছে, সেসম্পর্কে ধারণা আছে ছ'জন লোকের– তোমার, আমার, তিনজন রাষ্ট্রদূতের আর ইয়োহান লী-র। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ছ'জন কেন একজনও কিছু জানুক এটা সেলডন চাননি'

'কেন?'

'কারণ, এমনকি সেলডনের অ্যাডভান্সড সাইকোলজির ক্ষমতাও ছিল সীমাবদ্ধ। খুব বেশি সংখ্যক ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা ছিল না সেটার। বায়বীয় পদার্থের গতি-তত্ত্ব যেমন আলাদা কণার ওপর প্রয়োগ করতে পারো না, সেলডনও তেমনি ব্যক্তি বিশেষের কোনো সময়সীমা নিয়ে কাজ করতে পারেননি। সেলডন কাজ করেছেন জনসাধারণকে নিয়ে– সব গ্রহের জনসংখ্যা নিয়ে, আর শুধুমাত্র সেই ধরনের *অন্ধ* জনসাধারণ নিয়ে নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে যাদের কোনো পূর্বধারণা নেই।'

'ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না।'

'আমি নিরুপায়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার মতো যোগ্য সাইকোলজিস্ট আমি নই। টার্মিনাসে কোনো ট্রেইনড সাইকোলজিস্ট নেই। নেই

www.BanglaBook.org

এটার ওপর কোনো গাণিতিক বই-পত্তর। এটা পানির মতো পরিষ্কার যে, আগেভাবেই ভবিষ্যৎ আঁচ করে ফেলবার মতো কেউ টার্মিনাসে থাকুক তা তিনি চাননি। সেলডন চেয়েছেন, আমরা অগ্রসর হব অন্ধের মতো– পরিণতিতে পা দেব সঠিক পথে– মব সাইকোলজির নীতি অনুসারে। তোমাকে আমি আগেও বলেছি, অ্যানাক্রিয়নবাসীদের যখন এখান থেকে তাড়িয়ে দিই, তখন আমি নিজেও জানাতাম না কোন দিকে এগুচ্ছি আমরা। আমার ইচ্ছা ছিল শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা, তার বেশি কিছু নয়। কাজটা করার পরই কেবল আমি যেন ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা প্যাটার্ন দেখতে পেলাম। পাছে দূরদৃষ্টিজনিত বাধার কারণে 'প্ল্যানটা' ভণ্ডুল হয়ে যায় সেজন্যে পরে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এই পূর্বজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ না করতে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ভিরিসফ। 'অ্যানাক্রিয়নের মন্দিরগুলোতেও প্রায় এ-রকম জটিল যুক্তি শুনেছি আমি। তা, অ্যাকশন নেবার সঠিক সময়টা কীভাবে নির্বাচন করবেন আপনি?'

'সেটা অলরেডি নির্বাচন করা হয়ে গেছে। একটু আগেই তুমি স্বীকার করেছ ব্যাটল-ক্রুজারটা আমরা মেরামত করে দিলেই উইলিস আমাদের আক্রমণ করবে, এর কোনো বিকল্প নেই। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। এ তো গেল বাইরের ব্যাপার। এদিকে তুমি আরো স্বীকর করবে যে, সামনের নির্বাচনের পর নতুন আর আগ্রাসী এক কাউন্সিল ক্ষমতায় বসবে আর তারা অ্যানাক্রিয়নের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে। এক্ষেত্রেও কোনো বিকল্প নেই।'

'হ্যাঁ।'

'আর, সব বিকল্প যখন একে একে নেই হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে হবে, সংকট দোরগোড়ায়। এজন্যেই আমি উদ্বিগ্ন।'

বিরতি দিলেন হার্ডিন। ভেরিসফ অপেক্ষা করছেন। হার্ডিন আবার শুরু করলেন, 'আমার একটা কথা মনে হচ্ছে– স্রেফ একটা ধারণা মাত্র, আর সেটা হচ্ছে, বাইরের এবং ভেতরের চাপ দুটোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যাতে একই সঙ্গে তারা চরমে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে কয়েকটা মাস এদিক-ওদিক হয়ে গেছে। উইনিস সম্ভবত বসন্তের আগেই আক্রমণ চালাবে, ওদিকে নির্বাচনের এখনো বছর খানেক বাকি।'

'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে মনে হচ্ছে না।'

'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। আমি জানি না। এটা হয়ত স্রেফ হিসেবের অবধারিত ভুলেরই ফল। আবার এ-কারণেও হতে পারে যে, আমি একটু বেশিই জানতাম। সব সময়েই আমি চেষ্টা করেছি যাতে আমার দূরদর্শিতা আমার কাজে কোনো প্রভাব না ফেলে; কিন্তু সব সময়েই যে সে চেষ্টা সফল হয়েছে সে কথা কি আমি নিজেই জোর দিয়ে বলতে পারি? মাঝে মাঝে দু'চারটে যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে তার এফেক্টটা কী হবে? যাই হোক, একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

www.BanglaBook.org

'কী সেটা?'

'যখনই দেখব সংকটটা বাস্তব রূপ নিতে যাচ্ছে অমনি অ্যানাক্রিয়নে চলে যাব আমি। আই ওয়ান্ট টু বি অন দ্য স্পট। ...আহ্ যথেষ্ট হয়েছে, ভেরিসফ। আর নয়। চল, বাইরে গিয়ে রাতটা একটু ফুর্তিতে কাটিয়ে আসি। আই ওয়ান্ট সাম রিলাক্সেশন।'

'তাহলে সেটা এখানেই করার ব্যবস্থা করুন,' ভেরিসফ বললেন। 'আমাকে কেউ চিনে ফেলুক সেটা আমি চাই না। চিনে ফেললে আপনার কাউন্সিল সদস্যদের নতুন পার্টি আবার কী রটাবে কে জানে। এখানেই ব্র্যাণ্ডি দিয়ে যেতে বলুন।'

হার্ডিন ব্র্যাণ্ডি আনালেন ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

প্রাচীনকালে, গ্যালাকটিক এম্পায়ার যখন সারা গ্যালাক্সি জুড়ে বিস্তৃত এবং অ্যানাক্রিয়ন পেরিফেরির প্রিফেক্টগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধনী হিসেবে পরিচিত, তখন একাধিক সম্রাট পদধূলি দিয়ে গেছেন এরাজ্যের রাজপ্রাসাদে। আর তখন সবাই অন্ত ত একবার এয়ার স্পীডস্টার এবং নীড্‌ল গান দিয়ে পালকমোড়া উড়ন্ত 'নিয়াকবার্ড'-এর বিরুদ্ধে তাঁদের দক্ষতা যাচাই করে গেছেন।

কালস্রোতে অ্যানাক্রিয়নের সব গৌরব ভেসে গেছে। ফাউণ্ডেশনের কর্মীরা যে উইং-টা মেরামত করে দিয়েছে সেটা ছাড়া রাজপ্রসাদের বাকি অংশটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দু'শো বছর হতে চলল, কোনো সম্রাটের পা পড়েনি অ্যানাক্রিয়নে।

তবে নিয়াক-শিকার এখনো রয়ে গেছে রাজক্রীড়া হিসেবে। এবং এখনো অ্যানাক্রিয়ানের রাজা হবার প্রাথমিক যোগ্যতাগুলোর একটি হচ্ছে নীড্‌ল গান-এর ব্যাপারে শ্যেনচক্ষু থাকা।

বয়স এখনো ষোল না হলে কী হবে, অ্যানাক্রিয়নের রাজা– এবং অনিবার্যভাবে, তবে মিছেমিছিই লর্ড অভ আউটার ডরিমনিয়নস বলে আখ্যায়িত– প্রথম লিপল্ড বহুবার তাঁর দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন নিয়াক-শিকারে। তিনি যখন প্রথম নিয়াকটি ভূপাতিত করেন, তখন তাঁর বয়স কুড়িয়ে বাড়িয়েও তেরো হবে না। দশমটা ফেলেন সিংহাসনে আরোহণ করার ঠিক এক সপ্তাহের মাথায়। এ মুহূর্তে তিনি তাঁর ছেচল্লিশতম শিকার ধরাশায়ী করে ফিরছেন।

'সাবালক হবার আগেই পঞ্চাশ হয়ে যাবে,' গলায় তাঁর উল্লাস। 'কেউ বাজি ধরতে রাজি আছে?'

কিন্তু পারিষদবর্গের' কেউই সাধারণত রাজার দক্ষতা নিয়ে বাজি ধরতে রাজি হন না। তার কারণ, জিতে গেলে অর্থাৎ রাজা হেরে গেলে, চরম বিপদ হতে পারে। সুতরাং কেউই রাজি হলেন না। রাজা অতএব গর্বিত ভঙ্গিতে পোশাক বদলাতে চললেন।

'লিপল্ড!'

পদক্ষেপের মাঝ পথে, মাটিতে পা পড়ার আগেই, থেমে গেলেন লিপল্ড একটি ডাক শুনে। একমাত্র এই কণ্ঠেরই সাধ্য আছে তাঁকে এভাবে থামিয়ে দেবার। গোমড়ামুখে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

www.BanglaBook.org

নিজের চেম্বারের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন উইনিস।

'চলে যেতে বল ওদের,' অস্থির গলায় বললেন তিনি। 'ছেড়ে দাও ওদের।'

আবছাভাবে মাথা নাড়লেন রাজা। দু'জন রাজসেবক কুর্নিশ করে চলে গেল। লিপল্ড চাচার ঘরে ঢুকলেন।

বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে রাজার শিকার-পোশাকের দিকে তাকালেন উইনিস।

'নিয়াক-শিকারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মনোযোগ দেবার সময় আসছে তোমার শিগ্গিরই।'

ঘুরে ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বয়সের কারণে এখন আর বাতাসের বেগ, বিপজ্জনক ডাইভ, স্পীডস্টারের ঘুরপাক এবং দ্রুত ওঠানামা সহ্য হয় না তাঁর। সেজন্য খেলাটাকেও আর সহ্য করতে পারেন না তিনি।

চাচার এই 'আঙুর ফল টক' মনোভাবটা লিপল্ড ভালই বুঝতে পারেন। কিছুটা তাঁর প্রতি বিদ্বেষবশতই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আজ কিন্তু, আংকল, আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল তোমার! সামিয়ার অরণ্যে দানবের মতো একটা শিকার উড়িয়েছিলাম আমরা। দুই ঘণ্টা ধরে সত্তর বর্গমাইল এলাকাজুড়ে ওটার সঙ্গে বোঝাপড়া হলো আমাদের। আর তারপর উঠতে শুরু করলাম আমি সূর্য বরাবর'– যেন ফের তিনি তাঁর স্পীডস্টারে চেপেছেন, এমনিভাবে চমৎকার অঙ্গ-ভঙ্গি করছেন তিনি– 'তারপর ডাইভ দিলাম ঘূর্ণি বরাবর। ওঠার সময় ওর বাঁ ডানার একেবারে কাছে চলে এলাম আমি। এতে ভীষণ রেগে গিয়ে আড়াআড়িভাবে ধেয়ে গেল সে। চ্যালেঞ্জটা নিয়ে হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরে গেলাম আমি, ওর নিচে নেমে আসার আশায় অপেক্ষা করে রইলাম। সত্যি সত্যিই নিচে নেমে এল সে। ডানার ঝাপটার কাছাকাছি আসতেই ধেয়ে গেলাম আমি, আর তারপরই–'

'লিপল্ড!'

'সত্যি-ই! –তারপরই পেড়ে ফেললাম আমি ওকে।'

'বুঝলাম। এবার তুমি আমার কথা *শুনবে?*'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে টেবিলের শেষ মাথার দিকে এগোলেন রাজা। একটা লিরা নাট নিয়ে সেটায় অ-রাজোচিত একটা কামড় বসালেন। পিতৃব্যের চোখে চোখ রাখতে সাহস পাচ্ছেন না তিনি।

আলাপ শুরু করার ঢঙে উইনিস বললেন, 'শিপটায় গিয়েছিলাম আমি আজ।'

'কোন শিপে?'

'একটাই মাত্র শিপ আছে। নেভির জন্যে ফাউণ্ডেশন যেটা মেরামত করে দিচ্ছে সেই প্রাচীন ইম্পেরিয়াল ক্রুজার। আমি কি যথেষ্ট সহজ করে বলতে পেরেছি?'

'ও, সেই শিপটা? আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমরা বললেই ফাউণ্ডেশন ওটা মেরামত করে দেবে। তুমি যে বলেছিলে, ওরা আমাদের আক্রমণ করতে চায়, সেটা বাজে কথা। আক্রমণই যদি করবে, তাহলে আর শিপ সারিয়ে দেবে কেন? ব্যাপারটা অর্থহীন না?'

www.BanglaBook.org

'লিপল্ড, তুমি একটা নির্বোধ!'

লিরা নাটটার বিচি ফেলে দিয়ে কেবলই আরেকটা তুলে নিতে যাচ্ছিলেন রাজা। চাচার কথা কানে যাওয়া মাত্র লাল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা।

'দেখ,' গলায় স্পষ্ট ক্রোধ রাজার, 'তুমি আমাকে এভাবে গাল দিতে পার না। তুমি তোমার অবস্থান ভুলে যাচ্ছ। তুমি জান, দু' মাসের মধ্যেই সাবালক হতে যাচ্ছি আমি।'

'হ্যাঁ, রাজ্য সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেবার উপযুক্ত বয়স তোমার এখন। যে-সময়টা তুমি নিয়াক-শিকারে ব্যয় কর, তার অর্ধেকটাও যদি পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে ব্যয় করতে আমি তাহলে একটু স্বস্তিতে রিজেন্সি থেকে পদত্যাগ করতে পারতাম।'

'আই ডোন্ট কেয়ার। নিয়াক-শিকারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি যদিও রিজেন্ট এবং আমার চাচা, কিন্তু তারপরেও আমি রাজা আর তুমি প্রজা। আমাকে নির্বোধ বলা উচিত নয় তোমার। উচিত নয় আমার সামনে বসা-ও। তুমি আমার অনুমতি নাওনি। আমার মনে হয়, এ-ব্যাপারে তোমার সাবধান হওয়া উচিত– নইলে আমাকে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে– এবং খুব শিগগিরই।'

উইনিসের দৃষ্টি হিমশীতল। 'আপনাকে কি "ইওর ম্যাজেস্টি" বলে সম্বোধন করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ! আপনি একটা নির্বোধ, ইওর ম্যাজেস্টি!'

রোমশ ভুরুর নিচে চোখ জোড়া জ্বলে উঠল লিপল্ডের। তরুণ রাজা ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণের জন্যে উইনিসের চেহারায় একটা ব্যঙ্গপূর্ণ ভাব দেখা দিলেও দ্রুত মিলিয়ে গেল সেটা। তাঁর পুরু ঠোঁট জোড়া ফাঁক হয়ে হাসিতে পরিণত হলো। রাজার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলেন তিনি।'

'কিছু মনে করো না, লিপল্ড। তোমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা উচিত হয়নি আমার। মানুষের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা মাঝে মাঝে খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এতসব চাপের মুখে থাকতে হয় যে– বুঝতেই তো পারছ?' তাঁর কথায় একটা আপোসরফার সুর থাকলেও, চোখের দৃষ্টিতে তার লেশমাত্র নেই।

লিপল্ড দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, রাজ্যের পরিস্থিতি বেশ গোলমেলে।' তাঁর আশংকা হলো, এই বুঝি স্মিরনোর সঙ্গে যে-বন্দরের বাণিজ্য আর রেড করিডর-এর বিশ্বগুলোর বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করা নিয়ে দীর্ঘ, উচ্চকণ্ঠ বিবাদের অর্থহীন খুঁটিনাটির বিরস খপ্পরে পড়ে গেলেন তিনি।

উইনিস বললেন, 'বাবা, এসব নিয়ে অনেক আগেই তোমার সঙ্গে কথা বলব ভেবেছিলাম। বলা উচিতও ছিল সম্ভবত। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসভরা এই সময়টাতে রাজ্য পরিচালনার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর ধৈর্য থাকে না কারো।'

লিপল্ড মাথা ঝাঁকালেন। 'না, সে ঠিক আছে–'

www.BanglaBook.org

উইনিস রাজাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'দু' মাসের মধ্যে সাবালক হচ্ছো তুমি। তাছাড়া সামনের কঠিন সময়গুলোতে তোমাকে সক্রিয়ভাবে পুরোপুরি কাজে নামতে হবে। এরপরই তুমি *রাজা* হবে, লিপল্ড।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন লিপল্ড। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না।

'যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে, লিপল্ড।'

'যুদ্ধ! কিন্তু স্মিরনো-র সঙ্গে তো চুক্তি হয়েছে–'

'স্মিরনোর সঙ্গে নয়, যুদ্ধ হবে খোদ ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে।'

'কিন্তু আংকল, ওরা তো শিপটা মেরামত করে দিতে রাজি হয়েছে। তুমি বলেছিলে–'

ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল উইনিসের। তাই দেখে থেমে গেলেন রাজা।

'লিপল্ড,'– আন্তরিক ভাবটা খানিকটা উবে গেছে– 'খোলাখুলিভাবে কথা বলতে হবে আমাদের। শিপ মেরামত হোক বা না হোক, ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে যুদ্ধ হবেই। আর মেরামত যখন হচ্ছেই, তখন যুদ্ধটা হবে আরো তাড়াতাড়ি। সব ক্ষমতা আর শক্তির উৎস হচ্ছে এই ফাউণ্ডেশন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফাউণ্ডেশন যে-ক্ষমতা আমাদের ফোঁটায় ফোঁটায় দিয়েছে, সেটার ওপরই অ্যানাক্রিয়নদের সব কিছু নির্ভর করছে– এর শিপ, শহর, নগর, জনগণ আর বাণিজ্য। আমার মনে আছে, একসময় অ্যানাক্রিয়নের শহরগুলোকে উত্তপ্ত করতে পোড়ান হতো কয়লা আর তেল। যাই হোক, ও নিয়ে ভেবো না, সেসময় সম্পর্কে তোমার কোনোই ধারণা নেই।'

'মনে হচ্ছে,' রাজা একটু ভয়ে ভয়েই বললেন, 'আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত–

'কৃতজ্ঞ?' গর্জে উঠলেন উইনিস। 'কেন? নিজেদের জন্যে স্পেস জানে কি রেখে বাকি উচ্ছিষ্টটা আমাদের ওরা ছুঁড়ে দেয় বলে? তাছাড়া, কোন উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্য এতকিছু জমাচ্ছে তারা? একটা উদ্দেশ্যেই– একদিন যাতে তারা গ্যালাক্সি শাসন করতে পারে।'

ভাস্তের হাঁটুর ওপর এসে পড়ল তাঁর একটা হাত। ছোট হয়ে এল চোখ জোড়া। ''লিপল্ড, তুমি অ্যানাক্রিয়নের রাজা; কিন্তু তোমার সন্তানেরা এবং তাদের সন্তানের সন্তানের সন্তানেরা একদিন গোটা মহাবিশ্বের সম্রাট হবে, শুধু যদি তুমি ফাউণ্ডেশন যে-শক্তিটা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে সেটা অর্জন করতে পার।'

'একটা কিছু রহস্য আছে এর মধ্যে,' জ্বলে উঠল লিপল্ডের চোখ জোড়া। শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন তিনি। 'শত হলেও, ওদের কী অধিকার আছে জিনিসটা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার? মোটেই ভাল নয় এটা। অ্যানাক্রিয়নেরও দরকার আছে ঐ শক্তির।'

'এতক্ষণে বুঝতে শুরু করেছ তুমি ব্যাপারটা। এখন আরেকটা ব্যাপার খেয়াল কর, বাবা। স্মিরনো যদি নিজেই ফাউণ্ডেশন আক্রমণ করে ক্ষমতা দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে? সেক্ষেত্রে ওদের ক্রীতদাসে পরিণত হওয়াটা কদ্দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? কদ্দিন সিংহাসন আগলে রাখতে পারবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উত্তেজিত হয়ে উঠল লীপল্ড। 'আরে তাই তো! ঠিক বলেছ তুমি। উই মাস্ট স্ট্রাইক ফার্স্ট। এটা স্রেফ আত্মরক্ষা আর কিছু নয়।'

উইনিসের হাসিটা সামান্য ছড়াল। 'তাছাড়া, তোমার দাদার রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকে অ্যানাক্রিয়ন কিন্তু ফাউণ্ডেশনের গ্রহ টার্মিনাসে সত্যি সত্যিই একটা সামরিক ঘাঁটি বসিয়ে ফেলেছিল– জাতীয় প্রতিরক্ষার খাতিরেই মূলত বসান হয়েছিল সামরিক ঘাঁটিটা। ফাউণ্ডেশনের ঐ নেতা, শরীরে যার নীল রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই– সেই ধূর্ত, ইতর, লোকটার ষড়যন্ত্রের কারণে অবশ্যি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলাম আমরা ঘাঁটিটা গুড়িয়ে ফেলতে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো তুমি, লিপল্ড? তোমার দাদা অপমানিত হয়েছিলেন ঐ অনভিজাত লোকটার কাছে। মনে আছে আমার লোকটার কথা। অ্যানক্রিয়নের পরাক্রমের বিরুদ্ধে কাপুরুষের মতো একজোট বাঁধা তিনটে রাজ্যের ক্ষমতা পুঁজি ক'রে, শয়তানী বুদ্ধি ভরা মাথা নিয়ে লোকটা যখন অ্যানাক্রিয়নে আসে, আমার তখন প্রায় ওরই সমান বয়স।'

লাল হয়ে উঠল লিপল্ডের চেহারা। অঙ্গারের মত জ্বলতে লাগল তাঁর চোখ দুটো। 'সেলডনের দিব্যি, আমি যদি দাদা হতাম তাহলে এরপরেও যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতাম।'

'না, লিপল্ড। উপযুক্ত সময়ে বদলা নেবার আশায় আমরা অপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল, তিনিই, সেটা করবেন, কিন্তু তার আগেই অকালমৃত্যু হলো তাঁর– উইনিস মুহূর্তের জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। তারপর আবেগটাকে বশে এনে বললেন, 'আমার ভাই ছিল সে। এখন যদি তার ছেলে–'

'আংকল, আমি তাঁর ইচ্ছে পূরণ করব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। অ্যানাক্রিয়ন প্রতিশোধ নেবে, এবং সেটা এই মুহূর্তে।'

'না, এখনি না। ব্যাটল ক্রুজার মেরামতের কাজটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। ওরা যে আমাদের ভয় পায় সেটা ব্যাটল ক্রুজার মেরামত করে দিতে রাজি হওয়াতেই পরিষ্কার বোঝা গেছে। বোকারা আমাদের খুশি করতে চায়। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা নড়ছি না, কী বলো?'

সজোরে লিপল্ডের একটা মুষ্টিবদ্ধ হাত তালুর ওপর এসে পড়ল। 'আমি অ্যানাক্রিয়নের রাজা থাকতে নয়।'

ব্যঙ্গাত্মক ভাবে, বেঁকে গেল উইনিসের ঠোঁট জোড়া। 'তাছাড়া, স্যালভর হার্ডিন এখানে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'স্যালভর হার্ডিন!' গোল গোল হয়ে গেল হঠাৎ রাজার চোখ দুটো। একটু আগে তাঁর চোয়ালে যে দৃঢ়তার রেখা ফুটে উঠেছিল, অকস্মাৎ প্রায় মিলিয়ে গেল সেটা।

'হ্যাঁ লিপল্ড, তোমার জন্মদিনে ফাউণ্ডেশনের নেতা স্বয়ং আসছে অ্যানাক্রিয়নে। কিছু মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবত। কিন্তু তাতে কাজ হবে না।'

'স্যালভর হার্ডিন,' রাজা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন শুধু।

www.BanglaBook.org

ভুরু কুঁচকে গেল উইনিসের। 'নাম শুনেই ঘাবড়ে গেলে নাকি? এই সেই স্যালভর হার্ডিন, যে গতবার এসে আমাদের নাক ধুলোয় ঘষে দিয়ে গিয়েছিল। রাজপরিবারের সেই ভয়ঙ্কর অপমানের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাচ্ছ না তুমি? তা-ও কী, একজন অনভিজাত লোকের হাতে! নর্দমার কীট!'

'না, ভুলে যাচ্ছি না। ভুলব না। ভুলব না। প্রতিশোধ নেব আমরা– কিন্তু... কিন্তু– আমি একটু ভয় পাচ্ছি।'

চট করে দাঁড়িয়ে গেলেন উইনিস। 'ভয় পাচ্ছ? কীসের ভয় পাচ্ছ? তুমি ইয়াং–' থেমে গেলেন তিনি।

'ফাউণ্ডেশন আক্রমণ করাটা– ইয়ে, মানে... একটু ধর্ম বিরোধী কাজ হয়ে যায় না? মানে বলতে চাইছিলাম–' থেমে গেলেন রাজা।

'বলে যাও।'

দ্বিধান্বিত সুরে লিপল্ড বললেন, 'মানে বলছিলাম, গ্যালাকটিক স্পিরিট বলে *সত্যিই* যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে, সে...মানে...সেটা হয়ত ব্যাপারটা ঠিক ভাল চোখে দেখবে না। তোমার কী মনে হয়?'

'না, আমি তা মনে করি না,' রূঢ় উত্তর এল। আবার বসে পড়লেন উইনিস। অদ্ভুত একটা হাসিতে ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল তাঁর। 'তুমি তাহলে গ্যালাকটিক স্পিরিট নিয়ে মাথা ঘামাও, ঠিক কিনা? সেজন্যেই এই অবস্থা তোমার। ভেরিসফের কথাবার্তার অনেকটাই গিলেছ তাহলে?'

'সে অনেক কিছু বুঝিয়েছে–'

'গ্যালাকটিক স্পিরিট সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ।'

'কচি খোকাই রয়ে গেছ এখনো। এসব ধর্মীয় বুজরুকিতে স্বয়ং ভেরিসফেরই বিশ্বাস আমার চেয়ে অনেক কম; আর আমি তো এসব মোটেই বিশ্বাস করি না। কতবার বলা হয়েছে তোমাকে যে, এসব পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়?'

'দেখ, আমি তা জানি। কিন্তু ভেরিসফ বলে–'

'গোল্লায় যাক ভেরিসফ। সব পাগলের প্রলাপ।'

মতানৈক্যসূচক সংক্ষিপ্ত বিরতি। তারপর লিপল্ড বললেন, 'সবাই কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই বিশ্বাস করে, মানে বলতে চাইছি, ভবিষ্যদ্বক্তা হ্যারি সেলডন সম্পর্কে নানান গুজব, আর কী করে তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে পার্থিব স্বর্গে ফিরে যাবার লক্ষ্যে তিনি ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁর কথা অমান্য করলে লোকে কীভাবে চিরতরে ধ্বংস হবে– এসব কথা ঠিকই বিশ্বাস করে তারা। বিভিন্ন উৎসবে গিয়েছি আমি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা এসব বিশ্বাস করে।'

'হ্যাঁ, *ওরা* করে। কিন্তু আমরা করি না। ওরা যে বিশ্বাস করে সেজন্যে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, তুমি যে স্বর্গীয় বিধান বলে রাজা, আর নিজে আধা-স্বর্গীয়– সেটা সম্ভব হয়েছে ওদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণেই। কী চমৎকার ব্যাপার!

www.BanglaBook.org

এতে করে সব বিদ্রোহের সম্ভাবনা তো নষ্ট করা গেলই, সেই সঙ্গে সব ব্যাপারে একশো ভাগ বাধ্যতাও নিশ্চিত করা হলো। আর এ-কারণেই ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে তোমাকে। আমি তো রিজেন্ট মাত্র। তাছাড়া নেহাতই মানুষ। তুমি রাজা, আর ওদের কাছে পুরোপুরি দেবতা না হলেও অর্ধেকেরও বেশি।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয়, আমি তা নই,' চিন্তিত সুরে বললেন লিপল্ড।

'না, সত্যি সত্যি তুমি তা নও,' ব্যাঙ্গাত্মক সুরে সুরে উত্তর এল উইনিসের তরফ থেকে। 'তবে ফাউণ্ডেশন ছাড়া আর সবার কাছে তাই-ই। বুঝতে পেরেছ? ফাউণ্ডেশনের লোকজন ছাড়া আর সবার কাছে। একবার ওদের সরিয়ে দিতে পারলে তোমার দেবত্ব নিয়ে আর কেউ-ই প্রশ্ন তুলতে আসবে না। ভেবে দেখ কথাটা।'

'তখন কি আমরা মন্দিরের শক্তি কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারব? মনুষ্যবিহীন উড়ন্ত শিপগুলোর মালিক বনে যাব? ক্যান্সারের মহৌষধ হোলি ফুড আর অন্যান্য সবকিছুর অধিকারী হয়ে যাব? ভেরিসফ তো বলেছিল, গ্যালাকটিক স্পিরিটের আশীর্বাদপ্রাপ্তরাই কেবল—'

'হ্যাঁ, ভেরিসফ তো বলবেই! শুনে রাখ, স্যালভর হার্ডিনের পর এই ভেরিসফই সবচেয়ে বড় শত্রু তোমার। আমার সঙ্গে থাকো, লিপল্ড। কান দিও না ওদের কথায়। আমরা দুজনে মিলে এক নতুন এম্পায়ার সৃষ্টি করব। সে-সাম্রাজ্য শুধু অ্যানাক্রিয়ন রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সে-সাম্রাজ্য হবে গ্যালাক্সির শত কোটি বিলিয়ন সূর্য জুড়ে। কথা-সর্বস্ব একটা পার্থিব স্বর্গের চেয়ে কি ভাল মনে হচ্ছে এটা তোমার কাছে।'

'হ...চ্ছে।'

'ভেরিসফ কি তোমাকে এর বেশি কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে?'

'না।'

'বেশ,' কর্তৃত্বপূর্ণ হয়ে উঠল উইনিসের কণ্ঠ। 'তাহলে ধরে নিতে পারি, আমরা একমত হলাম এ-ব্যাপারে।' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলেন না তিনি। 'এখন এস তাহলে, আমি পরে আসছি। ও, আরেকটা কথা, লিপল্ড।'

দোরগোড়া থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন রাজা।

চোখ দুটো ছাড়া উইনিসের মুখের বাকি অংশটা হাস্যোজ্জ্বল। 'ঐ নিয়াক-শিকারের ব্যাপারে সাবধান থেকো, বাবা। তোমার বাবার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর থেকে তোমাকে নিয়ে প্রায়ই অদ্ভুতসব স্বপ্ন দেখি আমি। নীড়ল গান থেকে ছোঁড়া বর্শায় যখন বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, তখন কী যে হয়, কিছুই বলা যায় না। আশা করি সাবধান হবে তুমি, আর ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে যা বললাম তাই করবে। কি, করবে না?'

লিপল্ডের চোখ দুটো বড় হলো, উইনিসের চোখের ওপর থেকে সরে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো মেঝের ওপর।

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'গুড!'

অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে ভাস্তের গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর নিজের ডেস্কে ফিরে গিলেন।

কিন্তু যেতে যেতে নিরানন্দ আর দুঃসাহসী চিন্তা পেয়ে বসল লিপল্ডকে। ফাউণ্ডেশনকে পরাজিত করে উইনিসের কথামত ক্ষমতা অর্জন করার চেয়ে ভাল সম্ভবত আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তারপর, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, তাঁর সিংহাসন যখন কণ্টকমুক্ত হবে– লিপল্ডের মনে পড়ে গেল, তাঁর পরে উইনিস এবং তাঁর দুই উদ্ধত ছেলেই সিংসনের সবচেয়ে জোরাল দাবিদার।

কিন্তু রাজা তো তিনিই। আর রাজা কি হুকুম দিয়ে লোক খুন করান না?

হোক না সে-লোকগুলো তাঁর চাচা আর চাচাতো ভাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

ভিন্ন মতাবলম্বী যে-দলগুলো ইদানীং-সরব-হয়ে-ওঠা 'অ্যাকশন পার্টিতে' যোগ দিয়েছে, সেগুলোকে একত্রিত করার ব্যাপারে সেরম্যাকের পরই সবচেয়ে সক্রিয় ছিল লুইস বোর্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছ'মাস আগে সেই প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে হার্ডিনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয়নি তার। তার অর্থ এই নয় যে, বোর্টের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। বরং ঠিক তার উল্টো। সে সময় সে অনুপস্থিত ছিল তার কারণ সে তখন খোদ অ্যানাক্রিয়নের রাজধানীতে।

গিয়েছিল স্রেফ সাধারণ একজন নাগরিক হিসেবে। কোনো আমলার সঙ্গে দেখা করেনি। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজই করেনি সে। তাহলে কী করেছে সে সেখানে গিয়ে? ব্যস্ত গ্রহটার অন্ধকার গলি-ঘুপচির দিকে নজর রেখেছে কেবল, আর, মাঝে মাঝে তার ভোঁতা নাক গলিয়েছে বিভিন্ন ফাঁক-ফোকরে।

শীতের এক ছোট্ট দিনের শেষ ভাগে অ্যানাক্রিয়ন থেকে ফিরল সে। আকাশে মেঘ ছিল সকালে। এখন তুষার ঝরছে। গোধূলি নেমে এসেছে। বিষণ্ন, একঘেয়ে পরিবেশ। লুইস বোর্ট যখন মুখ খুলল তখন আর যাই হোক, এই বিষণ্ন, নিরানন্দ পরিবেশের কোনো উন্নতি ঘটল না।

'আমার ধারণা,' সে বলল, 'বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা, নাটকে ভাষায় সেটাকেই বলে "লস্ট কজ"– অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?' গম্ভীর কণ্ঠে সেরম্যাক শুধাল।

'মনে হওয়ারও আর কোনো অবকাশ নেই, সেরম্যাক। এটাই ঠিক।'

'সেনাবাহিনী–' ব্যগ্র কণ্ঠে শুরু করতে যাচ্ছিল ডাকোর ওয়াল্টো। কিন্তু বোর্ট থামিয়ে দিল তাকে সঙ্গে সঙ্গে।

'ফরগেট দ্যাট। ওটা পুরনো কাসুন্দি।' বক্রাকারে সবার দিকে তাকাল সে। 'আমি জনগণের কথা বলছি। স্বীকার করছি, ফাউণ্ডেশনের কাছে আরো গ্রহণযোগ্য কাউকে রাজা হিসেবে বাসানোর জন্যে একটা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করার আইডিয়াটা আমারই ছিল মূলত। এবং ভালোই ছিল; এখনো ভালোই আছে। তবে ছোট একটা খুঁত আছে: আর সেটা হলো, কাজটা অসম্ভব। মহান স্যালভর হার্ডিন সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।'

www.BanglaBook.org

তিক্ত কণ্ঠে সেরম্যাক বলল, 'বোর্ট, তুমি যদি খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো জানাতে পার–'

'খুঁটিনাটি কিছু নেই। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। গোটা অ্যানাক্রিয়ন জুড়ে এই জঘন্য অবস্থা। এই একটা ধর্ম ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে আর এটা কাজও করছে!'

'তো?'

এমনভাবে কাজ করছে যে তুমি তা *দেখে* প্রশংসাই করবে। এখানে, অর্থাৎ টার্মিনাসে তুমি যা দেখছ তা হচ্ছে, প্রিস্টদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে নিবেদিতপ্রাণ একটা বিরাট স্কুল আর কালেভদ্রে শহরের কোনো অখ্যাত অংশে তীর্থযাত্রীদের জন্যে আয়োজন করা বিশেষ কোনো প্রদর্শনী– ব্যস, এ-ই সব। গোটা ব্যাপারটা আমাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলছে না বললেই চলে। কিন্তু অ্যানাক্রিয়নে–'

লেম টার্কি গলা খাকারি দিয়ে বলে উঠল, 'এটা ঠিক কোন ধরনের ধর্ম? হার্ডিন বরাবরই বলে আসছেন, বিনা প্রতিবাদে যাতে ওরা আমাদের সায়েন্স গ্রহণ করে সেজন্য ওদের হাতে ধরিয়ে দেয়া একটা মোরব্বা ছাড়া এই ধর্মটা আর কিছুই না। মনে আছে তোমার, সেরম্যাক? সেদিন উনি বললেন–'

'হার্ডিনের কথার কিন্তু প্রায়ই দু' রকম অর্থ থাকে,' সেরম্যাক সতর্ক করে দিল, 'তেমন মন দিয়ে না শুনলে মনে হবে, নিতান্তই সাধারণ কথাবার্তা: কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, সেগুলো মামুলি নয় মোটেই। সে যাই হোক, বোর্ট, বলো তো, এই ধর্মটা কেমন?'

একটু ভেবে নিল বোর্ট। 'নীতিগতভাবে চমৎকার। প্রাচীন এম্পায়ার-এর বিভিন্ন দর্শন আর এটার মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। উন্নত নৈতিক আদর্শ, এইসব আর কী। এদিক থেকে আপত্তি করবার মতো কিছু নেই। সবাই জানে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের একটা বিরাট ভূমিকা আছে, আর এদিক থেকে এটা সেই ভূমিকাই পালন করছে–'

'এসব আমরা জানি,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিল সেরম্যাক। 'আসল কথায় এস।'

'আসছি।' একটু অপ্রতিভ বোধ করল বোর্ট, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ ঘটল না। 'ফাউণ্ডেশন এই ধর্মটিকে লালন করেছে, শক্তি যুগিয়েছে, আর এটি গড়ে উঠেছে একেবারে অথরিটেরিয়ান রীতি অনুযায়ী। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতার চেয়ে কর্তৃপক্ষের ধামাধরা হয়ে থাকারই পক্ষপাতী এই ধর্ম। যেসব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমরা অ্যানক্রিয়নকে দিয়েছি, সেগুলোর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যাজকতন্ত্রের। কিন্তু ওরা এসব যন্ত্র চালানো শিখেছে অভিজ্ঞতার সাহায্যে, প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নয়। এই ধর্মের ওপর অগাধ বিশ্বাস ওদের: শুধু এই ধর্মের ওপরই নয়, যে-শক্তি, আই মীন, যে-সব যন্ত্রপাতি তারা নাড়াচাড়া করে সেগুলোর আধ্যাত্মিক শক্তির ওপরেও দৃঢ় আস্থা আছে ওদের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দু'মাস আগে এক গর্দভ লুকিয়ে থেসালোকিয়ান টেম্পলের পাওয়ার প্ল্যান্টে একটা গড়বড় করতে গিয়ে নিজে তো মরেই, সেই সঙ্গে পাঁচটা সিটি ব্লকও দেয় উড়িয়ে। ব্যাপারটাকে সবাই ঐশ্বরিক প্রতিশোধ বলে ধরে নিয়েছেন। এমনকি প্রিস্টরাও।'

www.BanglaBook.org

'মনে পড়ছে। কাগজগুলোয় ঘটনাটা একটু বিকৃতভাবে ছাপা হয়েছিল সে-সময়। কিন্তু তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।'

'শোন তাহলে,' খুলে বলি, বোর্ট ঠাণ্ডা স্বরে বলল। 'যাজকতন্ত্র এমন একটা শ্রেণীবিভাগ– আই মীন, "হায়ারার্কি" সৃষ্টি করেছে যার একেবারে চুড়োয় বসে আছেন রাজা . আর, এই রাজাকে ছোটখাটো একজন দেবতা বলে গণ্য করা হচ্ছে। ঐশ্বরিক অধিকারবলে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে যাজকরাও। সুতরাং অত সহজে রাজাকে হটাতে পারছ না তুমি। *এবার* পরিষ্কার হয়েছে?'

'দাঁড়াও,' ওয়াল্টো বলে উঠলো এই সময়। 'এগুলো সব হার্ডিনের কাজ বলতে খানিক আগে কী বোঝাতে চেয়েছ তুমি? সে এখানে আসছে কীভাবে?'

বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল বোর্ট। 'অনেক কষ্টে ফাউণ্ডেশন এই বিভ্রমটি সৃষ্টি করেছে। আমাদের সমস্ত সায়েন্টিফিক পৃষ্ঠপোষকতা এই ভুয়া ব্যাপারটির পেছনে ব্যয় করছি আমরা। এমন কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান নেই যেখানে রাজা তাঁর দেহ ঘেরা উজ্জ্বল রেডিও-অ্যাকটিভ আভা নিয়ে উপস্থিত হন না। আলোর সেই আভা তাঁর মাথার ওপর একটা মুকুটের মতো উঁচু হয়ে থাকে। কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে গেলেই ভয়ংকরভাবে পুড়ে যায় সে সংকটময় মুহূর্তে তিনি বাতাসে ভর করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভেসে চলে যান। সবাই ধরে নেয়, এগুলো ঐশ্বরিক কোনো গুণেই সম্ভব হয়। আঙুলের একটা সংকেতে রাজা মুক্তোর মতো ঝকঝকে আলোয় সারা মন্দির ভরে দেন। তার সুবিধের জন্যে এ-ধরনের কত যে ছোটখাটো ফাঁকিবাজির সৃষ্টি করছি আমরা তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু প্রিস্টরাও এসব বিশ্বাস করে। অথচ দেখ, ওরাই কিন্তু যন্ত্রপাতির সাহায্যে এসব ধোঁকাবাজি চালায়।'

'খারাপ!' ঠোঁট কামড়ে সেরম্যাক বলল :

'যে-সুযোগটা আমরা হারিয়েছি, সেটার কথা মনে হলে সিটি হল পার্কের ঝরনাটার মতো দিন-রাত কাঁদতে ইচ্ছে করে আমার,' আন্তরিকভাবে বলে উঠল বোর্ট। 'তিরিশ বছর আগে হার্ডিন যখন অ্যানাক্রিয়ন-এর হাত থেকে ফাউণ্ডেশনকে রক্ষা করলেন, তখনকার কথাই ধরা যাক। সে-সময় অ্যানাক্রিয়নবাসীদের কোনো ধারণাই ছিল না যে, এম্পায়ার অধঃপাতে যাচ্ছে। জিওনিয়ান রিভল্টের আগ পর্যন্ত ওরা কম-বেশি নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এমনকি যখন কমিউনিকেশন ভেঙে পড়ল আর লিপল্ডের হার্মাদ দাদামশাই নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করল, তখনো ওরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি যে, *এম্পায়ার পটল তুলেছে।*

'তেমন বুকের পাটা থাকলে সম্রাট তখন দুটো ক্রুজার আর সে-সময় দেখা দেয়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কাজে লাগিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে পারতেন। আর আমরা, *আমরাও* ঠিক একই কাজ করতে পারতাম; কিন্তু না, হার্ডিন রাজা-পূজার প্রচলন করলেন? কেন? কেন? কেন?'

www.BanglaBook.org

'ভেরিসফ করছেটা কী?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জেইম। 'একটা সময় গেছে যখন সে ছিল রীতিমত সক্রিয় একজন অ্যাকশনিস্ট। সে কী করছে ওখানে?'

'সে-ও কি অন্ধ?'

'আমি জানি না,' বোর্ট সংক্ষেপে বললেন। 'সে ওদের হাই প্রিস্ট। আমি যদ্দুর জানি, যাজকতন্ত্রের একজন উপদেষ্টা হিসেবে টেকনিক্যাল খুঁটিনাটিগুলো দেখাশোনা ছাড়া আর কিছুই করে না সে। ঠুঁটো জগন্নাথ যত্তসব! নিপাত যাক!'

হঠাৎ একটা নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। সব ক'টা চোখ সেরম্যাকের ওপর গিয়ে স্থির হলো। নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ কাটছে সে। হঠাৎ উঁচু গলায় বলে উঠল, 'খুব খারাপ! ব্যাপারটা রহস্যজনক।'

চারদিকে তাকিয়ে, গলা আরো খানিকটা চড়িয়ে সে যোগ করল, 'হার্ডিন কি তাহলে এতই বোকা?'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে,' শ্রাগ করে বলল বোর্ট।

'মোটেই না। কোথাও কোনো গণ্ডগোল আছে। এভাবে অসহায়ের মতো নিজের গলা নিজে কাটার জন্যে পাহাড়-প্রমাণ নির্বুদ্ধিতার প্রয়োজন– হার্ডিন বোকা হলে তার পক্ষে যতটা বোকামির পরিচয় দেয়া সম্ভব হত, তার চেয়েও বেশি। হার্ডিন বোকা, এ কথা মানতে রাজি নই আমি। একদিকে সে এমন এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে যা কিনা সমস্ত অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করবে, অথচ অন্যদিকে, যুদ্ধের জন্যে অ্যানাক্রিয়নকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। নাহ্, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'নির্জলা নেমকহারামি,' ঝট্ করে বলে উঠল ওয়াল্টো। 'ব্যাটা ওদের পয়সা খায়।'

কিন্তু সেরম্যাক অধৈর্যের মতো ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাকাল। 'সেটাও আমার মনে হয় না– গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন এক পাগলামি, যেন– ভাল কথা, বোর্ট অ্যানক্রিয়ন নেভির জন্যে ফাউণ্ডেশন মেরামত করে দেবে এমন কোনো ব্যাটল ক্রুজার-এর কথা কানে এসেছে তোমার?'

'ব্যাটল ক্রুজার?'

'পুরনো একটা ইম্পেরিয়াল ক্রুজার–'

'না, শুনিনি তো। তবে না শোনাটাই স্বাভাবিক। নেভি ইয়ার্ডগুলো এক একটা ধর্মীয় পবিত্রস্থান রীতিমত। সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। ফ্লিট সম্পর্কে কোনো কথা কখনো বাইরে আসে না।'

'সে যাই হোক, এ-ধরনের একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। পার্টির কেউ একজন ব্যাপারটা কাউন্সিলে উঠিয়েছে। হার্ডিন সেটা অস্বীকার করেনি, তবে তার মুখপাত্ররা গুজবপ্রেমীদের ওপর একচোট ঝাল ঝেড়েছে। এর একটা অর্থ থাকতে পারে।'

'আগের ব্যাপারগুলোরই অংশ এটা,' সিদ্ধান্তের সুরে বোর্ট বলল 'ব্যাটল ক্রুজারের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা পাগলামির চূড়ান্ত। তবে আগেরগুলোর চেয়ে মারাত্মক কিছু নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার মনে হয়,' ওরসি বলল, 'হার্ডিনের হাতে কোনো গুপ্ত অস্ত্র নেই। সেটা থাকলে–'

'হ্যাঁ, সেরম্যাক তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'বিরাট একটা ব্রহ্মাস্ত্র, যেটা কিনা সাইকোলজিকাল মোমেন্টে বেরিয়ে এসে বুড়ো উইনিসকে ভিরমি খাইয়ে দেবে। এরকম কোনো গুপ্ত অস্ত্রের অপেক্ষায় থাকলে ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব নেই হয়ে যাবে।'

'তা, এখন কথা হচ্ছে,' দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ওরসি, 'আমাদের হাতে আর কতটা সময় আছে, বোর্ট?'

'বুঝলাম, প্রশ্ন এটাই। কিন্তু আমাকে জিগ্যেস করে লাভ নেই; আমি জানি না। অ্যানাক্রিয়নের প্রেস ফাউণ্ডেশনের নাম ভুলেও মুখে আনে না। আপাতত কাগজগুলোতে সামনের ঐ উৎসবের খবর ছাড়া আর কিছুই নেই বলতে গেলে। লিপল্ড সামনের সপ্তাহে সাবালক হচ্ছে, জানো নিশ্চয়ই?'

'তাহলে কয়েক মাস হাতে পাচ্ছি আমরা,' সারা সন্ধ্যায় এই প্রথমবারের মতো হাসি দেখা গেল ওয়াল্টোর মুখে। 'এর মধ্যে–'

'এর মধ্যে ঘোড়ার ডিম হবে।' অধৈর্য কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল বোর্ট। 'আমি আবারো বলছি, রাজা হচ্ছে দেবতা। তুমি কি মনে কর, লোকজনের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগাতে রাজাকে প্রোপাগান্ডার ক্যাম্পেইন করতে হবে? তুমি কি ভাবো, আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ আনতে হবে তাঁকে? সস্তা আবেগে সুড়সুড়ি দিতে হবে তাঁকে? না। যখন আঘাত হানার সময় হবে, লিপল্ড স্রেফ হুকুম দেবে, লোকজন যুদ্ধ করবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এটাই সিস্টেমটার সবচেয়ে খারাপ দিক। দেবতার মুখের ওপর কেউ কথা বলে না। আমি যতদূর জানি, হুকুমটা সে আগামীকালও দিতে পারে। তো, এখন বসে বসে তামাক সেবন করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তোমার।'

এই সময় দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল লেভি নোর‍্যাস্ট। গায়ে ওভারকোট, তুষার ঝরছে সেটা থেকে।

'দেখ।' টেবিলের ওপর ঠাণ্ডা, বিন্দু বিন্দু তুষার জমা একটা খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিল সে।

ভাঁজ খোলা হলো। একসাথে পাঁচটা মাথা ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর।

চাপা গলায় সেরম্যাক বলে উঠল, 'গ্রেট, স্পেস! লোকটা অ্যানাক্রিয়নে যাচ্ছে! *অ্যানাক্রিয়নে যাচ্ছে!*'

'এটা নেমকহারামি,' আকস্মিক উত্তেজনায় চিঁ চিঁ কণ্ঠে বলে উঠল টার্কি। 'ওয়াল্টোর কথা সত্যি না হলে আমি আমার কান কেটে ফেলব। লোকটা আমাদের বিক্রি করে দিয়েছে। এবার সে তার পাওনা আনতে যাচ্ছে।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন সেরম্যাক। 'আর কোনো বিকল্প নেই আমাদের হাতে। আগামীকালই আমি কাউন্সিলকে বলছি, হার্ডিনকে যেন রাজদ্রোহের গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। আর *তা* যদি করা না যায়–'

www.BanglaBook.org

পাঁচ

বন্ধ হয়ে গেছে তুষারপাত। পথে পুরু হয়ে জমে শক্ত হয়ে আছে শ্বেতশুভ্র তুষার। ফাঁকা রাস্তা ধরে এদিক-ওদিক দুলতে দুলতে হালকা গ্রাউণ্ড কারটা এগিয়ে চলেছে। প্রত্যুষের আবছা, ধূসর আলো শুধু কাব্যিক অর্থেই ঠাণ্ডা নয়, আক্ষরিক অর্থেও। কিন্তু ফাউণ্ডেশন-এর রাজনীতির এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেও অ্যাকশনিস্ট বা হার্ডিন-সমর্থক দলের কারোরই উৎসাহ এতটা চাঙ্গা নয় যে, এত ভোরে রাজপথে নেমে হৈ-হট্টগোল বাঁধিয়ে দেবে।

ব্যাপারটা ইয়োহান লী-র খুব একটা পছন্দ হচ্ছে না। তাঁর অসন্তোষভরা বিড়বিড় ক্রমেই শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে উঠল, 'ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে, হার্ডিন। লোকে বলবে তুমি লেজ গুটিয়েছ।"

'বলতে দাও। অ্যানাক্রিয়নে আমাকে যেতেই হবে, আর, কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই কাজটা করতে চাই আমি। অন্য কোনো কথা শুনতে চাই না আমি এ ব্যাপারে, লী।'

গদিমোড়া সিটের পিঠে হেলান দিলেন দিলেন হার্ডিন। কেঁপে উঠলেন সামান্য। গাড়ির ভেতর উষ্ণতার কমতি নেই। কিন্তু চারদিনের তুষার-মোড়া রাজ্যটা কেমন যেন কঠিন-কঠোর একটা রূপ নিয়ে ঘিরে আছে তাঁকে– কাচের আড়াল থেকেও ব্যাপারটা অনুভব করলেন তিনি, অস্বস্তি বোধ করলেন।

অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেন, 'ঝামেলাগুলো চুকে গেলে টার্মিনাসকে ওয়েদার-কণ্ডিশনড় করে ফেলতে হবে আমাদের। এমন কিছু অসম্ভব নয় কাজটা।'

'তার আগে,' লী বলে উঠলেন, 'আমি অন্য দু-একটা কাজ সমাপ্ত অবস্থায় দেখতে চাই। যেমন ধর, টার্মিনাসের বদলে সেরম্যানকে ওয়েদার-কণ্ডিশনড় অবস্থায় দেখতে চাই আমি। কেমন হবে ব্যাপারটা? পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ছোট, ছিমছাম সেলে সারা বছর পুরে রাখলেই চলবে।'

'আর তখন আমার সত্যিকার অর্থেই বডি-গার্ড দরকার হবে,' হার্ডিন বললেন। 'এবং মাত্র ওই দু'জনে কুলোবে না।' সামনে, ড্রাইভারের পাশে, যার যার অ্যাটম ব্লাস্টের ওপর হাত রেখে ফাঁকা রাস্তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা লোক দুটোর দিকে ইঙ্গিত করলেন হার্ডিন। লী-র ভাড়াকরা লোক এরা। 'তুমি দেখছি একটা গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে চাও।'

www.BanglaBook.org

'*আমি* চাই? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আগুনে এরই মধ্যে কাঠ ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকজন, খুব একটা নাড়াচাড়া করতে হবে না সে-কাঠ।' আঙুলের কড়া গুনতে শুরু করলেন তিনি। 'এক: গতকাল সিটি কাউন্সিলে সেরম্যাক তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে ছেড়েছে, ইম্পিচমেন্টের দাবি জানিয়েছে সে।'

'সে-দাবি জানাবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে তাঁর,' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত গলায় হার্ডিন বললেন। 'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, তার প্রস্তাব ১৮৪-২০৬ ভোটে নাকচ হয়ে গেছে।'

'তা হয়েছে। কিন্তু মাত্র বাইশ ভোটের ব্যবধানে। অথচ আমরা আশা করেছিলাম ফারাকটা হবে ষাট। অস্বীকার কোরো না, তুমিও তাই আশা করেছিলে।'

'ব্যবধানটা সত্যিই অল্প,' স্বীকার করলেন হার্ডিন।

'বেশ। এবার, দুই: ভোটের পর অ্যাকশনিস্ট পার্টির উনষাটজন সদস্য কাউন্সিল চেম্বার থেকে ওয়াক আউট করেছে।'

হার্ডিন নিশ্চুপ; লী বলে চলেছেন, 'এবং তিন: বেরিয়ে যাওয়ার আগে সেরম্যাক ঘেউ ঘেউ করে বলে গেছে, তুমি বিশ্বাসঘাতক এবং তুমি অ্যানাক্রিয়নে যাচ্ছ তোমার বকশিশ আনতে। সে আরো বলেছে, ইম্পিচমেন্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে চেম্বারের অধিকাংশ সদস্য তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, সেরম্যাক এই বলে হুমকি দেখিয়ে গেছে যে, তাদের দলের নাম খামোকা "অ্যাকশনিস্ট পার্টি" রাখা হয়নি। তা, *এসব* শুনে কী মনে হচ্ছে?'

'সমস্যার গন্ধ পাচ্ছি।'

'আর তারপরেও রাতের অন্ধকারে অপরাধীর মতো গা ঢাকা দিচ্ছ। ওদের মুখোমুখি হওয়া উচিত তোমার হার্ডিন। স্পেসের দোহাই, সেজন্যই মার্শাল ল' জারি কর।'

'সহিংসতা অক্ষমের–'

'শেষ অবলম্বন,' পাদপূরণ করলেন লী। যত্তসব!'

'ঠিক আছে। সে দেখা যাবে'খন। এবার মন দিয়ে আমার কথা শোন, লী। ফাউণ্ডেশন স্থাপনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির দিন, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, টাইম ভল্টটা খুলেছিল, আর আসল ব্যাপারটা কী ঘটেছিল সেটা আমাদের জানানোর জন্যে হ্যারি সেলডনের রেকর্ড করা কথা শোনান হয়েছিল। তাকে দেখেছিলামও আমরা।'

'মনে আছে আমার।' মুখে আধো হাসি ফুটিয়ে স্মৃতিচারণের সুরে বললেন লী। 'সেদিনই আমরা ক্ষমতা দখল করেছিলাম।'

'ঠিক। সেটা ছিল আমাদের প্রথম মেজর ক্রাইসিস। এটা দ্বিতীয়– আর আজ থেকে তিন হপ্তা পর ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার আশি বছর পূর্ণ হবে। তোমার কাছে কি ব্যাপারটা কোনো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে?'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, তিনি আবারো দেখা দিচ্ছেন?'

'আমি কথা শেষ করিনি এখানো। ফিরে আসার ব্যাপারে কখনো কিছু বলেননি সেলডন, বুঝলে; তবে সেটা তাঁর গোটা প্ল্যানের একটা অংশ। তিনি তাঁর যথাসাধ্য

www.BanglaBook.org

চেষ্টা করেছেন আমরা যা'তে আগেভাবে কোনো কিছু জানতে না পারি। ভল্টটা না সরিয়ে রেডিয়াম লকটা আর খোলা যাবে কিনা সেটা বোঝারও কোনো উপায় নেই। ওটা সম্ভবত এমনভাবে সেট করা যে ভল্টটা সরাতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটবে! হ্যারি সেলডনের প্রথম অবির্ভাবের পর থেকে প্রতিটি বার্ষিকীতেই ওখানে উপস্থিত ছিলাম আমি, ঘটনাচক্রেই বলতে পার। একবারও দেখা দেননি তিনি। তবে সেবারের পর এবারই একটা সত্যিকারের সংকট দেখা দিয়েছে।'

'তাহলে উনি আসবেন।'

'হয়ত। আমি জানি না। সে যাই হোক, এটাই আসল কথা। আমি অ্যানাক্রিয়নে চলে গেছি– কাউন্সিলের আজকের অধিবেশনে এই ঘোষণা দেবার পরপরই তুমি অফিসিয়ালি আরেকটা ঘোষণা দেবে যে, আগামী ১৪ই মার্চ আরেকটা হ্যারি সেলডন রেকর্ডিং অনুষ্ঠিত হবে। আর তাতে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা সাম্প্রতিক সংকট সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ থাকবে। দ্যাট'স ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, লী। আর, তোমাকে যতই প্রশ্ন করা হোক না কেন, এর বাইরে তুমি একটা কথাও বলবে না।'

'ওরা কী বিশ্বাস করবে?' লী শুধোলেন।

'করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। এতে ওরা একটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবে। আর আমি সেটাই চাই। ব্যাপারটা সত্যি কি না, বা, মিথ্যা হলে, আমার উদ্দেশ্য কী– এই দোটানার মধ্যে পড়ে ওরা ওদের অ্যাকশন ১৪ই মার্চ পর্যন্ত মুলতবি রাখবে। তার ঢের আগে ফিরে আসব আমি।'

'কিন্তু এই সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার কথাটা তো অর্থহীন,' লী-কে দ্বিধান্বিত দেখাল।

'খুবই বিভ্রান্তিকরভাবে অর্থহীন। এই যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি।'

আবছা অন্ধকারে একটা গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল মহাকাশযানটি। তুষার মাড়িয়ে সেটার দিকে এগিয়ে গেলেন হার্ডিন। খোলা এয়ার লকটার সামনে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'গুড-বাই, লী। তোমাকে এভাবে কড়াই-এর ওপর রেখে যেতে খারাপ লাগছে আমার, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়।'

'ঘাবড়িও না। কড়াইটা যদিও বেশ গরম, তবুও আমি ঠিকই আদেশ পালন করব।' পিছিয়ে এলেন তিনি। বন্ধ হয়ে গেল এয়ার লক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছয়

যে-গ্রহের নাম অনুসারে রাজ্যের নাম রাখা হয়েছে সেই অ্যানাক্রিয়ন গ্রহে কিন্তু স্যালভর হার্ডিন সরাসরি গেলেন না। অ্যানাক্রিয়ন রাজ্যের বৃহত্তর স্টেলার সিস্টেমগুলোর আটটিতে ঝটিকা সফর সেরে, অভিষেক অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন পা ফেললেন তিনি গ্রহটির মাটিতে। ফাউণ্ডেশনের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ সারতে যতটুকু সময় লেগেছে, তার পরই উড়ে গিয়েছেন তিনি পরবর্তী সিস্টেমে।

রাজ্যটির বিশালতা উপলব্ধি করে একটু দমে গেলেন তিনি ভেতরে ভেতরে। সন্দেহ নেই, যে গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর একটি বিশেষ অংশ হিসেবে এটি এক সময় পরিচিত ছিল, সেই এম্পায়ার-এর বিশালত্বের তুলনায় রাজ্যটি নেহাতই একটি ছোট্ট টুকরো মাত্র– স্রেফ একটা উড়ন্ত বিন্দু– কিন্তু যার চিন্তা-ভাবনা মাত্র একটি গ্রহকে কেন্দ্র করে উঠেছে তার কাছে অ্যানাক্রিয়নের আকার এবং জনসংখ্যা রীতিমত অকল্পনীয় রকমের বিশাল।

অ্যানাক্রিয়ন প্রিফেক্ট নামে পরিচিত পুরনো এই অংশটির সীমারেখা জুড়ে আছে পঁচিশটা স্টেলার সিস্টেম, পঁচিশটার মধ্যে ছ'টার আবার রয়েছে বসবাসযোগ্য একাধিক বিশ্ব। জনসংখ্যা উনিশ বিলিয়ন। এম্পায়ার-এর বৃহস্পতি যখন তুঙ্গে, তখনকার তুলনায় সংখ্যাটা যদিও অনেক কম, তবে ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত ক্রমবর্ধমান সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যাটাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এবং কেবলমাত্র এই ঝটিকা সফরের সময়েই সেই কাজের বিশালত্ব দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন হার্ডিন। তিরিশ বছর লেগেছে শুধুমাত্র ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ডটাকেই পারমাণবিক শক্তি যোগাতে। আউটার প্রভিন্সগুলোর এক বিশাল অংশে এখনো অ্যাটমিক পাওয়ার পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই অগ্রগতিটুকুও হতো না; হয়েছে শুধু এম্পায়ার-এর ভাটার স্রোতে রেখে যাওয়া কার্যকর কিছু ধ্বংসাবশেষের কারণে।

ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড-এ পৌছে হার্ডিন দেখলেন, সেখানকার দৈনন্দিন কার্যক্রম একদম বন্ধ। আউটার প্রভিন্সগুলোয় আগেও উৎসব হতো। এখনও হয়। কিন্তু অ্যানক্রিয়ন গ্রহের ব্যাপারটা দেখা গেল একেবারে ভিন্ন। উদ্দীপনাভরা এই জাঁকাল

www.BanglaBook.org

ধর্মীয় উৎসব দেবরাজ লিপল্ডের সাবালকত্ব ঘোষণা করছে এবং এতে উন্মত্ত, অধীরভাবে অংশগ্রহণ করছে প্রতিটি লোক।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ভেরিসফের কাছ থেকে কোনোরকম মোটে আধ ঘণ্টার মতো সময় আদায় করতে সমর্থ হলেন হার্ডিন। আর সেই তিরিশ মিনিট শেষ হতে না হতে হিজ অ্যাম্বাসাডরকে ছুটতে হলো আরেকটা মন্দিরের উৎসব ব্যবস্থা দেখ-ভাল করতে। তবে ঐ আধঘণ্টা সময়টুকুতেই যারপর নাই কাজ হলো। সন্তুষ্ট মনে রাতের আতশবাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান দেখার প্রস্তুতি নিলেন হার্ডিন।

সারাক্ষণ একজন দর্শকের ভূমিকা পালন করে গেলেন তিনি। কারণ, পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে তাঁকে যেসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে সেগুলোর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। আর তাই, রাজপ্রাসাদের বলরুম যখন রাজ্যের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত লোকজনে ভরে গেল, তিনি তখন এক কোনায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ-ই তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না তাঁকে। কেউ কেউ পুরোপুরিই উপেক্ষা করছে।

পরিচয় প্রার্থীদের লম্বা এক লাইনে দাঁড়িয়ে লিপল্ডের সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি। নিরাপদ দূরত্ব থেকে অবশ্যই। কারণ জাঁকাল একটা ভাব নিয়ে, চারদিকে রেডিও-অ্যাকটিভ দ্যুতির মারাত্মক অগ্নিচ্ছটা পরিবেষ্টিত হয়ে, একা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন লিপল্ড। আর মাত্র এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সোনার অলংকার খচিত রেডিয়াম-ইরিডিয়াম সংকরের তৈরি প্রকাণ্ড সিংহাসনে বসবেন তিনি। তারপর তাঁকে নিয়ে শূন্যে ভাসবে সেই সিংহাসন। মেঝের সামান্য ওপর দিয়ে ভেসে বিশাল জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। জনগণ তাদের রাজাকে দেখে উন্মত্তের মত চিৎকার জুড়ে দেবে। সিংহাসনটা এত বড় হতো না, যদি না ওটাতে একটা অ্যাটমিক মোটর লাগান থাকত।

এগারটার বেশি বেজে গেছে। হার্ডিন অস্থির হয়ে উঠলেন। চারপাশটা ভাল করে দেখার জন্যে পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়ালেন। একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা কষ্টে দমন করলেন। এমনি সময় দেখলেন, ভিড় ঠেলে উইনিস তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁর পেশিতে ঢিল পড়ল।

দ্রুত এগোতে পারছেন না উইনিস। প্রায় প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে কোনো না কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে হচ্ছে যার দাদা লিপল্ডের দাদাকে রাজ্য দখল করতে সাহায্য করেছিলেন এবং বিনিময়ে ডিউকের পদ লাভ করেছিলেন।

অবশেষে উর্দিপরা শেষ সম্ভ্রান্ত জনের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে হার্ডিনের কাছে পৌছুলেন উইনিস। তাঁর হাসিটা বেঁকে একটা আত্মতুষ্টির হাসিতে পরিণত হলো। কালো চোখ দুটো পুরু ভুরুর নিচ থেকে সন্তুষ্টির ঝিলিক নিয়ে তাকাল।

'মাই ডিয়ার হার্ডিন,' নিচু গলায় বলে উঠলেন তিনি, 'পরিচয় প্রকাশে যখন অনীহা দেখাচ্ছ তার অর্থ, নিশ্চয়ই একা একা দাঁড়িয়ে বোরড্ হতে চাও তুমি।'

www.BanglaBook.org

'একঘেয়ে লাগছে না আমার, ইওর হাইনেস। পুরো ব্যাপারটাই খুব. ইন্টারেস্টিং। আপনি জানেন, এ-রকম কোনো দৃশ্যের কথা টার্মিনাসে ভাবাই যায় না।'

'তা ঠিক। কিন্তু তুমি কি আমার প্রাইভেট রুমে গিয়ে বসবে একটু? সময় নিয়ে কথা বলা যেত তাহলে। প্রাইভেসিও পেতাম।'

'অবশ্যই।'

বাহুতে বাহু জড়িয়ে দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এলেন। ডাউয়েজার ডাচেসদের অনেকেই অবাক হয়ে ভাবলেন, সাধারণ পোশাক পরিহিত, সাদামাঠা চেহারার লোকটি এমন কে যে প্রিন্স রিজেন্ট তাকে এত সম্মান দেখাচ্ছেন!

উইনিসের চেম্বারে ঢুকে পরম স্বস্তি বোধ করলেন হার্ডিন। রিজেন্ট নিজ হাতে তাঁকে এক গ্লাস পানীয় ঢেলে বাড়িয়ে দিলেন। মৃদু স্বরে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্লাসটি গ্রহণ করলেন হার্ডিন।

'রয়্যাল সেলার থেকে আসা "লক্রিস ওয়াইন" এটা, হার্ডিন,' উইনিস জানালেন। 'একেবারে আসল জিনিস– দু'শো বছরের পুরনো। জিওনীয় বিদ্রোহেরও দশ বছর আগের তৈরি।'

'সত্যিই একটা রয়্যাল ড্রিংক বটে,' হার্ডিন মৃদু স্বরে একমত প্রকাশ করলেন। 'অ্যানাক্রিয়ন-এর রাজা প্রথম লিপন্ডের উদ্দেশে।'

দু'জনেই পান করলেন। খানিক পর উইনিস হার্ডিনের শেষ কথাটার খেই ধরে বলে উঠলেন, 'শিগগিরই পেরিফেরির সম্রাট হয়ে যাবে ও, বা আরো বড় কিছু; কে বলতে পারে? ভবিষ্যতে গ্যালাক্সি রিইউনাইটেড হলেও হতে পারে।'

'নিঃসন্দেহে। অ্যানাক্রিয়নের উদ্যোগে?'

'কেন নয়? ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা শিগগিরই পেরিফেরির অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যাব।'

হার্ডিন তাঁর খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'তা হয়ত যাবেন, কিন্তু এখানে একটা কথা আছে। কোনো জাতি সায়েন্টিফিক এইড চাইলে, ফাউণ্ডেশন সাহায্য দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের সরকারের হাই আইডিয়ালিজমের কারণে এবং আমাদের স্থপতি হ্যারি সেলডনের সুমহান নৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত আমরা বিশেষ কারো প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করতে পারি না। এই প্রশ্নে কোনো আপোস নেই, ইওর হাইনেস।'

উইনিসের হাসিটা বিস্তৃত হলো। 'বহুল প্রচলিত একটা কথা আছে– গ্যালাকটিক স্পিরিট তাদেরকেই সাহায্য করে, যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে ফাউণ্ডেশন যে সহযোগিতা করবে না, সেটা ভাল করেই বুঝি আমি।'

'আমি সে কথা বলছি না। ইম্পেরিয়াল ক্রুজারটা আমরা আপনাদের মেরামত করে দিয়েছি– যদিও আমার বোর্ড অভ নেভিগেশন রিসার্চের জন্যে ওটা নিজেদের কাছেই রেখে দিতে চেয়েছিল।'

www.BanglaBook.org

'রিসার্চের জন্যে!' ব্যঙ্গাত্মক প্রতিধ্বনি করে উঠলেন উইনিস। 'বটে! অথচ আমি যুদ্ধের হুমকি না দিলে তোমরা ওটা মেরামত করে দিতে না।'

'তাই নাকি? কী জানি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করলেন হার্ডিন।

'*আমি* ঠিকই জানি। আর সে-হুমকিতে বরাবরই কাজ হয়েছে।'

'হুমকিটা কি এখনও বজায় আছে?'

'হুমকি নিয়ে কথা বলার আর সময় নেই এখন। দেরি হয়ে গেছে।' ডেস্কের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালেন উইনিস। 'দেখ, হার্ডিন, এর আগে একবার অ্যানাক্রিয়নে এসেছিলে তুমি। তোমার তখন তরুণ বয়স। আমাদের দু'জনেরই তরুণ বয়স। কিন্তু তখনো আমাদের দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি এক ছিল না। তুমি হচ্ছ গিয়ে, লোকে যাকে বলে, শান্তিপ্রিয় মানুষ, ঠিক কি না?'

'আমার ধারণা, আমি তাই। অন্তত আমি মনে করি, কোনো একটা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সহিংসতার কোনো দরকার নেই। ওটা এক ধরনের বাহুল্য মাত্র। সহিংসতার কোনো না কোনো বিকল্প সব সময়েই থাকে, অবশ্যি মাঝে মাঝে সেই বিকল্প পথটা অতটা সরাসরি না হয়ে একটু ঘোরানো হয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, তোমার সেই বিখ্যাত মন্তব্যটা আমার কানেও পৌঁছেছে– সহিংসতা অক্ষমের শেষ অবলম্বন– কিন্তু,' ছদ্ম একটা নির্লিপ্ততার সাথে কান চুলকে নিলেন উইনিস, 'আমি নিজেকে ঠিক অক্ষম বলে মনে করি না।'

হার্ডিন শান্তভাবে মাথা ঝাঁকালেন শুধু, কিছু বললেন না।

'আর তাছাড়া,' উইনিস বলে চলেন, 'আমি বরাবরই ডিরেক্ট অ্যাকশনে বিশ্বাসী। লক্ষ্য বরাবর একটা সোজা পথ কেটে আমি সেটা ধরে এগিয়ে যাই। অনেক কাজই এভাবে করেছি আমি আর আমার বিশ্বাস, এই নীতি অনুসরণ করে আরো অনেক কাজ করতে পারব আমি।'

'আমি জানি,' হার্ডিন বাধা দিলেন। 'তবে আপনি যে-পথের কথা বললেন, আমার ধারণা, সেটা আপনি আপনার নিজের এবং আপনার সন্তানদের জন্য তৈরি করছেন; আর পথটা যাচ্ছে সরাসরি সিংহাসনের দিকে। রাজার বাবার অর্থাৎ আপনার বড় ভাই-এর মৃত্যু এবং রাজার ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই কথাগুলো বললাম। রাজার স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাচ্ছে না, কি ঠিক বলিনি?'

ভুরু কোঁচকালেন উইনিস কথাটা শুনে। তাঁর গলা আগের চেয়ে কঠিন শোনাল, 'এসব ব্যাপারে তোমার কথা না বলাই উচিত, হার্ডিন। টার্মিনাসের মেয়র হবার সুবাদে তুমি হয়ত ভাবতে পার এসব ... বিবেচনাহীন কথা বলার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু আমি বলছি, চোখ বুঁজে এসব ধারণা ঝেড়ে ফেলতে পার তুমি। এসব কথায় ভয় পাবার লোক নই আমি। আমার জীবনের দর্শন হচ্ছে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, সব সমস্যা উঠে যাবে, এবং এখন পর্যন্ত আমি কখনো পিঠ দেখাইনি।'

'সে-ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তা, এ মুহূর্তে আপনি ঠিক কোন সমস্যার দিকে পিঠ ফেরাবেন না বলে ভাবছেন?'

www.BanglaBook.org

'সহযোগিতা করতে ফাউণ্ডেশনকে রাজি করানোর সমস্যাটার দিকে পিঠ ফেরাব না বলে ভাবছি আপাতত। তোমার ঐ শান্তি বজায় রাখার নীতিটা, বুঝলে, বেশ কয়েকটা ভুলের দিকে টেনে নিয়ে গেছে তোমাকে। তার কারণ, তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাহসকে আণ্ডারএস্টিমেট করেছ। সবাই তোমার মতো ডিরেক্ট অ্যাকশনে যেতে ভয় পায় না।'

'বুঝিয়ে বলুন,' হার্ডিন বললেন।

'এই যেমন, অ্যানাক্রিয়নে একা এসেছ তুমি, আর একাই আমার সঙ্গে আমার চেম্বারে ঢুকেছ।'

হার্ডিন নিজের চারদিকে তাকালেন একবার।

'এসেছি, তো, কী হয়েছে তাতে?'

'কিছুই হয়নি,' উইনিস বললেন। 'তবে এই ঘরের বাইরে এই মুহূর্তে পাঁচজন পুলিশ-গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচজনই সশস্ত্র আর গুলি করার জন্যে তৈরি। তুমি বোধকরি আর ফিরতে পারছ না, হার্ডিন।'

সামান্য উঁচু হলো মেয়রের ভুরু জোড়া। 'এখুনি ফেরার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই। আপনি তাহলে আমাকে ভয় পান?'

'তোমাকে আমি মোটেই ভয় পাই না। তবে আমার দৃঢ়তার একটা পরিচয় পেতে পারো তুমি এর থেকে। আমরা কি একে বন্ধুত্বের নিদর্শন বলবো?'

'আপনি যা খুশি তাই বলতে পারেন,' নির্লিপ্ত গলায় হার্ডিন বললেন। 'আপনি ব্যাপারটাকে যাই বলুন না কেন তা নিয়ে নিজেকে বিব্রত করবো না আমি।'

'আমি নিশ্চিত, সময়ের সঙ্গে তোমার এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাবে। ভাল কথা, তুমি আরেকটা ভুল করেছ, হার্ডিন। এবং এটা আরো মারাত্মক। টার্মিনাস প্রায় পুরোপুরি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে এসেছ।'

'সেটাই স্বাভাবিক। কীসের ভয় আমাদের? আমরা কারো স্বার্থের প্রতি হুমকিস্বরূপ নই। সবাইকেই সমানভাবে সাহায্য করি আমরা।'

'নিজেরা অরক্ষিত থেকে,' যোগ করলেন উইনিস। 'তোমরা দয়া করে আমাদের সশস্ত্র হতে সাহায্য করেছ। বিশেষ করে আমাদের নেভির উন্নতির জন্যে প্রচুর সহায়তা করেছ। ফলে আমাদের নেভি হয়ে উঠেছে অসাধারণ। সত্যি বলতে কী ইম্পেরিয়াল ক্রুজারটা তোমরা দান করার পর আমাদের নেভি হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য।' উইনিসের গলায় চাপা কৌতুক এবং শ্লেষ।

'ইওর হাইনেস, আপনি সময় অপচয় করছেন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করলেন হার্ডিন। 'আপনার যদি যুদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে থাকে, আমি ধরে নিচ্ছি, সেকথাই আপনি জানাচ্ছেন আমাকে, এই মুহূর্তে আমার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিন।'

'সিট ডাউন, হার্ডিন। আমি যুদ্ধ ঘোষণা করছি না। আর তুমি তোমার সরকারের সঙ্গে আদৌ যোগাযোগ করছ না। যুদ্ধ যখন করা হবে– ঘোষণা করা হবে না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হার্ডিন, *করা হবে*– তখন অ্যানাক্রিয়নিয়ান নেভি অ্যাটম ব্লাস্ট ছুঁড়ে ফাউণ্ডেশনকে তা যথাসময়ে জানিয়ে দেবে। ফ্লাগশিপ *উইনিস*-এ চেপে অ্যানাক্রিয়নিয়ান নেভির নেতৃত্ব দিচ্ছে আমার ছেলে।'

হার্ডিন ভ্রূকুটি করলেন। 'তা, ব্যাপারটা কখন ঘটবে?'

'সত্যিই যদি জানতে চাও তাহলে বলি, ফ্লিটের শিপগুলো এখন থেকে ঠিক পনেরো মিনিট আগে, ১১ টায়, অ্যানাক্রিয়ন ত্যাগ করেছে। টার্মিনাস নজরে পড়া মাত্র প্রথম ফায়ারটা করা হবে। সেটা ধর, আগামীকাল দুপুর নাগাদ ঘটবে। আপাতত নিজেকে তুমি স্বচ্ছন্দে একজন যুদ্ধবন্দী ভাবতে পার।'

'আমি নিজেকে ঠিক তাই ভাবছি, ইওর হাইনেস,' হার্ডিন তিক্ত স্বরে বললেন। তাঁর ভ্রূকুটি এখনো বজায় আছে। 'তবে আমি হতাশ হলাম।'

খিক্ খিক্ করে ব্যঙ্গাত্মক একটা হাসি হাসলেন উইনিস। 'ব্যস, এই পর্যন্তই?'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম, যৌক্তিকভাবেই অভিষেকের সময়টা অর্থাৎ মাঝরাতকে বেছে নেবেন আপনি ফ্লিট ছাড়ার সময় হিসেবে। এখন বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধটা আপনি নিজে রিজেন্ট থাকাকালীনই শুরু করতে চেয়েছেন। যাই হোক, সেক্ষেত্রে উল্টো দিক থেকে কিন্তু ব্যাপারটা বেশি নাটকীয় হতো।'

'কী বলতে চাইছ তুমি?' অবাক হয়ে বললেন রিজেন্ট

'বুঝতে পারছেন না?' কোমল গলায় শুধোলেন হার্ডিন। 'আমি আমার পাল্টা আঘাতের সময় হিসেবে মাঝরাতটাই ঠিক করে রেখেছি।'

ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন উইনিস। 'ধাপ্পাবাজি! পাল্টা আঘাত-টাঘাত কিছু নেই তুমি যদি অন্য রাজ্যগুলোর সমর্থনের কথা ভেবে থাক তাহলে সেকথা ভুলে যাও। ওদের সবার নেভি এক করলেও আমাদের সামনে টিকতে পারবে না।'

'আমি জানি সেটা। একটাও ফায়ার করার ইচ্ছে নেই আমার। তবে সপ্তাহখানেক আগে একটা কথা শোনা গিয়েছিল যে, আজ মাঝরাত নাগাদ গোটা অ্যানাক্রিয়ন গ্রহটা নাকি বিরাট এক নিষেধাজ্ঞার আওতায় চলে যাচ্ছে।'

'নিষেধাজ্ঞা?'

'হ্যাঁ। আপনার বোঝার সুবিধার জন্যে আরো সহজ করে বলছি। আমি প্রত্যাহার করার আদেশ না দেয়া অ্যানাক্রিয়নের প্রত্যেক প্রিস্ট ধর্মঘটে যাচ্ছেন। আর এভাবে অজ্ঞাতবাসে থাকলে আমার পক্ষে কোনো আদেশ দেয়া সম্ভব হবে না। অবশ্যি মুক্ত থাকলেও আমি সে-আদেশ দিতাম না।' হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে এসে, গলায় আরো জোর এনে তিনি যোগ করলেন, 'ইওর হাইনেস, আপনি কি বুঝতে পারছেন, ফাউণ্ডেশনের ওপর আক্রমণ হানা একটা পবিত্র জিনিসকে চূড়ান্তভাবে অপবিত্র করা ছাড়া আর কিছুই নয়?'

দৃশ্যতই, আত্মসংযম বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন উইনিস। 'এসব কথা আমাকে শুনিও না, জনগণের জন্যে তুলে রাখ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মাই ডিয়ার উইনিস, তাদের ছাড়া আর কার জন্যে কথাগুলো জমা *রাখছি* বলে মনে করেন আপনি? কল্পনা করতে পারি, গত আধ ঘণ্টা ধরে অ্যানাক্রিয়নের প্রতিটি মন্দিরে একজন প্রিস্ট সম্মিলিত জনতাকে ঠিক এই কথাগুলোই বোঝানোর চেষ্টা করছে। অ্যানাক্রিয়নে আজ পুরুষ বা মহিলা কারো জানতে বাকি নেই যে, তাদের সরকার তাদের ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুর ওপর বর্বরোচিত, ঘৃণ্য এবং গায়ে পড়া আক্রমণ চালিয়েছে। মাঝরাত হতে আর মাত্র মিনিট কয়েক বাকি। আপনি বরং বলরুমে গিয়ে দেখে আসুন কী ঘটছে। দরজার বাইরে পাঁচজন গার্ড আছে, সুতরাং নিরাপদেই থাকব আমি এখানে।'

চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। শূন্য গ্লাসে নিজেই লক্রিস ওয়াইন ঢেলে নিলেন। তারপর নির্জলা একটি নির্লিপ্তভাব নিয়ে তাকিয়ে রইলেন সিলিং-এর দিকে।

বিড়বিড় করে হলপ করার মতো কী যেন আউড়ে তীর বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন উইনিস।

বলরুমের *অভিজাত অতিথিরা* সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। সিংহাসন চলার জন্যে একটা প্রশস্ত পথ তৈরি করে দিয়েছেন তাঁরা নিজেরা সরে গিয়ে। সিংহাসনে বসে আছেন লিপল্ড। হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে রাখা। মাথা উঁচু, মুখ থমথমে। বিশাল ঝাড়বাতিগুলো নিভু নিভু। ছোট ছোট অ্যাটমো বাল্ব থেকে নিঃসরিত বিভিন্ন রঙের আলো ধনুকাকৃতির ছাদে প্রতিফলিত হচ্ছে। ঝকমকে একটা মুকুটের আকার নিয়ে রাজকীয় একটি আভা উজ্জ্বল হয়ে আছে লিপল্ডের মাথার ওপর।

সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়ালেন উইনিস। কেউ লক্ষ্য করছে না তাঁকে। সবার চোখ সিংহাসনের দিকে। হাত জোড়া মুঠি পাকিয়ে, যেখানে থেমেছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ছোটখাটো ব্যাপারে তাঁকে ধোঁকা দেবেন *না* হার্ডিন।

হঠাৎ নড়ে উঠল সিংহাসনটা। নিঃশব্দে ওপরের দিকে উঠল। একদিকে সরে গেল সামান্য। মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি ধরে নেমে, মেঝে থেকে আনুভূমিকভাবে ছ' ইঞ্চি ওপর দিয়ে, ভেসে চলল বিশালাকৃতি জানালার দিকে।

গম্ভীর এক ঘণ্টাধ্বনি মাঝরাত ঘোষণা করল আর সেই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সিংহাসনটা জানালার সামনে এসে। আর সেই সঙ্গে রাজার চারপাশ ঘিরে থাকা আলোর আভাটা নেই হয়ে গেল।

বিস্ময়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেল রাজার। সময় যেন জমাট বেঁধে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যে স্থির রইলেন তিনি। দ্যুতিহীন অবস্থায় তাঁকে নিতান্তই মানবিক মনে হচ্ছে। এমনি সময় হঠাৎ কেঁপে উঠে ছ' ইঞ্চি ওপর থেকে সশব্দে মেঝেতে পড়ল সিংহাসনটা এবং প্রাসাদের সব ক'টা আলো নিভে গেল এক সঙ্গে।

চারদিকের চিৎকার আর কোলাহল ভেদ করে উইনিসের ষাঁড়ের মতো গলা শোনা গেল, 'মশাল আনো। মশাল আনো।'

ডাইনে-বাঁয়ে কনুই চালিয়ে, ভিড় ঠেলে, দ্রুত দরজার দিকে এগোলেন তিনি। যেন শূন্য থেকে প্রাসাদরক্ষীরা এসে হাজির হলো অন্ধকারের ভেতর।

www.BanglaBook.org

কিছু মশালও চলে এল বলরুমে। অভিষেকের পর শহরের রাস্তায় রাস্তায় বিশাল মশাল মিছিলে এগুলো ব্যবহার করার কথা ছিল।

নীল, সবুজ, লাল– বিভিন্ন রঙের মশাল শোভা পাচ্ছে এখন রক্ষীদলের সদস্যদের হাতে। ভয়ার্ত, হতবুদ্ধি মুখগুলো আলোকিত হয়ে উঠল সেগুলোর অদ্ভুত আলোয়।

'কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি,' চেঁচিয়ে উঠলেন উইনিস। 'সবাই যে যার জায়গায় থাকুন। এক্ষুনি পাওয়ার চলে আসবে।'

একেবারে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রক্ষীদলের প্রধানের দিকে ফিরে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, ক্যাপ্টেন?'

'ইওর হাইনেস,' ত্বরিত জবাব এল, 'শহরের লোকজন গোটা প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে।'

'কী চায় তারা?' গর্জে উঠলেন উইনিস।

'একজন প্রিস্ট তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। হাই প্রিস্ট পলি ভেরিসফ বলে চেনা গেছে তাঁকে। তিনি অবিলম্বে মেয়র স্যালভর হার্ডিনের মুক্তি এবং ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানাচ্ছেন।' সৈনিকোচিত নির্লিপ্ত কণ্ঠে রিপোর্ট পেশ করলেও ক্যাপ্টেনের চোখের দৃষ্টি অস্থিরভাবে এদিকে-সেদিকে ছুটে যাচ্ছিল।

'কোনো বদমাশ গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে,' চিৎকার করে উঠলেন উইনিস, 'ব্লাস্ট করে একদম হাওয়ায় মিলিয়ে দেবে তাকে। আপাতত এর বেশি কিছু করতে যেয়ো না। যত পারুক চেঁচাক ওরা। কাল একটা হিসেব-নিকেশ হবে।'

বিভিন্ন স্থানে মশাল বসিয়ে দেবার পর বলরুম প্রায় আগের মতো আলোকিত হয়ে উঠেছে আবার।

সিংহাসনের দিকে ছুটে গেলেন উইনিস। এখানো জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। মোমের মতো সাদা হয়ে গেছে লিপল্ডের জমাট বাঁধা মুখটা। টেনে মেঝেতে দাঁড় করালেন তাঁকে উইনিস।

'এসো আমার সঙ্গে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। সারা শহর মিশমিশে অন্ধকারে ঢাকা। নিচ থেকে ভেসে আসছে ক্ষুব্ধ জনতার কর্কশ চিৎকার। ডাইনে, শুধুমাত্র আর্গোলিড মন্দিরে আলো জ্বলছে। ক্রুদ্ধ স্বরে একটা খিস্তি করে রাজাকে টেনে সরিয়ে আনলেন তিনি সেখান থেকে।

পাঁচ রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ঝড়ের বেগে চেম্বারে ঢুকলেন উইনিস। সবার পরে ঢুকলেন রাজা লিপল্ড। বিস্ফারিত চোখ ভয়ার্ত, নির্বাক।

কর্কশ কণ্ঠে উইনিস বলে উঠলেন, 'হার্ডিন, তুমি যে খেলা খেলছ তা সামাল দেবার শক্তি তোমার নেই।'

মেয়রের আচরণে নির্জলা অবজ্ঞা প্রকাশ পেল। তাঁর পাশে ছোট্ট অ্যাটমো বাল্ব থেকে মুক্তোর মতো আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঠোঁটে একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি মেখে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। কোনো জবাব দিলেন না উইনিসের কথার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গুড মর্নিং, ইওর ম্যাজেস্টি,' লিপন্ডের উদ্দেশে বলে উঠলেন তিনি একটু পর। 'অভিষেক উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে।'

'হার্ডিন,' আবার চেঁচিয়ে উঠলেন উইনিস, 'তোমার প্রিস্টদেরকে যার যার কাজে ফিরে যেতে হুকুম দাও।'

'আপনি নিজেই হুকুম দিন, উইনিস,' শীতল দৃষ্টিতে রিজেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন হার্ডিন। 'তারপর দেখুন কে কার সামর্থ্যের অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে খেলছে। ঠিক এই মুহূর্তে একটা চাকাও ঘুরছে না অ্যানাক্রিয়নে। মন্দিরগুলো ছাড়া আর কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না মন্দিরগুলো ছাড়া আর কোথাও কোনো কল থেকে এক ফোঁটা পানি পড়ছে না। মন্দিরগুলো ছাড়া এই গ্রহের অর্ধেক অঞ্চলের কোথাও এক ক্যালোরি তাপও পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালগুলোতে কোনো রুগী ভর্তি করা হচ্ছে না। পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, গ্রাউণ্ডেড হয়ে আছে সব ক'টা শিপ যদি ইচ্ছে হয় তাহলে আপনি নিজেই প্রিস্টদেরকে তাদের কাজে ফিরে যাবার হুকুম দিয়ে দেখতে পারেন। *আমার* অন্তত সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই।'

'স্পেসের দিব্যি, হার্ডিন, আমি তাই করব। তুরুপের তাস ক'টা আছে তা যদি দেখাতেই হয় তাহলে তা-ই দেখাব। দেখব, তোমার প্রিস্টরা আর্মির সামনে কতক্ষণ টেকে। আজ রাতে এগ্রহের সব ক'টা মন্দির আর্মির আণ্ডারে চলে যাবে।'

'বেশ তো। কিন্তু আপনি সে আদেশ কীভাবে দেবেন? যোগাযোগের সব পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন, রেডিও কাজ করছে না, টেলিভিজর কাজ করছে না; কাজ করছে না অল্ট্রাওয়েভ-ও। মন্দিরগুলোর বাইরে এ-গ্রহের একমাত্র যে কমিউনিকেটরটি কাজ করবে সেটা হচ্ছে ঠিক এই রুমের টেলিভিজরটা। আর আমি এটাকে শুধু সংবাদ গ্রহণের জন্যে ফিট করে রেখেছি, অর্থাৎ বাইরে কোনো আদেশ পাঠানো যাবে না এটা দিয়ে।'

শ্বাস নেবার বৃথা চেষ্টা করলেন উইনিস। হার্ডিন বলে চললেন, 'ইচ্ছে হলে আপনার আর্মিকে অর্ডার দিয়ে দেখতে পারেন, প্রাসাদের ঠিক বাইরে ঐ আর্গোলিড মন্দিরে ঢুকে তারা যেন সেখানকার আল্ট্রাওয়েভ সেটের সাহায্যে গ্রহের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। আমার ধারণা, জনতা সেক্ষেত্রে আপনার ঐ আর্মিকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে। আর তখন আপনার প্রাসাদ সামলাবে কে, উইনিস? আপনাদের *জীবন* রক্ষা করবে কে, উইনিস?'

উইনিস গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমরা ঠিকই টিকে যাব, শয়তান। আমরাই জিতে যাব শেষ পর্যন্ত। জনতা চেঁচাক, পাওয়ার না থাকুক, কোনো অসুবিধা নেই। যখন খবর আসবে ফাউণ্ডেশন দখল হয়ে গেছে, তখন তোমার মহাশক্তিধর জনতা টের পাবে তাদের ধর্ম কী এক অসীম শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তখন তারাই তাদের প্রিস্টদের পরিত্যাগ করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। আমি তোমাকে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত সময় দিলাম, হার্ডিন, কারণ, অ্যানাক্রিয়নের পাওয়ার বন্ধ

www.BanglaBook.org

করতে পারলেও, *আমার ফ্লিট তুমি থামাতে পারবে না।*' উল্লাসের আতিশয্যে তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গেল। 'তুমি নিজে যে বিশাল ক্রুজারটি মেরামতের অর্ডার দিয়েছিলে সেটার নেতৃত্ব ওরা টার্মিনাসের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

হার্ডিন হালকা সুরে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিই আদেশ দিয়েছিলাম ক্রুজারটা ঠিক করার জন্যে– কিন্তু আমার মনের মতো করে। "অ্যাল্ট্রাওয়েভ রিলে"-র কথা কখনো শুনেছেন, উইনিস? বুঝেছি, শোনেননি। ঠিক আছে, দু' মিনিটের মধ্যে আপনি জেনে যাবেন সেটা কী করতে পারে।'

তাঁর কথা শেষ না হতেই টেলিভিজরটা প্রাণ পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হার্ডিন নিজেকে শুধরে নিয়ে বলে উঠলেন, 'না, দু' সেকেণ্ডের মধ্যে। বসুন, উইনিস, কান পেতে শুনুন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

থিও অ্যাপোরাট অ্যানাক্রিয়নের অতি উচ্চপদস্থ প্রিস্টদের একজন। স্রেফ পদমর্যাদার দিক থেকে এই উচ্চ অবস্থানের কারণেই হেড প্রিস্ট হিসেবে ফ্ল্যাগশিপ *উইনিস*-এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পাবার যোগ্যতা রাখেন তিনি।

কিন্তু তাঁর যোগ্যতা শুধু পদমর্যাদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিপটাকে তিনি নিজের হাতের চেটোর মতো ভালোভাবে চেনেন। শিপের মেরামতের কাজে ফাউণ্ডেশন থেকে আসা হোলিম্যানদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন তিনি। তাঁদের আদেশে তিনি শিপটার মোটরগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন। রিওয়্যার করেছেন টেলিভিজরগুলো। কমিউনিকেশন সিস্টেম ঠিক করে প্রায় নতুনের মতো করে দিয়েছেন। ফুটো হয়ে যাওয়া 'হাল'-এ আবার ধাতুর প্রলেপ দিয়েছেন। বীমগুলো আরো শক্তপোক্ত করেছেন। এমনকি ফাউণ্ডেশনের হোলিম্যানরা যখন শিপে একটা নতুন যন্ত্র বসান, তখন তাঁকে সে-কাজে সাহায্য করার অনুমতিও দেয়া হয়েছিল। যন্ত্রটা এতই পবিত্র যে, এর আগে অন্য কোনো শিপে সেটা বসান হয়নি। এই অসাধারণ, প্রকাণ্ড শিপটির জন্যেই বেছে রাখা হয়েছিল ওটাকে। যন্ত্রটার নাম আল্ট্রাওয়েভ রিলে।

সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, গৌরবময় এই শিপটিকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে দেখে রীতিমত মর্মপীড়া অনুভব করছেন তিনি। ভয়ানক এক দুষ্কর্মে ব্যবহার করা হবে শিপটাকে– ভেরিসফের এই কথা তিনি কখনোই বিশ্বাস করতে চাননি। শিপটির অস্ত্রগুলো নাকি ফাউণ্ডেশনের দিকেই তাক করা হবে। সেই ফাউণ্ডেশনের দিকে, তরুণ বয়সে তিনি যেখানে ট্রেনিং নিয়েছেন, যে ফাউণ্ডেশন থেকে পেয়েছেন সব ধরনের আশীর্বাদ।

কিন্তু একটু আগে অ্যাডমিরাল তাঁকে যা বললেন তা শুনে তাঁর সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। ভেরিসফের কথাই ঠিক।

কিন্তু ঐশ্বরিক আশীর্বাদপ্রাপ্ত রাজা কী করে এই ঘৃণ্য কাজের অনুমতি দিলেন? অনুমতিটা কি রাজা দিয়েছেন? রাজার অজ্ঞাতসারে তাঁর অভিশপ্ত রিজেন্ট উইনিসই কি করেননি কাজটা? খুব সম্ভব তাই। এবং এই উইনিসের ছেলেই সেই অ্যাডমিরাল। পাঁচ মিনিট আগে সে-ই তাঁকে বলেছিল:

'আপনি আপনার ধর্ম-কর্মের দিকে মনোযোগ দিন, প্রিস্ট। *আমি* আমার শিপের ভার নিচ্ছি।'

www.BanglaBook.org

বাঁকা হাসি হাসলেন অ্যাপোরাট। শুধু ধর্ম-কর্মের দিকে নয়, শুধু আশীর্বাদের দিকেই নয়, অভিশাপের দিকেও মনোনিবেশ করবেন তিনি। এবং প্রিন্স লেফকিন শিগগিরই গোঙাতে শুরু করবে সেই অভিশাপের ফলে।

জেনারেল কমিউনিকেশন রুমে ঢুকলেন তিনি। তাঁর আগে আগে অধস্তন দু' জন উপাসক ঢুকলো ঘরটিতে। দু'জন অফিসার ইনচার্জ বসে আছে সেখানে। অ্যাপোরাটকে বাধা দেবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তাদের মধ্যে। শিপের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতের এক্তিয়ার আছে হেড প্রিস্ট অ্যাটেনডেন্ট-এর।

'দরজা বন্ধ করে দাও,' আদেশ করলেন অ্যাপোরেট। তাকালেন ক্রনোমিটারের দিকে।

বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সময়মতই এসেছেন তিনি।

অভ্যস্ত হাতে ছোট্ট লিভারগুলো টেনে দিলেন তিনি। দু' মাইল লম্বা শিপটার যে-কোনো স্থান থেকে তাঁর কণ্ঠ শোনা যাবে এখন, দেখা যাবে তাঁর ছবিও।

'রয়্যাল ফ্ল্যাগশিপ *উইনিস*-এর সৈনিকেরা শোন! আমি তোমাদের প্রিস্ট অ্যাটেনডেন্ট বলছি!' অ্যাপোরাট জানেন, শিপের একদম শেষ প্রান্তে, স্টার্নের অ্যাটম ব্লাস্ট থেকে শুরু করে, প্রাউ-এর নেভিগেশন টেবিল পর্যন্ত পুরো এলাকা জুড়ে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠস্বর।

'তোমাদের শিপ,' তিনি বলে চলেছেন, 'পবিত্র বস্তু অপবিত্র করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। তোমাদের অজ্ঞাতসারে এই শিপ এমন এক কাজ করতে যাচ্ছে, যাতে করে এ-জাহাজে অবস্থানরত তোমাদের প্রত্যেকের আত্মা চিরতরে অভিশপ্ত হবে। তোমাদের কামাণ্ডার শিপটিকে তাঁর পাপপূর্ণ ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করাতে চাইছেন। এই যখন তাঁর ইচ্ছা, তখন আমি গ্যালাকটিক স্পিরিট-এর নামে তাঁকে তাঁর কমাণ্ড থেকে অপসারিত করছি। তার কারণ, গ্যালাকটিক স্পিরিটের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হলে কমাণ্ডের কোনো কার্যকারিতা থাকে না। স্পিরিটের অনুমোদন না থাকলে খোদ দেবোপম রাজাও আর রাজা থাকেন না।'

পরম শ্রদ্ধাভরে অ্যাপোরাটের কথা শুনে যাচ্ছে দুই সহকারী। সৈনিক দু'জন আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে। আরো গম্ভীর হয়ে উঠল অ্যাপোরাটের কণ্ঠস্বর। 'আর শিপটি যেহেতু এরকম অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটে চলেছে, সেহেতু এটার ওপর থেকেও স্পিরিটের আশীর্বাদ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।'

গম্ভীরভাবে একটা হাত তুললেন অ্যাপোরাট। হাজারখানেক টেলিভিজরের সামনে দাঁড়ানো সৈন্যরা সব হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। প্রিস্ট অ্যাটেনডেন্ট-এর রাজকীয় প্রতিচ্ছবিটি বলে চলল ঃ

'গ্যালাকটিক স্পিরিটের নামে, তাঁর প্রফেট হ্যারি সেলডনের নামে, গ্যালাকটিক স্পিরিটের ব্যাখ্যাদাতাদের নামে, অর্থাৎ ফাউণ্ডেশনের হোলিম্যানদের নামে আমি শিপটিকে অভিশাপ দিচ্ছি। শিপটির চক্ষুস্বরূপ টেলিভিজরগুলো অন্ধ হয়ে যাক! বাহুস্বরূপ গ্র্যাপলগুলো অবশ হয়ে যাক। মুষ্টিস্বরূপ অ্যাটম ব্লাস্টগুলো তাদের

www.BanglaBook.org

কার্যক্ষমতা হারাক! হৃৎপিণ্ডস্বরূপ মোটরগুলোর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাক! কণ্ঠস্বরূপ কমিউনিকেশনগুলো মূক হয়ে যাক! প্রশ্বাসস্বরূপ ভেন্টিলেশনগুলো স্তিমিত হয়ে যাক! আত্মাস্বরূপ লাইটগুলো অন্ধকার হয়ে যাক! গ্যালাকটিক স্পিরিটের নামে, শিপটির প্রতি এ-ই আমার অভিশাপ।'

তাঁর শেষ কথাটি শেষ হবার সঙ্গে রাত ঠিক বারোটা বাজতেই, কয়েক আলোকবর্ষ দূরে একটি হাত আর্গোলিড মন্দিরে একটি আল্ট্রাওয়েভ রিলে ওপেন করল। সেটি আবার সঙ্গে সঙ্গে আল্ট্রাওয়েভের গতিতে ফ্লাগশিপ *উইনিসের* আরেকটি রিলে ওপেন করল।

এবং সেই মুহূর্তে মৃত অবস্থায় পতিত হল শিপটি!

না হবার কোনো কারণ নেই, কেননা, বিজ্ঞাননির্ভর ধর্ম মোটেই ঠুঁটো জগন্নাথ নয় এবং অ্যাপোরাটের অভিশাপ সত্যিই মারাত্মক।

অ্যাপোরাট দেখলেন, সারা জাহাজ জুড়ে অন্ধকার নেমে এল। হাইপার অ্যাটমিক মোটরগুলোর দূরাগত মৃদু ঘড় ঘড় আওয়াজ থেমে গেল হঠাৎ করে। উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। পরনের দীর্ঘ আলখাল্লার পকেট থেকে একটা সেলফ-পাওয়ার্ড অ্যাটমো বাল্ব বের করলেন। মুক্তোর মতো আলোয় ভরে গেল ঘর।

সৈন্য দু'জনের দিকে তাকালেন তিনি। এমনিতে এরা দু'জনেই খুব সাহসী। এখন ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে ভয়ে। 'ইওর রেভারেন্স, আমাদের রক্ষা করুন,' ফুঁপিয়ে উঠল একজন। 'আমরা সামান্য লোক। নেতাদের অপরাধ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না।'

'আমার সঙ্গে এসো,' কঠিন সুরে আদেশ করলেন অ্যাপোরাট। 'তোমাদের আত্মার পবিত্রতা এখনো বিনষ্ট হয়নি।'

গোটা জাহাজ জুড়ে অন্ধকারের রাজত্ব। জলাভূমি থেকে যেমন পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, সেই অন্ধকার থেকে ঠিক তেমনি নির্জলা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। অ্যাপোরাট এবং তাঁকে ঘিরে থাকা আলোকবৃত্তের কাছে এসে জটলা পাকাল সৈন্যরা। তাঁর কাপড়ের প্রান্ত স্পর্শ করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে। কাতর কণ্ঠে অনুনয়-বিনয় শুরু করল তারা যাতে তিনি তাদের সামান্যতম দয়া করেন।

প্রতিবারই তাঁর এক জবাব, 'আমাকে অনুসরণ কর।'

অবশেষে পেলেন তিনি প্রিন্স লেফকিনকে। অফিসার্স কোয়ার্টারের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়ে এগোচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছেন আলোর জন্যে। চোখে মুখে একরাশ ঘৃণা নিয়ে প্রিস্ট অ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকালেন তিনি।

'এসেছ তাহলে!' মায়ের কাছ থেকে নীল চোখ জোড়া পেয়েছেন তিনি। কিন্তু বড়শির মতো বাঁকা নাক আর চোখের তীর্যক দৃষ্টি বলে দেয়, তিনি উইনিসের ছেলে। 'তোমার এই নেমকহারামীর মানে কী? শিপের পাওয়ার ফিরিয়ে আনো। আমি এ শিপের কমান্ডার।'

www.BanglaBook.org

'এক সময় ছিলে, এখন আর নও,' গম্ভীর মুখে বললেন অ্যাপোরাট।

বুনো হয়ে উঠল লেফকিনের মুখটা। 'ধর এই লোকটাকে! গ্রেফতার কর! নইলে, স্পেসের দিব্যি, সবাইকে জামাকাপড় খুলে এয়ার লকের বাইরে পাঠাব আমি।' এক মুহূর্ত থেমে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'আমি তোমাদের অ্যাডমিরাল হুকুম করছি, অ্যারেস্ট হিম!'

কেউ এক চুলও নড়ল না দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল তাঁর পুরোপুরি। 'তোমরা এই মূর্খ সঙটার কথায় বোকা বনে গেলে? ভুয়া, বুজরুকিভরা এক ধর্মের কাছে মাথা নোয়ালে? এই লোকটা একটা শঠ, আর ও যে গ্যালাকটিক স্পিরিটের কথা বলছে, সেটা একটা জালিয়াতি। ওর আসল উদ্দেশ্য—'

ভয়ানকভাবে চেঁচিয়ে উঠে তাঁকে থামিয়ে দিলেন অ্যাপোরাট।

'নাস্তিকটাকে ধর। যতই ওর কথা শুনবে, তোমাদের আত্মার পবিত্রতা ততই নষ্ট হতে থাকবে।'

মুহূর্তের মধ্যে জনা বিশেক সৈন্যের হাতে বন্দি হয়ে গেলেন মহামান্য অ্যাডমিরাল।

'ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো তোমরা,' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন অ্যাপোরাট। লেফকিনকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল সৈন্যরা তাঁর পিছু পিছু। পেছনের করিডরটা আবার অন্ধকারে ঢেকে গেল। কমিউনিকেশন রুমে ফিরে এলেন অ্যাপোরাট। একমাত্র সচল টেলিভিজরটার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন কমাণ্ডারকে হুকুম করলেন, 'ফ্লিটের বাকি সবাইকে আর এগোতে নিষেধ কর। তৈরি হতে বল অ্যানাক্রিয়নে ফেরার জন্যে।'

আলুথালু বেশবাস, রক্তাক্ত, পর্যুদস্ত লেফকিন বিনা তর্কে হুকুম তামিল করল।

অ্যাপোরাট এরপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আল্ট্রাওয়েভ বীমের সাহায্যে অ্যানাক্রিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে আমাদের। এবার আমি যা বলতে বলব ঠিক তাই বলে যাবে।'

নেতিবাচক একটা ভঙ্গি করলেন লেফকিন। অমনি ঘরে বাইরে করিডরে জমায়েত হওয়া সৈন্যরা ভয়ংকরভাবে গর্জে উঠল।

'কী হলো!' ধমকে উঠলেন অ্যাপোরাট। 'শুরু কর, বলো, অ্যানাক্রিয়ন নেভি—'

শুরু করলেন লেফকিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

টেলিভিজরে প্রিন্স লেফকিনের চেহারা ভেসে উঠতেই পিতপতন স্তব্ধতা নেমে এল উইনিসের চেম্বারে। ছেলের বিধ্বস্ত মুখ আর ছেঁড়াফাঁড়া ইউনিফর্ম দেখে উইনিসের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরুল; এবং তারপর, ধপ করে বসে পড়লেন তিনি চেয়ারে। বিস্ময় এবং আকস্মিকতার ধাক্কায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল তাঁর।

হাত দুটো আলতো করে কোলের ওপর রেখে অবিচলভাবে সব শুনে গেলেন হার্ডিন। এদিকে সদ্য অভিষিক্ত লিপল্ড ঘরের এক অন্ধকার কোণে জবুথবু হয়ে বসে রইলেন। মাঝে মাঝেই রাগে, ক্ষোভে, সোনার পাত দিয়ে মোড়া আস্তিন কামড়াচ্ছেন তিনি। এমনকি সৈন্যদের আবেগশূন্য দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য দেখা দিল। অ্যাটম ব্লাস্ট হাতে নিয়ে দরজার কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল তারা। চোরাদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টেলিভিজরের দিকে। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছেন ফেলকিন। ক্লান্ত কণ্ঠ তাঁর থেমে যাচ্ছে একটু পর পর। মনে হচ্ছে, নাটকের সংলাপের মতো আড়াল থেকে কথাগুলো বলে দেয়া হচ্ছে তাঁকে। তাছাড়া, তাঁর গলার স্বরে শিষ্টতাও নেই খুব একটা।

'অ্যানক্রিয়নিয়ান নেভি... তার মিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে...এবং ফাউণ্ডেশনের মতো একটি পবিত্র ভূমি অপবিত্র করতে অনিচ্ছুক হয়ে...অ্যানাক্রিয়নে ফিরে যাচ্ছে... সেই সঙ্গে সকল কল্যাণের উৎস... ফাউণ্ডেশন এবং গ্যালাকটিক স্পিরিটের বিরুদ্ধে... যে সমস্ত অধার্মিক এবং পাপী অপবিত্র শক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী হবে... তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছে। ... এই মুহূর্তে শাশ্বত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধ বন্ধ করা হোক...আমাদের প্রিস্ট অ্যাটেনডেন্ট থিও অ্যাপোরাটের নেতৃত্বাধীন নেভির মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করা হোক... যে... ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো যুদ্ধ আবার শুরু করা যাবে না এবং'... এইখানে একটা লম্বা বিরতি, তারপর আবার শুরু করলেন লেফকিন– 'এবং প্রাক্তন প্রিন্স রিজেন্ট উইনিসকে... গ্রেফতার করে... তাঁর সমস্ত অপরাধের জন্যে ধর্মীয় আদালতে নিয়ে বিচার করা হোক। অন্যথায়... অ্যানাক্রিয়নে ফিরে এসে... রয়্যাল নেভি... রাজপ্রসাদ ধুলোয় মিশিয়ে দেবে এবং বাকি সব পাপী এবং মহাত্মা বিনষ্টকারীর আখড়া... গুঁড়িয়ে দেবার... প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

থেমে গেল কণ্ঠটা। উদগত কান্নার একটা চাপা শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই কালো হয়ে গেল পর্দাটা।

www.BanglaBook.org

অ্যাটমো বাল্বের ওপর দ্রুত খেতে গেল হার্ডিনের আঙুল। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল সেটার আলো। রিজেন্ট, রাজা এবং সৈন্যরা সবাই অস্পষ্ট ছায়ায় পরিণত হলো। এবং এই প্রথমবারের মতো দেখা গেল, একটা আভা ঘিরে আছে হার্ডিনকে।

আভাটা প্রাক্তন রাজাদের আভার মতো উজ্জ্বল নয় বরং আরো কম দর্শনীয়, কম মোহনীয়, কিন্তু তারপরেও সেটা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরো কার্যকর এবং আরো প্রয়োজনীয়।

মাত্র এক ঘণ্টা আগে উইনিস তাঁকে যুদ্ধবন্দি ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, টার্মিনাস ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। এখন তিনি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, নিশ্চুপ।

'অনেক পুরনো একটা গল্প আছে,' উইনিসের উদ্দেশে বলে উঠলেন হার্ডিন। তাঁর গলায় ঈষৎ ব্যঙ্গের ছোঁয়া। 'খুব সম্ভব গল্পটা মানব সভ্যতার মতই প্রাচীন। আপনার ভাল লাগতে পারে। বলছি, শুনুন।

'একটা নেকড়ে বাঘের কারণে একটা ঘোড়া সারাক্ষণই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। হতাশার চূড়ান্তে পৌঁছে সে ভাবল, নেকড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে শক্তিশালী একজন মিত্র দরকার তার। এক মানুষের কাছে গিয়ে প্রস্তাবটা পাড়ল সে। যুক্তি দেখাল, নেকড়ে বাঘটা আসলে মানুষেরও শত্রু। মানুষটি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজি হয়ে গেল। সেই সঙ্গে প্রস্তাব করল, ঘোড়াটা যদি তার দ্রুতগতি নিয়ন্ত্রণের ভার তার হাতে ছেড়ে দেয় তাহলে সে নেকড়ে বাঘটাকে এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে। ঘোড়ার কোনো আপত্তি নেই তাতে। সানন্দে নিজের পিঠে জিন আর লাগাম পরাবার অনুমতি দিল মানুষটাকে। ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে, নেকড়ে বাঘকে তাড়িয়ে নিয়ে মেরে ফেলল লোকটা তখুনি।

'আনন্দে, স্বস্তিতে আত্মহারা ঘোড়া তখন মানুষটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "আমাদের শত্রু তো খতম-ই হয়ে গেছে। এবার তোমার লাগাম আর জিন সরিয়ে নিয়ে আমাকে আমার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও।"

'উত্তরে লোকটা হো হো করে হেসে বলে উঠল, "বেড়ে বলেছ যা হোক। হেট্ হেট্," বলে সে ঘোড়ার পিঠে চাবুকের এক বাড়ি মারল।'

কোনো উত্তর এল না। উইনিসের ছায়াটা এক চুলও নড়ল না।

শান্তভাবে হার্ডিন বলে চললেন, 'মিলটা আশা করি দেখতে পাচ্ছেন আপনি। তাঁদের নিজেদের লোকের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে "চার রাজ্যের" রাজারা রিলিজন অভ সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, আর এই ধর্মই তাদের ঐশ্বরিক মর্যাদা দান করেছে। এই বিজ্ঞান-ধর্ম হলো তাদের পিঠে চাপানো লাগাম ও জিন, কারণ এই ধর্ম অ্যাটমিক পাওয়ারের এর প্রাণ-ভোমরাটিকে যাজকদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং যাজকরা আমাদের হুকুম তামিল করত, আপনাদের নয়। আপনি নেকড়ে বাঘটাকে মেরেছেন টিকই, কিন্তু ঐ লাগাম আর জিনের হাত থেকে মুক্তি পাননি–'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন উইনিস। অন্ধকারে তাঁর চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। তাঁর গলা ভারি, কথা খাপছাড়া। 'তারপরেও আমি তোমাকে দেখে নেব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পালাতে পারবে না তুমি। তুমি পচে মরবে। গুঁড়িয়ে দিক ওরা আমাদের সবকিছু, গুঁড়িয়ে দিক ওরা আমাদের। তুমি পচে মরবে! তোমাকে আমি ঠিকই হাতে পাব!'

'সোলজার্স,' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'গুলি কর শয়তানটাকে। ব্লাস্ট হিম! ব্লাস্ট হিম!'

চেয়ারে বসেই সৈন্যদের দিকে ঘুরে তাকালেন হার্ডিন। মুচকি হাসলেন। একজন তাঁর দিকে একটা অ্যাটম ব্লাস্ট তাক করল। তারপরেই নামিয়ে নিল। অন্যরা এক বিন্দু নড়ল না কেউ। খানিক দূরে দাঁড়ান উন্মত্ত লোকটা যতই চেঁচাক না কেন, কোমল আভা পরিবেষ্টিত হয়ে যিনি সোফায় বসে পরম আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসছেন, অ্যানাক্রিয়নের সমস্ত দম্ভ যিনি গুঁড়ো করে দিয়েছেন, টার্মিনাসের মেয়র সেই স্যালভর হার্ডিন তাদের চোখে একটা বিরাট কিছু।

চেঁচিয়ে একটা অভিশাপ বর্ষণ করে সবচেয়ে কাছের সৈনিকটির দিকে ছুটে গেলেন উইনিস। লোকটার হাত থেকে উন্মত্তের মতো ছোঁ মেরে অ্যাটম ব্লাস্টটা কেড়ে নিলেন। তাক করলেন হার্ডিনের দিকে। স্থির হয়ে আছেন হার্ডিন। ঝটিতি লিভার ঠেলে দিয়ে ধরে রইলেন উইনিস।

পাণ্ডুর বর্ণের একটা রশ্মি একটানা কিছুক্ষণ হার্ডিনকে ঘিরে থাকা ফোর্স-ফিল্ডের ওপর আছড়ে পড়ল। একটা লোমও পুড়ল না হার্ডিনের। ফোর্স-ফিল্ড সেই রশ্মি টেনে নিউট্রাল করে ফেলল। উইনিস আরো জোরে চেপে ধরলেন লিভারটা। হেসে উঠলেন পাগলের মতো। কান্নার মতো শোনাল হাসিটা।

এখনো হাসছেন হার্ডিন। অ্যাটম ব্লাস্টের এনার্জি টেনে নেবার পরেও তাঁর ফোর্স-ফিল্ডের আভা আগের মতই অনুজ্জ্বল রয়ে গেছে। ঘরের সেই অন্ধকার কোনায় বসে লিপল্ড দু' হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন। হঠাৎ একটা হতাশ আর্তচিৎকার করে উইনিস তাঁর অ্যাটম ব্লাস্টটা ঘুরিয়ে নিজের দিকে তাক করলেন। ফায়ার করতেই শূন্যে মিলিয়ে গেল তাঁর মাথা। মস্তকহীন দেহটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল।

দৃশ্যটা দেখে মুখ বিকৃত করে ফেললেন হার্ডিন। বিড়বিড় করে আপন মনে বললেন, 'ডিরেক্ট অ্যাকশন নেবার পক্ষপাতী এক লোকের শেষ পরিণতি। শেষ অবলম্বন!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

ভরে গেছে টাইম ভল্ট। আসনগুলোতো ভরে গেছেই, ঘরের পেছনেও তিন-চার সারি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

আজ এত লোক এখানে, অথচ, হার্ডিনের মনে পড়ে গেল, তিরিশ বছর আগে হ্যারি সেলডনের প্রথম আবির্ভাবের সময় গুটিকতেক লোক ছিল এ-ঘরে। সর্বসাকুল্যে মাত্র ছ'জন– পাঁচজন সাবেক ইনসাইক্লোপীডিস্ট, তাঁরা সবাই আজ মৃত– আর তিনি নিজে, ঠুঁটো জগন্নাথ এক মেয়র। তাঁর আরো মনে পড়ল, সেই বিশেষ দিনটিতেই ইয়োহান লী-র সাহায্যে তিনি তাঁর সেই কলংক দূর করেছিলেন, 'ঠুঁটো জগন্নাথ' বিশেষণটা ঘুচিয়েছিলেন তিনি সেদিন তাঁর নাম থেকে।

আজকের অবস্থা সেদিনের তুলনায় একেবারেই ভিন্ন। সবদিক থেকেই। সিটি কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য উপস্থিত হয়েছেন আজ, সেলডন দেখা দেবেন সেই অপেক্ষায় বসে আছেন। হার্ডিন এখনো সেই মেয়রই আছেন, তবে তাঁর হাতে এখন সর্বময় ক্ষমতা। আর বিশেষ করে, অ্যানাক্রিয়ন চরমভাবে নাস্তানাবুদ হবার পর থেকে তাঁর জনপ্রিয়তাও তুঙ্গে।

উইনিসের মৃত্যু এবং ভয়কম্পিত লিপল্ডের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির খবর নিয়ে টার্মিনাসে পা দেবার পর উল্লসিত হাজার হাজার জনতার উষ্ণ অভিনন্দন আর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন তিনি। এরপর খুব দ্রুত কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হলো বাকি তিনটি রাজ্যের সঙ্গে। চুক্তিগুলো ফাউণ্ডেশনকে এমন কিছু ক্ষমতা দিল যার ফলে অ্যানাক্রিয়নের মতো এ-ধরনের আক্রমণ-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা চিরতরে দূর হয়ে গেল। টার্মিনাসের প্রত্যেক শহরে, রাস্তায় রাস্তায়, মশাল মিছিলের ধুম পড়ে গেল। স্বয়ং হ্যারি সেলডনের নামেও এমন আকাশ ফাটানো জয়ধ্বনি শোনা যায়নি। হার্ডিনের ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল একটু। এমন জনপ্রিয়তা তিনি প্রথম ক্রাইসিসের পরেও পেয়েছিলেন।

কামরার ওধারে সেফ সেরম্যাক এবং লুইস বোর্ট নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মত্ত। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো তাদেরকে মোটেই হতোদ্যম করতে পারেনি। অবশ্যি আস্থা ভোটে তারা হার্ডিনের পক্ষেই রায় দিয়েছে, প্রকাশ্যে নিজেদের ভুল স্বীকার করেছে, আগের বৈঠকগুলোতে বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহারের জন্যে বিস্তর ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আর সেই সঙ্গে এই বলে নিজেদের সাফাইও গেয়েছে যে, তারা আসলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্রেফ তাদের বিচার-বুদ্ধি এবং বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছে। এবং ঠিক তারপরই তারা একটি নতুন অ্যাকশনিস্ট কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

ইয়োহান লী এসে হার্ডিনের আস্তিন ছুঁয়ে তাঁর ঘড়ির দিকে একটা গূঢ় ইঙ্গিত করলেন।

মুখ তুলে তাকিয়ে হার্ডিন বলে উঠলেন, 'লী, এসেছ। কিন্তু মুখ হাঁড়ি করে আছ কেন এমন? কী হয়েছে বলো তো?'

'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তো দেখা দেবার কথা তাঁর, তাই না?'

'সেরকমই তো মনে হয়। গতবার ঠিক দুপুরেই এসেছিলেন তিনি।'

'কিন্তু এবার যদি তিনি একেবারেই না আসেন তাহলে?'

'ওফ্! সারাটা জীবন এভাবে দুশ্চিন্তা করে জ্বালিয়ে মারলে তুমি আমাকে। না এলে আসবেন না!'

ভুরু কুঁচকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন লী। 'ব্যাপারটা ভেস্তে গেলে, আই মীন, তিনি যদি না আসেন, তাহলে আমরা আরেকটা ঝামেলায় পড়ে যাব। আমরা যা করেছি তাতে যদি সেলডনের সম্মতি না থাকে, তাহলে সেরম্যাক চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। সে চায় "চার রাজ্য" পুরোপুরি দখল করা হোক, ফাউণ্ডেশনকে বাড়ানো হোক এই মুহূর্তে। অলরেডি সে তার প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে।'

'তা জানি। কিন্তু চোর যেমন চুরি করতে না পারলে যে নিজের ঘরের জিনিস এদিক সেদিক সরিয়ে রাখে, লী, তোমারও তেমন দুঃশ্চিন্তা করা চাই-ই চাই, এমনকি দুঃশ্চিন্তা করার মতো কিছু বের করতে গিয়ে নিজের জান কোরবান করে হলেও।'

উত্তরে লী হয়ত কিছু বলতেন কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলো হলুদ, নিভু নিভু হয়ে যেতে তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে থাকা কাচের কিউবিকলের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে একটা সশব্দ শ্বাস ফেলে বসে পড়লেন তিনি চেয়ারে।

কিউবিকলে একজন লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। হুইলচেয়ারে বসা একজন লোক। হার্ডিন সোজা হয়ে বসলেন। কয়েক দশক আগে এই লোক যেদিন প্রথম আবির্ভূত হয় সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ে গেল তার। বলাবাহুল্য, তাঁর একারই সে কথা মনে পড়ল। তখন তিনি যুবক, লোকটি বৃদ্ধ। সেই থেকে লোকটির বয়স আর একদিনও বাড়েনি, কিন্তু তিনি নিজে আজ বৃদ্ধে পরিণত হয়েছেন।

সরাসরি দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি। কোলের ওপর একটি বই নাড়াচাড়া করছে সে।

'আমি হ্যারি সেলডন,' কোমল এবং বাধ্যক্যপীড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে উঠলেন।

সারা ঘরে রুদ্ধশ্বাস নীরবতা নেমে এল। হ্যারি সেলডন বেশ একটা আলাপের সুরে বলে চললেন, 'এই নিয়ে দু'বার এলাম আমি আপনাদের সামনে। অবশ্যি প্রথমবার আপনাদের কেউ এখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানি না। সত্যি বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী, এখানে আদৌ কেউ উপস্থিত আছেন কিনা তা-ও আমি জানি না তবে তাতে কিছু আসে যায় না। দ্বিতীয় ক্রাইসিসটা যদি আপনারা ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে উঠতে পেরে থাকেন, তাহলে এখানে থাকতে বাধ্য আপনারা। এর কোনো বিকল্প নেই! আপনারা যদি এখানে না থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে, দ্বিতীয় ক্রাইসিসটা ঠেকাতে পারেননি আপনারা।'

মনোরম একটা হাসি উপহার দিলেন তিনি সবাইকে। 'এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির ব্যাপারে আমার যথেষ্ট *সন্দেহ রয়েছে*,' বলে চললেন তিনি, 'তার কারণ, আমার হিসেব অনুযায়ী, শতকরা ৯৮.৮ ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, প্রথম আশি বছরের মধ্যে "প্ল্যানটিতে" তেমন বড়সড় কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না। আমার হিসেবে বলছে, আপনারা এমুহূর্তে ফাউণ্ডেশনের ঠিক পার্শ্ববর্তী বর্বর রাজ্যগুলোর ওপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম ক্রাইসিসের সময় যেভাবে "শক্তির ভারসাম্য" নীতির সাহায্যে ওদের আগ্রাসন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, এবারে, এই দ্বিতীয় ক্রাইসিস শেষে, "আধ্যাত্মিক শক্তি"-র সাহায্যে "পার্থিব শক্তির" মোকাবেলা করেছেন আপনারা।

'তবে আপনারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়বেন না যেন। আগেভাগে কিছু জানিয়ে দেয়া যদিও আমার এই রেকর্ডিংগুলোর উদ্দেশ্য নয়, তবুও এটুকু অন্তত জানিয়ে দেয়া নিরাপদ বলে মনে করছি যে, আপনারা এ-মুহূর্তে স্রেফ একটা "নতুন ভারসাম্য" অর্জন করেছেন। তার বেশি কিছু নয়। অবশ্যি এতে করে আপনারা আগের চেয়ে একটু ভাল অবস্থায় পৌছেছেন, সেকথা ঠিক।'

'আধ্যাত্মিক শক্তি পার্থিব শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও উল্টো আঘাত হানার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক শক্তির *নেই*। বিচ্ছিন্নতাবাদ বা জাতীয়তাবাদের মতো বিরুদ্ধশক্তির বিরামহীন ক্রমবিকাশের কারণে আধ্যাত্মিক শক্তি টিকতে পারবে না। আশা করছি, কথাগুলো আপনাদের কাছে নতুন ঠেকছে না। তবে কথাগুলো একটু দুর্বোধ্য এবং ভাসাভাসা বলে মনে হতে পারে। সে জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর যেহেতু মনোইতিহাস বা সাইকোহিস্ট্রিতে ব্যবহৃত সিম্বলজি বোঝার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো লোক নেই আপনাদের মধ্যে, সেহেতু আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করছি সহজ করে বলতে।

'আসলে "নতুন এম্পায়ার"-এর দিকে সবেমাত্র পা বাড়াল ফাউণ্ডেশন। জনশক্তি আর প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলো আপনাদের তুলনায় ভয়াবহ রকমের শক্তিশালী এখন। তাদের এলাকার বাইরেই রয়েছে বর্বরতার এক জটিল অরণ্য। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সেই অরণ্যের পরে রয়েছে গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর অবশেষটুকু। সেটা যদিও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েছে, যদিও তার মধ্যে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু তার পরেও সেটা এখনো অতুলনীয় রকমের শক্তিশালী।'

কোলের ওপর রাখা বইটা হাতে নিলেন হ্যারি সেলডন। পাতা মেললেন। তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে এল। 'একটা কথা কখনো ভুলে যাবেন না। আশি বছর আগে,

www.BanglaBook.org

স্টার'স এণ্ড-এ গ্যালাক্সির একেবারে অন্য প্রান্তে– *দ্বিতীয় একটি* ফাউণ্ডেশন স্থাপিত হয়েছিল। সেটার কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে আপনাদেরকে। জেন্টেলমেন, আপনাদের সামনে এখনো ন'শো বিশ বছরের "প্ল্যান" পড়ে আছে। সমস্যাটা আপনাদের! সুতরাং ঝাঁপিয়ে পড়ুন!'

বই-এর পাতায় চোখ নামালেন তিনি। তারপরেই নেই হয়ে গেলেন। বাতিগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল আগের মতো।

কোলাহলে ভরে উঠল ঘরটা। হার্ডিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে লী বললেন, 'আবার কখন আসবেন সেটা কিন্তু বলে গেলেন না সেলডন।'

হার্ডিন হালকা গলায় বললেন, 'তা বলেননি, তবে এটুকু জানি, তিনি আবার আসার অনেক আগেই তুমি আর আমি মরে ভূত হয়ে যাব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চতুর্থ পর্ব

বণিকদের কথা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

বণিকদল–...এবং ফাউণ্ডেশনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগ ছিল বণিকেরা। পেরিফেরির দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছিল তাদের প্রভাব-বলয়। কয়েক মাস, এমনকি কয়েক বছর লেগে যেত তাদের টার্মিনাসে ফিরে আসতে। তাদের শিপগুলো অবশ্যি আহামরি কিছু ছিল না, এখানে সেখানে দেখা যেত অদক্ষ মেরামতির ছাপ, তাৎক্ষণিক জোড়াতালির চিহ্ন। তাদের সততাও যে একেবারে বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল তা নয়। আর তাদের সাহস...

এসবের সাহায্যেই তারা 'চার রাজ্যের' ঐ ছদ্ম-ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল।...

বণিকদের সম্পর্কে যে কত গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। কিছুটা সচেতনভাবে এবং কিছুটা উপহাসভরে তারা স্যালভর হার্ডিনের একটি সারগর্ভ উক্তিকে তাদের মটো হিসেবে গ্রহণ করেছিলঃ 'তোমার নীতিবোধ যেন কখনো ন্যায্য এবং সঙ্গত কাজ করা থেকে তোমাকে বিরত রাখতে না পারে!' এসব গল্পের কোনটি সত্য আর কোনটি মনগড়া তা এখন বলা কষ্টসাধ্য। তবে সম্ভবত প্রতিটিতেই কিছু না কিছু অতিরঞ্জন রয়েছে।...

ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

লিমার পনিয়েটসের রিসিভারে যখন 'কল'-টা পৌঁছুল, সে তখন আকণ্ঠ সাবান-ফেনায় ডুবে আছে। গ্যালাকটিক পেরিফেরির অন্ধকার, নিঃসীম মহাশূন্যেও টেলিমেসেজ আর বাথটাবের অস্তিত্বের যেসব পুরোনো গল্প শোনা যায়, সেগুলো যে মিথ্যা নয় এ-ঘটনাটাই তার প্রমাণ।

ফ্রী-ল্যান্স শিপটির যে অংশে বিভিন্ন ধরনের মালপত্র ঠাসাঠাসি করে রাখা নেই সৌভাগ্যক্রমে সেটি যথেষ্ট আধুনিক এবং উন্নত। এতটাই যে, ঠাণ্ডা এবং গরম পানির শাওয়ারটি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে দুই-বাই-চার ফুট মাপের একটি ছোট্ট, চমৎকার স্থানে অবস্থিত। রিসিভারের ঝনৎকার পরিষ্কারভাবে কানে এল পনিয়েটসের।

www.BanglaBook.org

সাবানের ফেনা আর খিস্তি ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে এল সে। এডজাস্ট করল ভোকাল। ঠিক তার তিন ঘণ্টা পর দ্বিতীয় একটা ট্রেড শিপ চলে এল প্রথমটার পাশে। দুই শিপের মধ্যবর্তী এয়ার টিউব গলে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে এক যুবক ঢুকল ভেতরে।

সবচেয়ে ভাল চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে নিজে পাইলট-সুইভেল-এ গিয়ে বসল পনিয়েটস।

'তুমি করছিলেটা কী, বলতো, গোর্ম?' গম্ভীর মুখে শুধোল সে। 'ফাউণ্ডেশন থেকে আমাকে তাড়া করে এসেছ নাকি এ পর্যন্ত?'

লেস গোর্ম একটা সিগারেট ধরিয়ে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল। 'আমি? মোটেই না। মেইল-এর পরদিনই ঘটনাক্রমে গ্লিপটাল ফোর-এ ল্যাণ্ড করে এ অধম। ওরা আমাকে এটাসহ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিল।'

ছোট্ট, চকচকে একটা গোলাকার বস্তু পনিয়েটসের হাতে তুলে দিল সে। বলল, 'জিনিসটা গোপনীয়। সুপার-সিক্রেট। সাব-ইথার বা ঐ জাতীয় ব্যাপারের ওপর ভরসা করা যায়নি। অন্তত আমার তাই ধারণা। পার্সোনাল ক্যাপসুল বলা যেতে পারে এটাকে। তুমি ছাড়া আর কারো হাতে খুলবে না ওটা।'

একরাশ বিরক্তি নিয়ে ক্যাপসুলটার দিকে তাকাল পনিয়েটস। 'সেটা বুঝতে পারছি। এও জানি, হতচ্ছাড়া এই জিনিসগুলোতে কখনো কোনো সুখবর থাকে না।'

তার হাতের ওপর খুলে গেল ক্যাপসুলটা। বেরিয়ে এল পাতলা, স্বচ্ছ একটা টেপ। ত্বরিত চোখ বুলিয়ে মেসেজটা পড়ে নিল পনিয়েটস। দ্রুত পড়ার কারণ হচ্ছে টেপের শেষাংশটা বের হতে হতে প্রথম অংশটা ধূসর হয়ে কুঁচকে গেছে। দেড় মিনিটের মাথায় সেটা কালো রঙ ধারণ করল। তারপর গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল।

হাহাকার বেরিয়ে এল পনিয়েটসের কণ্ঠ থেকে, 'ওহ্ *গ্যালাক্সি!*'

লেস গোর্ম শান্তভাবে জিগ্যেস করল, 'আমি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি? নাকি ব্যাপারটা তার চেয়েও গোপনীয়?'

'তুমি যেহেতু বণিক সংঘে আছ, তাই তোমাকে বলা যেতে পারে। অ্যাসকোনে যেতে হবে আমাকে।'

'অ্যাসকোনে কেন?'

'ওরা একজন ট্রেডারকে আটক করেছে। কথাটা বোলো না কাউকে।'

'আটক করেছে?' রাগে ফেটে পড়ল গোর্ম। 'এটা তো কনভেনশন বিরোধী কাজ!'

'লোকাল পলিটিক্স নাক গলানোটাও।'

'ও! তাই করেছিল বুঝি লোকটা?' গোর্ম একটু মিইয়ে গেল। 'তা ট্রেডার লোকটা কে? আমি চিনি এমন কেউ?'

'না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পনিয়েটস বলল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর কোনো প্রশ্ন করল না গোর্ম।

www.BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে পনিয়েটস। ফাঁকা চোখে চেয়ে আছে ভিসিপ্লেটটার দিকে। লেন্সের মতো দেখতে গ্যালাক্সির অংশটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে আপনমনে। তারপর গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'যাচ্ছেতাই ব্যাপার! এমনিতেই আমি কোটা-র পেছনে পড়ে আছি!'

গোর্ম-এর মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। 'দোস্ত, অ্যাসকোন তো নিষিদ্ধ এলাকা।'

'তা ঠিক। একটা পেননাইফও বিক্রি করা যাবে না অ্যাসকোনে। *কোনো* ধরনের অ্যাটমিক গ্যাজেটও কিনবে না ওরা। আমার কোটার এই অবস্থায় ওখানে যাওয়ার অর্থ মারা পড়া।'

'কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় না ব্যাপারটা?'

আনমনে মাথা নাড়ল পনিয়েটস। 'লোকটা আমার পরিচিত। বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। কী আর হবে? গ্যালাকটিক স্পিরিট ভরসা। স্পিরিট যেদিকে যেতে বলবে, খুশিমনে সেদিকে পা বাড়াব।'

চোখ বড় বড় করে গোর্ম বলল, 'কী বললে?'

গোর্মের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু পনিয়েটস। *বুক অভ দ্য স্পিরিট* বইটা যে তোমার পড়া নেই, সেকথা খেয়াল ছিল না।'

'নামই শুনিনি কখনো,' সংক্ষেপে উত্তর দিল গোর্ম।

'শুনতে, যদি তোমার ধর্ম বিষয়ক ট্রেনিং থাকত।'

'ধর্ম বিষয়ক ট্রেনিং? *যাজক* হওয়ার জন্যে?' ভীষণ আহত হয়েছে গোর্ম বোঝা গেল।

'এই ভয়ই করছিলাম। আমার জীবনে এটা একটা গোপন কলংক। তবে ফাদারদের আমি কম জ্বালাইনি। ওঁরা আমাকে তাড়িয়ে দেন এবং যে-কারণে তাড়ান ঠিক সেই কারণেই পরে ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানে সেকুলার শিক্ষালাভের সুযোগ পাই আমি। যাকগে ওসব কথা। এ-বছর তোমার কোটার অবস্থা কেমন?'

সিগারেটের শেষাংশটা পিষে ফেলে টুপিটা ঠিক করল গোর্ম। 'আমার শেষ কার্গোটা যাচ্ছে এখন। আই উইল মেক ইট।'

'ভাগ্যবান লোক তুমি!' হতাশ কণ্ঠ পনিয়েটসের।

গোর্ম বিদায় নেবার পরেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সে।

এসকেল গোরভ তাহলে অ্যাসকোনে! তা-ও আবার জেলে!

দুঃসংবাদ! সত্যি বলতে কী, খবরটা যতটা খারাপ শোনানোর কথা, তার চেয়েও বেশি খারাপ! কৌতূহলী এক ছোকরাকে ঘটনাটার একটা লঘু সংস্করণ জানিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়া এক কথা, আর সত্যের মুখোমুখি হওয়া আরেক কথা।

তার কারণ, মাস্টার ট্রেডার এসকেল গোরভ আদৌ কোনো ট্রেডার নয়। খুব অল্প কয়েকজন লোক জানে ব্যাপারটা। লিমার পনিয়েটস তাদের একজন। গোরভ ট্রেডার তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন লাইনের লোক; এসকেল গোরভ ফাউণ্ডেশনের একজন এজেন্ট!

www.BanglaBook.org

দুই

দু' হপ্তা হয়ে গেছে! নষ্ট হয়ে গেছে মূল্যবান চৌদ্দটি দিন।

এক হপ্তা চলে গেছে অ্যাসকোনে পৌঁছুতেই। সবচেয়ে দূরবর্তী সীমান্তের কাছে আসতেই টহলরত ওয়ারশিপগুলো এসে জড়ো হলো। ওদের ডিটেকশন সিস্টেম যাই হোক, সেটা যে কাজ করে এবং ভালভাবেই কাজ করে, তাতে সন্দেহ নেই।

কোনোরকম সিগনাল না দিয়ে শীতল, নিস্পৃহ একটা দূরত্ব বজায় রেখে এক পাশে সরিয়ে আনল ওকে শিপগুলো, রূঢ়ভাবে বাধ্য করল অ্যাসকোনের সেন্ট্রাল সান-এর দিকে এগোতে।

ইচ্ছে করলে পনিয়েটস ঠিকই ওদের এক হাত দেখিয়ে পারত। ওদের শিপগুলো মৃত এবং অবলুপ্ত গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর উচ্ছিষ্ট হলেও যাকে বলে ঠিক ওয়ারশিপ নয়– স্পোর্ট ক্রুজার। আর যেহেতু ওগুলোতে অ্যাটমিক পাওয়ার নেই, সেহেতু নেহাতই খেলনা বলে গণ্য করা যায় শিপগুলোকে। কিন্তু পনিয়েটসকে একথা মনে রাখতে হয়েছে যে, এসকেল গোরভ ওদের হাতে বন্দি। এবং হাতছাড়া করার মত পণবন্দী গোরভ নয়। কথাটা অ্যাসকোনও ভাল করে জানে।

তো, এরপর চলে গেছে আরেক হপ্তা। গ্র্যাণ্ড মাস্টার এবং আউটার ওয়ার্ল্ডের মাঝখানে মেঘের অগুনতি স্তরের মতো অসংখ্য যেসব নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছে, তাদের অতিক্রম করতেই বেরিয়ে গেছে দ্বিতীয় সপ্তাহটা। মিষ্টি কথায় আর তোষামোদে প্রতিটি খুদে উপ-সচিবকে তুষ্ট করতে হয়েছে। একজনের কাছ থেকে দস্তখত নিয়ে তার পরবর্তী ওপরওয়ালার কাছে পৌঁছুবার জন্যে যে পরিমাণ সযত্ন এবং সতর্ক চাটুকারিতা দরকার হয়েছে, তাতে রীতিমত বমি এসে গিয়েছিল ওর।

এই প্রথমবারের মতো পনিয়েটস আবিষ্কার করল, তার ট্রেডারের পরিচয় কোনো কাজে আসছে না।

তবে শেষ পর্যন্ত যা হোক, জায়গামত প্রায় পৌঁছে গেল সে। প্রহরাধীন, গিলটি করা দরজার ওপাশেই রয়েছেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার– কিন্তু মাঝখান থেকে চলে গেছে দু'-দুটো সপ্তাহ।

গোরভ এখনও বন্দি আর পনিয়েটসের কার্গো তার শিপের হোল্ডের ভেতর পচছে।

www.BanglaBook.org

গ্র্যাণ্ড মাস্টার ভদ্রলোক বেঁটেখাটো। প্রায় মাথা জোড়া টাক। বলিরেখা আকর্ণ মুখ। ঘাড়ের ওপর জেঁকে বসা পুরু, চকচকে পশমের কলারের ভারে তাঁর শরীরটা যেন নড়তে চড়তে পারছে না।

গ্র্যাণ্ড মাস্টার ইঙ্গিত করতেই সশস্ত্র লোকগুলো সরে গিয়ে প্যাসেজের মতো জায়গা করে দিল। সেই প্যাসেজ ধরে চেয়ার অভ স্টেটের পায়ের কাছে এগিয়ে গেল পনিয়েটস

'কোনো কথা নয়,' চাবুকের মতো তিনটে শব্দ ছুটে এল গ্র্যাণ্ড মাস্টারের কণ্ঠ থেকে। ঝটিতি বন্ধ হয়ে গেল পনিয়েটসের ফাঁক হওয়া ঠোঁট জোড়া।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে'– অ্যাসকোনের প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক দৃশ্যত একটু নরম হলেন– 'অর্থহীন বকবকানি আমার একদম সহ্য হয় না। তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। আর তোষামোদ জিনিসটাও দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। তাছাড়া, এক্ষেত্রে অভিযোগ-অনুযোগের কোনো দরকার নেই। তোমাদের ঐ শয়তানিভরা যন্ত্রগুলো অ্যাসকোনের কারো কোনো দরকার নেই। একথাটা জানিয়ে তোমাদের যে কতবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে তারও কোনো ইয়ত্তা নেই।'

'স্যার,' শান্তভাবে বলল পনিয়েটস, 'আমি অভিযুক্ত ট্রেডারকে সমর্থন করছি না। যেখানে তারা অবাঞ্ছিত সেখানে নাক গলানো ট্রেডারদের নীতি নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, গ্যালাকটিকা বিশাল। অনিচ্ছাকৃতভাবে সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপার এর আগেও বেশ কয়েকবার ঘটেছে। এটা একটা দুঃখজনক ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'দুঃখজনক, অবশ্যই,' চিঁচিঁ করে উঠলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'কিন্তু ভুল? ধর্মদ্রোহী শয়তানটাকে পাকড়াও করার দু' ঘণ্টা পর থেকেই গ্লিপটাল ফোর-এ তোমাদের লোকজন নিগোসিয়েশন শুরু করার অনুরোধ করতে করতে আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তুমি যে এখানে আসছ, সে-কথাটাও হাজারবার জানানো হয়েছে আমাকে। দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে, এটা একটা সুসংগঠিত উদ্ধার অভিযান। অনেক কিছুই তো মনে হচ্ছে আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়েছিল– দুঃখজনক বা অন্য যেকোনো ভুলের জন্যে এটাকে একটু বেশি-ই মনে হচ্ছে।'

গ্র্যাণ্ড মাস্টারের কালো চোখে স্পষ্ট ভর্ৎসনা। তিনি বলে চললেন, 'আর এই যে তোমরা, ট্রেডাররা, এক বিশ্ব থেকে আরেক বিশ্বে যারা ছোট প্রজাপতির মতো পাগলপারা হয়ে ঘুরে বেড়াও, তোমরা কি তোমাদের অধিকার নিয়ে এতটাই আত্মহারা যে, অ্যাসকোনের সবচেয়ে বড় বিশ্বে– সিস্টেমের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে– পা দেয়াটাকে তুচ্ছ একটা সীমালঙ্ঘন সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই মনে কর না? কী, নিশ্চয়ই তা নয়?'

মনে মনে ভেংচি কাটল পনিয়েটস। নাছোড়বান্দার মতো সে বলে উঠল, 'ইওর ভেনারেশন, ব্যবসা করার প্রচেষ্টাটা যদি ইচ্ছাকৃত হয়, সেক্ষেত্রে তা আমাদের বণিক সংঘের কঠোরতম বিধি-নিষেধের পরিপন্থী এবং সম্পূর্ণ অবৈধ।'

www.BanglaBook.org

'অবৈধ, তা ঠিক,' কর্কশ কণ্ঠে বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'এতোটাই অবৈধ যে তোমাদের বন্ধুকে সম্ভবত তার মাশুল দিতে গিয়ে প্রাণটা খোয়াতে হবে।'

পনিয়েটসের পাকস্থলীতে মোচড় পড়ল। 'মৃত্যু, ইওর ভেনারেশন, এমনই চরম এবং অপ্রত্যাহারযোগ্য একটা ব্যাপার যে, এর কোনো বিকল্প না থেকে পারে না।'

সতর্ক উত্তরটা আসার আগে সামান্য বিরতি পড়ল। 'আমি শুনেছি, ফাউণ্ডেশন বেশ সম্পদশালী।'

'সম্পদশালী? তা তো বটেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি জানেন, আমাদের যে ধরনের সম্পদ আছে আপনারা তা নিতে অনিচ্ছুক। আমাদের অ্যাটমিক গুডসের মূল্য–'

'তোমাদের অ্যাটমিক গুডস মূল্যহীন, তার কারণ, ওগুলোর ওপর পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ নেই। ওগুলো পাপপূর্ণ আর অভিশপ্ত, তার কারণ পূর্বপুরুষদের নিষেধাজ্ঞা আছে ওগুলোর ওপর।' কথাগুলো গৎবাঁধা আবৃত্তির মতো শোনাল; যেন একটা সূত্রের মতো আওড়ান হলো।

গ্র্যাণ্ড মাস্টারের চোখের পাপড়ি ঝুঁকে পড়ল, তিনি অর্থপূর্ণ কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, 'অন্য কোনো দামি জিনিস নেই তোমাদের?'

কিন্তু পনিয়েটস নিরীহ মুখে বলল, 'বুঝলাম না। আপনি ঠিক কী চান?'

গ্র্যাণ্ড মাস্টারের দুহাত দু'দিকে প্রসারিত হল। 'আমার এখানে ব্যবসা করতে চাইছ, অথচ জান না আমি কী চাই, চমৎকার! ধরে রাখো, পবিত্রস্থান অপবিত্র করার দায়ে, আই মিন, স্যাক্রিলিজের অভিযোগে অ্যাসকোনীয় আইন অনুযায়ী তোমার সহকর্মী শাস্তি পেতে যাচ্ছে। ডেথ বাই গ্যাস। আমরা নীতিবান জাতি। সবচেয়ে গরিব কৃষকটিও এই অপরাধে এর চেয়ে বেশি শাস্তি পাবে না, বা আমি নিজে হলেও এর কম পেতাম না।'

পনিয়েটস খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো বিড়বিড় করে শুধালো, 'ইওর ভেনারেশন, আমাকে কি বন্দির সঙ্গে একটু কথা বলার অনুমতি দেয়া যাবে?'

গ্র্যাণ্ড মাস্টার শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'অ্যাসকোনীয় আইনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করার বিধান নেই।'

পনিয়েটসের কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ল। 'ইওর ভেনারেশন, একজন মানুষের দেহটাই যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, তখন তার আত্মার প্রতি করুণা দেখানোর জন্য অনুরোধ করছি আমি আপনাকে। তাঁর প্রাণসংশয় দেখা দেবার পর থেকে সবরকমের আত্মিক সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে সে। এমনকি এই অন্তিম মুহূর্তেও আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, তাকে হয়ত অপ্রস্তুত, অশুদ্ধ অবস্থায় সর্বশক্তিমান স্পিরিটের কাছে চলে যেতে হবে।'

টেনে টেনে, সন্দেহভরা কণ্ঠে গ্র্যাণ্ড মাস্টার জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কি "আত্মার সেবক"?'

www.BanglaBook.org

পনিয়েটসের মাথা বিনীত ভঙ্গিতে নিচু হয়ে গেল, 'আমাকে সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইহজাগতিক উদ্দেশ্যের কাছে সমর্পিত জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটির পরিচর্যা করার জন্য মহাকাশের বিস্তৃত অঙ্গনে আমার মতো লোকের দরকার পড়ে ট্রেডারদের।'

গ্র্যাণ্ড মাস্টার তাঁর নিচের ঠোঁটটি চেপে ধরলেন দাঁত দিয়ে। 'পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে যাবার আগে প্রত্যেকেরই উচিত তার আত্মাকে প্রস্তুত করা। কিন্তু তোমরা, অর্থাৎ ট্রেডাররা যে আস্তিক, সেটা আমি ঘৃণাক্ষরেও ভাবিনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

লিমার পনিয়েটসকে অতি সুরক্ষিত দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে দেখে এসকেল গোরভ এক চোখ মেলে কাউচের ওপর নড়েচড়ে উঠল। প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। বিড়বিড় করে কী যেন বলে মেঝেতে নেমে দাঁড়াল গোরভ।

'পনিয়েটস! তোমাকে পাঠিয়েছে ওরা?'

'স্রেফ ভাগ্য,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল পনিয়েটস, 'কিংবা দুর্ভাগ্যও বলতে পার। প্রথমত, অ্যাসকোনে এসে ফ্যাসাদে পড়ে গেলে তুমি। দ্বিতীয়ত, তুমি যে-মুহূর্তে ঝামেলায় জড়ালে, আমি তখন আমার সেলস রুট ধরে অ্যানকোনের পঞ্চাশ পার্সেকের মধ্যে চলে এসেছি। তৃতীয়ত, তুমি আর আমি এর আগে এক সঙ্গে কাজ করেছি এবং বোর্ড সেকথা জানে। চমৎকারভাবে সব মিলে গেছে, তাই না? এরপর আমাকেই যে আসতে হবে, সেটা তো সোজা হিসেব।'

'সাবধান!' উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে উঠল গোর। 'কেউ আড়িপেতে থাকতে পারে। তুমি কি "ফিল্ড ডিস্টর্টার" পরে আছ?'

কব্জি পেঁচিয়ে থাকা অলংকৃত ব্রেসলেটটা দেখাল পনিয়েটস। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোরভ।

চারদিকে তাকাল পনিয়েটস। সেলটা ফাঁকা, কিন্তু বিরাট। আলো পর্যাপ্ত, কোনো দুর্গন্ধ নেই। 'খারাপ না। ওরা দেখছি তোমাকে বেশ জামাই আদরেই রেখেছে!' দেখেশুনে বলল সে।

মন্তব্যটাতে কান দিল না গোরভ। বলল, 'তুমি এখানে এলে কী করে বলতো? দু'হপ্তা ধরে আমাকে যাকে বলে একেবারে নির্জনবাসে রাখা হয়েছে।'

'কীভাবে এলাম জিগ্যেস করছ? যে বুড়ো বকটা এদের বস, তার কিছু দুর্বলতা আছে। ধর্ম বিষয়ক কথাবার্তায় বেশ নরম হতে দেখলাম তাকে। টের পেয়ে সুযোগটা কাজে লাগালাম। আমি এখানে এসেছি তোমার আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হিসেবে। লোকটার মধ্যে সামান্য হলেও ধার্মিকসুলভ কিছু গুণ আছে। দরকার পড়লে সে তোমার গলায় ছুরি চালাবে ঠিকই, কিন্তু তোমার অশরীরী, অসহায় আত্মার মঙ্গলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। তেমন কিছু না, সামান্য একটু ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব প্রয়োগ করলাম আর কী। বোঝোই তো, একজন ট্রেডারকে সব কিছুই অল্প-বিস্তর জানতে হয়।'

www.BanglaBook.org

ব্যাঙের হাসি ফুটল গোরভের ঠোঁটে। 'আর তুমি তো থিওলজিকাল স্কুলে লেখাপড়াই করেছ। যাকগে, ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে বলে খুব খুশি হয়েছি আমি। কিন্তু গ্র্যাণ্ড মাস্টার যে শুধু আমার আত্মার কল্যাণ নিয়েই ব্যস্ত তা তো আর নয়: মুক্তিপণের কথা সে কিছু বলেছে?'

পনিয়েটসের চোখ জোড়া কুঁচকে এল। 'হালকা একটা আভাস দিয়েছে। অবশ্যি সেই সঙ্গে গ্যাস প্রয়োগ করে মারার ভয়ও দেখিয়েছে। আমি ইনিয়ে বিনিয়ে এড়িয়ে গেছি। ব্যাপারটা একটা ফাঁদ হতে পারত। তা, লোকটা তাহলে চাপে ফেলে কিছু আদায় করার মতলবে আছে? তা, কী চায় সে?'

'সোনা।'

'সোনা!' পনিয়েটস ভ্রুকুটি করল। 'ধাতু হিসেবেই? কীসের জন্যে?'

'সোনা ওদের বিনিময় মাধ্যম।'

'বুঝলাম, কিন্তু আমি সোনা পাব কোত্থেকে?'

'যেখান থেকে পার যোগাড় করবে! শোন, ব্যাপারটা খুব জরুরি। যতক্ষণ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড মাস্টার সোনার গন্ধ পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কিছুই হবে না। বলে দাও, সোনা দিচ্ছ তুমি তাকে। যত চায় পাবে সে। তারপর সোনা আনতে যদি তোমাকে ফাউণ্ডেশনে ফিরে যেতে হয় তাহলে তাই যাও। আমাকে ছেড়ে দেবার পর পথ দেখিয়ে আমাদেরকে সিস্টেমের বাইরে দিয়ে আসবে ওরা। তারপর আমরা দু' জন দু' দিকে চলে যাব।'

পনিয়েটস অসন্তোষভরা কণ্ঠে বলল, 'তারপর ফিরে এসে তুমি আবার চেষ্টা করবে, তাই না?'

'অ্যাসকোনে অ্যাটমিক জিনিসপত্র বিক্রি করাটাই আমার অ্যাসাইনমেন্ট।'

'এক পার্সেক যাওয়ার আগেই ওরা ধরে ফেলবে তোমাকে। এটা জান নিশ্চয়ই?'

'না, জানি না,' একগুঁয়ের মতো বলে উঠল গোরভ। 'আর জানলেও আমার সিদ্ধান্তের কোনো হেরফের হতো না।'

'পরের বার ওরা তোমাকে খুন করবে।'

শ্রাগ করল গোরভ। যেন তাতে কিছুই এসে যায় না।

পনিয়েটস শান্ত কণ্ঠে বলল, 'গ্র্যাণ্ড মাস্টারের সঙ্গে আবার কথা বলতে হলে আগে আমাকে পুরো গল্পটা শুনতে হবে। এতদিন আমি প্রায় অন্ধের মতো এগিয়েছি বলতে পার।'

'কাহিনীটা খুব সরল,' গোরভ বলল। 'এই পেরিফেরিতে ফাউণ্ডেশনের নিরাপত্তা জোরদার করতে চাইলে এখানে একটা ধর্মনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী আমরা হইনি এখনো। "চার রাজ্য"-কে ঠেকাতে হলে এছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের।'

পনিয়েটস মাথা ঝাঁকাল। 'সেটা আমি বুঝি। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো সিস্টেম আমাদের অ্যাটমিক যন্ত্রপাতি গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে আমাদের ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না–'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর ফলশ্রুতিতে তারা হয়ে উঠতে পারে স্বাধীনতাকামী এবং শত্রুভাবাপন্ন।'

'বেশ,' পনিয়েটস সুবোধ বালকের মতো মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু এটা তো গেল তত্ত্বগত দিক। এখন বলো, ঠিক কী কারণে অ্যাটমিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করা যাচ্ছে না। ধর্ম? গ্র্যাণ্ড মাস্টার সেরকমই আভাস দিয়েছেন।'

'এটা এক ধরনের পূজা– পূর্বপুরুষ পূজা। অতীতে একবার চরম দুঃসময় নেমে এসেছিল ওদের জীবনে। তখন বিগত প্রজন্মের কয়েকজন বীর সেই বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করেন। জ্ঞানী-গুণী আর সহজ-সরল মানুষ ছিলেন তাঁরা। প্রায় একশো বছর আগের কথা এটা। এম্পেরিয়াল ট্রুপকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম সরকার গঠিত হয়। সেই থেকে প্রাগ্রসর বিজ্ঞান আর বিশেষ করে অ্যাটমিক পাওয়ার ওদের কাছে ইম্পেরিয়াল শাসনামলের আতঙ্কসূচক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।'

'তাই নাকি? দুই পার্সেক দূর থেকেই তো ওদের ছোট ছোট চমৎকার শিপগুলো ঠিকই শনাক্ত করে ফেলল আমাকে। ব্যাপারটাতে কেমন যেন অ্যাটমিকের গন্ধ পাচ্ছি আমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল গোরভ। 'সন্দেহ নেই, ওগুলো ওরা রেখে দিয়েছে, ব্যবহার করছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, নতুন করে ওরা কিছুই গ্রহণ করবে না, আর ওদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি পুরোপুরি নন-অ্যাটমিক। ঠিক এই অবস্থাটাকেই বদলাতে হবে আমাদের।'

'কীভাবে সেটা করতে যাচ্ছি আমরা?'

'বিশেষ কোনো একটা স্থানে প্রতিরোধ নষ্ট করে দিয়ে। ব্যাপারটা এ রকম– ধরো, ফোর্স-ফিল্ড ব্লেড সহ একটা পেননাইফ কোনো এক অভিজাত লোকের কাছে বিক্রি করতে পারলাম আমি। তো, তখন সেই ভদ্রলোক নিজের গরজেই আইনের ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন যাতে তিনি জিনিসটা ব্যবহার করতে পারেন। এমনিতে কথাটা খেলো শোনাতে পারে, কিন্তু সাইকোলজিক্যালি এতে কোনো খুঁত নেই। তো, এভাবে ঝোঁপ বুঝে কোপ মারতে পারলে আদালতে অ্যাটমিকের সপক্ষে একটা বিচ্ছিন্ন দল গড়ে উঠবে। তারা অ্যাটমিক যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহারের জোর দাবি তুলবে।'

'ওরা তোমাকে এই কাজে পাঠিয়েছে, আর এদিকে আমি এসেছি মুক্তিপণ দিয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, যাতে তুমি আবারো চেষ্টা চালাতে পার। কাজটা একটু হঠকারী হয়ে গেল না?'

'কীভাবে?' সতর্ক গলায় জিগ্যেস করলে গোরভ।

'শোন,' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল পনিয়েটস, 'তুমি একজন কূটনীতিক, ট্রেডার নও, বা বললেও তা হয়ে যাবে না। এটা একজন ট্রেডারের কাজ আর আমার গোটা কার্গো শিপে পচছে। দেখে মনে হচ্ছে, আমার কোটা পূরণ হবে না এবার।'

হালকাভাবে হেসে উঠল গোরভ। বলল, 'তার মানে তুমি এমন একটা কাজের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইছো যে-কাজটা আসলে তোমার নয়?'

www.BanglaBook.org

পনিয়েটস পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি বলতে চাইছ, কাজটা একজন দেশপ্রেমিকের এবং ট্রেডাররা দেশপ্রেমিক নয়?'

'অবশ্যই না। পাইওনিয়াররা কখনোই দেশপ্রেমিক হয় না।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম। ফাউণ্ডেশনকে রক্ষা করা বা এ-ধরনের কোনো কাজে আমি ছুটে বেড়াই না, মেনে নিলাম। কিন্তু আমি পয়সা কামাতে বেরিয়েছি আর এটা তার একটা সুবর্ণ সুযোগ। সেই সঙ্গে যদি এতে ফাউণ্ডেশনের কোনো উপকার হয় তাহলে সোনায় সোহাগা।'

উঠে দাঁড়াল পনিয়েটস। গোরভও উঠে দাঁড়াল তার সঙ্গে। 'কী করতে যাচ্ছ তুমি?'

হাসল পনিয়েটস। 'জানি না, গোরভ, এখনো জানি না। তবে ঘটনাটার মূলে যদি বিক্রির ব্যাপারটাই মুখ্য হয়ে থাকে তাহলে বলতেই হচ্ছে, আমি তোমার লোক। বড়াই করা আমার স্বভাব নয়, তবুও বলছি, আমি কখনো আমার কোটা পূরণ করতে ব্যর্থ *হইনি!*'

টোকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল সেলের দরজা। দু'জন গার্ড ওর দু'পাশে এসে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

'প্রদর্শনী?' গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। তাঁর পশমি ধড়াচুড়ো নিয়ে আয়েশ করে বসলেন আরো। কৃশ হাতে লোহার দণ্ডটা আঁকড়ে ধরলেন। বেত হিসেবে ব্যবহার করেন তিনি এটাকে।

'আর সোনা, ইওর ভেনারেশন,' পনিয়েটস বলল।

'আর সোনা,' গাছাড়াভাবে সায় দিলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার।

পনিয়েটস তার হাতের বাক্সটা নামিয়ে রাখল। চেহারায় একটা প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছাপ নিয়ে সেটার ডালা খুলল। চারপাশের চরম বৈরী পরিবেশের মধ্যে নিজেকে তার বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হলো। অর্ধবৃত্তাকারে বসা শ্মশ্রুমণ্ডিত কাউন্সিলররা সবাই বিরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। এদের মধ্যে গ্র্যাণ্ড মাস্টারের পাশেই বসে আছেন সরুমুখো এক উচ্চপদস্থ সভাসদ, ফার্ল। নির্জলা বৈরীভাব তাঁর দৃষ্টিতে। পনিয়েটসের সঙ্গে আগে পরিচয় হয়েছে তাঁর। এবং প্রথম দর্শনেই পনিয়েটস তাঁকে তার প্রধান শত্রু হিসেবে ধরে নিয়েছে; অতএব সঙ্গত কারণেই, তার প্রধান শিকার হিসেবেও।

হলঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সেনাবাহিনীর একটি ছোট দল, কী ঘটে এখানে, তা দেখার জন্যে। পনিয়েটসকে তার শিপ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে। কোনো অস্ত্র নেই তার সঙ্গে। অবশ্যি এই মুহূর্তে সে যে ঘুষ দিতে যাচ্ছে সেটাকে যদি একটা অস্ত্র বলে গণ্য করা যায় তাহলে ভিন্ন কথা। গোরভ এখনো ছাড়া পায়নি।

ঝাড়া এক হপ্তা মাথা খাটিয়ে জবরজঙ্গ যে যন্ত্রটা বানিয়েছে, সেটায় কিছু ফাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিল পনিয়েটস। মনে মনে আরেকবার প্রার্থনা করল, লিড-লাইনড কোয়ার্টজটা যেন চাপটা সহ্য করতে পারে।

'কী এটা?' জিগ্যেস করলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার।

'এটা আমার তৈরি একটা ছোট্ট যন্ত্র,' এক পা পিছিয়ে এসে জবাব দিল পনিয়েটস।

'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমি সেকথা জানতে চাইছি না। এটা কি তোমাদের টার্মিনাসের ঐ জঘন্য ম্যাজিক জাতীয় কোনো ব্যাপার?'

গম্ভীর মুখে পনিয়েটস স্বীকার করল জিনিসটা অ্যাটমিক। বলল, 'তবে আপনাদের কাউকে এটা স্পর্শ করতে হবে না, বা এটা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি

www.BanglaBook.org

একাই সামলাব এটা। আর যন্ত্রটায় যদি ঘৃণ্য কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে তার দায়-দায়িত্ব আমার একার।'

যেন ভয় দেখাচ্ছেন তিনি যন্ত্রটাকে, এমনিভাবে লোহার ছড়িটা উঁচু করলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে ঠোঁট জোড়া নড়তে লাগল তাঁর। যেন বিশুদ্ধিকরণ মন্ত্র পড়ছেন তিনি। ডানে বসা সরুমুখো কাউন্সিলর ঝুঁকে পড়লেন গ্র্যাণ্ড মাস্টারের দিকে। ফার্লের অবিন্যস্ত গোঁফ জোড়া এগিয়ে এল অ্যাসকোনের শাসকের কানের দিকে। বিরক্তির সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথা সরিয়ে নিলেন বৃদ্ধ।

পনিয়েটসকে জিগ্যেস করলেন, 'এই অভিশপ্ত যন্ত্র আর তোমার স্বদেশীর মুক্তিপণের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায়? অর্থাৎ আমি জানতে চাইছি, সোনার সঙ্গে যন্ত্রটার সম্পর্ক কোথায়?'

'যে-ধাতুকে আপনি ঘৃণা করেন সেই লোহাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করতে পারি আমি এই যন্ত্রের সাহায্যে।' পনিয়েটসের একটা হাত যন্ত্রটার সেন্ট্রাল চেম্বারে নেমে এসে সেটার শক্ত, গোলাকার ফ্ল্যাংকগুলো আলতো করে আঁকড়ে ধরল। 'মানুষের হাতে এই একটা মাত্র যন্ত্র আছে যেটা দিয়ে লোহাকে– কুৎসিত লোহাকে– উজ্জ্বল, ভারি, হলুদ সোনায় পরিণত করা সম্ভব, ইওর ভেনারেশন।'

পনিয়েটসের মনে হলো, সে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। সচরাচর সে খুব চমৎকার, সাবলীল এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে খদ্দের পটিয়ে ফেলে। কিন্তু এ-মুহূর্তে সে যেন একটা ভাঙাচোরা স্টেশন ওয়াগনের মতো ধুঁকে ধুঁকে এগোচ্ছে। তবে আশার কথা হলো, ওর বক্তব্যের ধরন নয়, বিষয়বস্তুটাকেই গুরুত্ব দিলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার।

'অর্থাৎ ট্র্যান্সমিউটেশন? এর আগে অনেক নির্বোধই কাজটা করতে পারে বলে দাবি করেছে। এই অন্যায় ধৃষ্টতার উচিত পুরস্কারও তারা পেয়েছে।'

'তারা কি শেষ পর্যন্ত সোনা বানাতে পেরেছিল?'

মনে হলো ভেতরে ভেতরে বেশ মজা পাচ্ছেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। 'সোনা তৈরির সাফল্য এমন একটা অপরাধ যে, সেটা আসলে কোনো অপরাধ নয়। আসলে সোনা তৈরি করতে চাওয়া এবং ব্যর্থ হওয়াটাই মারাত্মক অপরাধ। এই যে, আমার এই লাঠিটাকে সোনা বানাতে পারবে তুমি?' লোহার ছড়িটা মেঝেতে ঠুকলেন তিনি

'ইওর ভেনারেশন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার যন্ত্রটা একটা ছোট্ট মডেল মাত্র। আমারই তৈরি করা। সেই তুলনায় আপনার ছড়িটা খুব বেশি লম্বা।'

গ্র্যাণ্ড মাস্টারের চকচকে চোখ দুটো সভাসদদের ওপর ঘুরে একজনের ওপর স্থির হলো।

'র‍্যাণ্ডেল, তোমার বাকলগুলো দাও তো। আহ্‌হা, ভয় পাচ্ছ কেন? দরকার পড়লে ওগুলোর দ্বিগুণ মূল্যের জিনিস দেয়া হবে তোমাকে।'

সভাসদদের হাত ঘুরে গ্র্যাণ্ড মাস্টারের হাতে চলে এল ওগুলো। গম্ভীর মুখে তিনি বাকলগুলোর ওজন অনুমান করার চেষ্টা করলেন। তারপর 'নাও' বলে ছুঁড়ে দিলেন মেঝেতে।

www.BanglaBook.org

পনিয়েটস তুলে নিল ওগুলো।

সিলিণ্ডারটা খোলার আগে শক্ত হাতে বাক্‌ল জোড়া টেনে ধরে সাবধানে অ্যানোড স্ক্রিনের মাঝখানে বসাল পনিয়েটস। বার কয়েক চোখের পাতা উঠল-নামল তার। তীর্যক হয়ে এল দৃষ্টি। পরেরবার আর তত কষ্ট হবে না, কিন্তু প্রথমবার কোনোমতেই ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

ঘরে তৈরি ট্র্যান্সমিউটারটা টানা দশ মিনিট কর্কশ শব্দ করে গেল। আবছাভাবে টের পাওয়া গেল ওজোন-এর গন্ধ। সভাসদরা সবাই বিড় বিড় করতে করতে যার যার জায়গা ছেড়ে পিছিয়ে গেলেন। জরুরি ভঙ্গিতে ফার্ল আবার কী যেন বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টারের কানে। বৃদ্ধের মুখে কোনো অভিব্যক্তির ছাপ পড়ল না। এক চুলও নড়লেন না তিনি।

হঠাৎ দেখা গেল, সোনা হয়ে গেছে বাক্‌ল জোড়া।

বিড়বিড়িয়ে 'ইওর ভেনারেশন' শব্দ দুটো উচ্চারণ করে গ্র্যাণ্ড মাস্টারের দিকে ওগুলো বাড়িয়ে ধরল পনিয়েটস। ইতস্তত করতে লাগলেন বৃদ্ধ। তারপর দু' হাত নাড়িয়ে সরিয়ে নিতে বললেন বাক্‌ল জোড়া। অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ট্র্যান্সমিউটারটির দিকে।

পনিয়েটস দ্রুত বলে উঠল, 'জেন্টেলমেন, নিখাদ সোনা এটা। প্রমাণ চাইলে যে কোনো ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল টেস্ট করে দেখতে পারেন। সাধারণ সোনার সঙ্গে এর কোনো তফাৎ খুঁজে পাবেন না। যেকোনো ধরনের লোহাকেই এই অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। মরিচা থাকলেও অসুবিধা নেই। অথবা যদি লোহার সঙ্গে বেশ খানিকটা সংকর ধাতুও থাকে, তাতেও অসুবিধে নেই।'

খামোকাই বকবক করে যাচ্ছে পনিয়েটস। ওর দু' হাতে যে বাক্‌ল দুটো শোভা পাচ্ছে সেগুলোই ওর হয়ে নিঃশব্দে কথা বলে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড মাস্টার আস্তে আস্তে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরুমুখো ফার্ল আর চুপ থাকতে পারলেন না। 'ইওর ভেনারেশন, এ সোনার উৎস দূষিত,' বলে উঠলেন তিনি।

'গোবরেও কিন্তু পদ্মফুল ফুটতে পারে, ইওর ভেনারেশন,' পনিয়েটস যুক্তি দেখাল। 'আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে লেনদেনের সময় আপনাকে তো কত বিচিত্র ধরনের জিনিসই কিনতে হয়। কই, তখন তো আপনি জিগ্যেস করেন না, সেগুলো তারা কোথায় পেল–আপনার সদাশয় পূর্বপুরুষদের আশীষধন্য অর্থডক্স মেশিন থেকে, না স্পেস লুট করে? আমি তো আর মেশিনটা নিতে বলছি না, বলছি সোনা নিতে।'

'ইওর ভেনারেশন,' আবারও বলে উঠলেন ফার্ল, 'যারা আপনার হুকুম নিয়ে বা আপনাকে জানিয়ে কোনো কাজ করে না, সেই বিদেশীদের কোনো পাপের জন্যে আপনি দায়ী নন। কিন্তু আপনার চোখের সামনে, আপনার সম্মতিক্রমে এই যে লোহা থেকে পাপপূর্ণ পথে ভুয়া সোনা তৈরি করা হলো তা গ্রহণ করাটা আমাদের পুণ্যবান পূর্ব পুরুষদের স্বর্গীয় আত্মার চরম অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু তারপরেও সোনা সোনা-ই,' খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। তাছাড়া এটা তো একটা ম্লেচ্ছ, অভিযুক্ত, দুর্বৃত্তের বদলে নেয়া মুক্তিপণ। ফার্ল, তুমি বড্ড খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক।' বললেন বটে, কিন্তু হাতটা সরিয়ে নিলেন তিনি।

'ইওর ভেনারেশন,' পনিয়েটস বলে উঠল, 'আপনি নিজেই জ্ঞানের প্রতিমূর্তি। ভেবে দেখুন, একজন ম্লেচ্ছকে ছেড়ে দিলে আপনাদের পূর্বপুরুষদের কোনো ক্ষতি হবে না, অথচ এর বদলে আপনি যে সোনা পাচ্ছেন তা দিয়ে আপনি তাঁদের পবিত্র আত্মার বেদী অলংকৃত করতে পারবেন। আর সোনা যদি অপবিত্রই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এমন পবিত্র কাজে ব্যবহার করলে নিশ্চয়ই সেই অপবিত্রতা ধুয়ে মুছে যাবে।'

তীক্ষ্নস্বরে হেসে উঠলেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার 'ফার্ল, লোকটার কথা শুনে কী মনে হচ্ছে তোমার? ও ঠিকই বলেছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো ওর কথাও খাঁটি।'

ফার্ল গোমড়ামুখে বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তবে ব্যাপারটা যাতে শেষ পর্যন্ত "ক্ষতিকর স্পিরিটের" শয়তানিতে পরিণত না হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার।'

'বেশ তো, এক কাজ করুন না কেন,' পনিয়েটস বলে উঠল, 'তাতে আরো সহজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা। এই সোনা আপনাদের পূর্বপুরুষদের বেদীতে নৈবেদ্য দিয়ে আমাকে তিরিশ দিনের জন্যে আটকে রাখুন। তিরিশ দিন পর যদি তাদের অসন্তোষের কোনো চিহ্ন পাওয়া না যায়, বা কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, তবে নিশ্চয়ই এটা প্রমাণিত হবে যে নৈবেদ্য গৃহীত হয়েছে? এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারি আমি?'

এবং গ্র্যাণ্ড মাস্টার যখন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সভাসদদের মতামত চাইলেন, কেউই সম্মতিসূচক ইঙ্গিত দিতে ভুললেন না। এমনকি ফার্লও গোঁফের বাড়তি অংশ চিবুতে চিবুতে আবছাভাবে ঘাড় নাড়লেন।

মৃদু হেসে ধর্মীয় শিক্ষার উপকারিতার কথা ভাবতে লাগল পনিয়েটস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

ফার্লের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে করতে কেটে গেল আরো সাতদিন। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত বোধ করছিল পনিয়েটস। তবে এ-ধরনের শারীরিক অসহায়ত্ব সয়ে এসেছে তার এ ক'দিনে। সব জায়গাতেই চোখে চোখে রাখা হয়েছে তাকে।

সতর্ক প্রহরায় ফার্লের শহরতলীর ভিলায় নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। মুখ বুঁজে ব্যাপারটা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তার।

বয়স্কদের গণ্ডীর বাইরে ফার্লকে আরো লম্বা এবং আরও কম বয়েসী মনে হয়। সাধারণ পোশাকে তাঁকে একেবারেই বয়স্ক মনে হলো না।

'তুমি একটা অদ্ভুত লোক,' হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি। চোখ দুটো নেচে উঠল তাঁর। 'আমার সোনা দরকার, এই ব্যাপারটা বারে বারে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া ছাড়া গত সপ্তাহে তুমি কিছুই করনি; বিশেষ করে গত দু'ঘণ্টায় এই ইঙ্গিতটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নেহাতই পণ্ডশ্রম, তার কারণ, সোনা আবার কার না দরকার? আরেক পা এগোচ্ছ না কেন?'

'নেহাতই সোনা নয় এটা,' বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল পনিয়েটস। 'নেহাত সোনা নয়। স্রেফ দু'চারটে পয়সার ব্যাপার নয়। বরং সোনার পেছনে যে ব্যাপার আছে সেটাও এর সঙ্গে জড়িত।'

'সোনার পেছনে আবার কী থাকবে?' বাঁকা হাসি হাসলেন ফার্ল। 'উদ্ভট আরেকটা ডেমনস্ট্রেশনের পাঁয়তারা করছো না তো?'

'উদ্ভট?' পনিয়েটস ভুরু কোঁচকাল।

'তাছাড়া আর কী!' হাতদুটো ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখলেন ফার্ল। চিবুক দিয়ে আলতো করে ঘষলেন। 'আমি তোমার সমালোচনা করছি না, তবে আমি নিশ্চিত, উদ্ভট ব্যাপারটা পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত। উদ্দেশ্যটা আগে ভাগে জানতে পারলে হিজ ভেনারেশনকে সতর্ক করে দিতে পারতাম আমি। তোমার জায়গায় আমি হলে, সোনাটা আমি আমার নিজের শিল্পে তৈরি করে সবার চোখের আড়ালেই দিতাম; তাতে করে ঐ প্রদর্শনীর ব্যাপারটা আর এতে করে যে বিরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে দুটোই এড়ানো যেত।'

www.BanglaBook.org

'ঠিক,' স্বীকার করল পনিয়েটস, 'কিন্তু আমি যেহেতু আমিই, তাই কাজটা আমি আমার নিজের মতো করেই করেছি, আর বিরূপতাটুকু সহ্য করেছি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে।'

'তাই? শুধুই কি তাই?' মজা পেলেও তিনি যে খানিকটা বিরক্তও হয়েছেন সেটা লুকোবার কোনো চেষ্টা করলেন না ফার্ল। 'আর আমার ধারণা, তুমি ঐ তিরিশ দিনের শুদ্ধি-সময় চেয়ে নিয়েছ যাতে এই দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারটাকে আরো কিছুটা অর্থবহুল করে তোলা যায় : সোনাটা যদি ইমপিওর প্রমাণিত হয়, তাহলে?'

সাহস করে একটু ঝুঁকিপূর্ণ রসবোধের পরিচয় দিল পনিয়েটস। 'যেখানে ঐ সোনার অবিশুদ্ধতা বিচারের ভার তাঁদের ওপর যাঁরা ওটাকে বিশুদ্ধ বলে রায় দেবার জন্যে নিজেরাই সবচেয়ে বেশি উৎসুক?'

চোখ কুঁচকে পনিয়েটসের দিকে তাকালেন ফার্ল।

'ঠিক কথা। এবার বলো, বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলে কেন তুমি?'

'বলছি। এই অল্প সময়েই, মানে যে ক'দিন ধরে এখানে আছি আমি, আপনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিনিস খেয়াল করলাম এবং আকৃষ্ট হলাম। যেমন ধরুন, আপনি বয়সে তরুণ– কাউন্সিলের একজন খুবই তরুণ সদস্য আপনি। এমনকি আপনার বংশও খুব একটা প্রাচীন নয়।'

'তুমি আমার বংশের সমালোচনা করছ?'

'মোটেই না। আপনার পূর্বপুরুষেরা সবাই অত্যন্ত মহান এবং পূতপবিত্র চরিত্রের লোক, সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। কিন্তু কিছু দুর্মুখ আছে যারা বলে বেড়ায়, আপনি "ফাইভ ট্রাইবস্"-এর অন্তর্ভুক্ত নন।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন ফার্ল। 'ট্রাইবের সবার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে বলছি,' তিনি তাঁর বিদ্বেষ লুকোনোর চেষ্টা করলেন না,' ফাইভ ট্রাইবস্ দুর্বল হয়ে গেছে। তাঁদের আভিজাত্যও কমে এসেছে। "ট্রাইবের" পঞ্চাশজন সদস্যও জীবিত নেই এখন।'

'কিন্তু এরপরেও কিছু লোক বলে বেড়ায়, "ট্রাইবের" বাইরের কাউকে গ্র্যাণ্ড মাস্টার হিসেবে দেখতে চায় না জাতি। তাছাড়া এ-ও বলা হয়ে থাকে যে, গ্র্যাণ্ড মাস্টারের এমন তরুণ এবং নব্য-আধুনিক একজন প্রিয়পাত্র রাজ্যের ক্ষমতাবান লোকদের মধ্যে কারো না কারো সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। হিজ ভেনারেশনের বয়স হচ্ছে। তাঁর স্পিরিটের বাণী ব্যাখ্যা করার ভার যদি কোনো শত্রুর হাতে পড়ে, তাহলে কি মনে করেন মৃত্যুর পর হিজ ভেনারেশনের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে?'

ভ্রূকুটি করলেন ফার্ল। 'একজন বিদেশী হিসেবে তুমি অনেক কিছু শুনে ফেলেছ। যে-কান এতো বেশি শোনে সে-কান সাধারণত কেটে ফেলা হয়।'

'সেটা পরে ঠিক করা যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাকে বলতে দাও,' চেয়ারের ভেতর নড়ে উঠলেন ফার্ল। 'তোমার শিপের ঐ অশুভ খুদে মেশিনের সাহায্যে তুমি আমাকে সম্পদ আর ক্ষমতার লোভ দেখাতে চাইছ। ঠিক কি না?'

'ধরে নিন তাই। আপনার আপত্তিটা কোথায়? স্রেফ আপনার শুভ-অশুভ বিচারবোধ?

ফার্ল মাথা নাড়লেন। 'মোটেই না। দেখ, বিদেশী, আমাদের সম্পর্কে তোমাদের বর্বরোচিত ধারণা একান্তই তোমাদের। তবে আমি কিন্তু মোটেই আমাদের পৌরাণিক জগতের বাসিন্দা নই। যদিও বাইরে থেকে আমাকে দেখে সেকথা মনে হবার উপায় নেই। আমি বাপু শিক্ষিত লোক। আর আমার ধ্যান-ধারণা আলোকপ্রাপ্তও বটে। আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের যাবতীয় খুঁটিনাটি সব ঐ জনসাধারণের জন্যে; নীতিগত দিক দিয়ে নয়, আচার-অনুষ্ঠানগত দিক দিয়ে।'

'তাহলে আপনার আপত্তি কোথায়?' পনিয়েটস নাছোড়বান্দা।

'স্রেফ ঐ জনগণ। তোমার সঙ্গে *আমার* একটা বোঝাপড়া হলেও হতে পারে, কিন্তু তার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, তোমার ঐ খুদে যন্ত্রগুলো আসলেই কাজের জিনিস। তুমি যেসব জিনিস বিক্রি কর– যেমন ধর, একটা রেজর– সেটা যদি আমাকে রীতিমত নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তাহলে আর ধনী হব কীভাবে আমি। তাছাড়া, জিনিসটা ব্যবহার করতে গিয়ে আমি যদি ধরা পড়ে যাই, সেক্ষেত্রে গ্যাস চেম্বার বা জনতার রুদ্ররোষের হাত থেকেই বা বাঁচব কী করে?'

'ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছেন আপনি,' শ্রাগ করল পনিয়েটস। 'তবে এক্ষেত্রে দুটো জিনিস বাঁচাতে পারে আপনাকে। এক হলো, আপনার বিপুল অঙ্কের মুনাফা। আর দুই হচ্ছে, জনগণকে তাদের নিজেদের স্বার্থেই অ্যাটমিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা। স্বীকার করছি, কাজটা খুব শক্ত। কিন্তু লাভ সে তুলনায় অনেক বেশি। তবে এ-মুহূর্তে সেটা আপনার মাথা ব্যথা, আমার নয় আদৌ। কারণ, আমি রেজর, ছুরি বা যান্ত্রিক গারবেজ ডিসপোজার বিক্রি করছি না।'

'তাহলে কী বিক্রি করছ?'

'খোদ সোনা। সরাসরি। গেল হপ্তায় আমি যে যন্ত্রটা দেখিয়েছিলাম, আপনি সেটা পেতে পারেন।'

এবার একেবারে স্থির হয়ে গেলেন ফার্ল। তাঁর কপালের চামড়ায় ঢেউ খেলে গেল। 'ঐ ট্রান্সমিউটারটা?'

'ঠিক তাই। লোহা আর সোনা, দুটোর সাপ্লাই সমান সমান থাকবে আপনার। এতে আশা করি আপনার সব প্রয়োজন মিটবে। তারুণ্যের অভিযোগ আর শত্রুদের উপস্থিতি সত্ত্বেও গ্র্যাণ্ড মাস্টারশিপের ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হবে না। অ্যাণ্ড ইট ইজ সেইফ।'

'কীরকম?'

www.BanglaBook.org

'একটু আগে অ্যাটমিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপারটাকেই একমাত্র নিরাপত্তা বলে বর্ণনা করেছেন আপনি। এখানেও ঐ একই ব্যাপার। যন্ত্রটা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে আপনাকে। সবচেয়ে দূরের এস্টেটের দুর্ভেদ্যতম দুর্গের গোপনতম কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখবেন আপনি ট্র্যান্সমিউটারটা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারপরেও তাৎক্ষণিভাবে সেটা আপনাকে ধনসম্পদ উপহার দেবে। আসলে আপনি *সোনা* কিনছেন, মেশিনটা নয়। আর সে সোনা কোত্থেকে এল তার কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারণ, স্বাভাবিক সোনার সঙ্গে এ-সোনার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'যন্ত্রটা চালাবে কে?'

'কেন, আপনি নিজে! দেখিয়ে দিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শিখে নিতে পারবেন। যেখানে বলবেন সেখানে ফিট করে দেব আমি ট্র্যান্সমিউটারটা।'

'বিনিময়ে?'

'দেখুন,' সতর্ক কণ্ঠে বলল পনিয়েটস, 'আমি একটা দাম চাইব, বেশ চড়া দামই চাইব। এটাই আমার জীবিকা। যন্ত্রটা খুব দামি, তাই এক ঘনফুট সোনার যা মূল্য সেই মূল্যের পেটা লোহা দেবেন আপনি আমাকে।'

হেসে উঠলেন ফার্ল। পনিয়েটসের চেহারা কালো হয়ে উঠল। 'আপনি কিন্তু, স্যার, দু'ঘণ্টার মধ্যেই দামটা উঠিয়ে নিতে পারবেন,' শীতল কণ্ঠে বলল সে।

'হ্যাঁ, আর তুমি চলে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা দেল যন্ত্রটা অচল হয়ে পড়েছে। আমি গ্যারান্টি চাই।'

'এক্ষেত্রে আমার কথাই গ্যারান্টি।'

আর সেটা বেশ দামিও বটে,' ব্যঙ্গচ্ছলে ছোট্ট একটা কুর্নিশ করলেন ফার্ল। 'কিন্তু তোমার উপস্থিতি তার চেয়ে আরো ভাল গ্যারান্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস। তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যন্ত্রটা ডেলিভারির এক সপ্তাহ পর আমি তোমার মূল্য পরিশোধ করব।'

'অসম্ভব!'

অসম্ভব? যেখানে আমাকে কিছু বিক্রি করতে চেয়েই স্বচ্ছন্দে একটা মৃত্যুদণ্ড পাওনা হয়ে গেছে তোমার? শোন, একটাই বিকল্প আছে তোমার সামনে— আগামীকাল গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু।'

পনিয়েটসের মুখে কোনো অভিব্যক্তির ছায়া নেই। তবে তার চোখ দুটো সামান্য ঝিলিক দিয়ে উঠল বলে মনে হলো। সে বলল, 'আপনি একটা অন্যায় সুযোগ নিচ্ছেন। অন্তত লিখিত একটা প্রতিশ্রুতি তো দেবেন?'

'হ্যাঁ, সেটা দিয়ে নিজের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারটা আরো পাকাপোক্ত করি আর কী! না জনাব,' পরম স্বস্তির একটা হাসি হাসলেন ফার্ল, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে বোকা মাত্র একজনই।'

মৃদু কণ্ঠে পনিয়েটস বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে সেই কথাই রইল।'

www.BanglaBook.org

ছয়

তিরিশতম দিনে পাঁচশো পাউণ্ড উজ্জ্বল, হলুদ সোনার বদলে মুক্তি পেল গোরভ। সেই সঙ্গে মুক্তি পেল তার ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য শিপটিও।

অ্যাসকোনীয় সিস্টেমে প্রবেশ করার সময় যেমন, বেরোবার সময়ও তেমনি সিলিন্ডার আকৃতির ছোট ছোট শিপগুলো এগিয়ে দিয়ে এল ওদের। গোরভের শিপটার দিকে তাকিয়ে ছিল পনিয়েটস। মৃদু সূর্যালোকে সাদা একটু ফুটকির মতো দেখাচ্ছে ওটাকে। হঠাৎ করে অভেদ্য, বিকৃতি-নিরোধক ইথার-বীমে পরিষ্কার তার গলা শুনতে পেল পনিয়েটস।

'যা চেয়েছিলাম তা কিন্তু হলো না, পনিয়েটস। একটা ট্র্যান্সমিউটারে কাজ হবে না। সে যাই হোক, জিনিসটা তুমি পেলে কোথায় বলো তো?'

'পাইনি,' পনিয়েটসের কণ্ঠ স্থির। 'একটা ফুড ইরেডিয়েশন চেম্বারে বসে বানিয়েছি। তেমন একটা কাজের না। ব্যাপক হারে শক্তিক্ষয় আইনত নিষিদ্ধ, নইলে সারা গ্যালাক্সি জুড়ে হেভি মেটাল না খুঁজে ট্র্যান্সমিউটেশনই ব্যবহার করত ফাউণ্ডেশন। ওটা একটা খুবই মামুলি ট্রিক ; সব ট্রেডারই ব্যবহার করে। তফাৎটা হলো, এর আগে লোহা থেকে সোনা বানানো কোনো যন্ত্র চোখে দেখিনি আমি ; তবে জিনিসটা খুবই ইম্প্রেসিভ ; কাজও করে– তবে খুবই সাময়িকভাবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু ট্রিকটা কোনো কাজের না।'

'কিন্তু ওটাই তোমাকে ঐ নরক থেকে বের করে এনেছে।'

'কথা সেটা না; বিশেষ করে, ওরা এসকর্ট করে ছেড়ে গেলেই যখন আমাকে ফিরতে হবে।'

'কেন?'

'সেটা তুমি নিজেই ব্যাখ্যা করেছ তোমার এই রাজনীতিক ভদ্রলোককে।' গোরভের গলা গম্ভীর। 'তোমার কথার মূল বক্তব্য ছিল যে ট্র্যান্সমিউটারটা একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র, সেটার নিজের কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ লোকটা সোনা কিনছে, মেশিন নয়। সাইকোলজি হিসেবে ওটা ভালই ছিল, কারণ ব্যাপারটা কাজে দিয়েছিল, কিন্তু–'

'কিন্তু?' পনিয়েটস নিতান্ত গোবেচারার মতো শুধাল।

www.BanglaBook.org

রিসিভারের কণ্ঠটা তীক্ষ্ণতর হল। 'কিন্তু আমরা ওদের কাছে এমন একটা যন্ত্র বিক্রি করতে চাইছি। যেটার নিজস্ব মূল্য আছে। এমন একটা যন্ত্র, যেটা তারা খোলাখুলি ব্যবহার করতে চাইবে। এমন কিছু যা তাদেরকে তাদের নিজেদের গরজেই অ্যাটমিক টেকনিকের পক্ষে কথা বলতে বাধ্য করবে। সোজা কথায়, এমন যন্ত্র, যা ওদেরকে অ্যাটমিক টেকনিকের ভক্ত বানিয়ে ফেলবে।'

'সবই বুঝলাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল পনিয়েটস। 'আগেও একবার বলেছ আমাকে। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ, আমার ঐ বিক্রিতে কত লাভ হয়েছে? ট্রান্সমিউটারটা যদ্দিন টিকবে, আই মীন, কাজ করবে, ততদিন দু'হাতে সোনা বানিয়ে যাবে ফার্ল। আর পরবর্তী নির্বাচনটা কিনে নেবার মতো সামর্থ ফার্লের না হওয়া পর্যন্ত ওটা টসকাবে না। অথচ বর্তমান গ্র্যাণ্ড মাস্টার কিন্তু খুব বেশিদিন টিকছে না।'

'তুমি কি ফার্লের কৃতজ্ঞতার ওপর ভরসা করছ?' গোরভ বরফ শীতল কণ্ঠে শুধাল।

'না, ভরসা করছি লোকটার বোধশক্তি আর তার নিজের গরজের ওপর। ট্রান্সমিউটারটা তাকে একটা নির্বাচন বাগিয়ে দিচ্ছে, অন্যান্য মেকানিজম–'

'না, না, তোমার যুক্তিটা ঠিক হলো না। কৃতিত্বটা সে সোনাকে দেবে, ট্রান্সমিউটারটাকে না। এই কথাটাই আমি বোঝাতে চাইছি তোমাকে এতক্ষণ ধরে।'

দাঁত বের করে হাসল পনিয়েটস। নড়েচড়ে আরেকটু আরাম করে বসল। ঢের হয়েছে, অনেকক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বেচারাকে।

পনিয়েটস বলল, 'ধীরে, গোরভ, ধীরে। কথা আমি শেষ করিনি এখনো। অন্যান্য যন্ত্রপাতিও এর সঙ্গে জড়িত।'

সামান্য বিরতি। তারপর গোরভের সতর্ক কণ্ঠ ভেসে এল। 'অন্যান্য যন্ত্রপাতি বলতে?'

নিজের অজান্তেই অপ্রয়োজনীয় একটা ভঙ্গি করে পনিয়েটস বলল, 'এসকর্টটা দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে গোরভের। 'তুমি ঐ যন্ত্রপাতিগুলোর কথা বলো।'

'সে কথাই তো বলছি– শুনে যাও। ফার্ল-এর প্রাইভেট নেভি এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। গ্র্যাণ্ড মাস্টারের তরফ থেকে এটা তাকে দেয়া একটা সম্মান-সূচক উপহার বলতে পার। লোকটা সেই নেভিকে ব্যবহার করছে আমাদের এসকর্ট করার কাজে।'

'তো?'

'তা, লোকটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় তোমার? অ্যাসকোনের সীমান্তে, তার খনি অঞ্চলে, বুঝলে? শোন!' হঠাৎ করে জ্বলে উঠল পনিয়েটস। 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, দুনিয়া উদ্ধার করতে আসিনি আমি, এসেছি পয়সা কামাতে। কিন্তু ট্রান্সমিউটারটা বিনে পয়সাতেই বিক্রি করে দিয়েছি আমি। গ্যাস চেম্বারের ঝুঁকি অবশ্য ছিল, কিন্তু তাতে আমার কোটা পূরণ হয়নি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খনির কথায় এস পনিয়েটস। এসবের সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্ক কীসের?'

'লাভের। আমরা টিনের পাহাড় গড়তে যাচ্ছি, গোরভ। এই বুড়ো শিপে যত টিন ধরে তত তো বটেই, তারপর তোমার শিপেও নিতে হবে অনেক। আমি ফার্লের সঙ্গে টিন আনতে নিচে নামব, তুমি ওপর থেকে তোমার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তাক করে আমাকে কাভার দেবে। বলা যায় না, ফার্ল গণ্ডগোল পাকালেও পাকাতে পারে। ঐ টিনই আমার লাভ।'

'ট্র্যান্সমিউটারের বদলে?'

'*আমার সমস্ত অ্যাটমিক যন্ত্রপাতির বদলে*। দ্বিগুণ দামে, একটা বোনাস সহ।' প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। স্বীকার করছি, এটা আমি একরকম জোর করেই আদায় করেছি লোকটার কাছ থেকে। কিন্তু আমাকে তো আমার কোটা পূরণ করতে হবে, না কি?'

রীতিমত অথৈ জলে হাবাডুবু খাচ্ছে গোরভ। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল, 'ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যায় না?'

'খুলে বলার কী আছে? ব্যাপারটা তো পানির মতো সোজা। বুঝলে গোরভ, ঘোড়েল কুকুরটা মনে করেছিল, পুরোপুরি ওর ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি আমি। তার কারণ, স্বভাবতই গ্র্যাণ্ড মাস্টারের কাছে আমার কথার চেয়ে তার কথার মূল্য বেশি। ট্র্যান্সমিউটারটা সে নিয়েছিল ঠিকই, আর অ্যাসকোনে সেটা একটা ক্যাপিটাল ক্রাইম, এটাও ঠিক। কিন্তু ধরা পড়লেই সে এ কথা বলে পার পেয়ে যেত যে, নির্ভেজাল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আমাকে এই নিষিদ্ধ জিনিস বিক্রি করার ফাঁদে পা দিতে প্রলুব্ধ করেছে।'

'*তা তো বটেই*।'

'কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল নয় মোটেই। তুমি ভাল করেই জান, জীবনে মাইক্রোফিল্ম-রেকর্ডারের নাম শোনেনি ফার্ল। এ-রকম জিনিস যে আদৌ থাকতে পারে, সেকথাও ঘুণাক্ষরে ঠাঁই পায়নি তার মাথায়।'

হেসে উঠল গোরভ।

'একটা কথা ঠিক,' পনিয়েটস মাথা নেড়ে বলল। 'হি হ্যাড দ্য আপার হ্যাণ্ড–কর্তৃত্বটা ওর হাতে ছিল। আমাকে বেশ কোণঠাসা করে ফেলেছিল লোকটা। কিন্তু আমি তক্কে তক্কে ছিলাম। ট্র্যান্সমিউটারটা ফার্লকে তার পছন্দমত জায়গায় ফিট করে দেবার সময় চট করে যন্ত্রটার ভেতর রেকর্ডারটা ঢুকিয়ে দিলাম আমি। পরের দিন যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখার ছলে বের করে নিলাম আবার। সবকিছু রেকর্ড হয়ে গেছে ততক্ষণে মাইক্রোফিল্ম-রেকর্ডারটায়–গোপন আস্তানায় বসে ফার্ল বেচারা সমস্ত আর্গ প্রয়োগ করে ট্র্যান্সমিউটার চালাচ্ছে, আর প্রথমবার সোনা তৈরি করার পর খুশিতে এমন উদ্বাহু নৃত্য করছে যেন ওটা সদ্য পাড়া তার নিজের ডিম– এগুলো সব ধরে রেখেছে রেকর্ডারটা।'

'ওকে সেটা দেখিয়েছিল?'

www.BanglaBook.org

'দু'দিন পর। গোবরগণেশটা থ্রি-ডাইমেনশনাল কালার সাউণ্ড ইমেজ জিন্দেগীতে দেখিনি। মুখে বলে, সে নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। অথচ সেই সময় ওর চোখ মুখের অবস্থা যদি দেখতে– ভয় আর শ্রদ্ধায় গদগদ অমন দৃষ্টি আর কারো চোখে দেখিনি আমি, হলপ করে বলতে পারি। যখন বললাম, সিটি স্কোয়ারে আমি একটা রেকর্ডার রেখে এসেছি, আর ঠিক দুপুর বেলা সেটা লক্ষ লক্ষ ধর্মোন্মাদ অ্যাসকোনবাসীর চোখের সামনে চালু হয়ে যাবে, আর তারপরে মুহূর্তের মধ্যে ওরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে– অমনি, মাত্র আধ সেকেন্ডের মধ্যে, আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রলাপ বকতে শুরু করল ফার্ল। আমার কথামত যে কোনো চুক্তিতে আসার জন্য এক পায়ে খাড়া তখন লোকটা।'

'সত্যি তাই?' চাপা হাসি হাসল গোরভ। 'আই মীন, তুমি কি সত্যি সত্যি সিটি স্কোয়ারে রেকর্ডার রেখে দিয়েছিল?'

'না, রাখিনি। কিন্তু তাতে কী? হি মেড দ্য ডিল। যত পারি টিন বোঝাই করে নিয়ে যাব, এই শর্তে আমার আর তোমার প্রত্যেকটা গ্যাজেট কিনে নিল সে। সে-সময় ওর চোখে আমি রীতিমত সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা রাখি। চুক্তিটা কাগজে-কলমেই হয়েছে। ওর সঙ্গে নিচে নেমে যাবার আগে তোমাকে সেটার একটা কপি দিয়ে যাব– সাবধানের মার নেই, কি বল?'

'কিন্তু তুমি ওর অহম চূর্ণ করে দিয়েছ,' বলল গোরভ। 'যন্ত্রপাতিগুলো কি আর ব্যবহার করবে ও?'

'কেন করবে না? ক্ষতি পুষিয়ে নেবার এটাই একমাত্র উপায় তার। যদি সে ওগুলো বিক্রি করে পয়সা কামাতে পারে তাহলেই হারানো অহংবোধ ফিরে পাবে সে · আর পরবর্তী গ্র্যাণ্ড মাস্টার ফার্লই হচ্ছে। আর আমাদের কাজে লাগাবার জন্যে সে-ই সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।'

'বুঝলাম', গোরভ বলল, 'ভালই বিক্রি হলো তোমার। কিন্তু তারপরেও বলতে হচ্ছে, তোমার এই সেলস টেকনিকটা বেশ অসুবিধেজনক। সেমিনারি থেকে ওরা কি আর খামোকা তাড়িয়ে দিয়েছিল তোমাকে? তোমার কোনো নীতিবোধ নেই নাকি?'

'এতে খারাপটা কী দেখলে তুমি?' পনিয়েটস নির্লিপ্ত স্বরে জিগ্যেস করল। 'আর তাছাড়া, নীতিবোধ সম্পর্কে স্যালভর হার্ডিন কী বলে গেছেন তা তো তুমি জানোই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চম পর্ব

বণিক রাজপুত্রদের কথা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

বণিকদল–... সাইকোহিস্টোরিক অনিবার্যতায় ফাউণ্ডেশনের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকল। সম্পদশালী হয়ে উঠল বণিকরা। এবং সম্পদের হাত ধরে এল ক্ষমতা।...

হোবার ম্যালো যে একজন সাধারণ বণিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সেকথা লোকে প্রায়ই ভুলে যায়। কিন্তু যে কথা তারা কখনোই ভোলে না সেটি হচ্ছে, মারা যাবার সময় তিনিই ছিলেন প্রথম বণিক রাজপুত্র।...

ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

জোরেন সাট তাঁর সযত্নচর্চিত নখের ডগাগুলো এক করে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। সত্যি বলতে কী– কথাটা কিন্তু গোপনে বলছি– এটা হয়ত আরেকটা "সেলডন ক্রাইসিস"।'

উল্টোদিকে বসা লোকটি তাঁর খাটো স্মিরনীয় জ্যাকেটের পকেট চাপড়ালেন সিগারেটের জন্যে। 'সেকথা ঠিক বলতে পারব না, সাট। বরাবরই তো দেখে আসছি মেয়র নির্বাচনের সময় এলেই রাজনীতিবিদরা সব "সেলডন ক্রাইসিস" বলে চেঁচাতে শুরু করে।'

ক্ষীণ একটা হাসির রেখা দেখা দিল সাটের ঠোঁটে। 'আমি এখানে ভোটের জন্যে আসিনি, ম্যালো। পারমাণবিক অস্ত্র আমাদের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ সেগুলো কোত্থেকে আসছে আমরা জানিই না।'

স্মিরনিয়ার মাস্টার ট্রেডার হোবার ম্যালো শান্তভাবে, অনেকটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সিগারেটে টান দিলেন। 'বলে যান। আরো কিছু বলার থাকলে, ঝেড়ে কাশুন।'

ফাউণ্ডেশনের লোকজনের সামনে বিনয়ে বিগলিত হবার মতো ভুলটি কখনো করেন না ম্যালো। তিনি একজন আউটল্যাণ্ডার হতে পারেন, তাই বলে ফেলনা নন।

টেবিলের ওপর একটা ট্রাইমেনশনাল স্টার-ম্যাপ রয়েছে। সেটার দিকে ম্যালোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সাট। কন্ট্রোলগুলো অ্যাডজাস্ট করতেই আধ ডজন স্টেলার সিস্টেমে লাল আলো জ্বলে উঠল। শান্ত কণ্ঠে সাট বললেন, 'এটা হচ্ছে কোরেলিয়ান রিপাবলিক।'

www.BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালেন ট্রেডার। 'গিয়েছি ওখানে। দুর্গন্ধ ভরা ইঁদুরের গর্ত একটা! ওটাকে আপনি রিপাবলিক বলতে পারেন, কিন্তু প্রতিবারই দেখা যায়, এমন এক লোক "কমোডর" নির্বাচিত হয়েছে যে কি না "আর্গো" পরিবারের কেউ নয়। আর ব্যাপারটা যদি কারো পছন্দ না হয়, তাহলে কপালে *খারাবি* আছে তার।' ঠোঁট বাঁকিয়ে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'গিয়েছি ওখানে।'

'কিন্তু তুমি ফিরে এসেছ, আর এ-ব্যাপারটা বার বার ঘটে না। গত বছর রিপাবলিকের এলাকার ভেতর থেকে তিনটে ট্রেডশিপ হাওয়া হয়ে গেছে। তিনটি শিপই কনভেনশনের আওতায় অনাক্রমণ চুক্তিবদ্ধ। তিনটে শিপই সব ধরনের সাধারণ নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসিভ আর ফোর্স-ফিল্ড ডিফেন্সে সজ্জিত ছিল।'

'শেষবারের মতো কী খবর পাঠিয়েছিল ওগুলো?'

'রুটিন রিপোর্ট, তার বেশি কিছু নয়।'

'তা, কোরেল কী বলে এ-ব্যাপারে?'

বিদ্রুপের ঝিলিক খেলে গেল সাটের দু'চোখে, 'কোনো কিছু জিগ্যেস করার জো ছিল না ওদেরকে। গোটা পেরিফেরি জুড়ে ফাউণ্ডেশনের ক্ষমতার যে খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সেটাই এর সবচেয়ে বড় সম্পদ। তোমাদের কি মনে হয় মাত্র তিনটে শিপ খুইয়ে সে-সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা সাজে আমাদের?'

'বেশ তো, সেক্ষেত্রে আপনি আমার কাছে ঠিক কী চান সেটা *আমাকে* বলে ফেললে হতো না?'

বিরক্তি প্রদর্শন করে বাজে সময় খরচ করলেন না জোরেন সাট। কিছু লোক আছে যারা মনে করে, হ্যারি সেলডন নির্দেশিত ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতিপথের সন্ধান পেয়ে গেছে তারা। এদের মধ্যে আছে বিরোধীদলীয় কাউন্সিল সদস্য, চাকুরি প্রার্থী, সমাজ সংস্কারক আর বাতিকগ্রস্ত লোকজন। মেয়রের সেক্রেটারি হিসেবে তিনি ভাল করেই জানেন, এ-ধরনের লোকজনকে কী করে এড়িয়ে চলতে হয় বা দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। সুতরাং তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করা খুব কঠিন কাজ।

তিনি তাই শান্তভাবে বললেন, 'এক মিনিট। একই সেক্টরে আর একই বছরে তিন তিনটে শিপ খোয়া যাবার ব্যাপারটা কিছুতেই দুর্ঘটনা হতে পারে না। আর পারমাণবিক শক্তিকে কেবল পারমাণবিক শক্তি দিয়েই জয় করা সম্ভব। সুতরাং স্বভাবতই এই প্রশ্নটা মনে উঁকি দেয়, কোরেলের কাছে যদি পারমাণবিক অস্ত্র থাকে তাহলে সে-অস্ত্র তারা পাচ্ছে কোত্থেকে?'

'কোত্থেকে?'

'সম্ভাব্য দু'টি উপায়ে। হয় কোরোলিয়ানরা নিজেরাই সেগুলো তৈরি করছে–'

'কষ্টকল্পনা।'

'নিঃসন্দেহে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আছে। এক বা একাধিক।'

'আপনার তাই মনে হয়?' ম্যালোর কণ্ঠ উত্তাপহীন, শীতল।

www.BanglaBook.org

শান্ত কণ্ঠে সাট বললেন, 'এটা এমন কিছু অলৌকিক ব্যাপার নয়। "চার রাজ্য" ফাউণ্ডেশন কনভেনশন মেনে নেবার পর থেকে প্রতিটি ভিন্নমতাবলম্বী বেশ কয়েকটা দলের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের। ফাউণ্ডেশনের প্রতি তাদের একটা দরদ আছে– এই ভানটুকুও নিখুঁতভাবে করতে পারে না এমন ধোঁকাবাজ আর প্রাক্তন অভিজাত শ্রেণীভুক্ত লোকের অভাব নেই আগেকার ঐ রাজ্যগুলোয়। হয়ত তাদেরই কেউ কেউ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।'

ম্যালোর মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। 'বটে! তা, আপনি কি *আমাকে* কিছু বলতে চান? আমি স্মিরনোর লোক।'

'আমি জানি তুমি কোথাকার লোক– প্রাক্তন "চার রাজ্যের" অন্যতম রাজ্য স্মিরনোতে জন্ম তোমার। স্রেফ শিক্ষার বদৌলতে ফাউণ্ডেশনের লোক হয়েছ তুমি। জন্মগতভাবে তুমি একজন আউটল্যাণ্ডার আর ভিনদেশী। অ্যানাক্রিয়ন আর লরিস-এর মধ্যে যুদ্ধের সময় তোমার দাদা যে একজন ব্যারন ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় যে, সেফ সেরম্যাক যখন ভূমি পুনর্বণ্টন করেন তখন তোমাদের ভূ-সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হয়েছিল।'

'না! ব্ল্যাক স্পেসের দিব্যি, না। নেহাতই সামান্য একজন মহাকাশচারীর সন্তান ছিলেন আমার দাদা। ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার আগেই অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মারা যান তিনি। সাবেক আমলের শাসকদের কাছে আমার কোনো ঋণ নেই। তবে স্মিরনোতেই জন্ম আমার, আর গ্যালাক্সির দিব্যি, স্মিরনো বা স্মিরনোবাসীদের ব্যাপারে আমি মোটেই লজ্জিত নই। বিশ্বাসঘাতকতার যে নোংরা ইঙ্গিত আপনি করলেন, সেজন্যে ভয় পেয়ে ফাউণ্ডেশনের থুতু চাটতে যাব না আমি। এবার আপনি আমাকে হুকুম দিতে পারেন অথবা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারেন, আমার কিছুই আসে যায় না।'

'দেখ বাপু, মাস্টার ট্রেডার, তোমার দাদা স্মিরনোর রাজা ছিলেন না পথের ফকির ছিলেন, তাতে ইলেকট্রন পরিমাণও আসে যায় না আমার। তোমার জন্ম আর পূর্বপুরুষ সংক্রান্ত লম্বা কাসুন্দি ঘেটেছি স্রেফ এই কথা বুঝিয়ে দিতে যে, ও-ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। বোঝাই যাচ্ছে, তুমি আমার মূল বক্তব্যটাই ধরতে পারনি। আবারো পেছনে ফেরা যাক তাহলে। তুমি একজন স্মিরনিয়ান। আউটল্যাণ্ডাররা তোমার পরিচিত। তাছাড়া তুমি একজন ট্রেডার, বলা উচিত সেরা ট্রেডারদের একজন। তুমি কোরেল গিয়েছ, কোরেলিয়ানদেরও চেনো। আর ওখানেই যেতে হবে তোমাকে।'

লম্বা করে শ্বাস নিলেন ম্যালো। 'স্পাই হিসাবে?'

'মোটেই না। ট্রেডার হিসেবে– তবে চোখ-কান খোলা রেখে। তোমাকে বের করতে হবে, ওদের শক্তির উৎসটা কোথায়– আর তুমি যেহেতু স্মিরনিয়ান তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, হারিয়ে যাওয়া তিনটে ট্রেড শিপের দুটোতেই কিন্তু স্মিরনিয়ান ক্রু ছিল।'

www.BanglaBook.org

'কখন রওনা হব?'

'শিপ রেডি করতে ক' দিন লাগবে তোমার?'

'দিন ছয়েক।'

'তাহলে ঐ ছ' দিন পরেই রওনা হচ্ছ তুমি। অ্যাডমিরালটিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র পাবে তোমার।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়ালেন ম্যালো। দায়সারাভাবে করমর্দন করে বেরিয়ে গেলেন।

আয়েশ করে হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন সাট। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঢুকে পড়লেন মেয়রের কামরায়। ভিসিপ্লেটটা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন মেয়র। 'কী বুঝলে, সাট?'

'লোকটা ভাল অভিনেতাও হতে পারে,' জবাব দিলেন সাট চিন্তিতভাবে, তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। হার্ডিন বিল্ডিং-এর একুশ তলায় জোরেন সাটের ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্ট। মদের গ্লাসে আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছেন পাবলিস ম্যানলিয়ো।

কৃশকায়, প্রৌঢ় পাবলিস ম্যানলিয়ো ফাউণ্ডেশনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কর্তাব্যক্তি: একদিকে তিনি মেয়রের কেবিনেটের পররাষ্ট্র সচিব, অন্যদিকে একাধারে, ফাউণ্ডেশন ছাড়া অন্যসব আউটার সান-এর 'প্রাইমেট অভ দ্য চার্চ,' 'পার্ভেয়র অভ দ্য হোলি ফুড,' মাস্টার অভ দ্য টেম্পলস,' ইত্যাদি কিছু গালভরা পদের অধিকারী।

মদ্যপানে বিরতি দিয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু তিনি তো তোমাকে সেই ট্রেডারকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। এটা কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।'

'তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। অন্তত এক্ষুনি এতে কোনো লাভ হচ্ছে না আমাদের। কৌশল হিসেবে খুব কাঁচা এটা। তার কারণ, শেষ পর্যন্ত কী হবে সেটা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছে না। শেষ প্রান্তে একটা ফাঁস থাকলেও থাকতে পারে– এই মনে করে দড়ি টেনে যাওয়া মতো ব্যাপার এটা।'

'তা ঠিক। আর তাছাড়া ম্যালো করিৎকর্মা লোক। তাকে যদি বোকা বানানো না যায়?'

'ঝুঁকিটা নিতেই হবে। বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোনো কিছু যদি এর মধ্যে থেকে থাকে, দেখা যাবে, করিৎকর্মা আর ধুরন্ধর লোকেরাই তার সঙ্গে জড়িত। আর তা যদি না হয় তাহলে আসল ব্যাপারটা খুঁজে বের করার জন্যে একজন যোগ্য লোকেরই দরকার আমাদের। তাছাড়া ম্যালোকে চোখে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। তোমার গ্লাস কিন্তু খালি।'

'নো, থ্যাংকস, যথেষ্ট হয়েছে।'

সাট তাঁর নিজের গ্লাস ভরে নিলেন। ম্যানলিয়োর চোখে-মুখে অস্বস্তি, কী যেন ভাবছেন তিনি। সাট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন।

ভদ্রলোকের মাথায় যে-চিন্তাই ঘুরপাক খাক না কেন, তিনি যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন সেটা বোঝা গেল। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সাট, তুমি কী ভাবছ বলো তো?'

www.BanglaBook.org

'বলছি, ম্যানলিয়ো।' পাতলা ঠোঁট জোড়া ফাঁক হলো তাঁর। 'একটা সেলডন ক্রাইসিসের মধ্যে রয়েছি আমরা।'

ম্যানলিয়োর দৃষ্টি সামান্য প্রসারিত হলো। শান্ত গলায় আবার প্রশ্ন করলেন তিনি, 'কী করে বুঝলে? সেলডন কি "টাইম ভল্টে" দেখা দিয়েছেন আবার?'

'সেলডনের আসার দরকার নেই, ভায়া, যুক্তি দিয়েই বোঝা যায় সেটা। গ্যালাকটিক এম্পায়ার পেরিফেরি পরিত্যাগ করে আমাদের একা ফেলে রেখে যাবার পর থেকে পারমাণবিক ক্ষমতাধারী কোনো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হইনি আমরা। এবারই হলাম প্রথমবারের মতো। বিচ্ছিন্নভাবে এটার গুরুত্বই অনেক, কিন্তু তার ওপর আবার আরেকটা ব্যাপার যোগ হয়েছে– সত্তর বছরের মধ্যে এই প্রথম বড়সড় একটা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছি আমরা। আমার তো ধারণা, বাইরের আর ভেতরের এই দুই সমস্যা বিশ্লেষণ করলেই একথা পানির মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এটা "সেলডন ক্রাইসিস" ছাড়া আর কিছু নয়।'

ম্যানলিয়োর চোখ জোড়া কুঁচকে গেল। 'শুধু যদি এই দুটো ব্যাপার হয় তাহলে বলব সেলডন ক্রাইসিসের জন্যে এগুলো যথেষ্ট নয়। এর আগে দুটো ক্রাইসিস এসেছিল আর দু'বারই হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল ফাউণ্ডেশনের অস্তিত্ব। ঐ একই বিপদ না এলে সেটাকে থার্ড ক্রাইসিস বলা যাবে না।'

সাট কখনো অস্থিরতা প্রকাশ করেন না। 'সে-বিপদও আসছে। ক্রাইসিস এলে সেটা একটা নির্বোধও দেখতে পায়। প্রাথমিক অবস্থাতে সেটা শনাক্ত করতে পারলে স্টেটের মহা উপকার করা হবে। দেখ, ম্যানলিয়ো, আমরা একটা পরিকল্পিত ইতিহাসের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছি। আমরা *জানি*, হ্যারি সেলডন ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা নির্ণয় করেছিলেন; আমরা *জানি*, কোনো এক সময় আমাদেরকে গ্যালাকটিক এম্পায়ার পুনর্নির্মাণ করতে হবে। আমরা *জানি*, কমবেশি এক হাজার বছর লাগবে কাজটা করতে; আমরা এ-ও *জানি*, মাঝখানের এই সময়টাতে আমরা নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইসিসের মুখোমুখি হব।

'এখন, প্রথম ক্রাইসিসটা এসেছিল ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পর। দ্বিতীয়টা প্রথমটার তিরিশ বছর পর। তারপর পঁচাত্তর বছর কেটে গেছে। ইট'স টাইম, ম্যানলিয়ো, ইট'স টাইম।'

দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে নাক ঘষলেন ম্যানলিয়ো। 'আর তুমি এই ক্রাইসিস থেকে উদ্ধার পাবার পরিকল্পনা করে ফেলেছ, এই তো?'

সাট মাথা ঝাঁকালেন।

'আর,' ম্যানলিয়ো বলে চললেন, 'আমাকে তাতে অংশ নিতে হবে, ঠিক?'

আবারো মাথা ঝাঁকালেন সাট। 'অ্যাটমিক পাওয়ার সংক্রান্ত বৈদেশিক হুমকির মোকাবিলা করার আগে তোমার কাজ হবে আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটান। এই ট্রেডাররা–'

'হুঁ!' অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন ম্যানিলো। শরীরটা শক্ত হয়ে গেল তাঁর। চোখ জোড়া হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ।

www.BanglaBook.org

'এই ট্রেডাররা কাজের ঠিকই, তবে খুব শক্তিশালী,' সাট বলে চললেন, 'আর খুব অবাধ্যও। সব আউটল্যাণ্ডার্স। শিক্ষিত, তবে ধর্মীয় দিকটা বাদে। আর আমরা ওদেরকে এই শিক্ষা-দীক্ষা দেবার ফলে ওদের ওপর আমাদের কর্তৃত্বটাও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।'

'যদি আমরা বিশ্বাসাতকতা প্রমাণ করতে পারি?' ম্যানলিয়ো জিগ্যেস করলেন।

'সেক্ষেত্রে ডিরেক্ট অ্যাকশনই হবে সবচেয়ে সহজ আর কার্যকর ব্যবস্থা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। ওদের কেউ বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণিত না হলেও কিন্তু আমাদের সমাজে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে ওরা। দেশপ্রেম বলো আর সম-উত্তরাধিকার বলো বা ধর্মীয় ভীতিই বলো, কোনো বন্ধনেই আমাদের সঙ্গে বাঁধা থাকবে না ওরা। হার্ডিনের সময় থেকে যেসব আউটার প্রভিন্স আমাদেরকে "হোলি-প্ল্যানেট" বলে গণ্য করে আসছে, ওদের ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের আওতায় থেকে সেগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পাল্টে যাবে।'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু সমাধান–'

'সমাধান হতে হবে খুব শিগগিরই, সেলডন ক্রাইসিসটা জটিল হয়ে ওঠার আগেই। ঘরে অসন্তোষ আর বাইরে পারমাণবিক অস্ত্র– এই যদি হয় অবস্থা সেক্ষেত্রে পরিণতি ভয়ংকর হতে পারে।' হাতের খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন সাট। 'ঘর সামলানোর কাজটা পুরোপুরি তোমার।'

'আমার?'

'আই কান্ট ডু ইট। আমার দপ্তরটা যাকে বলে অ্যাপয়েন্টিভ, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কোনো অধিকার নেই সেটার।'

'মেয়র–'

'অসম্ভব। তার ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি নেতিবাচক। দায়িত্ব এড়াবার বেলাতেই যত উৎসাহ তার। অবশ্য যদি স্বাধীন কোনো পার্টির আবির্ভাব ঘটে হঠাৎ করে, যারা পুনর্নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, সেক্ষেত্রে তাকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব হতে পারে।'

'কিন্তু সাট, সক্রিয় রাজনীতি করবার মতো স্বাভাবিক প্রবণতাই নেই আমার মধ্যে।'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। কে জানে, ম্যানলিয়ো? স্যালভর হার্ডিনের পর সর্বোচ্চ যাজকের পদ আর মেয়রশিপ কখনো একজনের ওপর বর্তায়নি। এবার সেই দুর্লভ ঘটনাটা ঘটতেও পারে– যদি তুমি তোমার কাজটা ঠিকমত করতে পার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

শহরের অন্যপ্রান্তে, আরো ঘরোয়া পরিবেশে, ম্যালো তখন দ্বিতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন। অনেকক্ষণ ধরে শুনে যাচ্ছিলেন তিনি, এবার সতর্কতার সঙ্গে মুখ খুললেন। 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় তুমি কাউন্সিলে সরাসরি ট্রেডার প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলেছ। বাট হোয়াই *মি*, টুয়ার? আমাকে টানছ কেন?'

ফাউণ্ডেশনে আউটল্যাণ্ডারদের যে দলটি প্রথম 'লে এজুকেশন' অর্থাৎ সাধারণ লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করে, জেইম টুয়ার সেই দলে ছিলেন। এবং তাঁকে জিগ্যেস করা হোক আর না হোক, তথ্যটি তিনি প্রথম সাক্ষাতেই লোকজনকে জানিয়ে দিতে ভোলেন না। স্মিত হাসিতে তাঁর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ম্যালোর প্রশ্ন শুনে।

'আমি জানি আমি কী করছি,' বললেন তিনি। 'তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কোথায় দেখা হয়েছিল গত বছর মনে আছে?'

'ট্রেডার্স' কনভেনশনে।'

'ঠিক। মিটিংটা তুমিই পরিচালনা করেছিলে। লাল গর্দানওয়ালা ষাঁড়গুলোকে তুমি প্রথমে ওদের যার যার সিটে গেড়ে বসিয়ে রাখলে, তারপর ঢোকালে তোমার শার্টের পকেটে আর শেষে ঐ পকেটস্থ অবস্থাতেই সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এলে। আর ফাউণ্ডেশনের লোকগুলোকেও তুমি ভালোই সামলাতে পার। তোমার একটা *গ্ল্যামার* আছে, বা অন্তত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে খ্যাতি আছে, যেটা ঐ একই জিনিস।'

'বেশ,' শুকনো কণ্ঠে বললেন ম্যালো। 'কিন্তু এখন কেন?'

'কারণ, এখনই আমাদের সুযোগ। তুমি কি জান, শিক্ষাসচিব তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন? এখনো সবাই জানে না ব্যাপারটা, তবে জেনে যাবে।'

তুমি কী করে জানলে?'

'সেটা– যাকগে,' বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়লেন টুয়ার। 'কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। অ্যাকশনিস্ট পার্টিতে বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। ট্রেডারদের জন্যে সম-অধিকারের প্রশ্নে অথবা গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষের প্রশ্নে এই মুহূর্তে দলটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যায়।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন ম্যালো। তাকিয়ে রইলেন তাঁর তাতের পুরু আঙুলগুলোর দিকে। 'কিন্তু আমি দুঃখিত, টুয়ার। সামনের সপ্তাহে একটা কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে। অন্য কাউকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে।'

www.BanglaBook.org

টুয়ার বড় বড় চোখ করে তাকালেন।

'কাজে? কী কাজে?'

'কাজটা যাকে বলে ভেরি সুপার সিক্রেট। ট্রিপল-এ প্রায়োরিটি। মেয়রের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'ঐ সাপের মতো খল সাটের সঙ্গে?' উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন টুয়ার। 'ধোঁকাবাজি! ঐ ঘোড়েল লোকটা তোমাকে কাজের সময় সরিয়ে দিতে চাইছে ম্যালো–'

'থামো!' ম্যালোর হাত টুয়ারের মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপর এসে পড়ল। 'উত্তেজিত হয়ো না। ব্যাপারটা যদি চালাকি হয়ে থাকে, কয়েকদিন পরেই ফিরে আসব আমি ঘটনাটা পরখ করার জন্যে। যদি তা না হয়, সাপের মতো খল তোমার ঐ সাট আমার হাতের পুতুলে পরিণত হবে। শোন, একটা "সেলডন ক্রাইসিস" এগিয়ে আসছে।'

কথাটার প্রতিক্রিয়া কী হয় দেখার জন্যে একটু অপেক্ষা করলেন ম্যালো। কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হল। বরং চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত করে টুয়ার জিগ্যেস করলেন, "সেলডন ক্রাইসিস"-টা আবার কী?'

'গ্যালাক্সি!' বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন ম্যালো। 'স্কুলে বসে বসে করেছটা কী? এমন হাঁদার মতো প্রশ্ন করল কী করে তুমি?'

বয়স্ক লোকটি ভুরু কুঁচকালেন। 'একটু যদি বুঝিয়ে বলতে–'

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে ম্যালো বললেন, 'বলছি।' ভুরু জোড়া ঝুলে পড়ল তাঁর। ধীর কণ্ঠে শুরু করলেন তিনি। 'গ্যালাক্সির সীমান্ত অঞ্চলে গ্যালাকটিক এম্পায়ার তখন অস্তগামী; সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে, হ্যারি সেলডন আর তাঁর মনোবিজ্ঞানীর দল "ফাউণ্ডেশন" নামে একটা উপনিবেশ স্থাপন করলেন, যাতে করে আমরা শিল্পকলা, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কাজ করতে পারি, আর "সেকেন্ড এম্পায়ার"-এর কেন্দ্রবিন্দুটি তৈরি করতে পারি।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ–'

'শেষ করিনি এখনো,' শীতল কণ্ঠে বললেন ম্যালো। 'ফাউণ্ডেশনের ভবিষ্যতের গতি নির্ধারণ করা হয়েছিল সায়েন্স অভ সাইকোহিস্ট্রি বা মনোঐতিহাসিক বিজ্ঞান অনুযায়ী। সাইকোহিস্ট্রি তখন অনেক ডেভলপড। আর পরিস্থিতি এমনভাবে সৃষ্টি করা হলো যাতে ফাউণ্ডেশন ধারাবাহিক কিছু সংকটের মুখোমুখি হয়, যে-সংকটগুলো দ্রুততম গতিতে ভবিষ্যৎ এম্পায়ারের দিকে এগিয়ে যাবে। প্রতিটি ক্রাইসিস, প্রতিটি *সেলডন* ক্রাইসিস, আমাদের ইতিহাসে নতুন একেকটি যুগের সূচনা করেছে। এ-মুহূর্তে আমরা তৃতীয় ক্রাইসিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।'

'ঠিক, ঠিক,' শ্রাগ করলেন টুয়ার। 'মনে পড়া উচিত ছিল আমার। তবে আমি অনেক দিনের জন্য স্কুলের বাইরে ছিলাম। তুমিও এতদিন বাইরে থাকনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই হবে সম্ভবত। যাকগে, ভুলে যাও। আসল কথা হল, এই ক্রাইসিসটা যখন একটা পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, তখনই সাট আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি ফিরে এসে কী দেখব তা আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। ওদিকে আবার কাউন্সিল ইলেকশন হবার কথা প্রতি বছরই।'

টুয়ার মুখ তুলে তাকালেন। 'তুমি কি কাউকে অনুসরণ করতে যাচ্ছ?'

'না।'

'নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা আছে তোমার?'

'একেবারেই না।'

'তো?'

'তো, কিছু না। হার্ডিন একবার বলেছিলে: "সাফল্যের জন্যে কেবল পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়। ওয়ান মাস্ট ইম্প্রোভাইজ অ্যাজ ওয়েল।" অর্থাৎ, পরিকল্পনার সঙ্গে তাকে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে আগে ধারণা করা যায়নি এমন সমস্যারও সমাধান করতে হবে। আই উইল ইম্প্রোভাইজ।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন টুয়ার। উঠে দাঁড়ালেন দু'জনে। পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন দু'জন।

গাছাড়াভাবে, হঠাৎ করে বলে উঠলেন ম্যালো, 'ভাল কথা, যাবে নাকি আমার সঙ্গে? হাঁ করে চেয়ে থাকার কী আছে, বাপু! আগে তো তুমি ট্রেডারই ছিলে, সেটা হঠাৎ পানসে ঠেকাতে উত্তেজনার খোঁজেই না পলিটিক্সে নামলে! অন্তত আমি সেরকমই শুনেছি।'

'আগে বলো তুমি কোনদিকে যাচ্ছো?'

' "হোয়েস্যালিয়ান র‍্যাফট"-এর দিকে। স্পেসে গা ভাসাবার আগে এর চেয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। এবার বলো, যাবে?'

'কিন্তু ধর, সাট যদি চায় আমি এখানে থাকি, যাতে সে আমাকে চোখে চোখে রাখতে পারে?'

'সম্ভাবনা কম। সে যদি আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, সেক্ষেত্রে তোমাকেও নয় কেন? তাছাড়া পছন্দমত ক্রু বাছাই করতে না দিলে কোনো ট্রেডারই স্পেসে ওড়ে না। আমার যাকে খুশি তাকে নেব।'

টুয়ারের চোখে অদ্ভুত এক আলোর ঝিলিক খেলে গেল। 'ঠিক আছে, যাব আমি।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'তিন বছরের মধ্যে এটাই হবে আমার প্রথম ট্রিপ।'

ম্যালো টুয়ারের হাত ঝাঁকিয়ে দিলেন। 'বেশ। আমাকে এখন বাকি ক্রুদের খোঁজে যেতে হবে। ফার *স্টার* জেটি কোথায় তা তো জানোই। কাল ওখানে দেখা কোরো। গুড বাই।'

www.BanglaBook.org

চার

ইতিহাসের এক পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে কোরেলকে। কাগজে কলমে প্রজাতন্ত্র, কিন্তু আসলে এর শাসক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একজন সম্রাট ছাড়া কিছু নন, নামেই যা তফাৎ একটু। সুতরাং স্বৈরতন্ত্রের বাতাস অবাধে বয়ে যায় এখানে। দরবারি 'শিষ্টাচার' এবং রাজকীয়, সৌজন্য– নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এই দুই উদার প্রভাবে সে-বাতাসে আরো উদ্দাম এবং বল্গাহীন।

সত্যি বলতে, কোরেল-এর সমৃদ্ধির অবস্থা তেমন ভাল নয়। গ্যালাকটিক এম্পায়ারের দিন বিদায় নিয়েছে। কিছু নীরব স্মারকস্তম্ভ আর ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামো ছাড়া সেসব দিনের আর কোনো সাক্ষী নেই। ফাউণ্ডেশনের আগমন এখনো ঘোষিত হয়নি এখানে। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না। কারণ, কোরেলের শাসক কমোডর অ্যাসপার আর্গো ভীষণ একগুঁয়ে লোক। ট্রেডারদের ব্যাপারে তাঁর নিয়ম-কানুন বড্ড কড়া। আরো কড়া নিষেধাজ্ঞা মিশনারিদের ব্যাপারে।

নিতান্তই জরাজীর্ণ এবং ভাঙাচোরা চেহারা স্পেস-পোর্টটার। *ফার স্টারের ক্রুদের* সেকথা ভাল করেই জানা। হ্যাঙ্গারগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। পেশেন্স ধরনের একটা খেলা খেলতে খেলতে মেজাজটা খিঁচড়ে যাচ্ছিল জেইম টুয়ারের।

গম্ভীর কণ্ঠে হোবার ম্যালো মন্তব্য করলেন, 'ব্যবসা করার ভাল সুযোগ আছে এখানে।'

ভিউপোর্ট দিয়ে শান্তভাবে বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি। আপাতত কোরেল সম্পর্কে এর বেশি কিছু মন্তব্য করার মতো ব্যাপার ঘটেনি। জার্নিটাও ছিল ঘটনাবিহীন। *ফার স্টার*-কে দেখে কোরেলিয়ান শিপের যে স্কোয়াড্রনটা ধুঁকতে ধুঁকতে ছুটে এসেছিল সেগুলোকে অতীত গৌরবের নেহাতই অকিঞ্চিৎকর কিছু স্মারকচিহ্ন বলাই ঠিক হবে। সমীহের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল সেগুলো। এখনো রাখছে। এক হপ্তা হয়ে গেছে, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ম্যালো যে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন এখনো তার কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

ম্যালো আবার বললেন, 'ভাল ব্যবসা করা যায় এখানে। এটাকে তুমি রীতিমত একটা পতিত জমি বলতে পার।'

চেহারায় চরম অধৈর্যের ছাপ মেখে মুখ তুললেন টুয়ার। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কার্ডগুলো এক পাশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার ইচ্ছেটা কী, বলো তো শুনি, ম্যালো? ক্রু-রা গজরাচ্ছে, অফিসাররা সবাই চিন্তিত হয়ে উঠছে, আর আমি ভেবে মরছি–'

'কী?'

'এই অবস্থার কথা, তোমার কথা। হোয়াট আর উই ডুয়িং?'

'ওয়েটিং!'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করলেন প্রৌঢ় ট্রেডার জেইম টুয়ার।

'অন্ধের মতো এগোচ্ছ তুমি, ম্যালো,' গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'ফিল্ডের চারপাশে পাহারা রয়েছে, মাথার ওপরও শিপ চক্কর দিচ্ছে। এমনও তো হতে পারে, আমাদেরকে মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্যে তৈরি হচ্ছে ওরা?'

'এক হপ্তা সময় পেয়েছে ওরা কাজটা করার।'

'হতে পারে ওরা রিইনফোর্সমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছে।' চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং ধারাল হয়ে উঠল টুয়ারের।

ধপ করে বসে পড়লেন ম্যালো। 'হ্যাঁ, একথাটা ভেবে দেখেছি আমি। বেশ একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু, বুঝলে! প্রথমত, কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই এখানে পৌঁছেছি আমরা। অবশ্যি তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। কারণ, গত বছর তিনশোর মধ্যে মাত্র তিনটে শিপ নিখোঁজ হয়েছে। পার্সেন্টেজটা কম। তবে তার অর্থ এটাও হতে পারে যে, পারমাণবিক শক্তিতে সজ্জিত শিপ খুব একটা বেশি নেই ওদের হাতে। আর, সংখ্যাটা বাড়ার আগে অপ্রয়োজনে সেগুলো বের করতে চায় না ওরা।

'অন্যদিকে আবার এও হতে পারে যে, পারমাণবিক শক্তি ওদের আদৌ নেই। অথবা আছে; কিন্তু লুকিয়ে রাখছে পাছে আমরা কিছু জেনে যাই। তার কারণ, হালকা অস্ত্রে সজ্জিত মার্চেন্ট শিপে মাঝে মধ্যে হামলা চালান এক কথা আর ফাউণ্ডেশনের একজন আস্থাভাজন দূতের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা, বিশেষ করে যখন সেই দূতের উপস্থিতির অর্থই হচ্ছে যে ফাউণ্ডেশন ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠছে।

'এর সঙ্গে আবার রয়েছে–'

'থামো, ম্যালো, থামো।' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত ওপরে তুলে ফেললেন টুয়ার। 'তুমি তো দেখছি কথার তোড়ে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে। ঠিক কী বলতে চাচ্ছ দয়া করে বলবে? ডিটেইলে যাবার দরকার নেই, সংক্ষেপে বলো।'

'খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তোমাকে জানতেই হবে, টুয়ার, নইলে কিছুই বুঝতে পারবে না তুমি। দু'পক্ষই আমরা অপেক্ষা করছি। আমি এখানে কী করছি সেটা যেমন ওরা জানে না, তেমনি আমিও জানি না ওরা কী করছে। তবে দু'পক্ষের মধ্যে আমার অবস্থাটা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশ নাজুক। তার কারণ, আমি একা। অন্যদিকে ওরা একটা গোটা বিশ্ব, যার হাতে হয়ত পারমাণবিক শক্তিও আছে। কিন্তু এর চেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুর্বল অবস্থানে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কোনো সন্দেহ নেই ব্যাপারটা বিপজ্জনক, বিরাট কোনো গর্ত হয়ত আমাদের গ্রাস করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু সেকথা তো আমরা আগে থেকেই জানি। সেক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আপাতত আর কী করা যেতে পারে?'

'আমি তো– এসময় আবার কে?'

শান্তভাবে মুখ তুলে তাকালেন ম্যালো। রিসিভার টিউন করলেন। ভিসিপ্লেটে ওয়াচ সার্জেন্টের রুক্ষ চেহারা ভেসে উঠল।

'বলো, সার্জেন্ট।'

'মাফ করবেন, স্যার,' বলে উঠল সার্জেন্ট। 'ওরা ফাউণ্ডেশনের একজন মিশনারিকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে।'

'*কাকে?*' মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল ম্যালোর মুখটা।

'একজন মিশনারিকে, স্যার। তিনি সাহায্য প্রার্থনা করছেন, স্যার।'

'এই অপরাধটার জন্যে আরো অনেকেরই সেটা দরকার হবে, সার্জেন্ট। ব্যাটল স্টেশনে হাজির হতে বলো সবাইকে।'

প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে ক্রু-লাউঞ্জ। সার্জেন্ট অর্ডার দেবার পর পাঁচ মিনিটও হয়নি, অফ শিফট-এর লোকেরাও সব যে যার অবস্থানে চলে গেছে। পেরিফেরিতে ইন্টারস্টেলার স্পেসের অরাজকতাপূর্ণ অঞ্চলে ক্ষিপ্রতাকে একটা বিশেষ গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং একজন মাস্টার ট্রেডারের ক্রুরা এই ক্ষিপ্রতার ব্যাপারেই অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে।

ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকলেন ম্যালো। মিশনারির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চারপাশ থেকে চোখ বুলালেন। লেফটেন্যান্ট টিন্টারের ওপর সরে এল তাঁর দৃষ্টি। অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে উঠে এক পাশে সরে গেল সে। ওয়াচ-সার্জেন্ট ডেমেন-এর দিকে তাকালেন এবার ম্যালো। নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে মিশনারির অপর পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

টুয়ারের দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করলেন ম্যালো। তারপর বললেন, 'টুয়ার, কোঅর্ডিনেটর আর ট্র্যাজেক্টরিয়ান ছাড়া সব অফিসারকে আসতে বলো এখানে। অন্য কোনো অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত ঐ দু'জন যেন ওদের জায়গা থেকে না নড়ে।'

বেরিয়ে গেলেন টুয়ার। এদিকে ম্যালো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আরেক কাজে। ল্যাভেটরির দরজাগুলো খুলে ফেললেন লাথি মেরে, বার-এর পেছন দিকটায় উঁকি দিলেন। জানালার মোটা পর্দাগুলো টেনে টেনে দেখলেন। তিরিশ সেকেণ্ডের জন্যে ঘর ছেড়ে বাইরে গেলেন। যখন ফিরলেন, দেখা গেল আপন মনে গুন গুন করছেন তিনি।

অফিসাররা সার বেঁধে ঢুকল। সবার শেষে টুয়ার ঢুকে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

ম্যালো শান্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'প্রথমে জবাব দাও, আমার আদেশ ছাড়া এই লোকটিকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে কে?'

www.BanglaBook.org

ওয়াচ সার্জেন্ট এক পা এগিয়ে এল। চকিতে সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। 'মাফ করবেন, স্যার। ঠিক নির্দিষ্ট কেউ নয়। আমরা সবাই মিলেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম। উনি আমাদেরই একজন, আর এখানকার এই বিদেশীরা–'

মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলেন ম্যালো। 'আমি তোমার অনুভূতি বুঝতে পারছি, সার্জেন্ট। এরা কি তোমার কমাণ্ডে ছিল?'

'জী, স্যার।'

'ব্যাপারটা মিটে গেলে, এক সপ্তাহের জন্যে ইনডিভিজুয়াল কোয়ার্টারে বন্দি থাকবে সবাই। ঐ একই সময়ের জন্যে তোমাকেও সব ধরনের সুপারভিজিটরি ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। ঠিক আছে?'

সার্জেন্টের চেহারায় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, তবে খুব সামান্য হলেও, তার কাঁধ জোড়া ঝুলে পড়ল।

'ইয়েস, স্যার।' দ্রুত, কোনোরকম ইতস্তত না করে জবাব দিল সে।

'তুমি যেতে পার এখন। তোমার গান-স্টেশনে ফিরে যাও।'

বেরিয়ে গেল ওয়াচ সার্জেন্ট। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। একটা গুঞ্জন উঠল ঘরের মধ্যে।

মুখ খুললেন টুয়ার। 'শাস্তিটা কেন দিচ্ছ ম্যালো? তুমি ভাল করেই জান, এই কোরেলিয়ানরা বন্দি মিশনারিদের মেরে ফেলে।'

'আমার আদেশ না মেনে অন্য কোনো কাজ করাটাকেই একটা অপরাধ মনে করি আমি, তাতে কাজের পক্ষে যত যুক্তিই থাকুক না কেন। আমার অনুমতি ছাড়া কারোরই শিপের ভেতরে ঢোকা বা বাইরে যাওয়ার কথা নয়।'

'সাত সাতটা দিন সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে,' লেফটেন্যান্ট টিন্টারের কণ্ঠে মৃদু বিদ্রোহের সুর। 'এভাবে আপনি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবেন না।'

ম্যালো শীতল কণ্ঠে বললেন, '*আমি* পারব। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলার কোনো মূল্য নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমি শৃঙ্খলা বজায় রাখব, নইলে সে শৃঙ্খলা অর্থহীন। কোথায় তোমাদের মিশনারি? আমার সামনে দাঁড় করাও তাকে।'

ম্যালো বসে পড়লেন চেয়ারে। লাল আলখাল্লা পরা মিশনারিকে সাবধানে সামনে নিয়ে আসা হলো।

'কী নাম আপনার, রেভারেণ্ড?'

পুরো শরীরটা যেন একটি-ই অঙ্গ, এমনিভাবে নড়ে উঠে ম্যালোর দিকে ঘুরে গেল লাল আলখাল্লা পরা দেহটা অস্ফুট একটা শব্দ করে। চোখে কেমন একটা ফাঁকা দৃষ্টি তার। কপালে একটা জায়গায় কালশিরে পড়া। ম্যালো খেয়াল করলেন, এর আগে পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি লোকটা, এমনকি নড়েওনি।

'আপনার নাম, রেভারেণ্ড?'

হঠাৎ উত্তেজনায় চমকে উঠল মিশনারি। আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'বাবা আমার, বাবারা আমার গ্যালাকটিক স্পিরিট তোমাদের মঙ্গল করুক!'

www.BanglaBook.org

এগিয়ে এলেন টুয়ার। তাঁর চোখে উদ্বেগ, কণ্ঠ শুকনো। 'ভদ্রলোক অসুস্থ। কেউ ওঁকে ধরে বিছানায় নিয়ে যাও। ম্যালো, মিশনারিকে বিছানায় শুইয়ে দিতে বলো ওদের। চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। উনি গুরুতর আহত।'

ম্যালোর বিশাল হাতটা তাকে পেছনে সরিয়ে দিল। 'বাগড়া দিও না, টুয়ার। নইলে এঘর থেকে বের করে দেব তোমাকে। আপনার নাম, রেভারেণ্ড?'

অনুনয়ের ভঙ্গিতে হঠাৎ দুটো হাত এক হয়ে গেল মিশনারির। 'তুমি জ্ঞানী; আমাকে এই ম্লেচ্ছদের হাত থেকে বাঁচাও!' তার কথা জড়িয়ে গেল। 'এই পশুগুলোর হাত থেকে, বর্বরদের হাত থেকে রক্ষা কর আমাকে। ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে। ওদের এই অপরাধের জন্যে গ্যালাকটিক স্পিরিট কলংকিত হবে। আমি অ্যানাক্রিয়নিয়ন ওয়ার্ল্ড-এর জর্ড পার্মা। লেখাপড়া ফাউণ্ডেশনেই। খোদ ফাউণ্ডেশনে, বাবারা আমার। স্পিরিটের একজন প্রিস্ট আমি। সব ধরনের মিস্ট্রির ব্যাপারে দীক্ষিত আমি। আমার অন্তরাত্মা আমাকে যেখানে ডেকে এনেছে আমি সেখানেই এসেছি।' হাঁপাচ্ছে লোকটা। 'বর্বরদের হাতে আমি অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। তোমরা যে স্পিরিটের সন্তান-সন্ততি, সেই স্পিরিটের দোহাই, আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা কর।'

অকস্মাৎ ইমার্জেন্সি এলার্ম বক্সের কলরব এবং তারপরই একটা কণ্ঠ, 'এনিমি ইউনিট ইন সাইট! ইন্সট্রাকশন ডিজায়ারড্!'

সব ক'টা চোখ চট্ করে ওপরে, স্পিকারের দিকে চলে গেল।

হিংস্র মুখভঙ্গি করে একটা দিব্যি আওড়ালেন ম্যালো। ক্লিক শব্দে রিভার্স ওপেন করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সতর্ক দৃষ্টি রাখ, আর কিছু না।' সংযোগ ছিন্ন করে দিলেন তিনি।

জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝট করে পর্দা সরিয়ে দিলেন তিনি একপাশে। গম্ভীর মুখে বাইরে তাকালেন।

এনিমি ইউনিট-ই বটে। হাজার হাজার কোরেলিয়ান এসে ভিড় করেছে শিপের বাইরে। পোর্টের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত বিস্তৃত সেই জনারণ্য সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে। ম্যাগনেসিয়াম মশালের শীতল, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত জনতার সামনের অংশটা কাছে এগিয়ে এল।

'টিন্টার!' ঘুরে না তাকিয়েই আদেশ করলেন ম্যালো, তাঁর গলার পেছনের দিকটা লাল হয়ে উঠেছে। 'আউটার স্পীকারটা অন করে দাও। জিগ্যেস কর, ওরা কী চায়। জিগ্যেস কর, ওদের সঙ্গে কোনো আইনজীবী বা এধরনের কোনো লোক আছে কিনা। কোনোরকম প্রতিশ্রুতি দিও না, কোনো হুমকি দিও না। যা বললাম ঠিক তাই করবে, নইলে তোমাকে খুন করব আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল টিন্টার।

ম্যালো অনুভব করলেন, খসখসে, কর্কশ একটা হাত এসে পড়েছে তাঁর কাঁধের ওপর। সরিয়ে দিলেন তিনি সেটা। ম্যালোর কানের কাছে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হিস হিস করে

www.BanglaBook.org

উঠলেন টুয়ার, 'ম্যালো, এই লোকটাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য তুমি। তাছাড়া, শত হলেও সে একজন *প্রিস্ট*। বাইরের ঐ বর্বরগুলো– শুনতে পাচ্ছ তুমি আমার কথা?'

'শুনতে পাচ্ছি, টুয়ার,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন ম্যালো। 'মিশনারি পাহারা দেবার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে আমার এখানে। আই উইল ডু, স্যার, হোয়াট আই প্লীজ। সেলডন আর গ্যালাক্সির দিব্যি দিয়ে বলছি, আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমি তোমার গলার রগ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। আমার পথ থেকে সরে যাও, টুয়ার, নইলে এটাই হবে তোমার শেষ অপচেষ্টা।'

ঘুরে, টুয়ারকে পাশ কাটিয়ে, এগিয়ে এলেন ম্যালো।

'আর এই যে, আপনি! রেভার্ড পার্মা! আপনি কি জানেন, চুক্তি অনুযায়ী ফাউণ্ডেশনের মিশনারিদের কোরেলিয়ান টেরিটোরিতে ঢোকা নিষেধ?'

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে তখন মিশনারি লোকটা। 'স্পিরিট যেখানে নিয়ে যায় আমি কেবল সেখানেই যাই। নিজেদেরকে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত রাখার প্রচেষ্টা থেকেই কি প্রমাণিত হয় না যে এই মূঢ় লোকগুলোর জন্যে ঐ জ্ঞান কত দরকারি?'

'এটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার, রেভারেণ্ড। কোরেল আর ফাউণ্ডেশন– দুটোরই আইন ভঙ্গ করেছেন আপনি, সেটাই আসল কথা। আইনত আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারি না।'

মিশনারি তার হাত দুটো আবারও ছড়িয়ে দিল আগের মতো। তবে আগের সেই হতভম্ব অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছে সে। শিপের আউটার কমিউনিকেশন সিস্টেম কর্কশ শব্দ তুলে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ক্রুদ্ধ জনতার সম্মিলিত, তরঙ্গায়িত কণ্ঠ আবছাভাবে ভেসে আসছে। সেদিকে ম্যালোর দৃষ্টি আকর্ষণ করল পর্মা।

'শুনতে পাচ্ছ ওদের গলা? তুমি আমাকে বানানো আইনের কথা শোনাচ্ছ কেন? এর চেয়ে বড় আইন আছে। গ্যালাকটিক স্পিরিট কি বলেনি যে, তোমার ভাইকে আহত অবস্থায় দেখে তুমি অলসভাবে দাঁড়িয়ে থেক না? এও কি বলেনি যে, অসহায় আর দুর্বল লোকের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করবে, সে রকম ব্যবহারই পাবে তুমি প্রতিদানে?

'তোমার কি গান নেই? শিপ নেই? তোমার পেছনে কি ফাউণ্ডেশন নেই? তার চেয়ে বড় কথা, তোমার চারদিকে কি সেই স্পিরিট নেই যে-স্পিরিট গোটা মহাবিশ্বকে শাসন করছে?' শ্বাস নেবার জন্যে বিরতি দিল সে।

হঠাৎ করে *ফার স্টারের* বাইরে থেকে আসা শব্দ থেমে গেল, আবার ঘরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট টিন্টার। চেহারায় স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ।

'বলো!' সংক্ষেপে আদেশ করলেন ম্যালো।

'স্যার, ওরা জর্ড পার্মাকে ওদের হাতে তুলে দিতে বলছে।'

'যদি না দেয়া হয়?'

এক গাদা হুমকি দিয়েছে ওরা, স্যার। অসংখ্য– মনে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে ওরা পুরোপুরি। ওদের একজন বলছে, ডিসট্রিক্টটা নাকি সে-ই চালায়। তার হাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাকি পুলিশ পাওয়ারও আছে। তবে তার ওপরেও যে লোক আছে সেটা বোঝা গেল।'

'থাকুক বা না থাকুক,' কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যালো, 'সে-ই আইনের লোক; ওদেরকে বলো, এই প্রশাসক লোকটা বা পুলিশ অথবা সে যা-ই হোক না কেন– সে যদি একা শিপে আসে তাহলে রেভার্ড পার্মাকে ছেড়ে দেয়া হবে তার কাছে।'

হঠাৎ একটা গান চলে এল তাঁর হাতে। তিনি বলে চললেন, 'অবাধ্যতা কাকে বলে আমার জানা নেই। এব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে এখানে যদি এমন কেউ থেকে থাকে যার ধারণা সে আমাকে এব্যাপারে কিছু শেখাতে পারবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমিও আমার প্রতিষেধকটার পরিচয় জানিয়ে দেব তাকে।'

ধীরে ধীরে ঘুরল গানটা। স্থির হলো টুয়ারের ওপর এসে। অনেক কষ্টে মুখের ভাব সংযত রাখলেন প্রৌঢ় ট্রেডার। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল। নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরুচ্ছে তাঁর।

বেরিয়ে গেল টিন্টার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই জনতার ভিড়ের মধ্যে থেকে ছোটখাটো চেহারার এক লোক বেরিয়ে এল। ধীরে ইতস্তত হাঁটতে শুরু করল সে। পরিষ্কার বোঝা গেল, ভয় এবং উৎকণ্ঠা ঘিরে ধরেছে তাকে। দু'বার ঘুরে দাঁড়াল সে, দু'বারই দশানন দানবরূপী ক্রুদ্ধ জনতার ধমক এগিয়ে নিয়ে চলল তাকে।

'ঠিক আছে।' হ্যাণ্ড-ব্লাস্টারটা দিয়ে ইশারা করলেন ম্যালো। 'গ্রান আর আপশার, নিয়ে যাও একে।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মিশনারি লোকটা। দু'হাত তুলে তার কঠিন আঙুলগুলো বর্শার মতো করে ওপরের দিকে তাক করল। ফলে আলখাল্লার ঢোলা আস্তিন নেমে এল কনুই-এর দিকে। বেরিয়ে পড়ল শিরাবহুল চিকন দুটো হাত। মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ করে সামান্য একটু আলোর ঝরকানি দেখা গেল। পর মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল সেটা। বিরক্তির সঙ্গে আবারও হাত নেড়ে ইশারা করলেন ম্যালো। লোক দুটোর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল জর্ড পার্মা, সেই সঙ্গে শুরু হলো বৃষ্টির মত অভিশাপ বর্ষণ। 'যে-বেঈমান তার নিজের লোককে সর্বনাশ আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় সে অভিশপ্ত হোক! অসহায়ের আর্তনাদ যে কানে পৌঁছোয় না সে-কান বধির হয়ে যাক! যে-চোখ নিরপরাধকে চিনতে পারে না সে-চোখ অন্ধ হয়ে যাক। অন্ধকারের সঙ্গে যে-আত্মার আত্মীয়তা সে-আত্মার জ্যোতি চিরতরে নিভে যাক–'

টুয়ার দু'হাতে কান চাপা দিলেন।

ম্যালো তার ব্লাস্টারে একটা টুসকি মেরে সেটা যথাস্থানে রেখে দিলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'যার যার স্টেশনে চলে যাও সবাই। লোকগুলো চলে যাবার পরেও দু' ঘণ্টা সতর্ক বজায় রাখবে পুরোমাত্রায়। আর পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে স্টেশনের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দেবে। টুয়ার, এস আমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যালোর প্রাইভেট কোয়ার্টারে ঢুকলেন দু'জন। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ম্যালো। টুয়ার বসলেন সেটায়। তার গাট্টাগোট্টা শরীরটা বেশ সংকুচিত দেখাচ্ছে।

টুয়ারের দিকে বেশ কিছুক্ষণ ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ম্যালো। টুয়ার সে-দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে চোখ সরিয়ে নিলেন। 'টুয়ার,' বলে উঠলেন ম্যালো, 'হতাশ হয়েছি আমি। তিন বছরের রাজনৈতিক জীবন তোমার ট্রেডারসুলভ স্বভাবগুলো ভুলিয়ে দিয়েছে। মনে রেখ, ফাউণ্ডেশনে আমি একজন গণতন্ত্রী হতে পারি, কিন্তু শিপে আমি স্বৈরতন্ত্রী। আমার নিজের লোকজনের সামনে এর আগে কখনো ব্লাস্টার বের করতে হয়নি আমাকে। এবারও তা করতে হতো না, যদি না তুমি সীমা লঙ্ঘন করতে।

'টুয়ার, তোমার কোনো অফিশিয়াল পজিশন নেই এখানে। তুমি এসেছ আমার আমন্ত্রণে, আর সেজন্য আমি তোমার সঙ্গে সম্ভাব্য সব ধরনের সৌজন্যমূলক ব্যবহার করব। তবে সেটা সবার চোখের আড়ালে। যাই হোক, এখন থেকে আমার অফিসার বা অন্যান্য লোকজনের সামনে আমি "স্যার," "ম্যালো" নই। আর আমি যখন কোনো আদেশ করব, তখন একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যেভাবে পড়িমরি করে হুকুম তামিল করে, তার চেয়ে দ্রুত সে-আদেশ পালন করবে তুমি। নইলে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি সাব-লেভেলে আটকে রাখব আমি তোমাকে। বুঝতে পারছ?'

পার্টি লিডার টুয়ার ঢোক গিললেন। অনিচ্ছাভরে বললেন, 'স্বীকার করছি, ভুল হয়ে গেছে।'

'*ঠিক আছে*! এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম। হাত মেলাও।'

ম্যালোর বিশাল হাতের তালুর ভেতর টুয়ারের আঙুলগুলো হারিয়ে গেল।

টুয়ার বলে উঠলেন, 'আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। বিনা বিচারে কোনো লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াটা সহ্য করা যায় না। ঐ ডরপুক গভর্নর মিশনারি লোকটাকে বাঁচাতে পারবে না। ইট'স মার্ডার। এটা রীতিমত খুন।'

'এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা আগাগোড়াই বেশ সন্দেহজনক ছিল, তুমি খেয়াল করোনি?'

'কী খেয়াল করব?'

'দূরবর্তী অঞ্চলে একটা নিঝুমগড়ের একেবারে মধ্যেখানে এই স্পেস পোর্টটার অবস্থান। হঠাৎ একজন মিশনারি পালাল। কোত্থেকে পালাল সে? চলে এল এখানে। কাকতালীয় ব্যাপার? হাজারো লোক এসে ভিড় জমাল। কোত্থেকে এল তারা? সবচেয়ে কাছের শহরটা নিশ্চয়ই একশো মাইল দূরে, কিন্তু মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে হাজির হলো তারা। কীভাবে?'

'কীভাবে?' টুয়ার প্রতিধ্বনি করলেন।

'ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে, মিশনারি লোকটাকে আসলে এখানে একটা টোপ হিসেবে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল? পার্মাকে যথেষ্ট কনফিউজড় বলে মনে হয়েছে আমার। এক মুহূর্তের জন্যও লোকটা নিজের মধ্যে ছিল না। কেমন একটা হতভম্ব, হকচকানো ভাব ছিল তার মধ্যে।'

www.BanglaBook.org

'একটু বেশি কল্পনা করে ফেলেছ–' তিক্ত করে বিড়বিড় করে বললেন টুয়ার।

'হতে পারে! কিন্তু এও হতে পারে যে, ওরা আসলে চেয়েছিল আমরা যেন বীর-বাহাদুর আর শিভালরাস সেজে বোকার মতো লোকটাকে আশ্রয় দেই। এখানে এসে লোকটা কোরেল এবং ফাউণ্ডেশন– দুটোরই আইন অমান্য করেছে। লোকটাকে আশ্রয় দিলে তা হতো কোরেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। আর তখন *আমাদেরকে* রক্ষা করার কোনো লিগ্যাল রাইট থাকত না ফাউণ্ডেশনের।'

'এটা– এটা অতিমাত্রায় কষ্টকল্পনা।'

ম্যালো কিছু বলার আগেই গর্জন করে উঠল স্পীকার 'স্যার, অফিশিয়াল কমিউনিকেশন রিসিভড্।'

'এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও।'

ক্লিক শব্দ করে একটা স্লটে দেদীপ্যমান সিলিণ্ডারটা পৌঁছুল। ম্যালো সেটা খুলে ভেতর থেকে সিলভারসমৃদ্ধ একটা শীট বের করলেন। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে সমঝদারের মতো সেটা ঘষে বলে উঠলেন, 'খোদ রাজধানী থেকে টেলিপোর্ট করা হয়েছে। শিপটা কমোডরের নিজস্ব স্টেশনারি।'

এক নজরে সেটা পড়ে হেসে উঠলেন তিনি

'আমার ধারণা অতিমাত্রায় কষ্টকল্পিত, তাই না?' শীটটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি টুয়ারের দিকে। বললেন, 'পার্মাকে ফেরত দেবার আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই আমরা শেষ পর্যন্ত মহামান্য কমোডরের সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম– অথচ সাত দিন ধরে এজন্যেই বসে আছি। *আমার* কী মনে হচ্ছে জান, টুয়ার, আমরা একটা পরীক্ষায় পাস করেছি।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

পাঁচ

কমোডর অ্যাসপারকে অনেকটা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের লোক বলা যেতে পারে। মাথাজোড়া টাক তাঁর। অল্প কিছু পাকাচুল আছে পেছন দিকে, নিস্তেজভাবে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে সেগুলো। গায়ের জামা-কাপড় ময়লা। কথায় নাকিসুর।

'ভান বা ভণিতার কোনো ব্যাপার নেই এখানে, ট্রেডার ম্যালো,' বললেন তিনি। 'নো ফল্‌স শো। আমি শুধু স্টেটের ফার্স্ট সিটিজেন, কমোডর বলতে সেটাই বোঝায়। আর আমার উপাধি বলতে এই একটাই।'

এতেই তাঁকে যথেষ্ট সুখী বলে মনে হলো। 'সত্যি বলতে কী, আমার মনে হয় এটিই কোরেল আর আপনার জাতির মধ্যে সবচেয়ে জোরালো বন্ধন সৃষ্টি করেছে। আমার ধারণা, আমাদের মতো আপনারাও প্রজাতন্ত্রের অনেক সুফল ভোগ করেন।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, কমোডর,' গম্ভীরভাবে কথাটা বলে মনে মনে পার্থক্যটা ভেবে নিলেন ম্যালো। 'আমাদের সরকারের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আর বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এটাকে আমি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি।'

'শান্তি! আহা!' কমোডরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখটা ভাবপ্রবণ হয়ে উঠল। 'আমার তো ধারণা, শান্তির আদর্শ আমার মতো কেউ বুকের এত গভীরে বয়ে বেড়ায় না কেউ এই গোটা পেরিফেরিতে। শুধু এটুকুই বলি, আমার খ্যাতনামা পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে আমি এই স্টেটের ভার গ্রহণ করার পর থেকে এখানে শান্তিভঙ্গ হয়নি। হয়ত আমার বলা উচিত নয়–' মৃদুকাশি– 'কিন্তু আমি শুনেছি, মানে আমাকে জানানো *হয়েছে*, আমার স্টেটের লোকেরা, বলা ভাল আমার নাগরিক ভাইয়েরা, আমাকে নাকি "সুপ্রিয় অ্যাসপার" বলে ডাকে।'

ছিমছাম বাগানটার ওপর নজর বুলালেন ম্যালো। দীর্ঘদেহী যে-লোকগুলো অদ্ভুত ডিজাইনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অস্বাভাবিক কোনো ঘুপচি থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে তারা সম্ভবত তাঁর নিজের কারণে নেয়া সতর্কতার অংশ বিশেষ। সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু প্রাসাদ ঘিরে থাকা উঁচু স্টিল মোড়া পাঁচিলগুলো নিঃসন্দেহে সম্প্রতি সুরক্ষিত করা হয়েছে। এরকম একজন সুপ্রিয় অ্যাসপারের পক্ষে এমন নিবাস বেমানান।

ম্যালো বললেন, 'আমি ভাগ্যবান যে, কাজে এসে আপনার মতো লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাবিহীন আশপাশের বিশ্বগুলোর স্বৈরাচারী রাজ-

www.BanglaBook.org

রাজড়াদের তেমন কোনো গুণ নেই যা তাদেরকে আপনার মত এমন জনপ্রিয় করে তুলতে পারে।'

'কোন ধরনের গুণ তাদের নেই বলছেন?' কমোডরের কণ্ঠে সতর্কতার ছোঁয়া।

'এই যেমন ধরুন, কীসে জনগণের কল্যাণ হয় সে-ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথাই নেই বলতে গেলে। আপনার আছে, আপনি বুঝবেন।'

বাগানের ভেতর অলসভাবে পায়চারি করতে করতে কথা বলছেন তাঁরা। পেছনে দু'হাত বেঁধে নুড়ি বিছানো পথের দিকে তাকালেন কমোডর।

মসৃণ কণ্ঠে ম্যালো বলে চললেন, 'ট্রেডারদের ওপর আপনার সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে আমাদের দু'জাতির মধ্যে বাণিজ্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক আগেই নিশ্চয়ই আপনার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুক্ত বাণিজ্য–'

'অবাধ বাণিজ্য,' বিড় বিড় করে বলে উঠলেন কমোডর।

'ঠিক আছে,অবাধ বাণিজ্য। তো, এই অবাধ বাণিজ্যের ফলে যে আমাদের দু' পক্ষেরই লাভ হবে, এটা আপনাদের বোঝাতে চাই আমি। আপনাদের কাছে কিছু জিনিস আছে যা আমরা চাই, আবার আমাদের কাছে কিছু জিনিস আছে যা আপনাদের দরকার। এ অবস্থায় ক্রমাগত উন্নতির জন্যে যা দরকার তা হচ্ছে বিনিময়। আপনি একজন জ্ঞানী শাসক, জনগণের বন্ধু– ভুল হলো, জনগণের *সদস্য*– আপনাকে এত ভেঙে বলার কিছু নেই; আর তা করতে গিয়ে আপনার বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করব না আমি।'

'বুঝতে পেরেছি আমি ব্যাপারটা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আপনার লোকেরা বড্ড একগুঁয়ে। যুক্তি-টুক্তির ধার ধারে না। বাণিজ্য যত চলুক, আমার আপত্তি নেই। তবে সেটা হতে হবে আমাদের অর্থনীতির অনুমোদনসাপেক্ষে। আপনাদের শর্তসাপেক্ষে নয়। আমি এখানকার একচ্ছত্র অধিপতি নই।' তাঁর গলা একটু চড়ে গেল এখানে এসে। 'আমি জনমতের ভৃত্য মাত্র। সোনা রুপোর চাকচিক্যভরা বাণিজ্য আমার জনগণ গ্রহণ করবে না।'

'কারণটা কী? কোনো ধর্মীয় অনুশাসন?'

'মূলত সেটাই। বিশ বছর আগের সেই অ্যাসকোনের ঘটনাটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার? প্রথমে ওদের কাছে আপনাদের কিছু গুডস বিক্রি করা হলো। এরপর আপনার লোকজন সেখানে মিশনারিদের অবাধ যাতায়াতের অনুমতি চাইল যাতে করে ঐ বিক্রীত জিনিসপত্র তারা দেখাশোনা করতে পারে, নষ্ট হলে মেরামত করে দিতে পারে। তারা টেম্পল অভ হেলথ বা স্বাস্থ্য-মন্দির স্থাপনেরও অনুমতি চাইল। এরপর সেখানে স্থাপিত হলো ধর্মীয় স্কুল। ধর্মীয় অফিসারদের দেয়া হলো স্বায়ত্বশাসন। ফলে কী দেখা গেল? দেখা গেল অ্যাসকোন এখন ফাউণ্ডেশন সিস্টেমের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আর গ্র্যাণ্ড মাস্টার ভদ্রলোক তো তাঁর আণ্ডারওয়্যারটা পর্যন্ত নিজের বলে দাবি করতে পারেন না। না, না, স্বাধীন একটা জনগোষ্ঠীর সম্মান এভাবে ধুলোয় গড়াগড়ি যেতে পারে না।'

www.BanglaBook.org

বাধা দিলেন ম্যালো। 'আপনি এতক্ষণ যা বললেন আমি তার কিছুই করতে বলছি না।'

'বলছেন না?'

'না।'

'আমি একজন ট্রেডার। অর্থই *আমার* ধর্ম। এই সব মিস্টিসিজম আর মিশনারিদের ছলচাতুরি দেখলে গা জ্বলে আমার। আপনিও এসব সমর্থন করতে নারাজ দেখে সুখী হলাম। বোঝা গেল, আপনি আর আমি একই ধাতুতে গড়া।'

তীক্ষ্ণ শব্দে হেসে উঠলেন কমোডর।

'ভাল বলেছেন! এর আগে, আপনার মাপের লোক পাঠানো উচিত ছিল ফাউণ্ডেশনের।'

ম্যালোর বিশাল কাঁধে বন্ধুসুলভ ভঙ্গিতে একটা হাত রাখলেন তিনি। 'কিন্তু মশাই, এতক্ষণ আপনি গল্পের অর্ধেকটা শোনালেন আমাকে। ব্যাপারটা কী *নয়*, এতক্ষণ সেটা বললেন। এবার বলুন, ব্যাপারটা *কী?*'

'ব্যাপারটা স্রেফ এই, আপনি পাহাড়প্রমাণ ধনসম্পদের ভারে ভারাক্রান্ত হতে যাচ্ছেন।'

'তাই?' জোরে একটা শ্বাস ফেললেন কমোডর। 'কিন্তু ধনসম্পদ দিয়ে কী করব আমি? সত্যিকারের সম্পদ হচ্ছে জনগণের ভালবাসা। আমি তা পেয়েছি।'

'আপনি দুটোই পেতে পারেন এক সঙ্গে। এক হাতে সোনা আর অন্য হাতে ভালবাসা কুড়ানোটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।'

'তাহলে তো খুবই মজার ব্যাপার হতো সেটা। তা, কী করে এই অসাধ্যটা সাধন করবেন আপনি?'

'ও, সে অনেক উপায় আছে। কোন উপায়টা অবলম্বন করবেন সেটা ঠিক করাই বরং সমস্যা একটু। একটা একটা করে দেখা যাক। প্রথমে বিলাস সামগ্রীর কথাই ধরুন। এই যেমন–'

ভেতরের একটা পকেট থেকে পলিশড় মেটালের চ্যাপ্টা একটা চেইন বের করলেন ম্যালো। 'এটার কথাই ধরুন।'

'কী এটা?'

'মুখে বলার চেয়ে দেখিয়ে দিলে ভাল হবে। একটা মেয়ে যোগাড় করা যাবে? ইয়াং একটা মেয়ে হলেই চলবে। *আর* একটা আয়না– প্রমাণ সাইজের।'

'হুম্! চলুন তাহলে, বাড়ির ভেতর যাওয়া যাক।'

নিজের বাসস্থানকে কমোডর বাড়ি বললেও সাধারণ লোকে সেটাকে এক বাক্যে প্রাসাদই বলবে। আর ম্যালোর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সেটাকে অসাধারণ একট দুর্গ বলে মনে হলো। বেশ উঁচু জমির ওপর বানানো সেই দুর্গ যেন গোটা রাজধানীর ওপর উঁকি দিয়ে আছে। দেয়ালগুলো যথেষ্ট পুরু এবং সুরক্ষিত। প্রবেশ পথগুলোতে প্রহরার ব্যবস্থা। বাড়িটার স্থাপত্যে প্রতিরক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। এই হচ্ছে সুপ্রিয় অ্যাসপারের বাসস্থান! ম্যালোর মনটা তিক্ততায় ভরে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটি তরুণীকে ডেকে আনা হলো। কমোডরকে কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। অ্যাসপার বললেন, 'মেয়েটি কমোডরার পরিচারিকাদের একজন। কাজ হবে একে দিয়ে?'

'বিলক্ষণ।'

মেয়েটির কোমরে চেইনটা পরিয়ে পিছিয়ে এলেন ম্যালো। সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁর দিতে তাকিয়ে ছিলেন কমোডর। সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন, 'ব্যস, এই!'

'পর্দাগুলো একটু টেনে দেবেন দয়া করে, কমোডর? ইয়াং লেডি, স্ন্যাপটার ওখানে ছোট্ট একটা নব আছে। দয়া করে ওটাকে ওপরের দিতে তুলে দাও একটু। হ্যাঁ, ওঠাও, ভয় নেই, কোনো ব্যথা লাগবে না।'

ম্যালোর কথামত কাজ করল মেয়েটি। ছোট্ট করে একটা শ্বাস টেনে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে উঠল, 'ওহ্!'

কোমরটা যেন উৎস, আর সেখান থেকে হলুদাভ, জলস্রোতের মতো সঞ্চরণশীল আলোর দীপ্তি বেরিয়ে এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে। আলোর সেই দীপ্তি তার মাথার ওপর তরল আগুনের একটা মুকুটের আকার নিয়েছে। মনে হলো কেউ যেন আকাশ থেকে সুমেরু-প্রভা ছিনিয়ে এনে একটা আলখাল্লার মতো করে পরিয়ে দিয়েছে মেয়েটার গায়ে।

আয়নার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল নিজের প্রতিবিম্বের দিকে।

'এটা ধর।' নিষ্প্রভ নুড়ির একটা নেকলেস মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিলেন ম্যালো। 'গলায় পর।'

নির্দেশ পালন করল তরুণী। দেদীপ্যমান সেই প্রভার রাজ্যে প্রবেশ করামাত্র প্রতিটি নুড়ি আলাদা আলাদা অগ্নিশিখার রূপ ধরে স্ফুলিঙ্গের মতো লাল এবং সোনালি আলোর ফুলঝুরি ছড়াতে লাগল।

'কী মনে হচ্ছে?' মেয়েটিকে জিগ্যেস করলেন ম্যালো। সে কোনো উত্তর দিল না। তবে তার চোখ উপচে পড়ছে বিমুগ্ধ বিস্ময় মেশানো একটা সশ্রদ্ধ ভাব। কমোডর ইঙ্গিত করতে নিতান্ত অনিচ্ছাভরে নবটা নিচে ঠেলে দিল মেয়েটি। অমনি নিভে গেল স্বর্গীয় জ্যোতি। শুধু একটা স্মৃতি নিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

'এটি আপনার, কমোডর,' দরাজ কণ্ঠে বললেন ম্যালো। 'কমোডরাকে দেবেন। ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার।'

'হুম্-ম্-ম্।' বেল্ট এবং নেকলেসটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলেন কমোডর, যেন ওজন আন্দাজ করছেন দুটোর।

'কীভাবে করলেন কাজটা?'

শ্রাগ করলেন ম্যালো। 'সেটা বলতে পারবে আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা। তবে এটুকু বলতে পারি, যাজকীয় কোনো সাহায্য ছাড়াই, আবারও বলছি, যাজকীয় কোনো সাহায্য *ছাড়াই* এটা কাজ করবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বুঝলাম। কিন্তু শত হলেও এটা তো স্রেফ মেয়েলী খেলনা মাত্র। এজিনিস দিয়ে কী হবে? টাকাটা আসবে কোত্থেকে?'

'আপনাদের এখানে নিশ্চয়ই বল-নাচ, সংবর্ধনা, ভোজসভা- এসব আছে?'

'হ্যাঁ, তা তো থাকতেই হবে।'

'আপনি কি অনুমান করতে পারছেন, এধরনের জুয়েলারি মহিলারা কত টাকা দিয়ে কিনবেন? কম করে হলেও দশ হাজার ক্রেডিট।'

'ওফ্!' কমোডরের যেন বোধোদয় হলো।

'আর যেহেতু এক একটা আইটেমের পাওয়ার ইউনিট ছ'মাসের বেশি কাজ করবে না, তাই কিছুদিন পর পর নতুন একটার দরকার পড়বে। আপনার যত বেল্ট দরকার সব আমরা সাপ্লাই দিতে পারব। একেকটার দাম পড়বে এক হাজার ক্রেডিট মূল্যের পেটা লোহা। শতকরা ন'শো ভাগ লাভ থাকবে আপনার।'

কমোডর তার দাড়িতে মৃদু টান দিতে দিতে চিন্তায় ডুবে গেলেন। মনে হলো, জটিল কোনো হিসেব কষছেন তিনি মনে মনে। 'গ্যালাক্সি! বুড়িরা কী কাড়াকাড়িই না শুরু করে দেবে এগুলোর জন্যে। আর সাপ্লাইটা আমি সব সময়ই একটু কমিয়ে রাখব, যাতে কিনতে গিয়ে রীতিমত নিলাম ডাকার মতো অবস্থা হয়। তবে, আমি নিজেই যে ব্যবসাটা চালাচ্ছি সেটা অবশ্যি-'

'আপনি চাইলে আমি আমাদের কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারি। ইচ্ছে করলে এসব জুয়েলারি ছাড়াও আপনি আমাদের পুরো হাউসহোল্ড গ্যাজেট, আই মীন, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতির দিকেও হাত বাড়াতে পারেন। আমাদের কাছে এমন কোলাপসিবল স্টোভ আছে যা ভীষণ শক্ত মাংসও আপনার পছন্দমত রোস্ট করতে সময় নেবে মাত্র দু'মিনিট। আছে এমন ধরনের ছুরি যাতে কখনো ধার দিতে হবে না। এমন এক যন্ত্র আছে, যা কিনা গোটা একটা লন্ড্রীর বিকল্প হিসেবে পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে। ছোট্ট একটা ক্লজেটেই পুরে রাখা যাবে সেটা। এছাড়াও আছে ঐ ধরনের ডিশ ওয়াশার, ফ্লোর-স্ক্রাবার, ফার্নিচার পলিশার, ঘরের বাতাসের ধুলো-বালি অধঃক্ষিপ্ত করার যন্ত্র ডাস্ট-প্রেসিপিটেটর, লাইটিং ফিকসচার- আর কত বলব? মোদ্দাকথা, আপনি যা যা চান সব। সাধারণ লোকের হাতে এগুলো তুলে দিতে *পারলে* কী ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে যাবেন আপনি, একবার ভাবুন তো! সরকারি মনোপলিতে ন'শো পার্সেন্ট লাভে যদি ওগুলো বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে আপনার জাগতিক সম্পদের পরিমাণ কীরকম হু হু করে বেড়ে যাবে ভাবুন তো একবার! যে-দাম দিয়ে লোকে ওগুলো কিনবে তার চেয়ে বহুগুণ মূল্যবান বলে মনে হবে জিনিসগুলো তাদের কাছে। আর মনে রাখবেন, এগুলোর কোনোটিরই কোনো যাজকীয় তত্ত্বাবধানের দরকার পড়বে না। সবাই ধেই ধেই করে নাচবে খুশিতে।'

'শুধু আপনি ছাড়া, সম্ভবত। তা *আপনি* কী পাচ্ছেন এ থেকে?'

'ফাউণ্ডেশনের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ট্রেডার যা পায়, স্রেফ তাই। যে লাভ হবে তার অর্ধেক পাব আমি আর আমার লোকজন। আমি যেসব জিনিস বিক্রি

www.BanglaBook.org

করতে চাইছি তার সব যদি আপনি কিনে নেন, আমি বলছি, আমাদের দু'জনেরই রমরমা লাভ হবে। রমরমা লাভ।'

'কী দিয়ে যেন আপনার মূল্য পরিশোধ করতে হবে বললেন? লোহা?' বেশ উপভোগ করছেন কমোডর গোটা ব্যাপারটা।

'লোহা, কয়লা আর বক্সাইট। এছাড়া, তামাক, মরিচ, ম্যাগনেসিয়াম, হার্ড উড– যেমন, সেগুন বা শাল কাঠ, এসব দিলেও চলবে। মোট কথা, এমন কিছু নয় যা আপনার অঢেল নেই।'

'ভালই তো মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই মত। ও, আরও একটা আইটেম আছে, কমোডর। আমি আপনাদের ফ্যাক্টরির যন্ত্রপাতি সব নতুন করে দিতে পারি।'

'তাই? কীভাবে?'

'এই যেমন, স্টীল ফাউণ্ড্রির কথাই ধরুন। আমার কাছে এমন কিছু সহজে বহনযোগ্য যন্ত্র আছে যেগুলো স্টিলের ওপর ম্যাজিকের মতো কাজ করে উৎপাদন খরচ আগের তুলনায় এক শতাংশে নিয়ে আসবে। দাম অর্ধেক কমিয়ে দেবার পরেও প্রচুর লাভ থাকবে আপনার। একটা ডেমনস্ট্রেশনের অনুমতি দিলে আমি হাতে-কলমে ব্যাপারটা দেখিয়ে দিতে পারতাম। এই শহরে কোনো ইস্পাত ঢালাই-এর কারখানা আছে? বেশি সময় লাগবে না।'

'সে-ব্যবস্থা করা যাবে, ট্রেডার ম্যালো। তবে আগামীকাল। আজ রাতে ডিনার করুন আমার এখানে?'

'আমার লোকজন– ' ম্যালো ইতস্তত করে বললেন।

'সবাইকে নিয়েই চলে আসুন।' দরাজ কণ্ঠ কমোডরের। 'বন্ধুত্বপূর্ণ এক প্রতীকী মিলন হবে তাতে করে আমাদের দুই জাতির। খোলামেলাভাবে আরো একবার আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে একটা কথা,' তাঁর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। 'নান অভ ইওর রিলিজন। আপনাদের ঐ ধর্ম-টর্ম টেনে আনবেন না এর মধ্যে। ভাববেন না যে এসবের ফলে মিশনারিদের ঢোকার একটা পথ পাওয়া গেল।'

'কমোডর,' শুকনো কণ্ঠে ম্যালো বললেন, 'একটা ব্যাপারে আমি আপনাকে কথা দিতে পারি, ঐ ধর্ম এখানে টেনে আনলে আমার নিজেরই লোকসান। কারণ, তাতে আমার লভ্যাংশ কমে যাবে।'

'সেক্ষেত্রে আর কোনো কথা নেই। আপনাকে শিপে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।'

www.BanglaBook.org

ছয়

কমোডরার বয়স তাঁর স্বামীর বয়সের চেয়ে অনেক কম। তাঁর পাণ্ডুর মুখে শীতল একটা অভিব্যক্তি ; কালো চুল সুন্দর করে পেছন দিকে টেনে বাঁধা।

'আশা করি আমার মহান পতিদেবতার আলাপ শেষ হয়েছে। *পুরোপুরি* শেষ হয়েছে কি? এবার বোধ হয় আমি একটু বাগানে হাঁটতে যেতে পারি?'

'এত নাটক করার দরকার নেই, লিসিয়া, মাই ডিয়ার,' শান্তভাবে বললেন কমোডর। 'আজ রাতে ডিনার খেতে আসছে লোকটা। যত ইচ্ছে কথা বলতে পার তুমি তার সঙ্গে। আর সেসময় আমি যা বলব তা শুনে হয়ত বেশ খুশিই হবে তুমি ; ওর সব লোকজন নিয়ে আসছে সে। নক্ষত্রের কৃপায় ওরা সংখ্যায় কম হলে বাঁচি।'

'শুয়োরের মতো মহা পেটুক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ওদের। গাদা গাদা মাংস খাবে একেকজন আর মদ খাবে পিপে ধরে ধরে। যেটাকা খরচ হবে ওদের খাওয়াতে সেটা হিসেব করার পর দু' দিন ধরে মাথার চুল ছিঁড়বে তুমি।'

'তা হয়ত ছিঁড়ব না। তবে সে যাই হোক, সব কিছুর ঢালাও বন্দোবস্ত থাকে যেন খাবার সময়।'

'বটে!' অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন কমোডরা লিসিয়া। 'বর্বরগুলোর সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম দেখছি তোমার। এর জন্যেই বুঝি ঐ লোকটার সঙ্গে আলাপের সময় আমাকে থাকতে দাওনি? মনে হচ্ছে, আমার বাবার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য কোনো ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছ তুমি মনে মনে।'

'মোটেই না!'

'হ্যাঁ, তোমার কথা বিশ্বাস করি আর কী! কূটনীতির স্বার্থে যদি কখনো কোনো মেয়েকে ধরে বেঁধে যেনতেন প্রকারে একটা বিয়ের নামে বলি দেয়া হয়ে থাকে তো সেই মেয়ে আমি ছাড়া আর কেউ না। আমার দেশের ঐ অকর্মা লোকগুলোর ভেতর থেকেই যোগ্য একজন বর অনায়াসে খুঁজে নিতে পারতাম আমি।'

'তাহলে বলেই ফেলি কথাটা। নাচতে নাচতে ফিরে যেতে পার তুমি তোমার বাপের বাড়ি। তবে তার আগে, তোমার দেহের যেঅঙ্গটির সঙ্গে আমি সবচেয়ে বেশি পরিচিত, সেই জিভটা স্যুভেনির হিসেবে কেটে রাখব আমি প্রথমে। আর তারপর,' সাবধানে মাথাটা এক পাশে কাত করলেন কমোডর, 'তোমার অপরূপ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৌন্দর্য যাতে আরো চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে, সেজন্যে কান দুটো আর নাকের ডগাটুকু কেটে নেব।'

'সে-সাহস কোনেদিন হবে না তোর, খাঁদা নাক কুকুর কোথাকার! ধূমকেতুর ধুলোর মত গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেলবেন তোকে বাবা! যদি আমি তাঁকে জানিয়ে দিই যে, এই বর্বরগুলোর সঙ্গে তুই সম্পর্ক গড়ে তুলেছিস তাহলে এমনিতেও তাই করবেন তিনি।'

'হুম্-ম্। অত ভয় দেখাবার কিছু নেই। তুমি নিজেই আজ রাতে লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে পার। তার আগ পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে থাক।'

'তোমার হুকুম মতো?'

'বেশ, তাহলে এটা নিয়ে চুপ করে থাক।'

ব্যাণ্ড এবং নেকলেস দুটো স্ত্রীর কোমর ও গলায় পরিয়ে দিলেন কমোডর। তারপর নবটা ঠেলে দিয়ে পিছিয়ে এলেন।

বিস্ময়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে এল কমোডরার। আলতো করে নেকলেসটার গায়ে হাত বুলোলেন তিনি। হাঁ করে শ্বাস নিলেন একটা। পরম স্বস্তির সঙ্গে দু'হাত ঘষলেন কমোডর। 'আজ রাতে এটা পরতে পার তুমি,' বললেন তিনি। 'আরো এনে দেয়া হবে তোমাকে। *এবার* মুখে কুলুপ এঁটে থাক।'

কমোডরা মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সাত

'*তোমার* চোখ-মুখ এমন কুঁচকে আছে কেন?' জেইম টুয়ার অস্থির কণ্ঠে শুধোলেন। কিছু একটা চিন্তা করছিলেন হোবার ম্যালো। টুয়ারের কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

'চোখ-মুখ কুঁচকে আছে নাকি আমার? কই সেরকম তো কিছু হয়নি?'

'গতকাল নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে– আই মীন, রাতে খাওয়ার সময় না হোক, কিন্তু সকালে?' গলায় একটা নিশ্চিতভাব এনে তিনি যোগ করলেন, 'ম্যালো, ঘাপলা হয়েছে কোনো, তাই না?'

'ঘাপলা? না, তো! বরং তার উল্টো। সত্যি বলতে কী, আমার অবস্থা অনেকটা এরকম– গায়ের সমস্ত শক্তিতে একটা বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি বোকার মত আবিষ্কার করেছি যে, দরজাটা আসলে ভেজান ছিল। স্টীল ফাউণ্ড্রিতে ঢোকার ব্যবস্থাটা খুব সহজেই হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে না?'

'তুমি কি কোনো ফাঁদের আশংকা করছ?'

'সেলডনের দিব্যি, নাটুকেপনা কোরোনা।' ম্যালো তাঁর অস্থিরতা প্রকাশ করলেন না। আলাপের সুরে যোগ করলেন, 'সহাজেই ঢোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল মানে, ভেতরে দেখার কিছুই নেই।'

'তুমি অ্যাটমিক পাওয়ারের কথা বলছ, তাই না?' চিন্তিত শোনাল টুয়ারের কণ্ঠ। 'শোন, কোরেলে অ্যাটমিক পাওয়ার ইকনমির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অ্যাটমিক পাওয়ারের মতো মৌলিক একটা টেকনোলজি সবকিছুর ওপর এমন একটা সুদূরবিস্তার প্রভাব ফেলে যে তার চিহ্ন লুকিয়ে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলে সেটা লুকান কোনো ব্যাপার নয়, টুয়ার। বিশেষ করে সেই অ্যাটমিক পাওয়ার যদি যুদ্ধ অর্থনীতিতে প্রয়োগ করা হয়। সেক্ষেত্রে কেবল শিপইয়ার্ড আর স্টীল ফাউণ্ড্রিলোতেই তার ছাপ দেখতে পাবে তুমি।'

'অর্থাৎ, আমরা যদি তা না পাই তাহলে–'

'তাহলে বুঝতে হবে ওদের কাছে অ্যাটমিক পাওয়ার নেই– অথবা ওরা সেটা লুকিয়ে রেখেছে। এদুটোর কোনটা ঠিক তা বের করার জন্যে হলে তুমি টস্ করে দেখতে পার, অথবা অনুমান করেও একটা সিদ্ধান্তে পৌছুতে পার।'

টুয়ার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এখন মনে হচ্ছে, গতকাল তোমার সঙ্গে থাকা উচিত ছিল আমার।'

www.BanglaBook.org

ম্যালো শীতল কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, ভালই হতো তাহলে। নৈতিক সমর্থনের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। দুর্ভাগ্যবশত, মিটিং-এর শর্তগুলো কমোডরই আরোপ করেছিলেন, আমি নই। *ওই যে*, বাইরে রয়্যাল গ্রাউণ্ড কার এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের ফাউণ্ড্রিতে নিয়ে যাবার জন্যে। যন্ত্রগুলো নিয়েছ তো?'

'সবগুলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

কারখানাটা বিশাল। কিন্তু এতই জরাজীর্ণ যে, যেনতেন প্রকারের মেরামতিতে সেটার দৈন্যদশা ঢাকা পড়েনি। এ মুহূর্তে নির্জন এবং অস্বাভাবিক রকমের শান্ত কারখানাটিতে একটি বিরল ঘটনার মতো কমোডর সদলবলে আতিথ্যগ্রহণ করলেন।

অনায়াস প্রচেষ্টায় ম্যালো নিজেই একটা স্টীল শীট স্থাপন করলেন দুটো সাপোর্টের ওপর। টুয়ারের বাড়িয়ে দেয়া যন্ত্রটা নিয়ে সীসার খাপে ঢাকা চামড়ার হাতলটা চেপে ধরলেন তিনি।

'যন্ত্রটা খুব বিপজ্জনক,' বলে উঠলেন ম্যালো। 'কিন্তু বাজ্ স'-ও কম বিপজ্জনক নয়। তবে এক্ষেত্রে শুধু খেয়াল রাখতে হবে যাতে আঙুলগুলো দূরে থাকে।'

কথার ফাঁকেই ইস্পাতের পাতটার দৈর্ঘ্য বরাবর যন্ত্রের মাজল-শিটটা দিয়ে একটা টান দিলেন তিনি। অমনি দু'ভাগ হয়ে পড়ে গেল সেটা।

একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল সবাই। হেসে উঠলেন ম্যালো। কাটা শীটটার অর্ধাংশ হাতে তুলে নিলেন তিনি। হাঁটুর ওপর সেটা রেখে বললেন, 'ইচ্ছে করলে কাটিং-লেংথ এক ইঞ্চির একশো ভাগের এক ভাগেও অ্যাডজাস্ট করা যাবে, আর তারপরেও একটা দু'ইঞ্চি লম্বা শীট ঠিক এভাবে একেবারে মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে যাবে। পুরুত্ব সঠিক জানা থাকলে আপনি শীটটা একটা কাঠের টেবিলের ওপর রেখেও কাজ করতে পারেন। দেখবেন, কাঠের ওপর বিন্দুমাত্র আঁচড় না ফেলে ধাতুর পাতটা দু'ফালি হয়ে গেছে।'

কথার সঙ্গে তাল রেখে তাঁর হাতের অ্যাটমিক শিয়ারটা নড়ছে আর একটা একটা করে স্টীলের কাটা টুকরো ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে।

'এ তো গেল স্টীল কাটার ব্যাপার,' শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন ম্যালো। শিয়ারটা ফেরত দিলেন। 'এবার দেখা যাক প্লেনের ব্যাপারটা। কোনো শিটের পুরুত্ব কমাতে চান? অমসৃণ জায়গা মসৃণ করতে চান? নষ্ট অংশ চেঁছে ফেলতে চান? দেখুন।'

প্রথম পাতটার বাকি অর্ধেক থেকে প্রথমে ছ'ইঞ্চি পরিমাণ পাতলা, স্বচ্ছ ধাতব পাত উঠে এল তারপর আট ইঞ্চি, তারপর বারো ইঞ্চি।

'কিংবা ছিদ্র করতে চান? সব একই ব্যাপার।'

www.BanglaBook.org

সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ম্যালোর চারদিকে। ম্যালো যেন জাদুকর। হাত সাফাইয়ের খেলা দেখাচ্ছেন। আসল উদ্দেশ্য কিছু একটা বিক্রি করা। স্টীলের টুকরোগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন কমোডর অ্যাসপার। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। একজন আরেকজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করছে।

এদিকে ম্যালো তাঁর হাতের অ্যাটমিক ড্রিলের প্রতিটি স্পর্শে ইঞ্চিখানেক পুরু কঠিন ইস্পাতের গায়ে নিখুঁত, সুন্দর সুন্দর ছিদ্র করে চলেছেন।

'আর একটা জিনিস দেখার শুধু। ছোট মাপের দুটো পাইপ এনে দেবেন কেউ?'

'অনারেবল চেম্বারলেইন' গোছের একজন উত্তেজনার বশে বশংবদ ভৃত্যের মতো ছুটে গেলেন। উপযুক্ত পাইপ বাছতে গিয়ে সাধারণ শ্রমিকের মতো হাতে ময়লা লাগাতেও কার্পণ্য করলেন না।

পাইপ দুটোকে সোজা করে পাশাপাশি দাঁড় করালেন ম্যালো। তারপর শিয়ারটাকে মাত্র একবার ব্যবহার করে প্রান্ত দুটো ছেঁটে নিলেন। এরপর সদ্য ছাঁটা অংশ দুটো এক করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দুটো পাইপ একটা পাইপে পরিণত হল! জোড়া লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রান্ত দুটোর পারমাণবিক অমসৃণতাটুকু পর্যন্ত দূর হয়ে গিয়ে একটা নতুন পাইপে পরিণত হল।

কিছু বলার জন্যে দর্শকবৃন্দের দিকে তাকালেন ম্যালো। প্রথম শব্দটা উচ্চারণ করেই থতমত খেয়ে থেমে যেতে হলো তাঁকে। উত্তেজনায় ধড়ফড় করতে লাগল বুক। পেটের ভেতর কেমন একটা ঠাণ্ডা আর শিরশিরে অনুভূতির সৃষ্টি হলো।

ম্যালোর জাদু-প্রদর্শনীর বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কমোডরের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের একজন ভিড় ঠেলে একেবারে সামনের কাতারে চলে এসেছে। এবং ম্যালো এই প্রথমবারের মতো ওদের অপরিচিত হ্যাণ্ড ওপেনগুলো খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলেন।

অস্ত্রগুলো অ্যাটমিক! কোনো ভুল নেই। এধরনের ব্যারেল কোনো এক্সপ্লোসিভ প্রোজেক্টাইল ওয়েপনে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। সেটা আসলে কোনো ব্যাপারই নয়। অস্ত্রগুলোর বাঁটে, জীর্ণ সোনার প্লেটিংয়ে 'মহাকাশযান এবং সূর্য' খোদাই করা।

সেই একই 'মহাকাশযান এবং সূর্য', যা ফাউণ্ডেশনের সেই অসমাপ্ত আদি বিশ্বকোষের প্রতিটি বিশাল খণ্ডে আঁকা আছে। *সেই একই 'মহাকাশযান এবং সূর্য' যা হাজার হাজার বছর ধরে গ্যালাকটিক এম্পায়ারের পতাকায় শোভা পেয়ে আসছে।*

মাথার ভেতর ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে, এরই মধ্যে কথা বলে চলেছেন ম্যালো। 'পরীক্ষা করে দেখুন, পাইপটা অখণ্ড। নিখুঁত নয় অবশ্যি, জোড়া লাগাবার কাজটা হাত দিয়ে করা হয়েছে।'

www.BanglaBook.org

আর কোনো ভোজভাজি দেখানোর প্রয়োজন পড়ল না। কাজ হাসিল হয়ে গেছে। ম্যালোর উদ্দেশ্য সফল। এখন তাঁর মনে কেবল একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। একটাই ছবি তাঁর চোখের সামনে খেলে বেড়াচ্ছে– রশ্মি বিচ্ছুরণত একটা উজ্জ্বল সোনালি গোলক আর তীর্যক একটা সিগার আকৃতির মহাকাশযান।

এম্পায়ারের 'মহাকাশযান এবং সূর্য'!

এম্পায়ার! দেড়শো বছর পার হয়ে গেছে। অথচ এখনো গ্যালাক্সির দূর অভ্যন্তরে এম্পায়ারের অস্তিত্ব! সুদূর পেরিফেরিতে আবার বিকশিত হচ্ছে এম্পায়ার।

ম্যালো মুচকি হাসলেন!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

ফার স্টার আবার মহাশূন্যে ভাসার ঠিক দু'দিন পর হোবার ম্যালো তাঁর ঘরে সিনিয়র লেফটেন্যান্ট ড্রটকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে একটা খাম, মাইক্রোফিল্মের একটা রোল আর একটা গোলাকার বস্তু ধরিয়ে দিলেন।

'লেফটেন্যান্ট, আর ঘণ্টাখানেক পর থেকে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, তুমি *ফার স্টারের* ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। আমি না ফিরলেও তুমি শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে।'

ড্রট উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করতে কর্তৃত্বপূর্ণ ইঙ্গিতে তাকে বিরত করলেন ম্যালো।

'চুপ করে বসে শুনে যাও যা বলি। তোমাকে যে-গ্রহে যেতে হবে সেটার সঠিক লোকেশন আছে এই খামটার ভেতর। সেখানে তুমি দু'মাস অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। দু'মাস পুরো হবার আগেই যদি ফাউণ্ডেশন তোমাকে লোকেট করে সেক্ষেত্রে মাইক্রোফিল্মটা তুমি আমার ট্রিপের রিপোর্ট হিসেবে জমা দেবে।

'অবশ্য যদি,' তাঁর গলা গম্ভীর হয়ে উঠল, 'দু'মাস পরেও আমি *না* ফিরি আর ফাউণ্ডেশনের ভেসেলগুলো তোমাকে লোকেট না করে, সেক্ষেত্রে টার্মিনাসে চলে যাবে তুমি, আর টাইম ক্যাপসুলটা রিপোর্ট হিসেবে জমা দেবে। পরিষ্কার?'

'জ্বী, স্যার।'

'কোনো অবস্থাতেই তুমি বা তোমার লোকজন আমার অফিশিয়াল রিপোর্ট অ্যামপ্লিফাই করতে পারবে না।'

'আমাদের যদি কিছু জিগ্যেস করা হয়?'

'সেক্ষেত্রে তোমরা কিছুই জান না।'

'জ্বী, স্যার।'

মিনিট পনেরো পর *ফার স্টারের* পাশ থেকে একটা লাইফ-বোট বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে ডানা মেলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

ওনাম বার এক বৃদ্ধ মানুষ, এতোটাই বৃদ্ধ যে কোনো ভয়ডর আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। শেষ যে-বার গণ্ডগোল হলো, তারপর থেকে গ্রহের এই প্রান্তসীমায় একাকী বাস করছেন তিনি। ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে অল্প যে ক'টা বই রক্ষা করতে পেরেছিলেন, সেগুলোই তাঁর একমাত্র সঙ্গী এখন। কোনো কিছুই হারাবার ভয় নেই তাঁর। জীবনের এই শেষ অংশটুকু খোয়াবার ভয় তো আরো কম। সুতরাং নির্ভয়ে আগন্তুকের মুখোমুখি হলেন তিনি।

'দরজাটা খোলাই ছিল,' আগন্তুক ব্যাখ্যা করল।

লোকটার বাচনভঙ্গি কর্কশ, কাটা কাটা। নিতম্বের কাছে অদ্ভুতদর্শন একটা ব্লু-স্টিল-হ্যাণ্ড-ওয়েপন ঝুলছে, চোখ এড়াল না ওনাম বারের। ছোট্ট ঘরটার আবছা অন্ধকারে বার আরো লক্ষ্য করলেন, ফোর্স-শিল্ডের একটা আভা লোকটার দেহ ঘিরে আছে।

ক্লান্ত স্বরে তিনি বললেন, 'ওটা বন্ধ রাখার তো কোনো কারণ নেই। তোমার জন্যে কী করতে পারি আমি? আমার কাছে কি কোনো প্রয়োজন আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, আছে।' ঘরের একেবারে মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আগন্তুক। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ—দু'দিকেই যথেষ্ট জায়গায় দখল করে আছে লোকটা। 'এদিকে আর কোনো বাড়ি-ঘর নজরে পড়ল না।'

'এটা একটা নির্জন এলাকা।' বার সায় দিলেন লোকটার কথায়। 'তবে পুবদিকে একটা শহর আছে। যদি ওদিকে যেতে চাও আমি পথ দেখিয়ে দিতে পারি।'

'একটু পরে। তার আগে একটু বসতে পারি?'

'চেয়ারগুলো তোমার ভার সইতে পারলে আমার কোনো আপত্তি নেই,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 'আমার মতো ওগুলোরও বয়স হয়েছে, তবে যৌবনে ভালই ছিল।'

'আমার নাম হোবার ম্যালো,' নিজের পরিচয় দিলেন আগন্তুক। 'অনেক দূরের এক প্রদেশ থেকে এসেছি আমি।'

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসলেন বার। 'তোমার গলা শুনে অনেক আগেই সেটা বুঝতে পেরেছি। আমি সিওয়েনার ওনাম বার, এম্পায়ার-এর প্রাক্তন প্যাট্রিশন (অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক— অনুবাদক)।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটাই *তাহলে* সিওয়েনা? কিছু পুরনো ম্যাপ ছাড়া গাইড বলতে কিছু নেই আমার কাছে।'

'নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ওগুলো পুরনো হয়ে গেছে।'

একদম স্থির হয়ে বসে আছেন বার। ম্যালোর চোখ দুটো কেমন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বার লক্ষ্য করলেন, লোকটির দেহ ঘিরে থাকা অ্যাটমিক ফোর্স-শিল্ডটা উবে গেছে। বুঝলেন, লোকটা তাকে বিপজ্জনক বলে মনে করছে না।

তিনি বললেন, 'আমি দরিদ্র মানুষ; বাড়িতে তেমন কিছু নেই। কালো রুটি আর ড্রায়েড কর্ন খেতে রুচি হলে আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি।'

ম্যালো মাথা নাড়লেন।

'না, আমি খেয়ে এসেছি। তাছাড়া, বেশি সময় নেই আমার হাতে। সেন্টার অব গভর্নমেন্ট-এর পথনির্দেশ পেলেই খুশি হব আমি।'

'তা দেয়া যাবে। কিন্তু তুমি গ্রহটির রাজধানীতে যেতে চাইছ, না ইম্পেরিয়াল সেক্টরে?'

ম্যালো চোখ কুঁচকে বললেন, 'দুটো কি একই নয়? এটা কি সিওয়েনা নয়?'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'এটা সিওয়েনা-ই, তবে সিওয়েনা এখন আর "নরম্যানিক সেক্টরের" রাজধানী নেই। তোমার পুরনো ম্যাপ শেষ পর্যন্ত মিসলিড করেছে তোমাকে। নক্ষত্রগুলোতে কয়েক শতাব্দী ধরে হয়ত কোনো পরিবর্তন না-ও ঘটতে পারে, কিন্তু পলিটিকাল বাউণ্ডারি খুবই ক্ষণস্থায়ী।'

'দ্যাট'স টু ব্যাড। তা, রাজধানী কি খুব দূরে?'

' "ওরশা টু" তে। বিশ পার্সেক দূরে। তোমার ম্যাপ দেখেই যেতে পারবে। কত পুরনো ওগুলো?'

'তা, দেড়শো বছরের পুরনো তো হবেই।'

'এত আগের?' বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ইতিহাসের জল এর মধ্যে অনেক ঘোলা হয়ে গেছে। কোনো ধারণা আছে সে-সম্পর্কে?'

দু' দিকে আস্তে করে মাথা নাড়লেন ম্যালো।

'তুমি ভাগ্যবান,' মন্তব্য করলেন বার। 'এই দেড়শো বছরের অধিকাংশ সময় একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছে প্রদেশগুলো, ষষ্ঠ স্ট্যানেলের আমলটাই যা ব্যতিক্রম। কিন্তু তিনি মারা গেছেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। তারপর থেকে শুধুই ধ্বংস আর বিদ্রোহ, বিদ্রোহ আর ধ্বংস।'

বারের একবার মনে হলো, তিনি বোধহয় বাচালতার পরিচয় দিচ্ছেন। খুবই নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটে তাঁর এখানে। কালেভদ্রে কথা বলার মানুষ পাওয়া যায়।

ম্যালো হঠাৎ একটু বাড়তি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ধ্বংস, তাই না? আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, প্রদেশগুলো সব নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল।'

'পুরোপুরি হয়ত নয়। কারণ, প্রথম সারির পঁচিশটা গ্রহের ফিজিকাল রিসোর্স শেষ হতেও তো সময় লাগে। তবে গত শতাব্দীতে যে পরিমাণ সম্পদ ছিল, সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুলনায় আমরা অনেক নিচে নেমে গেছি এখন। আর এখন পর্যন্ত ওপরে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখছি না। এদিকে তোমার এত আগ্রহ কেন, ইয়াং ম্যান? তোমার বয়স কম, চোখের জ্যোতিও কমেনি।'

প্রায় লাল হয়ে উঠলেন ম্যালো। বারের নিষ্প্রভ চোখ দুটো যেন তাঁর ভেতর দেখে নিচ্ছে এবং দেখে, হাসছে।

'দেখুন, আমি একজন ট্রেডার। কিছু পুরনো ম্যাপ জোগাড় করে গ্যালাক্সির সীমান্ত অঞ্চলের দিকে এসেছি নতুন বাজার খোলার জন্যে। স্বাভাবিকভাবেই, নিঃস্ব প্রদেশের কথা শুনলে খুব একটা স্বস্তি বোধ করি না। যেখানে পয়সা নেই সেখানে তো লাভের আশা করা যায় না। তা, এই সিওয়েনার অবস্থা কেমন?'

সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন বৃদ্ধ। 'সে আমি বলতে পারব না। তবে এখনো হয়ত কিছু লাভের আশা রয়েছে এখানে। কিন্তু তুমি একজন ট্রেডার? তোমাকে তো দেখতে যোদ্ধার মতো লাগে। একটা হাত সারাক্ষণই গানটার কাছে পড়ে আছে তোমার : তাছাড়া চোয়ালের হাড়ে একটা দাগও দেখতে পাচ্ছি।'

ম্যালো মাথা ঝাকালেন। 'বলতে পারেন মগের মুল্লুক থেকে এসেছি আমি। আইন-কানুনের তেমন বালাই নেই সেখানে। মারামারি আর কাঁটা-ছেঁড়ার দাগ ওখানে ট্রেডারের উপরি পাওনা। কিন্তু মারামারি করে তখনি পোষায় যখন শেষ পর্যন্ত কিছু পয়সা পাওয়া যায়। এখানকার অবস্থা কেমন? মারমারি করে পোষাবে তো এখানে? মনে হচ্ছে, সে-সুযোগ এখানে প্রচুর।'

'তা অবশ্যি, ঠিক,' বার একমত হলেন। "রেড স্টার্স"-এ উইসকার্ড বাহিনীতে যোগ দিতে পার তুমি, যদিও সে-বাহিনীর আর খুব বেশি অবশিষ্ট নেই। তবে ওরা যেটা করে তুমি সেটাকে মারামারি বলবে, না ডাকাতি, বলতে পারি না। অথবা ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের "সদাশয়" ভাইসরয়ের দলেও যোগ দিতে পার। তিনি তাঁর এই উপাধি অর্জন করেছেন খুন-খারাবি, লুটতরাজ আর ন্যায্যভাবে নিহত হওয়া এক বালক সম্রাটের প্রতিশ্রুতর বদৌলতে।' সম্ভ্রান্ত বংশীয় বৃদ্ধের রুগ্ন গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। পাখির চোখের মতো উজ্জ্বল হয়ে একটু পরই খুলে গেল আবার।

'প্যাট্রিশন বার,' ম্যালো মন্তব্য করলেন, 'মনে হচ্ছে ভাইসরয় লোকটাকে আপনি তেমন পছন্দ করেন না। আমাকে যে এসব বলছেন, আমি যদি তার স্পাই হই?'

'হলেই কী?' তিক্ত কণ্ঠে বললেন বার। 'কী নেবে তুমি আমার?' কৃশ হাতের ইঙ্গিতে তিনি তাঁর জরাজীর্ণ গৃহের ফাঁকা অন্তঃপুরটা দেখালেন।

'আপনার প্রাণ।'

'ওটা এমনিতেই বেরিয়ে যাবে, আর খুব শিগগিরই। পাঁচ বছর আগেই ওটার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি ভাইসরয়ের লোক *নও*। যদি হতে, তাহলে হয়ত এই বয়সেও আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশেই চুপ থাকতাম আমি।'

www.BanglaBook.org

'কী করে বুঝলেন, আমি ভাইসরয়ের লোক নই?'

হেসে উঠলেন বৃদ্ধ।

'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে সন্দেহ করছ। বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি ভাবছ আমি তোমাকে সরকারবিরোধী কথা বলতে প্রলুব্ধ করে ফাঁদে ফেলতে চাইছি। না, না, তোমার সন্দেহ অমূলক, রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে চলে গেছি আমি।'

'রাজনীতির উর্ধ্বে চলে গেছেন? কেউ কি তা যেতে পারে? ভাইসরয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে আপনি যে শব্দগুলো ব্যবহার করলেন– খুন-খারাবি, লুটতরাজ– এগুলো কী? আপনার কথায় নিরপেক্ষতার সুর ছিল না মোটেই। রাজনীতির উর্ধ্বে চলে গেলে কিন্তু তা থাকত।'

বৃদ্ধ শ্রাগ করলেন। 'মাঝে মাঝে স্মৃতি এসে হুল ফুটিয়ে যায়। ঠিক আছে, আগে আমার কথা শোন, তারপর নিজেই বিচার করে দেখ। সিওয়েনা যখন প্রাদেশিক রাজধানী, আমি তখন প্যাট্রিশন আর প্রাদেশিক সিনেটের সদস্য। আমার বংশ খুবই প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। আমার প্রপিতামহদের একজন– না, বাদ দাও সেকথা। অতীত গৌরবের স্মৃতি রোমন্থন করে কোনো লাভ নেই।'

'আমি ধরে নিচ্ছি,' ম্যালো বললেন, 'আপনি কোনো গৃহযুদ্ধ বা বিপ্লবের কথা বলতে চাইছিলেন।'

বারের মুখ কালো হয়ে গেল! 'সেই অবক্ষয়ের দিনগুলোতে গৃহযুদ্ধ ছিল খুবই মামুলি ব্যাপার। কিন্তু সিওয়েনা নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এসব থেকে। ষষ্ঠ স্ট্যানেলের আমলে সিওয়েনা তার অতীত গৌরবের অনেকটাই পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু তারপর এল যতসব অযোগ্য আর দুর্বল সম্রাটের দল। আর দুর্বল সম্রাট মানেই শক্তিশালী ভাইসরয়। আর আমাদের লাস্ট ভাইসরয় তো "ইম্পেরিয়াল পার্পল" বাগাবার স্বপ্ন দেখতে লাগল। "রেড স্টার্স"-এর ব্যবসা-বাণিজ্যে উইসকার্ড নামের যে লোক এখনো প্রায়ই লুটতরাজ চালায়, আমাদের ভাইসরয় ছিল সে-ই। তো, এম্পায়ারের সিংহাসনের দিকে, আই মীন, "ইম্পেরিয়াল পার্পলের" দিকে যে উইসকার্ডই প্রথম নজর দিল তা নয়, তার আগেও অনেকে দিয়েছে। আবার, তার লক্ষ্য যদি পূরণ হতো সেক্ষেত্রেও একাজে সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার সৌভাগ্য তার হতো না। কারণ, তার আগেও বেশ কয়েকজন ও-কাজে সফল হয়েছে।

'সে যাই হোক, সে ব্যর্থ হলো। তার কারণ, সম্রাটের অ্যাডমিরাল যখন ফ্লিট নিয়ে প্রদেশের দিকে এগুলেন, খোদ সিওয়েনা-ই তার বিদ্রোহী ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।' হঠাৎ থেমে গেলেন বৃদ্ধ। বিষাদের ছায়া নেমে এল তাঁর চেহারায়।

ম্যালো আবিষ্কার করলেন, চাপা উত্তেজনায় তিনি চেয়ারের প্রান্তের দিকে এগিয়ে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছেন। ধীরে ধীরে শরীর ঢিল করে দিলেন তিনি। 'দয়া করে বলে যান।'

www.BanglaBook.org

'এই বুড়োর কথা শুনতে চাইছ, সেজন্য ধন্যবাদ,' ক্লান্ত কণ্ঠে বার বললেন। 'কী যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ, ওরা বিদ্রোহ করল। না, বলা উচিত, *আমরা* বিদ্রোহ করলাম। কারণ, আমি নিজেও পেছন সারির একজন নেতা ছিলাম তখন। উইসকার্ড সিওয়েনা থেকে পালিয়ে গেল। একটুর জন্যে তাকে ধরতে পারলাম না আমরা। আর এদিকে সম্রাটের অতি বাধ্যগত প্ল্যানেটটা তার প্রদেশসহ অ্যাডমিরালের করায়ত্ত হলো। কেন আমরা কাজটা করেছিলাম, বলতে পারব না ঠিক করে। নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য সম্রাটের প্রতি না হলেও হয়ত তার প্রতীকের প্রতি একটা আনুগত্য অনুভব করেছিলাম আমরা। কিংবা হয়ত অবরোধের ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবে ভয় পেয়েছিলাম সবাই। কে জানে!'

'তারপর?' ম্যালো শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

'ব্যাপারটা পছন্দ হলো না অ্যাডমিরালের,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন বার। 'সে আসলে চেয়েছিল একটা বিদ্রোহী প্রদেশ জয় করার গৌরব অর্জন করতে; আর তার সৈন্যরা চেয়েছিল লুটতরাজ করতে, এধরনের বিজয়ের পর যেটা স্বাভাবিক আর কী। তাই লোকজন যখন সবাই প্রতিটি বড় বড় শহরে জমায়েত হয়ে সম্রাট আর তার অ্যাডমিরালের নামে জয়ধ্বনি করছে, সে তখন সব ক'টা আর্মড সেন্টার দখল করে নিল। হুকুম দিল, অ্যাটম ব্লাস্ট দেগে লোকজনকে উড়িয়ে দেবার।'

'কোন অজুহাতে?'

'এই খোঁড়া অজুহাতে যে, তারা সম্রাটের প্রতিনিধি ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। গোটা এক মাস ধরে ম্যাসাকার, লুটতরাজ আর নির্জলা আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম করে নতুন ভাইসরয় হয়ে বসল সেই অ্যাডমিরাল। ছ'টা ছেলে ছিল আমার। বিভিন্নভাবে মারা গেল পাঁচজন। একটা মেয়েও ছিল আমার। *আশা করি* সে-ও শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। *আমি* পার পেলাম তার কারণ আমি বুড়ো। চলে এলাম এখানে। তার কারণ ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা আর নেই তখন আমার।' বৃদ্ধ তার পাকা চুলে ভরা মাথাটা নিচু করলেন। 'ওরা আমার কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। কারণ, আমি এক বিদ্রোহী গভর্নরকে তাড়াতে সাহায্য করেছি। একজন অ্যাডমিরালকে বঞ্চিত করেছি তার বিজয়-গৌরব থেকে।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন ম্যালো। তারপর নরম সহানুভূতি মাথা গলায় শুধোলেন, 'আপনার ষষ্ঠ ছেলের কী হলো?'

'হুঁ?' বার তিক্তভাবে হাসলেন। 'সে নিরাপদেই আছে। ছদ্মনামে, একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে অ্যাডমিরালের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে সে। ভাইসরয়ের পার্সোনাল ফ্লিটের একজন গানার সে এখন। না, না, যা ভাবছ তা নয়। ছেলে আমার কুলাঙ্গার নয়। মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করে যায় সে। যখন যা, সম্ভব, দিয়ে যায়। ও-ই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একদিন আমাদের মহান আর প্রতাপশালী ভাইসরয় মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করবে, আর তখন দেখা যাবে তার ঘাতক আর কেউ নয়, আমার সেই ছেলে!'

www.BanglaBook.org

'আর আপনি এসব কথা একজন অপরিচিত লোকের কাছে ফাঁস করে দিচ্ছেন? আপনি তো আপনার ছেলের বিপদ ডেকে আনছেন!'

'না। ভাইসরয়ের একজন নতুন শত্রু সৃষ্টি করে আমি আমার ছেলেকে সাহায্য করছি। ভাইসরয়ের শত্রু না হয়ে আমি তার বন্ধু হলে, তাকে আমি শিপ দিয়ে আউটার স্পেস একেবারে গ্যালাক্সির প্রান্ত পর্যন্ত ঘিরে ফেলার পরামর্শ দিতাম।'

'ওখানে কোনো শিপ নেই?'

'দেখেছ একটাও? কোনো স্পেস গার্ড তোমাকে ঢুকতে বাধা দিয়েছে? একে তো শিপের সংখ্যা কম, তার ওপর সীমান্ত প্রদেশগুলোয় যে অরাজকতা আর নৈরাজ্য চলছে তাতে ঐ বর্বর আউটার সানগুলো পাহারা দেবার জন্যে কোনো শিপ মোতায়েন করা সম্ভব নয়। অবশ্যি তুমি আসার আগ পর্যন্ত গ্যালাক্সির খণ্ডিত প্রান্ত থেকে অন্য কোনো বিপদের আবির্ভাব হয়নি এখানে।'

'আমি? না, আমি কোনো বিপদ সৃষ্টি করছি না।'

'তোমার পিছু পিছু আরো অনেকেই এসে হাজির হবে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ম্যালো। 'ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।'

'শোন!' তীক্ষ্ণ, উত্তেজিত কণ্ঠে বৃদ্ধ ওনাম বার বলে উঠলেন, 'তুমি এ-ঘরে ঢোকামাত্র আমি চিনেছি তোমাকে। তোমার দেহের চারপাশে একটা ফোর্স-শিল্ড আছে। বলা ভাল ছিল, যখন তোমাকে দেখি।'

দ্বিধাপূর্ণ নীরবতা, তারপর ম্যালোর কণ্ঠে শোনা গেল, 'হ্যাঁ, ছিল।'

'গুড। ওটা একটা ত্রুটি। কিন্তু তুমি সেটা জানতে না। কিছু ব্যাপার আছে যা আমি জানি। এই অবক্ষয়ের সময় সৈনিক হওয়াটা খুব বেমানান। ঘটনাগুলো ঘটে খুব দ্রুত আর অ্যাটম ব্লাস্ট হাতে যে এই স্রোতের মোকাবিলা করতে পারে না সে ভেসে যায়। যেমন আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি একজন স্কলারও ছিলাম, আমি জানি, অ্যাটমিকস-এর ইতিহাসে কখনো কোনো বহনযোগ্য ফোর্স-শিল্ড তৈরি হয়নি। ফোর্স-শিল্ড আমাদেরও আছে। বিশাল জগদ্দল সেই পাওয়ার হাউজগুলো একটা শহর, এমন কী একটা শিপও, হয়ত রক্ষা করতে পারবে, বাট নট ওয়ান সিঙ্গল ম্যান।'

'তাই বুঝি? তা এ থেকে কী বুঝলেন আপনি?'

'স্পেস জুড়ে বিস্তর গল্প-কাহিনী ছড়িয়ে আছে। রানীর কাক প্রসব করার গল্পের মতো প্রতি পার্সেক অন্তর সেই গল্পগুলোর বিকৃতি ঘটতে থাকে। তবে আমার যুবক বয়সে একবার অদ্ভুত কিছু লোজনসহ ছোট্ট একটা শিপ নেমেছিল সিওয়েনায়। তারা আমাদের রীতিনীতি কিছুই জানত না। কোত্থেকে এসেছে সেটাও তারা বলেনি। ওরা আমাদেরকে গ্যালাক্সির প্রান্তে বাস করা জাদুকরদের গল্প শুনিয়েছিল। সেই জাদুকররা নাকি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে, কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই শূন্যে উড়ে বেড়ায়। অস্ত্র তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

'আমরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছি সেসব আষাঢ়ে গল্প। আমি নিজেও হেসেছি ওসব শুনে। ভুলেই গিয়েছিলাম আমি ওগুলোর কথা। আজ আবার মনে পড়ল হঠাৎ

www.BanglaBook.org

করে। অন্ধকারে তোমার দেহ জ্বলজ্বল করে। আমার কাছে যদিও কোনো ব্লাস্টার নেই, কিন্তু যদি থাকত, মনে হচ্ছে সেটা কোনো আঁচড় কাটতে পারত না তোমার গায়ে · এই বসা অবস্থা থেকে তুমি বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারবে হঠাৎ করে?'

ম্যালো শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মৃদু হাসলেন বার। 'তোমার এই উত্তরেই সন্তুষ্ট আমি। অতিথিদের যাচাই করে দেখা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু জাদুকররা যদি সত্যিই থেকে থাকে আর *তুমি* যদি তাদের একজন হও, তাহলে বোধহয় নতুন রক্ত প্রয়োজন।' শেষের দিকে তাঁর গলা প্রায় শোনাই গেল না, আপনমনে ধীরে ধীরে বিড়বিড় করে যাচ্ছেন তিনি। 'অবশ্য এর একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়াও আছে। উইসকার্ডের মতো আমাদের নতুন ভাইসরয়ও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।'

'সম্রাটের মুকুটের স্বপ্ন?'

বার মাথা ঝাঁকালেন। 'এরকম কিছু কথা কানে এসেছে আমার ছেলের। ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সহচরদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে এসব কথা কানে আসতে বাধ্য। ও আবার এসে বলে সেসব আমাকে। সুযোগ পেলে আমাদের নতুন ভাইসরয় হয়ত রাজ মুকুটটা মাথায় পরবে, কিন্তু তার আগে পালাবার পথটা সে ঠিকই তৈরি করে রেখেছে। এমনও গুজব শোনা যাচ্ছে, ইম্পেরিয়াল শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ করে বর্বর কোনো পশ্চাদভূমিতে সে একটা নতুন এম্পায়ার সৃষ্টি করবে। শোনা যায়, সত্যি-মিথ্যা বলতে পারব না, ইতিমধ্যে সে তার এক মেয়েকে পেরিফেরির মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না এমন অখ্যাত রাজ্যের খুদে রাজার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।'

'এভাবে সব গুজবে কান দিলে তো–'

'জানি। তবে এরকম আরো গুজব আছে। বুড়ো হয়ে গেছিতো, তাই হয়ত আবোল-তাবোল বকছি। কিন্তু তুমি কী বলো?' বৃদ্ধের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ম্যালোকে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেল।

একটু ভেবে নিলেন ম্যালো। তারপর বললেন, 'আমি কিছুই বলছি না। বরং কয়েকটা প্রশ্ন জিগ্যেস করতে চাই। সিওয়েনার হাতে অ্যাটমিক পাওয়ার আছে? দাঁড়ান, আমি জানি অ্যাটমিক সংক্রান্ত জ্ঞান সিওয়েনার আছে, কিন্তু আমি জানতে চাইছি, তাদের পাওয়ার জেনারেশনগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে কি না। নাকি সাম্প্রতিক ধ্বংসযজ্ঞে সেগুলোর বারোটা বেজে গেছে?'

'বারোটা বাজার কথা বলছ? আরে না, সবচেয়ে ছোট পাওয়ার স্টেশনের গায়ে একটা আঁচড় পড়ার আগে গ্রহটার অর্ধেকই উড়ে যাবে। ওগুলো যাকে বলে, ইররিপ্লেসেবল। ফ্লিটের শক্তি যোগায় তো ওগুলোই।' প্রায় গর্বের সুর ফুটে উঠল বারের কণ্ঠে, 'উই হ্যাভ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড বেস্ট অন দিস সাইড অভ ট্র্যানটর ইটসেল্ফ।'

'তাহলে, আমি যদি এই জেনারেটরগুলো দেখতে চাই, প্রথমে কী করতে হবে আমাকে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিছুই করতে হবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন বার। 'কোনো মিলিটারি সেন্টারে ঢোকার চেষ্টা করামাত্র গুলি করে মেরে ফেলা হবে তোমাকে। শুধু তোমাকেই না, যে চেষ্টা করবে তাকেই। সিওয়েনাবাসী এখনো নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।'

'আপনি বলতে চান, সব ক'টা পাওয়ার স্টেশন সামরিক বাহিনীর দখলে?'

'না। ছোট ছোট কিছু সিটি স্টেশন আছে যেগুলো ওরা ছোঁয়নি। বাড়িঘরে হিটিং আর লাইটিং পাওয়ার যোগায় সেগুলো। যানবাহনের পাওয়ারও। রীতিমত হাঁড়ির হাল ওই স্টেশনগুলোর। টেক-ম্যানদের নিয়ন্ত্রণে আছে সেগুলো।'

'এরা কারা?'

'পাওয়ার প্ল্যান্টের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত একটা বিশেষ দল। দলের সবাই উত্তরাধিকার সুত্রে ঐ দায়িত্ব পায়। শিক্ষনবীশ হিসেবে ছোটদের ঐ পেশাতেই দীক্ষিত করে তোলা হয়। শেখানো হয় কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, আত্মসম্মানবোধ, এই সব। টেক-ম্যান ছাড়া কেউ স্টেশনের ভেতর যেতে পারে না।'

'বটে!'

'অবশ্যি,' বার যোগ করলেন,' টেক-ম্যানদের ঘুষ খাবার ঘটনা যে দু'-একটা ঘটে না, তা নয়। তবে গত পঞ্চাশ বছরে আসা ন' জন সম্রাটের মধ্যে যদি সাতজনই আততায়ীর হাতে নিহত হয়, প্রত্যেক স্পেস-ক্যাপ্টেনই যদি ভাইসরয়শিপ দখল করতে চায়, আর ভাইসরয় চায় ইম্পেরিয়াল দখল করতে, সেক্ষেত্রে একজন টেক-ম্যানকে যে টাকা দিয়ে বশ করা গেলেও যেতে পারে তাতে আর আশ্চর্য কী! কিন্তু টাকার অঙ্কটা বিরাট হতে হবে। আমার কাছে অবশ্যি ফুটো পয়সাও নেই। তোমার আছে নাকি?'

'টাকা? না। তবে টাকা দিয়েই যে সবসময় ঘুষ দিতে হবে তার কি কোনো মানে আছে?'

'টাকা দিয়ে যখন সবকিছুই কেনা যায় তখন তার চেয়ে দামি আর কী আছে?'

'অনেক কিছুই টাকা দিয়ে কেনা যায় না। সে যাই হোক, এবার যদি আপনি অনুগ্রহ করে পাওয়ার স্টেশন আছে সবচেয়ে কাছের এমন একটা শহরের পথ বলে দেন তাহলে খুব উপকৃত হব।'

'দাঁড়াও।' হাত উঠিয়ে বাধা দিলেন বার। 'ছুটছ কোথায়? তুমি এখানে এসেছ, কিন্তু *আমি* তোমাকে কোনো প্রশ্ন করিনি। এশহরের বাসিন্দাদের এখনো বিদ্রোহী বলে গণ্য করা হয়। এখানে তোমার গলা শোনামাত্র, তোমার পোশাক চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম রক্ষী-ই চ্যালেঞ্জ করে বসবে তোমাকে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পুরনো একটা বাক্সের অন্ধকার এক কোনা থেকে একটা বুকলেট বের করলেন তিনি। 'আমার পাসপোর্ট। জাল। এটার সাহায্যেই পালিয়েছিলাম আমি।'

ম্যালোর হাতের ওপর রাখলেন তিনি পাসপোর্টটা। তারপর তরুণ ট্রেডারের আঙুলগুলো ভাঁজ করে দিলেন সেটার ওপর। 'বর্ণনায় অমিল আছে ঠিকই, কিন্তু তুমি

www.BanglaBook.org

যদি ঘাবড়ে না গিয়ে, বুক ফুলিয়ে পাসপোর্টটা দেখাতে পার সেক্ষেত্রে খুব একটা খুঁটিয়ে না দেখেই ছেড়ে দেবে তোমাকে ওরা। সে সম্ভাবনাই প্রচুর।'

'কিন্তু আপনি? আপনার কাছে তো কোনো পাসপোর্ট রইল না?'

নির্বাসিত বৃদ্ধ উদাসীন ভঙ্গিতে শ্রাগ করলেন। 'তাতে কী? ও, আরেকটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে। মুখ বন্ধ করে রাখবে। তোমার উচ্চারণ একেবারে চাঁড়ালের মতো। তুমি যে বাগধারা ব্যবহার কর সেগুলো অদ্ভুত। তাছাড়া তোমার কথার মধ্যে আশ্চর্য সব সেকেলে শব্দের ছড়াছড়ি। যত কম কথা বলবে, তত কম সন্দেহ করবে ওরা তোমাকে। এখন শোন, কীভাবে শহরটাতে যেতে হবে–'

মিনিট পাঁচেক পর বিদায় নিলেন ম্যালো।

তবে চিরতরে বিদায় নেবার আগে আর মাত্র একবার এক মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধ ওনাম বারের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন তিনি।

পরদিন খুব ভোরে ওনাম বার তাঁর ছোট্ট বাগানে ঢুকে দেখলেন, একটা বাক্স পড়ে রয়েছে তাঁর সামনে। খুলে দেখলেন, সেটার ভেতর কিছু খাবার রয়েছে। এধরনের খাবার সাধারণত মহাকাশযানের লোকেরা খায়। খাবারটার স্বাদ এবং প্রস্তুতপ্রণালী দুটোই ভিনদেশী।

তবে খাবারটা ভাল। টাটকা রইল অনেকক্ষণ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগার

টেক-ম্যান লোকটা ছোটখাটো। বেশ গোলগাল, নাদুস-নুদুস চেহারা। গায়ের চামড়ায় বেশ একটা চকচকে ভাব। টাক মাথার চারদিকে ঝালরের মতো চুল। টাক জুড়ে গোলাপি আভা। আঙুলের আংটিগুলো মোটা এবং ভারি। জামা-কাপড়ে সুগন্ধীমাখা। ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে না, এমন একটা লোক এ-গ্রহে এই প্রথম চোখে পড়ল ম্যালোর।

বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে ঠোঁট জোড়া সংকুচিত হয়ে গেল টেক-ম্যানের। 'জলদি কর, ব্যাটা, হাতে ম্যালা জরুরি কাজ আছে আমার। তোকে বিদেশী মনে হচ্ছে–'

ম্যালোর নিখাদ বিদেশী পোশাক-আশাকের দিকে সন্দেহভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল সে।

'আমি প্রতিবেশী রাজ্যের কেউ নই,' শান্ত কণ্ঠে জানালেন ম্যালো। 'কিন্তু সেটা নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। গতকাল আপনাকে ছোট্ট একটা উপহার পাঠিয়েছিলাম–'

টেক-ম্যানের নাকটা সামান্য উঁচু হলো। 'পেয়েছি। মজার খেলনা একটা। মাঝে মাঝে জিনিসটা ব্যবহার করা যাবে।'

'আমার কাছে আরো মজার মজার উপহার আছে। ঐ খেলনাটা থেকে একেবারেই ভিন্ন ধরনের সেগুলো।'

'বটে-এ-এ,' শব্দের শেষাংশটা একটু টেনে উচ্চারণ করল সে। 'সাক্ষাৎকারটা কোন দিকে গড়াবে সেটা চোখ বুজে বলে দিতে পারি আমি। এর আগেও এ-রকম ব্যাপার ঘটেছে। তুই আমাকে তুচ্ছ দু'-একটা জিনিস দিবি, হয় কয়েকটা ক্রেডিট, নয় একটা ক্লোক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর জুয়েলারি– এমন কিছু, যা দিয়ে একজন টেক-ম্যানকে হাত করা যাবে বলে তোর মতো ইতরের ধারণা!' যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটটা ফুলে উঠল তার। 'ওগুলোর বদলে তুই কী চাস, তা-ও জানি আমি। অনেক উর্বর মস্তিষ্কেই এ-ধরনের অসাধারণ আইডিয়া গজিয়েছে। তুই আমাদের দলে ঢুকতে চাস। অ্যাটমিক-এর রহস্য জানতে চাস তুই– জানতে চাস, কী করে মেশিনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

'যেহেতু তোরা– এই সিওয়েনার কুত্তারা– তোদের বিদ্রোহের জন্যে নিত্যদিন শাস্তি পাচ্ছিস, তাই সারাক্ষণই তোরা ফন্দি আঁটিস কী করে কোনোরকমে টেক-

www.BanglaBook.org

ম্যান সংঘে ঢুকে পড়া যায়। কারণ তাহলে তোরা তোদের প্রাপ্য শাস্তি এড়াতে পারবি। আমার তো মনে হচ্ছে তুই গা বাঁচাবার জন্যেই বিদেশী সেজেছিস।'

ম্যালো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ টেক-ম্যানের গলার পর্দা চড়ে গিয়ে সেটা গর্জনে পরিণত হলো। 'ভালো চাস তো শহরের প্রোটেক্টরের কাছে তোর নাম রিপোর্ট করার আগে জলদি ভাগ এখান থেকে। তুই কি ভাবিস, আমি নিমকহারামী করব? আমার আগে যেসব সিওয়েনিজ বেঈমানরা ছিল, তারা করতে পারে, কিন্তু তোর সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে অন্য ধাতুতে গড়া। তোকে যে কেন দু' হাতে গলা টিপে মারিনি এখনো, গ্যালাক্সি মালুম।'

মনে মনে হাসলেন ম্যালো। সুর এবং সার, টেক-ম্যানের গালভরা বক্তৃতাটা দু' দিক দেয়েই ফাঁপা। ফলে, এমন সুললিত অলংকারপূর্ণ গালিগালাজটা একটা প্রহসনে পরিণত হলো।

টেক-ম্যানের তুলতুলে হাত দুটোর দিকে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকালেন ম্যালো। ঐ দুর্বল দুটো হাত দিয়ে লোকটা তাঁকে হত্যা করতে চায়, কথাটা ভাবতেই হাসি পেল তাঁর। লোকটার ঢালাও তুই-তোকারিতে মাথা গরম না করে তিনি ছদ্ম-সমীহের সুরে বললেন, 'ইওর উসডম, আপনি তিনটি ভুল করেছেন। এক, আমি ভাইসরয়ের হয়ে আপনার বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে আসিনি। দুই, উপহার হিসেবে আমি যা দিতে চাই তা এমনই এক বস্তু যা খোদ সম্রাটের কাছেও নেই, থাকবেও না কখনো, তা তিনি যতই সমৃদ্ধশালী হোন না কেন। তিন, বিনিময়ে আমি যা চাই তা খুবই ছোট্ট, কিছুই না বলতে গেলে; স্রেফ বাতাস।'

'বটে?' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল টেক-ম্যানের কণ্ঠ থেকে। 'তা, তোর ঐশ্বরিক শক্তি আমাকে কী এমন রাজকীয় উপহার দিতে চায় শুনি? খোদ সম্রাটেরও সে জিনিস নেই, তাই না?' কর্কশ উপহাসে লোকটার গলা বিকৃত হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা পাশে ঠেলে দিলেন ম্যালো। 'আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি তিনদিন অপেক্ষা, করেছি, ইওর উইসডম। কিন্তু এই ডিসপ্লেটা মাত্র তিন সেকেণ্ড সময় নেবে। আপনার হাতের একেবারে কাছে আমি যে ব্লাস্টারের বাঁটটা দেখতে পাচ্ছি সেটা দয়া করে বের করুন।'

'অ্যাঁ?'

'এবং তারপর আমাকে গুলি করুন। আমি খুবই বাধিত হব।'

'কী?'

'আমি মারা গেলে আপনি না হয় পুলিশের কাছে বলবেন, আমি আপনাকে সংঘের গোপন তথ্য জানানোর জন্যে ঘুষ দিতে চেয়েছি। তাতে প্রচুর প্রশংসা পাবেন আপনি। আর যদি মারা না যাই সেক্ষেত্রে আপনি আমার শিল্ডটা পেতে পারেন।'

এই প্রথম টেক-ম্যান খেয়াল করল, বিদেশী লোকটার দেহের চারপাশে হালকা সাদা একটা দ্যুতি রয়েছে। মনে হচ্ছে মুক্তোর গুঁড়োর মধ্যে চুবিয়ে আনা হয়েছে তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেক-ম্যানের ব্লাস্টারটা ম্যালোর বুক বরাবর উঠে এল। দু'চোখ ভরা বিস্ময় আর সন্দেহ নিয়ে কন্ট্যাক্ট ক্লোজ করল সে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের আকস্মিক অভিঘাতে বায়ু কণাগুলো উজ্জ্বল, জ্বলন্ত আয়নে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, চোখ-ধাঁধান একটা সরু রেখা সৃষ্টি করে আঘাত করল ম্যালোর হৃৎপিণ্ড বরাবর– তারপর ছিটকে গেল।

ম্যালোর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসা পারমাণবিক শক্তি সেই মুক্তোর মতো দ্যুতি ছড়ান ক্ষীণ আভার গায়ে পুরোপুরি প্রতিহত হয়ে সশব্দে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

টেক-ম্যানের অজান্তেই সশব্দে ব্লাস্টারটা পড়ে গেল তার হাত থেকে।

ম্যালো জিগ্যেস করলেন, 'সম্রাটের কি পার্সোনাল ফোর্স-শিল্ড আছে? ইচ্ছে করলে আপনি এই বিরল জিনিসটির অধিকারী হতে পারেন।'

তোতলাতে শুরু করল টেক-ম্যান। 'তু-তুমি কি টেক-ম্যান?'

'না।'

'তা-তাহলে কোথায় পেলে এটা?'

'সে-খবরে আপনার কী দরকার?' ম্যালোর কণ্ঠে শীতল ব্যঙ্গ। 'আপনি জিনিসটা চান কিনা বলুন।' পাতলা, নব লাগান একটা চেইন ডেস্কের ওপর পড়ল।

ছোঁ মেরে জিনিসটা তুলে নিল টেক-ম্যান। কাঁপা হাতে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল।

'এটাই পুরো ফোর্স-শিল্ড?'

'হ্যাঁ।'

'পাওয়ার কোথায় তাহলে?'

সবচেয়ে বড় নবটার ওপর একটা আঙুল রাখলেন ম্যালো। সীসার অবরণে সেটাকে নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে।

টেক-ম্যান চোখ তুলে তাকাল ম্যালোর দিকে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তার মুখে এসে জমা হয়েছে

'দেখো, আমি সিনিয়র গ্রেডের একজন টেম-ম্যান। বিশ বছর সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছি। ট্র্যানটর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান ব্লোর-এর ছাত্র ছিলাম। আখরোটের মতো একটা পিচ্চি সাইজের জিনিসে অ্যাটমিক জেনারেটর ঢুকল কী করে খোলাসা করে বলো শিগগির, নইলে তিন সেকেণ্ডের মধ্যে প্রোটেক্টরের সামনে হাজির করব তোমাকে।'

'বিশ্বাস না হলে আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না। আমি তো একবারই বলেছি, ওটাই পুরো ফোর্স-শিল্ড।'

চেইনটা নিজের কোমরে বাঁধল টেক-ম্যান। তার চেহারা স্বাভাবিক হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ম্যালো ইশারা করতে নবটা ঠেলে দিল সে। অমনি হালকা একটা আলোর দীপ্তি ঘিরে ধরল তাকে। ব্লাস্টারটা মেঝে থেকে উঠিয়ে নিজের দিকে তাক

www.BanglaBook.org

করার আগে একটু ইতস্তত করল সে। বার্নলেস মিনিমাম পজিশনে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিজের দিকে ফেরাল। তারপর হঠাৎ ব্লাস্টারের সার্কিট ক্লোজ করে দিল।

অ্যাটমিক ফায়ার তার দেহের কোনো ক্ষতি না করে হাতের ওপর আছড়ে পড়ল।

তেড়ে উঠল টেক-ম্যান। 'তোমাকে মেরে ফেলে শিল্ডটা যদি রেখে দিই আমি এখন, তাহলে?'

'চেষ্টা করেই দেখুন,' ম্যালো উদাসীনভাবে বললেন। 'আপনি কি ভেবেছেন আর কোনো শিল্ড নেই আমার কাছে?' তার দেহের চারপাশে আগের সেই আলোর আভা ফিরে এসেছে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে খিক খিক করে হেসে উঠল টেক-ম্যান। ডেস্কের ওপর সশব্দে ছুঁড়ে ফেলল ব্লাস্টারটা।

'তা তোমার সেই "কিছুই না"টা কী?'

'আমি আপনাদের জেনারেটরগুলো দেখতে চাই।'

'তুমি ভাল করেই জান কাজটা বেআইনি। আমাদের দু' জনেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে–'

'আমি ওগুলো ছুঁয়েও দেখব না। কিছুই করব না। দূর থেকে শুধু দেখব একটু।'

'যদি না দেখাই?'

'বেশ তো, দেখাবেন না। কিন্তু আপনার কাছে একটা শিল্ড থাকলে কী হবে, আমার কাছে অন্য জিনিস আছে। এই যেমন ধরুন, আমার কাছে এমন একটা ব্লাস্টার আছে যেটা ঐ শিল্ড ভেদ করতে পারে।'

'হুম্-ম্, এস আমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বার

শহরের মধ্যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে জানালাবিহীন এক বিশাল বাড়ি। তার লাগোয়া ছোট্ট দোতলা বাড়িটাই টেক-ম্যানের। আণ্ডারগ্রাউণ্ড একটা প্যাসেজ ধরে প্রথমটিতে নিতে আসা হলো ম্যালোকে। পাওয়ার হাউসের নিঃশব্দ পরিবেশে নিজেকে আবিষ্কার করলেন তিনি। বাতাসে ওজোন-এর গন্ধ পেলেন।

ঝাড়া পনেরো মিনিট তিনি তাঁর গাইডকে অনুসরণ করে গেলেন। একটা কথাও বললেন না ম্যালো। কিছুই এড়াল না তাঁর চোখ। কিছুই ছুঁলো না তাঁর হাত। তারপর একসময় চাপা গলায় টেক-ম্যান জিগ্যেস করল, 'কি, হয়েছে দেখা? আমার লোকজনের কাউকে *এ-ব্যাপারে* বিশ্বাস করতে পারলাম না, তাই নিজেই নিয়ে এসেছি তোমাকে।'

'কখনো কি পেরেছেন?' ম্যালো শ্লেষের সঙ্গে বললেন। 'যাকগে,' একটু উদ্বেগের সুরে জিগ্যেস করলেন, 'এই জেনারেটরগুলো সব আপনার দায়িত্বে?'

'প্রত্যেকটা,' গর্বের একটা রেশ ফুটে উঠল টেক-ম্যানের উত্তরে।

'আপনিই এগুলো চালান, ঠিকঠাক রাখেন?'

'ঠিক।'

'যদি কখনো বিগড়ে যায়?'

অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়ল টেক-ম্যান। 'এগুলো বিগড়ায় না। কখনো না। অনন্ত কাল ধরে চলার জন্যে তৈরি করা হয়েছে এই জেনারেটর গুলো।'

'সেটা তো খুব লম্বা সময়, কিন্তু মনে করুন–'

'অর্থহীন ব্যাপারে কিছু মনে করাটা অবৈজ্ঞানিক।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ধরুন, আমি যদি একটা ভাইটাল পার্ট ব্লাস্টার দিয়ে উড়িয়ে দিই? ধরুন, মেশিনগুলো যদি পারমাণবিক শক্তির কাছে হার মানে? ধরুন, আমি একটা ভাইটাল কানেকশন ফিউজ করে দিলাম, বা একটা কোয়ার্টজ ডি-টিউব ভেঙে ফেললাম– তাহলে কী হবে?'

'কী হবে?' বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল টেক-ম্যান। 'খুন হয়ে যাবে তুমি!'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি,' ম্যালো আর রেয়াত করলেন না, পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কিন্তু জেনারেটরগুলোর কী হবে? আপনি কি ওগুলো মেরামত করতে পারবেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দেখ হে,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে। 'তোমার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দিয়েছি। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছ। এবার বিদেয় হও।'

বিদ্রূপাত্মক একটা কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেলেন ম্যালো।

তাঁকে নিয়ে টার্মিনাস গ্রহে যাবার জন্য একটা ঘাঁটিতে অপেক্ষা করছিল *ফার স্টার*। দু'দিন পর সেই ঘাঁটিতে পৌঁছুলেন ম্যালো।

এবং ঠিক সেই দু' দিনের মাথায় অকেজো হয়ে গেল টেক-ম্যানের শিল্ডটা। হতভম্ব লোকটার হাজার গালিগালাজেও আর জ্বললো না সেটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তের

ছ'মাসের মধ্যে এই প্রথম একটু জিরোবার ফুরসত পেয়েছেন ম্যালো। নগ্ন অবস্থায় তাঁর নতুন বাড়ির সান-রুমে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। তাঁর বিশাল বাহু দুটো উঠে দু' দিকে ছড়াল, টানটান হয়ে ফুটে উঠল প্রতিটি মাংসপেশী। শরীরে ঢিল পড়তে আবার মিলিয়ে গেল সেগুলো।

তাঁর পাশে বসা লোকটা ম্যালোর ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগার গুঁজে দিয়ে সেটায় অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর নিজেই একটা সিগার ধরিয়ে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি রকমের খাটুনি গেছে তোমার ওপর দিয়ে। এবার বোধকরি কিছুদিনের টানা বিশ্রাম দরকার তোমার।'

'তা হয়ত দরকার, কিন্তু বিশ্রামটা আমি কাউন্সিল সিটে বসেই নিতে চাই। কারণ, আমি ঐ সিটটা পেতে যাচ্ছি আর তুমি আমাকে এব্যাপারে সাহায্য করছ।'

অ্যাংকর জেল ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এর মধ্যে আবার আমি আসছি কেন?'

'সঙ্গত কারণেই। প্রথমত, তুমি একজন ঝানু পলিটিশিয়ান। দ্বিতীয়ত, জোরেন সাট নামে এক লোক তোমাকে তোমার সিট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আর সেই লোকটা আমাকে কাউন্সিলে দেখার বদলে নিজের একটা হাত খোয়াতেও রাজি। তুমি বোধ করি আমার কাউন্সিলে ঢোকার তেমন একটা সম্ভাবনা দেখছ না, তাই না?'

'ঠিক, তেমন সম্ভাবনা দেখছি না।' প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সায় দিলেন। 'তুমি স্মিরনোর লোক।'

'আইনত সেটা কোনো বাধা নয়। আই হ্যাভ হ্যাড আ লে এজুকেশন। "সাধারণ লোকদের শিক্ষা" আছে আমার।'

'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু মিথ্যা আক্রোশ কি কখনো আইন মানে? তা, তোমার নিজের লোক, জেইম টুয়ার কী বলে এব্যাপারে?'

'প্রায় বছরখানেক আগে সে একবার বলেছিল কাউন্সিলে ঢোকার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে,' গাছাড়াভাবে বললেন ম্যালো। 'কিন্তু এখন আমিই তার ওপরে উঠে গেছি। কাজটা সে অবশ্য করতে পারত না। কাউন্সিলে সে বেশ সরব আর প্রভাবশালী ঠিকই, কিন্তু আজেবাজে ব্যাপারেই চেঁচামেচি করে লোকটা। আমি একটা সত্যিকারের ক্যু ঘটাতে চাইছি। আই নিড ইউ।'

www.BanglaBook.org

'টার্মিনাসের সবচেয়ে ধুরন্ধর পলিটিশয়ান ঐ সাট। লোকটা তোমার বিরোধিতা করবে। ওকে টেক্কা দিতে পারব, সেকথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি না। তাছাড়া, এসব ক্ষেত্রে নোংরা চাল চালতে খুব ওস্তাদ লোকটা।'

'আমার কাছে টাকা আছে।'

'তাতে হয়ত কিছুটা কাজ হবে। তবে কিনা মিথ্যা আক্রোশ দূর করতে প্রচুর টাকা খরচ হবে– বুঝতে পেরেছে, ইউ ডার্টি স্মিরনিয়ান?'

'দরকার হলে টাকা খোলামকুচির মতোই খরচ করব।'

'ঠিক আছে, দেখব আমি ব্যাপারটা, কিন্তু পরে আবার গলা ফাটিয়ে বলে বেড়িও না, আমি তোমাকে এ-কাজে উৎসাহ দিয়েছি। ...কে আসে?'

ম্যালো মাথাটা একটু কাত করে বললেন, 'মনে হচ্ছে, স্বয়ং জোরেন সাট। আগেই এসে পড়েছে। কেন, সেটা বুঝতে পারছি। গত এক মাস ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গেছি আমি লোকটাকে। জেল, শোন, পাশের ঘরে যাও। স্পীকারটা লো করে চালিয়ে দাও। আমি চাই, আমাদের আলাপটা শোন তুমি।'

নগ্ন পায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে জেলকে পাশের ঘরে যেতে সাহায্য করলেন ম্যালো। উঠে, একটা সিল্কের রোব গায়ে চাপালেন। সিন্থেটিক সানলাইট মৃদু হয়ে নরমাল পাওয়ারে ফিরে এল। ঋজু ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন জোরেন সাট। গম্ভীর মুখে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন ম্যালো।

কোমরে বেল্টটা বেঁধে নিয়ে ম্যালো বলে উঠলেন, 'যে-কোনো চেয়ারে বসতে পারেন, সাট।'

সাটের মুখে একটা ভাঙা হাসি ফুটল কি ফুটল না। যে-চেয়ারটা পছন্দ করলেন সেটা আরামদায়ক ঠিকই, কিন্তু তিনি সেটায় আয়েশ করে না বসে, কিনারার দিকে বসলেন। বললেন, 'প্রথমেই তুমি তোমার শর্তগুলো জানিয়ে দিলে সরাসরি কাজের কথায় যাওয়া যেত।'

'শর্ত? কীসের শর্ত?'

'মিষ্টি কথা শুনতে চাও বুঝি? বেশ, তাহলে প্রথমেই জবাব দাও, কোরেলে গিয়ে কী করেছ তুমি? তোমার রিপোর্টটা অসম্পূর্ণ।'

'সেটা আপনাকে দিয়েছি কয়েক মাস আগে। তখন তো আপনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন?'

'হয়েছিলাম।' চিন্তিত মুখে এক আঙুলে কপাল ঘষলেন তিনি। 'কিন্তু তারপর থেকেই তোমার কার্যকলাপ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তুমি কী করছ না করছ সে ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি আমরা। আমরা জানি, তুমি ঠিক ক'টা ফ্যাক্টরি তৈরি করছ। জানি, বেশ তাড়াহুড়ো করে কাজটা করতে চাইছ তুমি। কত খরচ পড়ছে তাও জানি।' নিজের চারদিকে শীতল আর বিরূপ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, 'তোমার এই প্রাসাদ তো আমার পুরো এক বছরের বেতন দিয়েও বানানো যাবে না। তুমি যে বিস্তর কাঠ-খড় পুড়িয়ে ধীরে ধীরে ফাউণ্ডেশন সোসাইটির ওপরের দিকে উঠছ, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছি আমরা।'

www.BanglaBook.org

'তো? করিৎকর্মা কিছু পোষা টিকটিকি আছে আপনার– এছাড়া আর কী প্রমাণ হয় এতে?'

'প্রমাণ হয় যে, এক বছর আগেও এত টাকাকড়ি ছিল না তোমার হাতে। আর তার অনেক রকম অর্থ হতে পারে। যেমন ধর, কোরেলে হয়ত এমন অনেক কিছুই ঘটেছিল যার বিন্দুবিসর্গ আমরা জানি না। এত টাকা তুমি পাচ্ছ কোত্থেকে?'

'মাই ডিয়ার সাট, সে কথা আপনাকে জানাব, এ আপনি মোটেই আশা করতে পারেন না,'

'পারি না তা ঠিক।'

'আর সেজন্যই আপনাকে জানাব আমি। টাকাটা আসছে সরাসরি কোরেলের কমোডরের কোষাগার থেকে।'

চোখ পিট পিট করে তাকালেন সাট।

মুচকি হেসে ম্যালো বলে চললেন, 'আপনার দুর্ভাগ্য, টাকাটা পুরোপুরি বৈধ উপায়ে আয় করা। আমি একজন মাস্টার ট্রেডার। কমোডরকে তুচ্ছ কিছু জিনিসপত্র দিয়ে তার বদলে যে পেটা লোহা আর ক্রোমাইট পেয়েছিলাম, সেখান থেকেই এসেছে টাকাটা। ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী লাভের পঞ্চাশ শতাংশ আমার। বছরের শেষে সুবোধ নাগরিকরা যখন আয়কর জমা দেয়, তখন বাকি পঞ্চাশ ভাগ সরকারী কোষাগারে চলে যায়।'

'তোমার রিপোর্টে তো কোনো বাণিজ্য চুক্তির কথা উল্লেখ ছিল না?'

'প্রতিদিন সকালে নাস্তার টেবিলে আমি কী খাই না খাই, বা আমার বর্তমান রক্ষিতার নাম কী, এসব অপ্রয়োজনীয় কথাও লেখা ছিল না ওখানে।' ম্যালোর মৃদু হাসিটা এখন নির্জলা অবজ্ঞার হাসিতে পরিণত হয়েছে। 'আপনার কথায় বলতে গেলে, আমাকে পাঠান হয়েছিল, "চোখ-কান খোলা রাখার জন্য।" তা, এই ইন্দ্রিয় দু'টি এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ ছিল না আমার। আপনি ফাউণ্ডেশনের মার্চেন্ট শিপের হদিস জানতে চেয়েছিলেন। দেখা তো দূরে থাক, শিপগুলোর নাম পর্যন্ত শুনিনি আমি ওখানে। কোরেলের কাছে অ্যাটমিক পাওয়ার আছে কিনা আপনি জানতে চেয়েছিলেন। রিপোর্টে আমি পরিষ্কার লিখে দিয়েছি, কমোডরের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর হাতে আমি অ্যাটমিক ব্লাস্টার দেখেছি, এছাড়া অ্যাটমিক পাওয়ারের আর কোনো চিহ্ন নজরে পড়েনি আমার। তাছাড়া যে ব্লাস্টারগুলো আমি দেখেছি সেগুলোকে আপনি প্রাচীন এম্পায়ারের স্মৃতিচিহ্নই বলতে পারেন। আমার ধারণা স্রেফ অকেজো শো-পিসও হতে পারে ওগুলো।

'এগুলো সবই আমি আপনাদের আদেশ মাফিক করছি। কিন্তু তার বাইরে যা কিছু করেছি তা একজন ফ্রি এজেন্ট হিসেবে করেছি। এখনো আমি একজন ফ্রি এজেন্ট। ফাউণ্ডেশনের আইন অনুযায়ী একজন মাস্টার ট্রেডার তার ইচ্ছেমত নতুন মার্কেট খুলতে পারে আর তার অর্ধেক লভ্যাংশ সে তার প্রাপ্য হিসেবেই পেতে পারে। আপনার আপত্তির কী আছে? আমি তো সেরকম কিছু দেখছি না।'

www.BanglaBook.org

চোখের দৃষ্টি সতর্কভাবে দেয়ালের দিকে সরিয়ে মৃদু উষ্মার সঙ্গে সাট বললেন, 'ট্রেডাররা তাদের বাণিজ্য ধর্মের উন্নতি সাধন করবে, এটাই সনাতন প্রথা।'

'আমি সনাতন প্রথা অনুযায়ী কাজ করি না, আইন অনুযায়ী কাজ করি।'

'প্রথা অনেক সময় আইনের উর্ধ্বে স্থান পেতে পারে।'

'তাহলে আদালতে গিয়ে মামলা ঠুকুন।'

গম্ভীর মুখে ম্যালোর দিকে তাকালেন সাট। তার চোখ দুটো কোটরের ভেতর ঢুকে গেছে বলে মনে হলো। 'সত্যিই তুমি একজন স্মিরনিয়ান। নাগরিক অধিকার আর শিক্ষা যে বিদেশীদের রক্তের দোষ মুছতে পারে না সেটা বোঝা গেল।'

'শোন, ব্যাপারটা টাকা-পয়সা বা মার্কেট– এসবের অনেক উর্ধ্বে। মহান হ্যারি সেলডন যে-বিজ্ঞান আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন সেটার সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে যে, গ্যালাক্সির ভবিষ্যৎ এম্পায়ার আমাদের ওপরই নির্ভর করছে। আর যে-পথ আমাদেরকে ইম্পেরিয়ামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে-পথ থেকে আমরা সরে যেতে পারি না। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর মোক্ষম উপায় হচ্ছে আমাদের ধর্ম। এই ধর্মের সাহায্যে আমরা "চার রাজ্য"-কে আমাদের বশে এনেছি, তা-ও এমন এক সময়ে যখন ওরা ইচ্ছে করলে আমাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারত। মানুষ আর বিশ্ব– এই দুটোকে হাতের মুঠোয় আনার সবচেয়ে জুতসই অস্ত্র এটা।

'এই ধর্মের প্রচলন করে সেটাকে আরো দ্রুত ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই ট্রেড এবং ট্রেডারদের উন্নতি করা হয়েছিল মূলত। নতুন নতুন প্রযুক্তি আর একটা নতুন অর্থনীতি প্রবর্তনের ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যও ছিল এই উন্নতির পেছনে।'

দম নেবার জন্যে থামলেন সাট। ম্যালো শান্তভাবে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'তত্ত্বটা আমার জানা আছে। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট এনটায়ারলি।'

'তাই? এতটা আমি আশা করিনি। কিন্তু এতকিছু জেনেও তুমি কী করছ এসব? স্রেফ ব্যবসার উদ্দেশ্যেই ব্যবসা করতে চাইছ; মূল্যহীন গ্যাজেটগুলোর ঢালাও প্রোডাকশনে যেতে চাইছ, যা কি না একটা বিশ্বের অর্থনীতিতে তেমন কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে না। সেই সঙ্গে তুমি আন্তঃনক্ষত্রীয় নীতি বলি দিতে চাইছ অর্থ আর মুনাফার দেবতার পায়ে; সবকিছুর নিয়ামক আমাদের ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছ অ্যাটমিক পাওয়ার থেকে। তুমি কী বুঝতে পারছ না যে এতে করে পুরো এক শতাব্দী ধরে কার্যকর একটি নীতির বিলুপ্তি আর চরম পরাজয় ঘটবে?'

'এরকম একটা সেকেলে, বিপজ্জনক আর অবাস্তব নীতি যে একশো বছর টিকেছে, এই তো বেশি।' ম্যালো মন্তব্য করলেন। 'চার রাজ্যের বেলায় সফল হলেও, পেরিফেরির আর কোনো বিশ্বে কিন্তু আপনারা সফল হননি। তারা কেউ গ্রহণ করেনি আপনাদের ধর্ম। আমরা যখন চার রাজ্যের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিলাম তখন কত লোক যে দেশত্যাগী হয়েছে, তা গ্যালাক্সি জানে। যাজকতন্ত্র আর মানুষের কুসংস্কারকে ব্যবহার করে স্যালভর হার্ডিন কীভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজাদের

www.BanglaBook.org

স্বাধীনতা আর ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন সে-কাহিনী নিশ্চয়ই তারা ছড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। তাতেও যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বিশ বছর আগে অ্যাসকোনের ঘটনাটা নিশ্চয়ই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার মতো কাজ করেছে। পেরিফেরিতে বোধকরি এখন একজনও শাসক নেই যিনি ফাউণ্ডেশনের কোনো প্রিস্টকে নিজের এলাকায় ঢুকতে দেবার বদলে নিজের গলা নিজে কাটতে চাইবেন না।

'কোরেল বা অন্য কোনো বিশ্ব যা অবাঞ্ছিত মনে করে সেটা তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবার ঘোর বিরোধী আমি। ধরে নিলাম, অ্যাটমিক পাওয়ার পেলে ওরা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পরাশক্তির নোংরা দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল একটা অনিশ্চিত আধিপত্যের চেয়ে, বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা একটা আন্তরিক বন্ধুত্ব শতগুণে ভাল। তাছাড়া, এই আধিপত্য যদি কোনো কারণে এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় বা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে তার সমূহ পতন ঘটবে, আর পেছনে আতঙ্ক ও ঘৃণার অনির্বাণ শিখা ছাড়া মূল্যবান কিছুই রেখে যাবে না।'

উদাসীন ভঙ্গিতে সাট মন্তব্য করলেন, 'বলেছ ভাল। এবার তাহলে সেই পুরনো প্রসঙ্গেই ফিরে যাই, আলোচনা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। তোমার শর্তগুলো কী? তোমার বিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে আমারটা গ্রহণ করার বদলে কী চাও তুমি?'

'আপনি কি মনে করেন আমার বিশ্বাস বিক্রির জিনিস?'

'কেন নয়?' নির্লিপ্ত উত্তর এল। 'বেচাকেনাই তো তোমার কাজ। নয়?'

'লাভ হলে তবেই।' অপমানটা গায়ে মাখলেন না ম্যালো। 'এখন আমি যা পাচ্ছি আপনি তার চেয়ে বেশি কী দিতে পারবেন?'

'অর্ধেকের বদলে, তোমার ট্রেড প্রফিটের চার ভাগের তিন ভাগ পেতে পারতে তুমি।'

ছোট্ট করে হাসলেন ম্যালো।

'চমৎকার অফার। আপনার শর্ত মোতাবেক গোটা ব্যবসা থেকে যা আসবে তা আমার শর্ত অনুযায়ী আসা লাভের এক দশমাংশের অনেক কম হবে। এর চেয়ে লোভনীয় কিছু দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।'

'তুমি একটা কাউন্সিল সিট পেতে পার।'

'সে আমি এমনিতেই পাব– আপনার সাহায্য ছাড়াই, এমনকি আপনি না চাইলেও।'

হঠাৎ সাটের শরীরটা নড়ে উঠল। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল তাঁর হতে দুটো। 'সেই সঙ্গে তুমি কারাদণ্ডের হাত থেকেও রেহাই পেতে পার। সবকিছু আমার ইচ্ছেমত চললে বিশ বছরের কারাদণ্ড হয়ে যেতে পারে তোমার। সেটা থেকে রেহাই পাবার লাভটা বিবেচনা কর।'

'হুমকিটা কার্যকর করতে না পারার আগে সেটা কোনো লাভই না।'

'অভিযোগটা কিন্তু খুনের।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খুন? কাকে আবার খুন করলাম আমি?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন ম্যালো।

সাটের কণ্ঠ কর্কশ হয়ে উঠল, যদিও গলা চড়ল না। 'ফাউণ্ডেশনের সেবায় নিয়োজিত এক অ্যানাক্রিয়নিয়ান প্রিস্টকে।'

'বটে? তা, আপনার কাছে প্রমাণ আছে তো?'

মেয়রের সেক্রেটারি ঝুঁকে এলেন সামনের দিকে। 'ম্যালো, আমি কিন্তু ধাপ্পা দিচ্ছি না, প্রাথমিক কাজকর্ম সব গুটিয়ে আনা হয়েছে। শেষ কাগজটায় আমি সই করে দিলেই ফাউণ্ডেশন বনাম মাস্টার ট্রেডার হোবার ম্যালোর মামলা শুরু হয়ে যাবে। একদল বিদেশী লোকের হাতে ফাউণ্ডেশনের একজন নাগরিককে তুলে দিয়েছিলে তুমি। টর্চার করে মেরে ফেলে তাকে ওরা। শাস্তিটা এড়াবার জন্যে তোমার হাতে আর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড সময় আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই, তুমি ব্যাপারটা ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দাও। তার কারণ, আমাদের দু'জনের মধ্যে রেষারেষি শেষ হয়ে গেলেও তোমার ওপর থেকে আমাদের সন্দেহ যাবে না। তার চেয়ে, বিনাশ হয়ে যাওয়া একজন শত্রু হিসেবেই তুমি বেশি নিরাপদ।'

ম্যালো গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনার যা অভিরুচি।'

'গুড।' ক্রুর একটা হাসি খেলে গেল সেক্রেটারি সাহেবের মুখে। 'সত্যি বলতে কী, তোমার সঙ্গে একটা আপোসে আসার জন্যে মেয়রই পাঠিয়েছেন আমাকে। আমি নিজের গরজে আসিনি। সেজন্যেই বেশি চাপাচাপি করলাম না।'

দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে গেলেন তিনি।

অ্যাংকর জেল আবার ঘরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকালেন ম্যালো। জিগ্যেস করলেন, 'শুনলে?'

'কোনদিন এত রাগতে দেখিনি লোকটাকে।'

'কিন্তু কী বুঝলে তাই বল।'

'বলছি। আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বৈরশাসন চালাবার পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া সাটের মাথায় *আর কিছু ঢোকে না*। কিন্তু আমার ধারণা, চূড়ান্ত লক্ষ্য আর যাই হোক আধ্যাত্মিক কিছু নয়। ঠিক এই ইস্যু নিয়ে কথা বলার কারণেই যে আমাকে কেবিনেট থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সেকথা তো তুমি জানই।'

'জানি, কিন্তু সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কী বলে মনে হয় তোমার যা কি না আধ্যাত্মিক কিছু নয়?'

জেল-এর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। 'দেখ, লোকটা নির্বোধ নয়। সুতরাং আমাদের ধর্মীয় নীতির গণেশ উল্টান অবস্থাটা সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। গত সত্তর বছরে একটা রাজ্যও হাত করতে পারিনি আমরা এই ধর্মের সাহায্যে। ধর্মটাকে যে সে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ব্যবহার করছে সেটা পানির মতো পরিষ্কার।

'বিশ্বাস আর আবেগপ্রবণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত *যেকোনো* নীতিই খুব মারাত্মক একটা অস্ত্র। তার কারণ, সেই অস্ত্র যে উল্টো ব্যবহারকারীর ওপরই প্রয়োগ করা

www.BanglaBook.org

হবে না এমন নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব না। একশো বছর ধরে আমরা এমন একটা ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থা আর মিথলজিকে সমর্থন যুগিয়ে এসেছি যা দিনে দিনে আরো সমাদৃত, সনাতন এবং অনড় হয়ে উঠছে। অথচ বিশেষ কিছু কারণে এটা আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।'

'কারণগুলো কী?' ম্যালো জানতে চাইলেন। 'থেমো না, আমি তোমার ধারণাটা শুনতে চাই।'

'ধরে নাও, একটা লোক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা লোক, ধর্মীয় শক্তিটাকে আমাদের পক্ষে ব্যবহার না করে বিপক্ষে ব্যবহার করছে।'

'তুমি বলতে চাও, সাট–'

'ঠিকই ধরেছ। সাটের কথাই বলতে চাইছি আমি। আমাদের অধীনে যেসব গ্রহ আছে সেগুলোর যাজকদের যদি সে অর্থোডক্সির নাম, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে কাজে লাগিয়ে, ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের কী অবস্থা হবে বলতে পার? নিজেকে ঐ সাধু লোকগুলোর মাথায় বসিয়ে সে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারে। আর সবশেষে এভাবে হয়ত সে রাজা-ই বনে যাবে। যুদ্ধটা সে তোমার বিরুদ্ধেও ঘোষণা করতে পারে, তার কারণ তুমি বিধর্মীদেরই প্রতিনিধি, অন্তত ওদের চোখে। হার্ডিন একটা কথা বলেছিলেন, অ্যাটম ব্লাস্টার অস্ত্র হিসেবে খুব ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাকে দু'দিকেই তাক করা যায়।'

সপাটে নিজের নগ্ন উরুতে চাপড় বসালেন ম্যালো। 'ঠিক আছে, জেল, সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে কাউন্সিলে ঢোকাবার ব্যবস্থা কর, আমি লড়ব ওর সঙ্গে।'

জেল খানিক ভেবে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তা বোধহয় পারবে না। আচ্ছা, ওই প্রিস্ট হত্যার ব্যাপারটা কী? মিথ্যা কথা নিশ্চয়ই?'

'না, সত্যি।' উদাসীনভাবে জবাব দিলেন ম্যালো।

শিস দিয়ে উঠলেন জেল। 'ওর কাছে অকাট্য কোনো প্রমাণ আছে?'

'থাকাই উচিত।' একটু ইতস্তত করে ম্যালো যোগ করলেন, 'গোড়া থেকেই সাটের লোক ছিল জেইম টুয়ার। অবশ্যি আমি যে এটা জানি তা আবার ওরা কেউ জানে না। আর এই জেইম টুয়ার লোকটা ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী।'

জেল মাথা নাড়লেন ডাইনে-বাঁয়ে : 'তাহলে মুশকিল।'

'মুশকিলের কী দেখলে তুমি এখানে? প্রিস্ট লোকটা তখন খোদ ফাউণ্ডেশনের আইন ভঙ্গ করে ঐ গ্রহে অবস্থান করছিল। সন্দেহ নেই, লোকটাকে কোরেলিয়ান সরকার একটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল, হয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নয় তার সম্মতিতেই। আমার তখন একটাই কাজ করার ছিল, আর সেকাজটা ছিল পুরোপুরি আইনসঙ্গত। আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে লোকটা একটা গর্ধবের মতো কাজ করবে।'

জেল আবারো মাথা নাড়লেন। 'না, ম্যালো, তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারনি। আমি আগেই বলেছি লোকটা নোংরামিতে ওস্তাদ। সে নিজে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনবে না। সে জানে, সে তা করতে পারবে না। কিন্তু সে তোমার ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট করার চেষ্টা করবে। লোকটা কী বলে গেল শুনলে না? প্রথা অনেক সময় আইনের ঊর্ধ্বে স্থান পেতে *পারে*। তুমি বেকসুর খালাপ পেয়ে যেতে পার ঠিকই, কিন্তু জনগণ যদি মনে করে তুমি একজন প্রিস্টকে হিংস্র কুকুরের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছ, তাহলেই তোমার জনপ্রিয়তার বারোটা বেজে গেল। তারা মেনে নেবে যে তুমি বেআইনি কিছু করনি বরং বিচক্ষণের মতই কাজ করেছ। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা এ-ও মনে করবে, তুমি একটা ভীতু কুকুর, অনুভূতিশূন্য পশু, নিষ্ঠুর দানব। ফলে নির্বাচনে জিতে কাউন্সিলে যাওয়া আর কোনোদিনই সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে। এমনকি মাস্টার ট্রেডার হিসেবে তোমার রেটিংও হারাতে পার তুমি: ভোটের মাধ্যমে তোমার সিটিজেনশিপ কেড়ে নিয়ে সে-কাজটা করা হবে। তুমি তো জানই, আর যাই হও, তুমি এ-দেশী নও। তো, এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে সাটের?'

গোঁয়ারের মতো ভুরু কোঁচকালেন ম্যালো। 'তো?'

'বুড়ো খোকা,' জেল বললেন, 'আমি তোমার পাশে আছি ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই *আমার*। তুমি যাকে বলে, তপ্ত কড়াই-এর মধ্যে আছ এখন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চৌদ্দ

মাস্টার ট্রেডার হোবার ম্যালোর বিচারের চতুর্থ দিন। কাউন্সিলের চেম্বারে আক্ষরিক অর্থেই তিল ধারণের ঠাঁই নেই। একজন মাত্র কাউন্সিল সদস্য অনুপস্থিত। দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী অবস্থায় এমুহূর্তে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে তাঁর ফেটে যাওয়া মাথার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছেন। গ্যালারিগুলো আইলওয়ে ছাপিয়ে একেবারে সিলিং পর্যন্ত ভর্তি। অর্থ, প্রতিপত্তি এবং স্রেফ অমানুষিক অধ্যাবসায়ের জোরে এই লোকগুলো ভেতরে ঢোকার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাইরের স্কোয়ারটাও লোকে লোকারণ্য, জায়গায় জায়গায় মৌমাছির মতো দল বেঁধে ঘিরে আছে তারা ওপেন-এয়ার ট্রাইমেনশনাল টেলিভিজরগুলো।

প্রচণ্ড সেই ভিড় ঠেলে, পুলিশ বিভাগের প্রায়-অসার, গলদঘর্ম কসরতের বদৌলতে, অ্যাংকর জেল কোনোরকমে চেম্বারে ঢুকলেন। কিন্তু এরপর হোবার ম্যালোর আসন পর্যন্ত পৌঁছুতেও কম কষ্ট হলো না তাঁকে।

পরম স্বস্তির সঙ্গে ঘুরে তাকালেন ম্যালো। 'যাক বাবা, এসে পড়েছ। পেয়েছ?'

'এই যে ধর, যা যা চেয়েছিলে, সব আছে এর মধ্যে।'

'গুড! বাইরে লোকজন কীভাবে নিচ্ছে ব্যাপারটাকে?'

'ওরা স্রেফ পাগল হয়ে গেছে,' অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে উঠলেন জেল। 'পাবলিক হিয়ারিং-এর ব্যাপারটা মেনে নেয়া উচিত হয়নি তোমার। ইচ্ছে করলে তুমি এটা বন্ধ করতে পারতে।'

'কিন্তু আমি চাই সবাই শুনুক।'

'খুনের ব্যাপারে কথা হচ্ছে খুব। তাছাড়া আউটার প্ল্যানেটগুলোয় পাবলিস ম্যানলিওর লোকজন—'

'এই কথাটাই জিগ্যেস করতে চাইছিলাম তোমাকে, জেল। আমার বিরুদ্ধে সমস্ত যাজককে খেপিয়ে তুলছে সে, তাই না?'

'তুলছে মানে? এমন চমৎকার সেটআপ তুমি আগে দেখনি। পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে সে আন্তঃনক্ষত্রীয় আইন অনুযায়ী মামলাটা পরিচালনা করছে। আর চার্চের হাই প্রিস্ট আর প্রাইমেট হিসেবে খেপিয়ে তুলছে ধর্মান্ধ জনতাকে—'

'যাক গে, বাদ দাও। গত মাসে হার্ডিনের একটা উক্তি শুনিয়েছিলে তুমি আমাকে, মনে আছে? আমরা ওদের দেখিয়ে দেব, অ্যাটম-ব্লাস্টার দু'দিকেই তাক করা যায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেয়র আসন গ্রহণ করছেন। কাউন্সিল মেম্বাররা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে।

ম্যালো ফিস ফিস করে বললেন, 'আজকে আমার পালা। বসে বসে মজা দেখ শুধু।'

দিনের কার্যক্রম শুরু হলো এবং তার মিনিট পনেরো পরে রুষ্টভাবে বিড়বিড় করতে করতে মেয়রের বেঞ্চের সামনে খালি জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেন হোবার ম্যালো।

আলাদা একটা আলোকরশ্মি এসে পড়ল তাঁর ওপর। শহরের পাবলিক 'ভিজরগুলোতে এবং ফাউণ্ডেশনের গ্রহগুলোয় প্রায় প্রতিটি বাড়ির অগুনতি প্রাইভেট 'ভিজরে দশাসই চেহারার এক লোকের অবজ্ঞাভরা মুখ ভেসে উঠল।

শান্ত, সাবলীল কণ্ঠে শুরু করলেন তিনি: 'সময় বাঁচাবার জন্যে আমি প্রথমেই এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছি। সেই প্রিস্ট আর উন্মত্ত জনতার গল্পটি পুরোপুরি সত্য।'

একটা আলোড়ন উঠল চেম্বারে। গ্যালারি থেকে ভেসে এল জনরোষের গর্জন। আবার নীরবতা নেমে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ম্যালো। 'তবে যে-কাহিনীটি আপনারা শুনেছেন সেটা অসম্পূর্ণ। আমি আমার মতো করে গল্পটি শেষ করার সুযোগ দানের আবেদন জানাচ্ছি। আমার গল্পটি প্রথমে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে পুরোটা শোনার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদের।'

ম্যালো তাঁর সামনে ধরা কাগজপত্রের দিকে না তাকিয়ে বলে চললেন:

'জোরেন সাট আর জেইম টুয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দিন থেকেই শুরু করছি আমি। দু'জনের সঙ্গে সেদিন আমার কী কথা হয়েছে তা আপনারা জানেন। সেব্যাপারে আমি নতুন কিছু যোগ করতে চাই না। তবে সেদিন আমার মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা বলতে চাই।

'আমার মনে কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তার কারণ, সেদিনের ঘটনাগুলো ছিল বেশ অদ্ভুত। ভেবে দেখুন, আমার সঙ্গে তেমন কোনো ঘনিষ্ঠতা বা পরিচয় নেই এমন দু'জন লোক আমাকে দুটো অস্বাভাবিক আর কিছুটা অবিশ্বাস্য প্রস্তাব দিলেন।

'অত্যন্ত গোপনীয় একটা ব্যাপারে সরকারের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে বললেন আমাকে প্রথম জন, অর্থাৎ মেয়রের সেক্রেটারি। এই গোপনীয় ব্যাপারটির প্রকৃতি আর গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আপনাদের অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়জন– একটি রাজনৈতিক দলের স্বঘোষিত নেতা– আমাকে বললেন আমি যেন কাউন্সিলে একটা আসন বাগাবার চেষ্টা করি।

'স্বাভাবিকভাবেই, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কৌতূহল জাগল আমার। সাটের উদ্দেশ্যটা মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা গেল। আমাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। খুব সম্ভব তিনি ভাবতেন, আমি শত্রুপক্ষের কাছে অ্যাটমিক পাওয়ার বিক্রি করছি আর সেই সঙ্গে একটা অভ্যুত্থানের পাঁয়তারা করছি। সুতরাং ঐ মিশনে স্পাই

www.BanglaBook.org

হিসেবে তাঁর নিজের একজন লোক মোতায়েন করা দরকার তাঁর, আমাকে চোখে চোখে রাখার জন্যে। অবশ্যি এব্যাপারটা জেইম টুয়ার সিনে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আমার মাথায় আসেনি।

'আবার দেখুন, টুয়ার বললেন তিনি একজন ট্রেডার, তবে এখন রাজনীতি করছেন। অথচ এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমার ব্যাপক জানাশোনা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ট্রেডিং ক্যারিয়ার সম্পর্কে কিছুই কানে আসেনি আমার। আরো একটা মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, টুয়ার আমাকে গর্ব করে জানালেন, তাঁর "লে এজুকেশন" আছে, অথচ দেখা গেল *তিনি সেলডন ক্রাইসিসের নামই শোনেননি কখনো।*'

কথাটার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্যে সবাইকে একটু সময় দিলেন ম্যালো। চমৎকার একটা নীরবতা উপহার পেলেন তিনি। সবাই যেন শ্বাস বন্ধ করে আছে। বলাবাহুল্য, ম্যালোর বক্তব্যের এই অংশগুলো কেবল টার্মিনাসবাসীদের জন্যে। আউটার প্লানেটের লোকজন ঠিক ততটাই শুনতে পাবে যতটুকু তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর যাই হোক, সেলডন ক্রাইসিসের কথা তারা কিছুই শুনবে না। তবে সেই সেন্সর করা অংশেও এমন কিছু ব্যাপার থাকবে যা তাদের ভাবাবে।

ম্যালো শুরু করলেন আবার:

'এখানে উপস্থিত সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, লে এজুকেশনপ্রাপ্ত কোনো লোক সেলডন ক্রাইসিস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতেই পারে না। অন্যদিকে, সেলডন পরিকল্পিত ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই নীরব এরকম শিক্ষা ব্যবস্থা ফাউণ্ডেশন মাত্র একটাই আছে, আর সেই শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁকে আধা-পৌরাণিক একজন জাদুকর বলে মনে করে।

'সুতরাং আমি তখনই বুঝে নিলাম, জেইম টুয়ার কস্মিনকালেও ট্রেডার ছিলেন না। বুঝলাম, তিনি আসলে "হোলি অর্ডার"-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিংবা হয়ত দস্তুরমত পাদ্রীই ছিলেন। আর যে তিন বছর তিনি পাদ্রীদের রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ছিলেন বলে দাবি করছেন, সে তিন বছর আসলে *জোরেন সাটের চর হিসেবে কাজ করেছেন তিনি*।

'তো, এই সময় আমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম একটা। সাট আমাকে নিয়ে কী করতে চান আমি জানতাম না। কিন্তু তিনি যেহেতু আমার ওপর নানান চাল খাটাচ্ছিলেন, আমিও বাধ্য হয়ে ছোট্ট একটা চাল চেলে দিলাম। আমি ভাবলাম, আন-অফিসিয়াল গার্ডিয়ান হিসেবে আমার সঙ্গে নিতে হবে টুয়ারকে। আমি জানতাম, চালটা ব্যর্থ হলেও, অর্থাৎ টুয়ার আমার সঙ্গে না গেলেও, আমার পেছনে অন্য কোনো ফেউ ঠিকই লাগবে। সেই ফেউটাকে সময়মত চিনতে পারাটা সমস্যা হতে পারত আমার জন্যে। সে তুলনায় চেনা শত্রু অনেক নিরাপদ। আমি টুয়ারকে আমার সঙ্গে যাবার আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি রাজি হলেন।

'কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, এতে কিন্তু দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হলো। এক, জেইম টুয়ার আমার বন্ধু নন। অথচ এই মামলা আপনাদের এই ধারণাই দিতো যে, বন্ধু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হওয়া সত্ত্বেও বিবেকের তাড়নায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছেন। তিনি আসলে একজন স্পাই, টাকা খেয়ে সেই মতো কাজ করছেন। দুই, যাকে খুন করার দায়ে আমার বিচার হচ্ছে সেই প্রিস্ট লোকটা আমার কাছে আশ্রয় চাওয়ার পরেও কেন আমি তাকে ঐ বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে তুলে দিয়েছিলাম তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এতে।'

কাউন্সিলের চেম্বার জুড়ে ফিস ফিস, কানাকানি শুরু হয়ে গেল। নাটুকে ভঙ্গিতে গলা খাকারী দিয়ে আবার বলতে লাগলেন ম্যালো ঃ

'আমাদের শিপে একজন রিফিউজি মিশনারি এসে উঠেছে, এই খবরটা প্রথম শুনে আমার মনের ভেতর যে-অনুভূতি হয়েছিল সেকথা বলতে ঘৃণা হচ্ছে আমার। এমনকি সেকথা মনে করতেও ঘৃণা হয় আমার। আসলে চরম অনিশ্চিত এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তখন। সে-মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, কাজটা সাটের। আমার সমস্ত হিসেব-নিকেশের বাইরে ছিল এঘটনাটা। একেবারে অথৈ সাগরে পড়ে গিয়েছিলাম আমি।

'আমার তখন একটাই কাজ করার ছিল। অফিসারদের ডাকতে পাঠাবার ছলে পাঁচ মিনিটের জন্যে টুয়ারকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিলাম আমি। তারপর তাঁর অনুপস্থিতিতে একট ভিজুয়াল রেকর্ডার চালু করে দিলাম। যাতে করে, যা-ই ঘটুক না কেন ভবিষ্যতে সেটা যেন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। একটা আশাতেই– আন্তরিক এবং উন্মত্ত একটা আশা নিয়েই কাজটা করেছিলাম আমি– আর তা হল, সে-মুহূর্তে আমার কাছে যা ঘোলাটে মনে হচ্ছিল, রিভিউ করার পর তা হয়ত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'সেই ভিজুয়াল রেকর্ডটা কম করে হলেও অন্তত পঞ্চাশবার দেখেছি আমি এ পর্যন্ত। এ মুহূর্তে সেটা আমার সঙ্গেই আছে। আর কাজটা আমি আপনাদের সামনে একান্নতমবার করতে চাই।'

মুহূর্তের মধ্যে চেম্বারের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। শোরগোল পড়ে গেল গ্যালারিতে। একঘেয়ে শব্দে মেয়রের হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। টার্মিনাসের পঞ্চাশ লাখ বাড়ির উত্তেজিত দর্শকরা তাদের রিসিভিং সেটের আরো কাছে গিয়ে বসল। ওদিকে প্রসিকিউটরের বেঞ্চে জোরেন সাট গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে হাই প্রিস্টের দিকে তাকালেন। নার্ভাস দেখাচ্ছে হাই প্রিস্টকে। জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে ম্যালোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

চেম্বারের মাঝখানটা পরিষ্কার করা হলো। কমে এল আলো। বাঁ দিকের বেঞ্চ থেকে অ্যাংকর জেল প্রয়োজনীয় অ্যাডজাস্টমেন্ট করলেন। ছোট্ট একটা ক্লিক শব্দ। তারপরই ভেসে উঠল একটি দৃশ্য– রঙিন, ত্রিমাত্রিক, একেবারে জীবন্ত, যদিও জীবন্ত নয়।

সার্জেন্ট এবং লেফটেন্যান্টের মাঝখানে বিধ্বস্ত, হতবিহ্বল মিশনারিকে দেখা গেল। একটু দূরেই দেখা গেল ম্যালোকে। তারপর সার বেঁধে অফিসাররা ঘরের ভেতর ঢুকল। টুয়ার এক প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন।

www.BanglaBook.org

পরিষ্কারভাবে শোনা গেল কথোপকথনের প্রতিটি শব্দ– সার্জেন্টকে শাসানো হলো, জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো মিশনারিকে। জনতার আবির্ভাব ঘটল। তাদের সম্মিলিত গর্জন শোনা গেল। এবং রেভার্ড জর্ড পার্মা তার আকুল আবেদন পেশ করল। ম্যালো তাঁর গান বের করলেন, টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় মিশনারি লোকটা পাগলের মতো হাত উঁচিয়ে অভিশাপ বর্ষণ করে গেল, ছোট্ট একটা আলোর শিখা জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

পরিস্থিতির ভয়াবহতায় থ' মেরে যাওয়া অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছে, টুয়ার কাঁপা হাতে দু'কান চেপে ধরেছেন, ম্যালো শান্তভাবে তাঁর গান সরিয়ে রাখছেন– এই অবস্থায় শেষ হয়ে গেল দৃশ্যটা।

আবার আলো জ্বলে উঠেছে। মেঝের মাঝখানের অংশটা দেখে বোঝার উপায় নেই একটু আগে এখানে কী ঘটে গেছে। ম্যালো, বাস্তবের ম্যালো, আবার কথকের ভূমিকা নিলেন:

'যেদৃশ্যটা আপনারা দেখলেন, বাহ্যিকভাবে ঠিক এভাবেই ঘটনাটাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এই মামলায়। একটু পরই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি। কিন্তু তার আগে বলে নেই, জেইম টুয়ার এই ঘটনায় যেভাবে রিঅ্যাক্ট করেছেন তাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় তিনি যাজকীয় শিক্ষায় শিক্ষিত।

'ঘটনাটার কয়েকটা অসঙ্গতির দিকে সেদিনই টুয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম আমি। প্রায় জনশূন্য একটা এলাকায় ছিলাম আমরা তখন। সেখানে মিশনারি লোকটা হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো সেকথা জানতে চাইলাম আমি তাঁর কাছে। একথাও জিগ্যেস করলাম, সবচেয়ে কাছের শহরটা কয়েক শো মাইল দূরে, কিন্তু তারপরেও এত লোক হুট করে কোত্থেকে হাজির হলো? এই মামলায় এসব সমস্যার দিকে কোনো নজর দেয়া হয়নি।

'কিংবা অন্যগুলোর দিকেও না, জর্ড পার্মা যেভাবে "আমায় দেখ" বলে গায়ে পড়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটার কথাই বিবেচনা করুন। কোরেল আর ফাউণ্ডেশনের আইন অগ্রাহ্য করে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, একজন মিশনারি ঝকঝকে নতুন পুরোদস্তুর যাজকীয় পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে– ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে মনে হয় না? সে-মুহূর্তে আমি যে ব্যাখ্যাটি দাঁড় করিয়েছিলাম তা হলো, খুব সম্ভব কমোডর মিশনারি লোকটাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একটা টোপ হিসেবে পাঠিয়েছে, যাতে করে আমরা আগ্রাসনমূলক একটা বেআইনি কাজ করতে বাধ্য হই। তাতে করে আমাদের সবাইকে শিপশুদ্ধ উড়িয়ে দেবার কোনো আইনগত বাধা থাকবে না।

'সেদিক থেকে যে আমার কাজটি ঠিকই ছিল, বাদিপক্ষ তা আগেই বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা জানতেন, আর আশাও করেছিলেন যে, আমি কেবল একটি যুক্তিই দেখাতে পারব আমার কাজের পক্ষে; আর সেটা হচ্ছে আমার শিপ, আমার ক্রু, এমনকি আমার মিশন পর্যন্ত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল তখন। আর মাত্র একটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকের জন্যে এতকিছু বিসর্জন দেয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে যখন আমাদের সাহায্য পাক বা না পাক, লোকটাকে মরতেই হতো। কিন্তু তাঁরা ইনিয়ে বিনিয়ে বারবার শুধু একটা কথাই জিকির করছেন, এতে নাকি ফাউণ্ডেশনের "সম্মান" নষ্ট হয়েছে, আমাদের "মর্যাদার" পতাকা ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়েছে আর আমাদের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে।

"অথচ কিছু রহস্যময় কারণে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জর্ড পার্মাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। পার্মা সংক্রান্ত কোনো তথ্যই তাঁরা হাজির করেননি– তার জন্ম, শিক্ষা বা অতীত ইতিহাস– কোনো কিছুই না। কেন করেননি তা যদি জানা যায় তাহলে একটু আগে যে অসঙ্গতিগুলোর দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, সেগুলোর একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে। দুটো ব্যাপার একই সূত্রে গাঁথা।

জর্ড পার্মা সংক্রান্ত কোনো তথ্য বাদীপক্ষ হাজির করেননি তার কারণ তাঁরা তা করতে অপারগ। ভিজুয়াল রেকর্ডে আপনারা যে দৃশ্য দেখবেন সেটা কি মেকি বলে মনে হয়নি আপনাদের? সত্যি-ই দৃশ্যটা মেকি। তার কারণ, স্বয়ং জর্ড পার্মাই মেকি। জর্ড পার্মা বলে কেউ কখনো *ছিল না। যে ইস্যুর কোনো অস্তিত্বই নেই তার ওপরে দাঁড় করানো, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রহসন হচ্ছে এই মামলাটা।*'

গুঞ্জন এবং কোলাহল প্রশমিত হবার জন্য আবারও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো ম্যালোকে। তারপর ধীর কণ্ঠে তিনি বললেন:

'আমি এখন আপনাদের ভিজুয়াল রেকর্ডের একটা স্টিল আর সেটার এনলার্জমেন্ট দেখাচ্ছি। এটা দেখলেই সবকিছু পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাদের কাছে। লাইটস এগেইন জেল।'

আলো কমে এল চেম্বারে। স্থির কিছু প্রতিমূর্তির ভৌতিক বিভ্রম সৃষ্টি হলো শূন্যে। *ফার স্টারের* অফিসাররা উদ্ভট ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। ডান হাতে একটি গান তাক করে আছেন ম্যালো। তাঁর বাঁ দিকে রেভার্ড পার্মাকে দেখা গেল চিৎকারের মাঝপথে ধরা পড়ে গেছে, তার হাত থাবার মতো করে ওপরে তোলা, আস্তিনটা নিচে নেমে আসার মুহূর্তে মাঝ পথে থেমে গেছে। গভীর যে ক্ষীণ আলোকরশ্মি জ্বলে উঠেই নিভে গিয়েছিল সেটাই এবার দেখা গেল মিশনারির ঐ হাত থেকে স্থির হয়ে জ্বলছে।

'পার্মার হাতের ঐ আলোর ওপর নজর রাখুন সবাই ভাল করে,' অন্ধকারে ম্যালোর কণ্ঠ ভেসে এল। 'দৃশ্যটা বড় কর, জেল।'

চোখের নিমেষে বড় হয়ে গেল দৃশ্যটা। অসামান্য অংশ বাদ পড়ে গিয়ে মিশনারি লোকটা চলে এসেছে মধ্যেখানে। দানবের মতো লাগছে তাকে এখন। এরপর শুধু মাথা, আর একটা বাহু। তারপর শুধু হাতটাই রইল সমস্তটা জুড়ে।

আলোটা হয়ে গেছে তিনটে জ্বলজ্বলে অক্ষরের একটা সেট– কে এস পি।

'জেন্টেলমেন, ওটা একটা উল্কি।' গমগম করে উঠল ম্যালোর গলা গোটা চেম্বার জুড়ে। 'সাধারণ আলোতে চোখে পড়ে না। কিন্তু আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে

www.BanglaBook.org

একেবারে দেয়ালভাস্কর্যের মতো নজরে পড়ে। 'ভিজুয়াল রেকর্ডটা গ্রহণ করার সময় এই অতিবেগুনী রশ্মিতে ঘর ভরে দিয়েছিলাম আমি।

'গোপন পরিচয়চিহ্ন এঁকে রাখার জন্যে এধরনের উল্কির ব্যবহার বেশ সেকেলে ঠিকই, কিন্তু কোরেলে তাতে কাজ চলে যায়, অসুবিধে হয় না। কারণ সেখানে যত্রতত্র এই ইউভি লাইট পাওয়া যায় না। এমনকি আমাদের শিপেও অনেকটা আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার হয়েছে ঐ উল্কির অস্তিত্ব।

'অনেকেই হয়ত ইতিমধ্যে অনুমান করতে পেরেছেন, কে এস পি-তে কী হয়। জর্ড পার্মা যাজকীয় কথাবার্তা বেশ ভালই রপ্ত করেছিল, আর সে তার কাজ সুচারুভাবেই শেষ করেছিল। কোত্থেকে কীভাবে সে এতকিছু শিখল বলতে পারব না, তবে কে এস পি হচ্ছে কোরেলিয়ান সিক্রেট পুলিশ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।'

যেন বোমা ফাটল কাউন্সিল চেম্বারে। তুমুল হৈ-হট্টগোল আর হুলস্থুল ছাপিয়ে কথা বলার জন্যে রীতিমত গর্জন করতে হলো ম্যালোকে। 'ডকুমেন্টের মতো করে কোরেল থেকে এব্যাপারে উপযুক্ত প্রমাণাদি নিয়ে এসেছি আমি। দরকার হলে আমি সেগুলো কাউন্সিলের কাছে জমা দিতে পারি।

'এখন কোথায় গিয়ে ঠেকল বাদীপক্ষের ঐসব অভিযোগ? তাঁরা বার বারই এই অসম্ভব কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ফাউণ্ডেশনের "সম্মানের" খাতিরে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, মিশনারি লোকটার পক্ষ নেয়া উচিত ছিল আমার। উচিত ছিল আমার শিপ, আমার মিশন আর নিজেকে বিসর্জন দেয়া।

'*কিন্তু একটা প্রতারকের জন্যে এতবড় কাজ করতে হবে?*

'ছদ্মবেশী একজন কোরেলিয়ান সিক্রেট এজেন্টের জন্যে সেকাজ করা কি উচিত ছিল আমার? জোরেন সাট আর পাবলিস ম্যানলিও আমাকে এ রকম একটা জঘন্য, নোংরা ফাঁদে ফেলতে পারলে–'

জনতার সোল্লাস চিৎকারে ম্যালোর ভাঙা গলা চাপা পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তারা তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে মেয়রের বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ম্যালো দেখলেন, পাগলপারা জনস্রোত স্কোয়ারের হাজার হাজার জনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অ্যাংকর জেল-এর খোঁজে চারদিকে তাকালেন ম্যালো। কিন্তু সেই উন্মত্ত জনতার ভিড়ে একটি বিশেষ মুখ শনাক্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধীরে ধীরে তিনি থেকে থেকে ওঠা একটা সম্মিলিত, ছন্দোবদ্ধ চিৎকার সম্পর্কে সচেতন হলেন, ছোট্ট করে শুরু হয়ে উন্মত্তের মতো স্পন্দিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ছে চিৎকারটা।

'ম্যালো, জিন্দাবাদ– ম্যালো, জিন্দাবাদ– ম্যালো, জিন্দাবাদ–'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পনের

চোখ পিটপিট করে ম্যালোর বিধ্বস্ত মুখের দিকে তাকালেন অ্যাংকর জেল। নির্ঘুম উন্মাদনার মধ্যে গত দুটো দিন কেটেছে তাঁদের।

'ম্যালো, খেল তুমি ভালই দেখালে। কিন্তু তাই বলে বামন হয়ে চাঁদ ধরার জন্যে লাফিয়ে সব কিছু নষ্ট কোরো না। মেয়র হবার কথা নিশ্চয়ই সিরিয়াসলি ভাবছ না তুমি? জনতার উচ্ছ্বাস একটা শক্তিশালী জিনিস বটে, কিন্তু সেটা ভালুক-জ্বরের মতোই ক্ষণস্থায়ী।'

'ঠিক!' গম্ভীর চালে সায় দিলেন ম্যালো। 'আর সেজন্যেই এটাকে গলার মাদুলি করে রাখতে হবে আমাদের। আর সেটা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে খেলাটা চালিয়ে যাওয়া।'

'তাহলে এবার কোন চালটা চালছ?'

'পাবলিক ম্যানলিয়ো আর জোরেন সাটকে গ্রেফতার করাবার ব্যবস্থা কর–

'কী!'

'যা শুনেছ, ঠিকই শুনেছ। মেয়রকে দিয়েই কাজটা করাও। যেকোনো হুমকি দিয়ে কাজটা করতে পার তুমি, আমার আপত্তি নেই। জনতা আপাতত আমার হাতের মুঠোয়। মেয়রের সাহস হবে না তাদের মুখোমুখি হওয়ার।'

'কিন্তু বাপু, গ্রেফতার করা হবে কোন অজুহাতে?'

'কেন? সেটা তো দিব্যি নাকের ডগাতেই রয়েছে। ফাউণ্ডেশনের দলীয় কোন্দলে অংশগ্রহণ করার জন্যে তারা আউটার প্ল্যানেটগুলোর যাজকদের ইন্ধন যোগাচ্ছিল। সেলডনের দিব্যি, এধরনের কাজ বেআইনি। স্টেটের নিরাপত্তা নষ্ট করছিল ওরা– এই অভিযোগও আনতে পার তুমি দু'জনের বিরুদ্ধে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার সময় সেটা টিকবে কি না তা নিয়ে যেমন ওরা মাথা ঘামায়নি, আমিও তেমনি সেব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি মেয়র না হওয়া পর্যন্ত মূলধারা থেকে সরিয়ে রাখ শুধু ওদের দু'জনকে।'

'নির্বাচনের তো এখনো ছ'মাস বাকি।'

'সেটা এমন কিছু সময় নয়,' ম্যালো উঠে দাঁড়ালেন। শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন জেলের দু' বাহু।

'শোন, দরকার হলে আমি গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করব, একশো বছর আগে স্যালভর হার্ডিন যেমন করেছিলেন। সেই সেলডন ক্রাইসিস আবার এগিয়ে

www.BanglaBook.org

আসছে, আর সেটা যখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়াবে, আমাকে তখন মেয়র *আর* হাই প্রিস্ট– এই দুটো পদেই থাকতে হবে।'

জেলের ভ্রূ কুঁচকে গেল। শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তা, ক্রাইসিসের কারণটা কী? কোরেল, তাই না?'

ম্যালো মাথা ঝাঁকালেন, 'আলবৎ। শেষ পর্যন্ত ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করবে। যদিও আমি নিশ্চিত, সেজন্য অন্তত আরো দু'বছর সময় নেবে ওরা।'

'ওরা কি অ্যাটমিক শিপ ব্যবহার করবে?'

'তোমার কী মনে হয়? ওদের স্পেস সেক্টরে আমরা যে তিনটে মার্চেন্ট শিপ হারিয়েছি সেগুলো নিশ্চয়ই কম্প্রেসড এয়ার পিস্তল দিয়ে ভূপাতিত করা হয়নি? জেল, ওরা খোদ এম্পায়ারের কাছ থেকে শিপ পাচ্ছে। বোকার মতো অমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকার কী হলো? ঠিকই শুনেছ তুমি শব্দটা, এম্পায়ার এখনো ইন্তেকাল ফরমায়নি এম্পায়ার, বুঝেছ। এখানে, এই পেরিফেরিতে হয়ত তার কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু গ্যালাকটিক সেন্টারে সেটা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। একটা চাল এদিক সেদিক হলেই একেবারে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে সেটা। সেজন্যই আমার মেয়র আর হাই প্রিস্ট হওয়াটা এত জরুরি। কেবল আমিই জানি, কীভাবে ক্রাইসিসটা ঠেকাতে হবে।'

একটা ঢোক গিললেন জেল। 'কীভাবে? কী করতে চাইছ তুমি?'

রহস্যময় একটা হাসি খেলে গেল ম্যালোর মুখে। 'কিছুই না।'

কিন্তু ম্যালোর গলায় কোনো সংশয়, কোনো দ্বিধার চিহ্ন নেই। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'ফাউণ্ডেশনের সর্বেসর্বা হয়ে বসার পর আমি কিছুই করব না। নির্জলা কিছুই না। আর এটাই এই ক্রাইসিসের গোপন কথা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ষোল

পাতলা ভুরু ধূর্তের মতো একটু নামিয়ে স্ত্রীর আগমনকে স্বাগত জানালেন কোরেলিয়ান রিপাবলিকের কমোডর সুপ্রিয় অ্যাসপার আর্গো। তবে তাঁর স্ত্রীর কাছে যে উপাধিটির কানাকড়িও মূল্য নেই, তা তিনি ভাল করেই জানেন।

কমোডরা তার চুলের মত মসৃণ এবং চোখের মত শীতল গলায় বলে উঠলেন, 'যদ্দুর বুঝতে পারছি, সদাশয় পতিদেবতা আমার শেষ পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের ঐ ভুঁইফোড়গুলোর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।'

'বটে!' তিক্ত কণ্ঠ কমোডরের। 'তা, তোমার বহুমুখী বোধশক্তিতে আর কী ধরা পড়ল?'

'অনেক কিছু, মহাত্মা পতিদেবতা। আপনি আপনার কাউন্সিলারদের সঙ্গে আবারো একটা আলোচনায় মিলিত হয়েছেন। আর সে-আলোচনার ফল হয়েছে অষ্টরম্ভা। বলিহারি উপদেষ্টা আপনার!' তীব্র শ্লেষ ঝরে পড়ল ভদ্রমহিলার কণ্ঠ থেকে।

'তা এই অসাধারণ উৎসটি কে যার বদৌলতে তোমার বোধশক্তি এত কিছু বুঝে ফেলল?' শান্ত কণ্ঠে কমোডর জিগ্যেস করলেন।'

হেসে উঠলেন কমোডরা। 'সেকথা তোমাকে বলে দিলে আমার উৎস আর উৎস থাকবে না। পরদিনই লাশ হয়ে যাবে।'

'তা বেশ। বরাবর নিজের খেয়ালেই চলেছ, এখনো তাই চলবে, ঐ আর এমন কথা কী!' শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়ালেন কমোডর। 'তবে তোমার বাবা যেরকম চটে আছেন তাতে আমার আশঙ্কা হচ্ছে তিনি বরাবরের মতো এবারো কৃপণের মতোই আচরণ করবেন। অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি, আরো শিপ পাঠাতে অস্বীকার করবেন তিনি।

'আরো শিপ!' দপ্ করে জ্বলে উঠলেন কমোডরা। 'পাঁচটা শিপ আছে তোমার, কী *নেই?* না বোলো না, কারণ আমি ভাল করেই *জানি* যে, পাচটা শিপ আছে তোমার। এবং আরেকটা শিপের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছ।'

'গত এক বছর ধরেই সেই মুলো আমার নাকের ডগায় ঝুলে আছে।'

'কিন্তু একটা, স্রেফ একটা শিপই তো ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে ফাউণ্ডেশনকে। হ্যাঁ, স্রেফ একটা। ওদের ঐ পিচ্চি সাইজের ডিঙিগুলোকে মহাকাশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার জন্য ঐ একটা শিপই তো যথেষ্ট!'

www.BanglaBook.org

'একটা কেন, এক ডজন শিপ নিয়েও ওদের অ্যাটাক করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'ওদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে, ঐ খেলনা-পাতি আর ফালতু জিনিসগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে ওরা কদ্দিন টিকে থাকবে?'

'কিন্তু ঐ খেলনা-পাতি আর ফালতু জিনিস মানেই তো টাকা!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কমোডর। 'কাড়ি কাড়ি টাকা।'

'কিন্তু ফাউণ্ডেশনই যদি তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসে তাহলে ওগুলোর সবই কি তোমার হবে না? তাছাড়া আমার বাবার সমীহ আর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারলে তুমি এমন জিনিস পাবে যা ফাউণ্ডেশন তোমাকে জিন্দেগীতেও দিতে পারবে না। তিন বছরের বেশি হয়ে গেল সেই বর্বর লোকটা এসে ঐ ভেলকি দেখিয়ে গেছে। তিন বছর নেহাত কম সময় নয়।'

'মাই ডিয়ার!' কমোডরার দিকে ঘুরের দাঁড়ালেন অ্যাসপার আর্গো। 'বয়স বাড়ছে আমার। আমি ক্লান্ত। তোমার মুখ ঝামটা সহ্য করার মতো শক্তি আর নেই আমার। একটু আগেই বললে, আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি সেটা তুমি জানো। ঠিকই ধরেছ, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। কোরেল আর ফাউণ্ডেশনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

'যাক,' শরীর টানটান করে বলে উঠলেন কমোডরা। ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর চোখের তারা। 'শেষ পর্যন্ত শিক্ষা হলো তোমার। যদিও একেবারে শেষ বয়সে এসে। তো, তুমি এই অজপাড়াগাঁর সর্বেসর্বা হলে এম্পায়ারে নিশ্চয়ই প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে তোমার। তখন কিন্তু আমরা এই বর্বর জায়গা ছেড়ে ভাইসরয়ের প্রাসাদে উঠব ওঠাই উচিত।'

মুচকি একটা হাসি হেসে, পেছনে একটা হাত ফেলে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। আলোতে ঝলমলিয়ে উঠল তাঁর চুল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন কমোডর। তারপর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'যাকে তুমি অজপাড়াগাঁ বললে সেটার ক্ষমতা আমার হাতে এলে তোমার বাবার ভ্রূকুটি আর তার কন্যার ক্ষুরধার জিভের তোয়াক্কা না করেই অনেক কিছু করার মতো সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে যাব আমি। হ্যাঁ, তোমাদের তোয়াক্কা না করেই!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সতের

চোখভরা নির্জলা আতঙ্ক নিয়ে ভিসিপ্লেটটার দিকে তাকিয়ে রইলেন *ডার্ক নেবুলা*-র সিনিয়র লেফটেন্যান্ট।

'গ্রেট গ্যালপিং গ্যালাক্সি!' আর্তনাদ করে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু তার বদলে ফিস ফিস করে বলে উঠলেন তিনি, 'ওটা কী?'

একটা শিপ। তবে *ডার্ক নেবুলা* যদি একটা মিঠে পানির মাছ হয়, ওটা একটা তিমি। এবং সেটার এক পাশে এম্পায়ার-এর মহাকাশযান ও সূর্যের নকশা আঁকা। শিপের প্রতিটি অ্যালার্ম পাগলের মতো বাজতে শুরু করল।

একটা ছুটোছুটি পড়ে গেল শিপে। *ডার্ক নেবুলা* সিদ্ধান্ত নিল, সম্ভব হলে লেজ গুটোবে, আর যদি নেহাত বাধ্য হয়ে লড়তেই হয়, তাহলে লড়বে। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়া হলো। এদিকে আল্ট্রাওয়েভ রুম থেকে একটা মেসেজ হাইপারস্পেস ভেদ করে ছুটে চলল ফাউণ্ডেশনের উদ্দেশে।

অবিরাম গতিতে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল *ডার্ক নেবুলা!* অংশত সাহায্যের আবেদন হলেও ওটা আসলে বিপদ সংকেতই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঠার

পায়ের ওপর পা চাপিয়ে রিপোর্টের পাতা ওল্টাচ্ছেন হোবার ম্যালো। কিছুক্ষণ পর ক্লান্তভাবে পা বদল করলেন। দু' বছরের মেয়রত্ব তাঁকে আগের চেয়ে একটু বেশি ঘরকুনো, নরম এবং ধৈর্যশীল করে তুলেছে ঠিকই, কিন্তু সরকারি রিপোর্ট এবং সেগুলোর গতানুগতিক একঘেয়ে ভাষা পছন্দ করতে শেখায়নি এখনো।

'ক'টা শিপ ঘায়েল করেছে ওরা?' জেল শুধোলেন।

'ট্র্যাপড় করে চারটে মাটিতে নামিয়েছে, দুটোর কোনো খোজ পাওয়া যায়নি। বাকিগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। নিরাপদেই আছে।'

ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করলেন ম্যালো নাক দিয়ে। 'আরো ভাল করা উচিত ছিল আমাদের, অবশ্যি এটা নেহাত একটা আঁচড় ছাড়া কিছু নয়।'

জেল কোনো উত্তর দিলেন না। মুখ তুলে তাকালেন ম্যালো। 'চিন্তিত মনে হচ্ছে তোমাকে?'

'ভাবছি সাট কখন আসবে।'

'ও হ্যাঁ, এবার ওর কাছ থেকে আরেকটা লেকচার শোনা যাবে হোম ফ্রন্টের ওপর।'

'না, যাবে না,' ঝাপটা মারলেন জেল। 'আর তুমি কিন্তু একগুঁয়েমি করছ ম্যালো। বাইরের পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামালেও, আমাদের ঘরের মধ্যে, এই টার্মিনাসে কী হচ্ছে না হচ্ছে তুমি কখনো তার কোনো খবর নাওনি।'

'দেখ, সেটা তো তোমার কাজ, তাই না? নইলে আর কী জন্যে এডুকেশন অ্যাণ্ড প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী বানিয়েছি তোমাকে?'

'আর কেন, যাতে অকালে, অসহায়ের মতো কবরে যেতে পারি। যা একেকটা কাজ চাপাও তুমি আমার ওপর! সাট আর তার অনুসারী ধর্মবাদীরা যে ধীরে ধীরে একটা বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেকথা বলতে বলতে তো মুখে ফেনা তুলে ফেললাম আমি গত এক বছর। একটা বিশেষ নির্বাচন দিতে বাধ্য করে সে যদি তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে তোমার ঐ সব প্ল্যানে কোনো ফায়দা হবে?'

'স্বীকার করছি, কোনো ফায়দা হবে না।'

'কাল রাতে তুমি যে বক্তৃতা দিলে তাতে তো ইলেকশনটা একরকম সাটের হাতে তুলে দেয়াই হলো; এত খোলামেলা হওয়ার কি আদৌ কোনো দরকার ছিল?'

www.BanglaBook.org

'তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে আসলে সাটের অস্ত্র সাটের ওপরই প্রয়োগ করা হলো?'

'না,' জের জোর গলায় বলে উঠলেন। 'অন্তত তুমি যেভাবে কাজটা করলে তাতে সেটা মনে হয়নি। তাছাড়া তুমি দাবি কর, সবকিছু আগে থেকেই বুঝতে বা দেখতে পার তুমি; কিন্তু কখনো এটা ব্যাখ্যা করনি কেন গত তিন বছর ধরে তুমি এমনভাবে কোরেলের সঙ্গে ব্যবসা করেছো যাতে লাভের গুড় বেশির ভাগই ওদের হাতে চলে যায়। এদিকে তোমার সমর-নীতি হচ্ছে যুদ্ধ না করে চুপচাপ বসে থাকা। কোরেলের অদূরে স্পেস সেক্টরগুলোর হাতে সব বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে বসে আছ তুমি। প্রকাশ্যভাবে একটা অচলাবস্থার ঘোষণা দিয়েছ তুমি। বর্তমানের কথা ছেড়েই দিলাম, ভবিষ্যতেও যে কখনো কোনো আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করবে তেমন কথাও বলছ না। গ্যালাক্সি, ম্যালো, এই জগাখিঁচুড়ি অবস্থায় আমি কী করব বলতে পার?'

'ব্যাপারটাতে কোনো গ্ল্যামার নেই তাই না, জেল?'

'জনতার আবেগ অনুভূতিতে নাড়া দেবার মতো কিছুই নেই তোমার কাজ-কর্মে।'

'ওই একই কথা হলো।'

'ম্যালো, চোখ মেলে তাকাও একটু। দুটো বিকল্প আছে তোমার হাতে। হয় তোমার ব্যক্তিগত পরিকল্পনাগুলো শিকেয় তুলে রেখে জনগণকে একটা বহুমাত্রিক পররাষ্ট্রনীতি উপহার দাও, আর নয়ত সাটের সঙ্গে একটা আপোস করে ফেল।'

ম্যালো বললেন, 'ঠিক আছে, মনে কর প্রথম বিকল্পটা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি আমি। দ্বিতীয় বিকল্পটা চেষ্টা করে দেখা যাক। সাট এসে গেছে।'

দু'বছর আগে অনুষ্ঠিত সেই বিচারের পর সাট এবং ম্যালোর এটাই প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। দু'জনের আচরণের সূক্ষ্ম তারতম্যই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিল শাসক এবং বিরোধী পক্ষের ভূমিকাটা পাল্টে গেছে। দু'জনে পরস্পরের মধ্যে আর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন না। করমর্দন না করেই বসে পড়লেন সাট।

'জেল থাকলে কি অসুবিধা আছে?' একটা সিগার অফার করে জিগ্যেস করলেন ম্যালো। 'ওর আন্তরিক ইচ্ছে, একটি আপোসরফা হোক আমাদের মধ্যে। আর তাছাড়া, তেমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাও নিতে পারবে।'

শ্রাগ করলেন সাট। 'আপোস হলেই তোমার জন্যে মঙ্গল। এর আগে একবার তোমাকে আমি তোমার শর্ত জানানোর আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমার ধারণা পরিস্থিতি এখন ঠিক তার উল্টো।'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'তাহলে আমার শর্তগুলো শুনে নাও। অর্থনৈতিক উৎকোচ প্রদান আর গ্যাজেট বিক্রির হঠকারী নীতি তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে, আর ফিরে যেতে হবে আমাদের বাপ-দাদাদের পরীক্ষিত নীতিতে।'

www.BanglaBook.org

'অর্থাৎ মিশনারিদের সাহায্যে রাজ্য জয়ের নীতিতে?'

'ইগজ্যাক্টলি।'

'এর কমে অন্য কিছুতে আপোস সম্ভব নয়?'

'না।'

'হুম্-ম্।' খুব ধীরে ধীরে সিগারে অগ্নিসংযোগ করলেন ম্যালো। কষে একটা টান দিতে সেটার ডগায় উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা গেল। 'হার্ডিনের সময় মিশনারিদের সাহায্যে রাজ্য জয় যখন নতুন আর মৌলিক একটা ব্যাপার ছিল তখন আপনার মতো লোকেরাই তার বিরোধিতা করেছিল। এখন যখন এটা পরীক্ষিত, প্রমাণিত আর পবিত্র বলে স্বীকৃতি পেয়েছে তখন জোরেন সাটের মতো লোকেরা আর কোনো দোষ খুঁজে পান না তার মধ্যে। সে যাই হোক, এবার বলুন, আমাদের এই জগাখিঁচুড়ি অবস্থা থেকে আপনি কীভাবে সবাইকে উদ্ধার করতে চান?'

'বলো *তোমার* জগাখিঁচুড়ি অবস্থা থেকে। আমার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।'

'প্রশ্নটা আপনার সুবিধে মতো বদলে নিন।'

'একটা কড়া আগ্রাসী নীতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যে-অচলাবস্থা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছ সেটা কিন্তু খুব মারাত্মক। যেখানে সবাইকে আমাদের শক্তির পরিচয় দেয়াটাই সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার সেখানে এটা পেরিফেরির তাবৎ বিশ্বের কাছে নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করারই নামান্তর। আর ওদের মধ্যে এমন কোনো শকুন পাওয়া যাবে না যেটা আমাদের লাশের ওপর ভাগ বসাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে। এটা তোমার বোঝা উচিত। অবশ্য তুমি স্মিরনোর লোক।'

মন্তব্যটার ভেতরে যে ইঙ্গিত ছিল সেটা উপেক্ষা করে গেলেন ম্যালো। বললেন, 'ধরে নিলাম, কোরেলকে যুদ্ধ হারালেন আপনি, কিন্তু এম্পায়ারের কী হবে? *ওটাই* তো আসল শত্রু।'

সাটের চাপা হাসি ঠোঁটের দু'কোনায় গিয়ে জমা হলো।

'তোমার সিওয়েনা সফরের বিবরণটা কিন্তু অসম্পূর্ণ ছিল না আর যাই হোক। নরম্যানিক সেক্টরের ভাইসরয় তাঁর নিজের স্বার্থেই পেরিফেরিতে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান। তবে সেটা একটা সাইড-ইস্যু। গ্যালাক্সির প্রান্তসীমায় অভিযান চালিয়ে সব কিছু বিপদের মুখে ঠেলে দেবার ঝুঁকি তিনি নেবেন না, যখন অন্তত পঞ্চাশটি প্রতিবেশী রাজ্য আর একজন সম্রাট রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে। এগুলো তোমারই কথা, আমি সংক্ষেপে বললাম।'

'কিন্তু সাট, ঝুঁকিটা তিনি নিতেও পারেন, যদি তিনি মনে করেন আমরা বিপজ্জনক রকমের শক্তিশালী। আর আমরা যদি কোরেলকে ধ্বংস করি তাহলে সেকথা মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকে বৈকি। সুতরাং আমাদেরকে আরো সূক্ষ্মভাবে এগোতে হবে।'

'যেমন–'

www.BanglaBook.org

চেয়ারের পিঠে গা এলালেন ম্যালো। 'সাট, আপনাকে আমি একটা সুযোগ দিচ্ছি। আপনাকে আমার দরকার নেই ঠিকই, তবে আপনাকে আমি ব্যবহার করতে পারি। সেকারণেই ব্যাপারটা খুলে বলছি আপনাকে। এরপর ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে কোয়ালিশন কেবিনেটে একটা আসন পেতে পারেন, অথবা জেলে পচে মরে শহীদের সম্মান লাভ করতে পারেন।'

'এর আগেও তুমি এই শেষ কৌশলটা খাটাতে চেষ্টা করেছিলে।'

'এবারের মতো এত আন্তরিকভাবে করিনি, মোক্ষম সময়টা আসলে সবে এল মাত্র। যাক গে, শুনুন এবার।' ম্যালোর চোখ দুটো ছোট হয়ে এল।

'প্রথমে নেমে কোরেলে আমি ট্রেডারদের স্টকে সাধারণত যেধরনের জিনিস থাকে সেই সব খেলনা যন্ত্রপাতি ঘুষ দিয়েছিলাম কমোডরকে। গোড়ায় আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু একটা স্টীল ফাউণ্ড্রিতে ঢোকা। ঘুষটা সেজন্যই দেয়া আর এর বাইরে আমার অন্য কোনো প্ল্যান ছিল না। তো, প্ল্যানটা সফল হলো, যা চেয়েছিলাম তা পেলাম। কিন্তু ট্রেডকে যে কী ভীষণ এক অস্ত্রে পরিণত করতে পারি আমি সেটা উপলব্ধি করলাম এম্পায়ার থেকে ঘুরে আসার পর।

'এমুহূর্তে আমরা একটা সেলডন ক্রাইসিসের মুখোমুখি, সাট, আর, বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে দিয়ে সেলডন ক্রাইসিসের সমাধান করা যায় না; হিস্টোরিক ফোর্স বা ঐতিহাসিক শক্তি দিয়ে এই ক্রাইসিসের সমাধান করতে হয়। হ্যারি সেলডন যখন আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পরিকল্পনা করেন, তখন কিন্তু তিনি অসাধারণ সব বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে গুরুত্ব দেননি, বরং অর্থনীতি আর সমাজবিদ্যার ব্যাপক প্রসারের ওপরই নির্ভর করেছিলেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বিভিন্ন ক্রাইসিসের সমাধান করতে চাইলে তা করতে হবে সেই বিশেষ সময়ে প্রচলিত বা সহজলভ্য শক্তি দিয়েই।

'এ ক্ষেত্রে সেই শক্তি হচ্ছে ট্রেড, বাণিজ্য!'

চোখে সন্দেহ নিয়ে ভুরু তুললেন সাট। বিরতিটুকুর সুযোগ নিয়ে বলে উঠলেন, 'আমার ধারণা, বুদ্ধিশুদ্ধির দিক দিয়ে আমি একেবারে গোবরগণেশের পর্যায়ে পড়ি না। কিন্তু তোমার এই ঘোলাটে লেকচার আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ঢুকবে,' সাটকে আশ্বস্ত করলেন ম্যালো। 'একটা কথা ভেবে দেখুন যে, বাণিজ্য শক্তিকে এখন পর্যন্ত তেমন একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ভাবা হয়েছে, যাজকতন্ত্রকে ব্যবহার করে বাণিজ্য একটি জোরাল অস্ত্রে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। আর গ্যালাকটিক পরিমণ্ডলে আমার নিজের অবদান *এটা*। বাণিজ্য কর, কিন্তু প্রিস্টদের ছাড়া। ট্রেড এলোন। আর তার জোর নেহাত কম নয়। আরো সহজে বোঝান যাক ব্যাপারটা। এমুহূর্তে কোরেলের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছে, তাই তো? স্বাভাবিকভাবেই ওদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। *কিন্তু* গত তিন বছর ধরে ওদের অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান গতিতে যে অ্যাটমিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সেপ্রযুক্তি আমরাই প্রবর্তন করেছি আর কেবল আমরাই তা সরবরাহ

www.BanglaBook.org

করতে পারি। তো, এই অবস্থায় যদি ছোট ছোট অ্যাটমিক জেনারেটরগুলো হঠাৎ করে নষ্ট হতে শুরু করে, একটার পর একটা যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে যেতে থাকে, তাহলে কী হবে, বলুন তো?–

'প্রথম ধাক্কাটা পড়বে গৃহস্থালি ছোটখাটো যন্ত্রপাতির ওপর। প্রথমেই সেগুলো অকেজো হয়ে পড়বে। আপনি যেটা একেবারেই পছন্দ করছেন না অর্থাৎ এই অচলাবস্থাটা, সেটা মাত্র ছ'মাস চললেই দেখবেন একজন গৃহবধূর অ্যাটমিক ছুরি আর কাজ করছে না, তার স্টোভ অকেজো হয়ে পড়ছে। তার ওয়াশার আর আগের মতো কাজ করছে না। গ্রীষ্মের এক দুঃসহ দুপুরে তার বাড়িতে তাপ-আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল হয়ে গেছে। কী ঘটবে সেক্ষেত্রে?'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন তিনি। সাট শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন 'কিছুই ঘটবে না। যুদ্ধের সময় লোকজন অনেক কষ্ট সহ্য করে।'

'তা ঠিক, করে। বিধ্বস্ত স্পেসশিপের ভেতর করুণভাবে মৃত্যুবরণ করার জন্যে অসংখ্য বাবা-মা তাদের ছেলেদের যুদ্ধে পাঠায়, শত্রুপক্ষের বোমা-বর্ষণের মুখেও থাকে অটল-অনড় আর সে জন্য যদি পচা রুটি আর নোংরা পানি খেয়ে আধ মাইল গভীর মাটির গর্তেও দিন কাটাতে হয়, তারা হাসিমুখেই তা মেনে নেয়। কিন্তু এটা তারা করে কখন? যখন গতানুগতিক অর্থে বড়সড় একটা যুদ্ধের মুখোমুখি হয় তারা। করে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো ব্যাপার যখন থাকে না, তখন এসব ছোটখাটো ব্যাপার, অর্থাৎ এই গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি নিয়ে ঝামেলা সহ্য করা খুব কঠিন।

'আমি যেটা বলতে চাইছি তা হলো, আমার স্ট্র্যাটেজিটা কাজ করলে পরিস্থিতিটা হয়ে দাঁড়াবে পুরোদস্তুর একটা স্টেলমেট– রীতিমত একটা অচলাবস্থা। তাতে যুদ্ধ বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি তার কোনো চাপই থাকবে না। কেউ হতাহত হবে না। বোমাবর্ষণ থাকবে না, হবে না কোনো সংঘর্ষ।

'কী থাকবে তাহলে? থাকবে একটা চাকু, যা দিয়ে কিছু কাটা যায় না; একটা স্টোভ, যা দিয়ে রান্না করা যায় না; একটা বাড়ি, শীতকালে যেটা হিমাগারে পরিণত হয়। মোদ্দা কথা, বিশ্রী একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। লোকজন সব রাগে ফুঁসবে।'

আকাশ থেকে পড়লেন সাট। 'তুমি কি এর ওপর ভরসা করে বসে আছ? কী আশা কর তুমি? গৃহিণীদের বিদ্রোহ? "ফিরিয়ে দাও আমাদের অটোম্যাটিক সুপার-ক্লিনো অ্যাটমিক ওয়াশিং মেশিন"– এই স্লোগান দিতে দিতে, হাতে দা-ছুরি নিয়ে নেমে পড়া মুদি আর কসাইদের বিক্ষোভ?'

'না, জনাব,' অধৈর্য গলায় বলে উঠলেন ম্যালো, 'এধরনের কোনোকিছুই আশা করছি না আমি। আমি আশা করছি অসন্তোষ আর বিরক্তিকর একটা অবস্থা, তার কারণ, সেটাকে আমি পরে আরো বড় কোনো ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারব।'

'তা সেই বড় ব্যাপারটা কী?'

www.BanglaBook.org

'কোরেলের সব ম্যানুফ্যাকচারার, কল-কারখানার মালিক আর শিল্পপতি। স্টেলমেট অবস্থাটা বছর দুই চলার পরেই কল-কারখানার যন্ত্রপাতিগুলো একটা করে অকেজো হতে শুরু করবে। ওদের সব কল-কারখানা আমরা আমাদের অ্যাটমিক যন্ত্রপাতি দিয়ে আপাদমস্তক নতুন করে সাজিয়েছি। সেগুলো হঠাৎ করে পথে বসে পড়বে। ভারি কল-কারখানাগুলো দেখবে, তারা সব *একসঙ্গে* আর এক ধাক্কায় শুধু অকেজো স্ক্র্যাপ মেশিনারির মালিক বনে গেছে।'

'তুমি কোরেলে পা দেবার আগে কিন্তু ওদের ফ্যাক্টরিগুলো ভালই চলত ম্যালো।'

'হ্যাঁ, সাট, চলত। কিন্তু এখন তার চেয়ে বিশগুণ বেশি লাভ হচ্ছে। সে যাই হোক, এমন ভরাডুবির পর শিল্পপতি, ফিন্যান্সিয়ার আর গড়পড়তা সাধারণ লোকজন সবাই তার বিরুদ্ধে চলে গেলে কমোডর লোকটা ক'দিন টিকবে বলতে পারেন?'

'তার যতদিন খুশি ততদিন। এম্পায়ার-এর কাছ থেকে নতুন অ্যাটমিক জেনারেটর আনিয়ে নেবে সে।'

হো হো করে হেসে উঠলেন ম্যালো।

'ধরতে পারেননি, সাট, কমোডরের মতো আপনিও ধরতে পারেননি ব্যাপারটা। একেবারেই না। তার মানে, আপনি কিছুই বোঝেননি। শুনুন, সাট, এম্পায়ার একটা জিনিসও রিপ্লেস করতে পারবে না। এম্পায়ার-এর সবকিছুই বিশাল বিশাল, অতিকায়। গ্রহ, স্টেলার সিস্টেম আর গ্যালাক্সির সব ক'টা সেক্টরের কথা চিন্তা করে ওরা সেই অনুপাতে সবকিছু তৈরি করছে, সবকিছু হিসেব করেছে। ওদের জেনারেটরগুলো পেল্লায় সাইজের। তার কারণ ওদের চিন্তা-ভাবনাও ওরকম।

'কিন্তু একটাই মাত্র গ্রহে সীমাবদ্ধ *আমাদের* ছোট্ট ফাউণ্ডেশনকে লড়তে হয়েছে একটা নিষ্ঠুর অর্থনীতির বিরুদ্ধে। আমাদের জেনারেটর বুড়ো আঙুলের সমান না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ ঐটুকু মেটালই কেবল সম্বল আমাদের। বাধ্য হয়েই নতুন নতুন প্রযুক্তি আর কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছে আমাদের। আর এই প্রযুক্তি আর কলা-কৌশল অনুকরণ করা সম্ভব নয় এম্পায়ারের পক্ষে। তার কারণ, সত্যিকারের কোনো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধন করার মতো অবস্থা আর নেই তাদের, অধঃপতন ঘটেছে আগেই।

'গোটা একটা শিপ, শহর, এমনকি একটা গোটা বিশ্ব সুরক্ষিত করার মতো বড় বড় অ্যাটমিক শিল্ড থাকলে কী হবে, আলাদাভাবে মাত্র একটা মানুষকে রক্ষা করার মতো ছোট্ট একটা শিল্ড তারা কখনোই বানাতে পারেনি। আমি নিজেই তো দেখেছি, শহরে আলো আর তাপ সরবরাহ করার মেশিনগুলো এককেটা ছ' তলা দালানের সমান উঁচু। আমাদের অ্যাটমিক জেনারেটর আখরোটের আকারের একটা ছোট সীসের কৌটোতেই পুরে রাখা যায় শুনে ওদের এক অ্যাটমিক স্পেশালিস্ট তো একদিন নাক সিঁটকিয়েই মরে।

'ওরা যে এই বিশালতার মধ্যে কতখানি ডুবে আছে সেকথা ওরা নিজেরাই বুঝতে পারে না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেশিনগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

উত্তরাধিকারসূত্রে কেয়ারটেকার নিযুক্ত হচ্ছে। সেই কেয়ারটেকাররা এমনিই পণ্ডিত যে, বিশাল যন্ত্রটার ছোট একটা ডি-টিউব পুড়ে গেলেই তারা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়বে।

'পুরো যুদ্ধটাই কিন্তু হচ্ছে আসলে ঐ দুটো সিস্টেমের মধ্যে; ফাউণ্ডেশন আর এম্পায়ারের মধ্যে, বড় আর ছোটর মধ্যে। একটা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতের মুঠোয় আনতে ওরা ঘুষ দেয় বিশাল শিপ, সেগুলো হয়ত যুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কোনো অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে না। অন্যদিকে আমরা ঘুষ দেই ছোট ছোট জিনিস– যুদ্ধে সেগুলো কাজে লাগে না ঠিকই, কিন্তু সমৃদ্ধি আর মুনাফার ব্যাপারে সেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

'একজন রাজা বা কমোডর সেই ঘুষের শিপ লুফে নেবে, হয়ত যুদ্ধেও ব্যবহার করবে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, সেখানে সব স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ছড়াছড়ি। তথাকথিত মান, সম্মান, গৌরব আর বিজয়ের কারণে তারা জনগণের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু তাই বলে এখনো জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারগুলোর গুরুত্ব কমে যায়নি, বরং সেগুলোই শক্তিশালী– আর সেকারণেই, দু'তিন বছরের মধ্যে সারা কোরেল জুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দা ছড়িয়ে পড়বে তার প্রবল তোড়ে অ্যাসপার আর্গো ভেসে যাবে।'

সাট উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, ম্যালো এবং জেলের দিকে পেছন ফিরে। সবে সন্ধ্যা নেমেছে। গুটিকতেক তারা ফুটেছে আকাশে। মিটমিট করে জ্বলছে গ্যালাক্সির এপ্রান্তে। সাট বলে উঠলেন, 'না, তোমাকে দিয়ে চলবে না।'

'আমার ওপর আপনার আস্থা নেই?'

'আমি বলতে চাইছি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। কথা বেচে খেতে ওস্তাদ তুমি। কোরেলে তোমার প্রথম ট্রিপের সময় আমি যখন এই ভেবে খুশিতে নাচছি যে, তুমি আমার হাতের মুঠোতেই রয়েছ, ঠিক সেই সময় আমাকে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলে তুমি। বিচারের সময় ভাবলাম তোমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছি, সেই সময় তুমি আবারো ফসকে গেলে। জননেতার মতো কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে একেবারে মেয়রের চেয়ারে বসে পড়লে। তোমার পেটভরা জিলিপির প্যাঁচ। তোমার প্রতিটি কাজেই দ্বিতীয় একটা উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে। এক কথায় থাকে তিন রকমের অর্থ।

'এমনকি হতে পারে না যে, তুমি আসলে একটা বিশ্বাসঘাতক? পয়সা আর প্রতিপত্তির টোপ যে গেলোনি এম্পায়ারে গিয়ে সে কথাই বা কে বলবে? আর সেক্ষেত্রে তুমি যে কাজ করতে, এখন ঠিক সেই কাজই করছ। শত্রুর হাত শক্তিশালী করে তুমি একটা যুদ্ধ ডেকে আনিতে, ফাউণ্ডেশনকে বাধ্য করতে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে, আর সবকিছুরই এমন একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে যে, কেউ কিছুই সন্দেহ করত না।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপোস হচ্ছে না?' শান্তভাবে জিগ্যেস করলেন ম্যালো।

www.BanglaBook.org

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালেন সাট। 'আমি বলতে চাইছি, তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে– স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে।'

'সহযোগিতা না করলে আপনার ভাগ্যে কী ঘটবে সেব্যাপারে কিন্তু আগেই সতর্ক করে দিয়েছি আপনাকে।'

আকস্মিক উত্তেজনায় সাটের মুখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল। 'আর আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, স্মিরনোর হোবার ম্যালো, আমাকে গ্রেফতার করলে তোমার বাঁচার আর কোনো উপায় থাকবে না। আমার লোকেরা তোমার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দেবে, আর ফাউণ্ডেশনের জনগণ তাদের ভিনদেশী শাসকের বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। নিয়তি সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা আছে, সেই সচেতনতা তোমার ধ্বংস ডেকে আনবে।'

ঘরের ভেতর ততক্ষণে দু'জন গার্ড ঢুকে পড়েছে। ম্যালো শান্তভাবে তাদের হুকুম করলেন, 'নিয়ে যাও। একে গ্রেফতার করা হলো।'

সাট বলে উঠলেন, 'শেষ সুযোগটা হারালে তুমি।'

ম্যালো তাঁর হাতের সিগারটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। মুখ তুলে তাকালেন না।

মিনিট খানেক পর নড়েচড়ে উঠলেন জেল। ক্লান্ত কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন 'একজনকে তো শহীদ বানালে। এবার?'

অ্যাশট্রেটা নাড়াচাড়া করছিলেন ম্যালো। থেমে গিয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

'আমি যে সাটকে চিনতাম, এ সে নয়. এ একটা অন্ধ ষাঁড়। গ্যালাক্সি! লোকটা আমাকে ঘৃণা করে!'

'তার মানে, আরো বিপজ্জনক।'

'আরো বিপজ্জনক? ননসেন্স। ঐ লোকটার সব বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে।'

জেল গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি ওভার-কনফিডেন্ট হয়ে পড়ছ ম্যালো। একটা গণআন্দোলনের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।'

ম্যালোও গম্ভীর চালে বললেন, 'গণআন্দোলনের কোনো সম্ভাবনাই নেই, জেল।'

'গায়ের জোরে বললে কিন্তু কথাটা।'

'গায়ের জোরে বলিনি, সেলডন ক্রাইসিস আর তার সমাধান যে একটা ঐতিহাসিক সত্য, বাহ্যিকভাবে *এবং* অভ্যন্তরীণভাবে, সেকথা স্মরণ রেখে বলেছি। কয়েকটা কথা সাটকে *বলিনি* আমি। আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোকে সে যেভাবে ধর্মীয় শক্তির সাহায্যে বশে রেখেছিল, খোদ ফাউণ্ডেশনকেও সে ঐ একই শক্তি দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। এতেই প্রমাণিত হয়ে যে, সেলডন প্রকল্পে ধর্মের আর কোনো ভূমিকা নেই এখন।

'এদিকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা কিন্তু ভিন্নভাবে কাজ করছে। আর তুমি আমাকে স্যালভর হার্ডিনের যে বিখ্যাত কথাটা শুনিয়েছিলে সেটা ধার করে বলতে গেলে বলতে হয়, এটা এমন একটা অ্যাটম-ব্লাস্টার যা দু'দিকেই তাক করা যায় না। আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে কোরেল উন্নতি করেছে, আমরাও উন্নতি করেছি।

www.BanglaBook.org

আমাদের সঙ্গে ওদের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে যদি কোরেলিয়ান কল-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায় আর বাণিজ্যিক অন্তরীণ অবস্থার কারণে যদি আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোর সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের কল-কারখানাগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে, নেই হয়ে যাবে আমাদের সমৃদ্ধিও।

'এদিকে, এমন কোনো কল-কারখানা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা শিপিং লাইন নেই যা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। সাট যদি বৈপ্লবিক প্রোপাগাণ্ডা চালায় তখন দেখবে আমি সেটা কীভাবে নস্যাৎ করে দিই। যেসব জায়গায় ওর প্রোপাগাণ্ডা সফল হবে, বা এমনকি সফল হবে বলে মনে হবে, সেসব অঞ্চলের অগ্রগতি যাতে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে আমি তা দেখব। কিন্তু যেসব এলাকায় ওর প্রোপাগাণ্ডা ব্যর্থ হবে, সেসব এলাকার সমৃদ্ধি আর অগ্রগতি পুরোপুরি অব্যাহত থাকবে। তার কারণ আমার কল-কারখানায় লোকের কমতি নেই।

'সুতরাং যেযুক্তিতে আমি বিশ্বাস করি যে, কোরেলিয়ানরা তাদের সমৃদ্ধির দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, ঠিক একই যুক্তিতে আমি বিশ্বাস করি যে, *আমরা* এই সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না। খেলাটার শেষ পর্যন্ত দেখা হবে।

'তার মানে, ম্যালো,' কথার উপসংহার টানলেন জেল, 'তুমি একটা ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করছ। টার্মিনাসকে তুমি ট্রেডার আর বণিক রাজপুত্রদের আবাসভূমিতে পরিণত করছ। তাহলে ভবিষ্যতের কী হবে?'

ম্যালো উগ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভবিষ্যৎ দিয়ে আমি কী করব? সেলডন অবশ্য ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, আগেভাগে সেটা দেখতে পেয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিয়েছেন। কিন্তু আমি হোবার ম্যালো ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব কোন দুঃখে? ভবিষ্যতে আরো অনেক ক্রাইসিস আসবে, আর আজ ধর্ম যেভাবে একটা মৃত শক্তিতে পরিণত হয়েছে তখন মানি পাওয়ারও ঠিক এভাবে মৃত শক্তিতে পরিণত হবে। আমার সমস্যা আমি সমাধান করেছি, আমার উত্তরপুরুষরাও ঠিক একইভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করুক।

***

কোরেল– ...সুতরাং, ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তপাতহীন যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত এই তিন বছরব্যাপী যুদ্ধের পর কোরেল প্রজাতন্ত্র নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করল। এবং ফাউণ্ডেশনের জনগণের হৃদয়ে হ্যারি সেলডন ও স্যালভর হার্ডিনের পাশেই ঠাঁই পেলেন হোবার ম্যালো।

ইনসাইক্লোপীডিয়া গ্যালাকটিকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG